সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ

পরেশচন্দ্র মজুমদার

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা ৬

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৮

প্রচ্ছদশিল্পী : চারু খান

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

ভূমিকা

বাঙলা সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। যেমন বাঙলা সাহিত্যপত্রে পালি ও প্রাকৃত পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের তুলনামূলক কোন ব্যাকরণ সুলভ ছিল না। ফলে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদি ও মধ্য স্তরের ভাষাদর্শ এবং তার ক্রমপরিণতির রেখাচিত্র কিছুতেই স্পষ্ট হত না। অথচ একথা সত্য, সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত কেন, যে-কোন আধুনিক ভাষারই সামগ্রিক চিত্র ও ঐতিহাসিক স্বরূপ তুলনামূলক আলোচনার অভাবে অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

ভাষাতত্ত্বের ছাত্র হিসেবে আবার সমস্যা ছিল অন্য ধরণের। সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্বের ছাত্রের গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের তুলনামূলক ব্যাকরণ অবশ্যপাঠ্য। কিন্তু সেই সংস্কৃতভাষার ঐতিহাসিক কালানুক্রম ও সমকালীন বিন্যাস ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্যসরবরাহের ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক পর্যায়ের। তার কারণ সম্ভবত এইজাতীয় বিদেশী গ্রন্থের অভাব। বাঙলা দেশের সংস্কৃত-সংস্কৃতির তীর্থ সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনার সময়ও এই অভাব বোধে ক্লিষ্ট হয়েছি। সংস্কৃত ছাত্রদের T. Burrow প্রণীত 'The Sanskrit Language'-এর মত দুরূহ পুস্তক অধিগত করার দুর্দম বাসনা ও দুর্গতি এবং সেই সঙ্গে বৈদিক ব্যাকরণের শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শ সমন্বয় করার বিপুল কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস দেখে বেদনা অনুভব করেছি। আসল কথা, সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নকালে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য মতাদর্শ যে ঠিক একপথে চলে না, অথবা ইংরাজী ভাষাজ্ঞান থাকলেই যে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি আয়ত্তে আসে না —এমন কথা অনেকেই স্বীকার করতে চান না।

যাই হোক, আমার মনের অন্তর্লীন পীড়া ও সংস্কৃতানুরাগী অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিরন্তর নির্বন্ধ উপেক্ষা ক'রে চলতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। কারণ, আমি ওড়িয়া ভাষা সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রকাশনের কাজে সবিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। পরিশেষে সারস্বত লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব বোধে অগ্রণী হলেন। শুধু তাই নয়, ইংরাজীতে রচনাপ্রকাশের ব্যবসায়িক সাফল্য ও সম্ভাবনা উপেক্ষা ক'রে তাঁরা বাঙলা ভাষাতেই মৌলিক রচনাপ্রকাশের গুরুভার গ্রহণ করলেন। বস্তুত, এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার জন্যই এই বৃহৎকায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে পারল।

এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। ভারতীয় আর্যভাষার বহুমুখী বাগ্‌ধারা সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ধ'রে কীভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এ গ্রন্থ তারই পথনির্দেশ। তাই আর্যভাষা-পরিবারের বিবর্তন ও পরিণতির কথা বলতে গিয়ে একদিকে যেমন প্রাক্‌-বৈদিক যুগেব অতীত ইতিহাসের জের টানতে হয়েছে, অপরদিকে তেমন পালি/প্রাকৃতের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসও অসম্পূর্ণ রাখা চলে নি। এই গ্রন্থেব প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি—প্রাচীন আর্যভাষার প্রতিটি স্তর এবং তার ভাষাতাত্ত্বিক ক্রমপরিণতির চিত্ররূপায়ণ এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার তুলনামূলক অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক প্রয়োগ। ফলে, উচ্চতর পাঠের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ প্রশস্ত ভূমিকাস্বরূপ। এই উদ্দেশ্যেই কৌতূহলী পাঠকদের জন্য সংস্কৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক ধ্বনিসূত্রগুলি গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

ভাষা মানুষেরই ইতিহাস। কাজেই ঐতিহাসিক সংস্কার, গণসংযোগ, এমন কি ভৌগোলিক বৃত্ত এবং বৃত্তান্ত বাদ দিয়ে ভাষা বা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। সেরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় গ্রন্থপঞ্জী, ভাষা হয়ে ওঠে ব্যাকরণগত বিধান। ভারতীয় আর্যভাষার সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাই তার ঐতিহাসিক পটভূমি, যুগধর্ম বা সাহিত্যকৃতির পরিমাপ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

তবু বলে রাখা ভাল, এই আলোচনা মুখ্যত ব্যাকরণেরই তুলনামূলক ইতিহাস। তাই এই গ্রন্থপাঠের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণজ্ঞান ঈপ্সিত। অপর পক্ষে, ভারতীয় ব্যাকরণদর্শন থেকে পাশ্চাত্ত্য পর্যবেক্ষণ-ভঙ্গীরও পার্থক্য লক্ষণীয়। অনভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য নিরীক্ষা-রীতি হয়ত আপাতদুরূহ বা আয়াসসাধ্য। তথাপি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা চলে—ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দৃঢ়মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনে রাখা দরকার, প্রাচীন বৈয়াকরণদের ভাষা-সম্পর্কীয় দৃষ্টি ছিল পূর্বকল্পিত। ধর্মীয় অনুপ্রেরণার কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে তাঁরা ভাষার ভাষ্য রচনা করেছেন সংস্কৃত বা বিশেষ একটি প্রাকৃত ভাষার সিদ্ধ আদর্শ ধরেই। সেই ভাষাদর্শ যেন একটি স্থির সত্তা—যা' প্রয়োগে স্বভাব-বিশুদ্ধ, প্রচলনে ব্যতিক্রমহীন। ফলে, ভাষাপ্রবাহের ঐতিহাসিক ক্রম, স্থানিক ভেদ বা আপেক্ষিক কথ্যধর্ম একাকার হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে কিন্তু এই তথ্যগুলির মূল্য অপরিসীম।

আরও লক্ষণীয়, প্রাচীন বৈয়াকরণদের কাছে ভাষা যেন ব্যাকরণ-সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, সূত্রেব দ্বারা ভাষা সৃষ্ট হয় না। ভাষার ক্রমবিকাশের পথ ধরেই হারানো সূত্র আবিষ্কার করতে হয়। কাজেই ব্যাকরণ-সূত্রের ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা করতে হলে অপর আর একটি সূত্র-সৃজনের প্রয়োজন হয় না। ব্যতিক্রমজনিত সূত্রগুলিকে দেখা হয় অতীতের উপভাষাগত বা কালানুক্রমিক বিকল্প প্রয়োগ হিসেবেই।

ব্যাকরণগত বিচার ও বিশ্লেষণেরও পার্থক্য যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিয়াগঠনরীতি সম্পর্কে অধুনা 'কাল' (tense) ও 'ভাব' (mood) পৃথক ; সংস্কৃত ব্যাকরণে 'কাল' ও 'ভাব' (এবং বিভক্তি) একীভূত (দশ লকার), কিন্তু বৈদিক রীতিতে ক্রিয়াপদ ক্রিয়ামূলকেন্দ্রিক (লট্-, লিট্-, লুঙ্-মূল)—'কাল' সেখানে অবান্তর অর্থাৎ বক্তার মানস কাল অপেক্ষা কার্যকাল বা কার্যভঙ্গীই (aspect) সেখানে প্রধান। এইরূপ নামগঠনের ক্ষেত্রে প্রাচীন বৈয়াকরণদের পরিভাষা-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আঙ্গিক রূপের বিচার, আচরণগত ব্যাখ্যা নয়। যেমন 'তুমুন্'-সংজ্ঞা হল প্রাত্যয়িক—যদিও আচরণে তা' অব্যয়। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষায় তুম্ ছাড়াও অন্যান্য তুমর্থক প্রয়োগ

ছিল—যেগুলির অন্তে ছিল না তুম্, অথবা যেগুলি আচরণে ছিল ভাববচন (verbal noun)। সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা বা পরিভাষা আধুনিক বিচার-পদ্ধতিতে নির্বিচারে ব্যবহৃত হতে পারে না।

এই পুস্তকে-অনুসৃত লিপিবিধি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সনাতন প্রথা অস্বীকার ক'রে বাঙলা হরফের পরিবর্তে প্রায়শই Roman হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সুস্পষ্ট। Roman প্রতিলিপিতে প্রতিটি ধ্বনিই পৃথক পৃথক চিহ্নিত। তাই ধ্বনিমান (phonetic value) তুলনার জন্য Roman হরফ ব্যবহার না করার কোন বিকল্প নেই। তবে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ-আলোচনা Roman হরফে ভারাক্রান্ত করি নি। ধ্বনিগত তুলনা বা ব্যুৎপত্তির প্রশ্ন যেখানে উঠেছে, সেইখানেই Roman হরফের সার্থকতা অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে গাণিতিক সূত্রের মতই।

গ্রন্থে অসমীয়া ৱ হরফটি ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে জানাই যে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণে বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব-এর পার্থক্য জ্ঞান। অবশ্য-প্রয়োজনীয়। বাঙলা য় হরফের সাদৃশ্যে ৱ ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। বিকল্পে নাগরীর অন্তঃস্থ ব এবং বাঙলার ব উচ্চারণকালে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনাও বেশি। লক্ষণীয়, এই গ্রন্থে-ব্যবহৃত ব-যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে শেষের ব ধ্বনিটি (যেমন দ্ব) সর্বদাই ৱ-রূপে উচার্য। আর আদিতে ব থাকলে যেমন ব্দ) তা' বর্গীয় ব-রূপে উচার্য। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তা' পৃথক রূপে অথবা Roman হরফে চিহ্নিত (যেমন ম্ব = ম্ব, *mb*)। গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নামে অবশ্য ব/ৱ-এর পার্থক্য দেখান হয় নি। কেবল ব্যাকরণগত আলোচনা-প্রসঙ্গেই এই পার্থক্য রক্ষিত হয়েছে। এছাড়া, সংস্কৃত য় এবং ড বাঙলা উচ্চারণে য়/জ বা ড/ড়—এই বিপর্যয় ঘটে ব'লে সর্বত্র সংস্কৃত লিপিবিধি অনুসৃত হয়েছে (যেমন কার্য়, নীড = কার্য, নীড়)।

বাঙলা পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের অনেক অভিধা পরিবর্তন বা পরিবর্জন করেছি। যেমন, 'অন্ত্যস্বরলোপ' (apocope) শব্দের বদলে 'অন্ত্যবর্ণলোপ' (কারণ, অন্তে কেবল স্বর নয়, যে কোন ধ্বনি বা বর্ণই লুপ্ত হতে পারে), অথবা 'অপশ্রুতি' (ablaut, vowel gradation)

অপেক্ষা 'স্বরক্রম' আমার কাছে অধিকতর সার্থক ব'লে মনে হয়েছে। অনেকসময় সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে প্রচলিত বা অপ্রচলিত কিছু পরিভাষা গ্রহণ করতে হয়েছে (যেমন 'অঙ্গ' অর্থাৎ ধাতু ও বিকরণযুক্ত ক্রিয়ামূল)। অবশ্য প্রায়ই পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়েছে। গ্রন্থের শেষে তাই পরিভাষা-সূচী দেওয়া হয়েছে। পরিভাষা-সৃষ্টির সার্থকতা বিচারের ভার পাঠকদের।

ভাষা-ইতিহাসের সার্থক অধ্যয়নের জন্য কেবল ব্যাকরণের ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনাই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন রয়েছে বিভিন্ন ভাষার রচনাদর্শ বা text পাঠের। আমার মনে হয়, এর জন্য এই কয়টি গ্রন্থের রচনাদর্শই যথেষ্ট। যথা—A. A. Macdonell : Vedic Reader ; K. C. Chatterji : Vedic Selections ; S. K. Chatterji and S. Sen : A Middle Indo-Aryan Reader এবং Woolner প্রণীত Introduction to Prākrit গ্রন্থে-উদ্ধৃত প্রাকৃত রচনাংশ। আশা করি, উপরোক্ত রচনাদর্শ পাঠের সময়ে আমার এই গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হবে।

পরিশেষে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য (সংস্কৃত কলেজ) এবং শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায় (আশুতোষ কলেজ) মহাশয়কে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পরিভাষা সম্পর্কীয় সমস্যায় এঁদের সহায়তা হয়েছে আমার সম্পদ। সংস্কৃত কলেজ এবং অন্যান্য কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রদের কাছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহলাভ করেছি। তাঁদেরও নিকট আমি ঋণী। এই গ্রন্থরচনার জন্য আমায় প্রথম অনুপ্রাণিত করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য (সংস্কৃত কলেজ)। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। সর্বশেষে প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে চিন্তাশীল রচনাপ্রকাশের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। নির্ভুল মুদ্রণ ও পারিপাট্যের জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন সারস্বত প্রেসের কর্মীবৃন্দ। তাঁরাও ধন্যবাদার্হ।

ভাষাতত্ত্ব বিভাগ

সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

(প্রাচীন ভারতীয় আর্য)

দ্বিতীয় খণ্ড

(মধ্য ভারতীয় আর্য)

বিস্তারিত সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

(প্রাচীন ভারতীয় আর্য)

দ্বিতীয় খণ্ড

(মধ্য ভারতীয় আর্য)

॥ ১ ॥

ভাষার গোত্রবিভাগ

(Genealogical Classification of Languages)

১.১০ সারা পৃথিবীর চল্‌তি ভাষার হিসেব নিলে দেখা যাবে উপভাষা বাদ দিয়ে প্রায় হাজা তিনেক ভাষা[১] ছড়িয়ে রয়েছে ৩০০ কোটি মানুষের মধ্যে। তবে অধিকাংশ ভাষাভাষার জনসংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে কয়েক শতের মধ্যে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কাজ হল এই সমস্ত ভাষাগুলির ঠিকুজী নির্ণয়। জগতের সমস্ত ভাষাগুলি যদি একই আদিম ভাষা থেকে উৎপন্ন হত তবে তাঁদের কাজ অনেক হাল্‌কা হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' নয়—কারণ সভ্যতার জন্মস্থান যেমন পৃথিবার কোন এক নির্দিষ্ট স্থান কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে নি, তেমনি ভাষাও নানাস্থানে নানা ভাবে উদ্ভূত হয়েছে পৃথক পৃথক আন্তর প্রেরণার তাগিদে, আর হয়েছে বিবর্তিত।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ প্রায় তিন হাজার ভাষাকে আনুমানিক ২৫।২৬টি পরিবারে ভাগ করে থাকেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন রক্তের সম্বন্ধ, ভাষার মধ্যেও তেমনি। সে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গেলে শব্দের অর্থ ও ধ্বনির তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় একই অর্থবাহী শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য অথবা আপাত-বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধান এবং এই প্রাথমিক সূত্র ধ'রে তুলনীয় ভাষাগুলির অতীত ইতিহাসের দিকে যাত্রা—অধীতব্য এই বিষয়বস্তু হল তুলনামূলক এবং ইতিহাসমূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative and Historical Linguistics)। এই দুই স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাষা-গোষ্ঠীর বিন্যাস-বৈচিত্র্য—সাদা কথায়, ভাষার গোত্র-বিভাগ (Genealogical Classification of Languages)।

---

১ দ্র: *Gray* : FOL pp. 417-418

যাই হোক, ২৫।২৬টি ভাষা-পরিবারের (Language families) লোক-সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত। এই গোষ্ঠীভুক্ত ১৩০ কোটি লোক প্রায় ১৩২টি প্রধান ভাষায় ভাববিনিময় করে থাকেন। বাকি ভাষাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan)—ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি অর্থাৎ পৃথিবীর লোক সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি।[২] সমস্ত ভাষা-পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা এইরূপ[৩]—

১। ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ২। সেমীয় হামীয় (Semito-Hamitic) ৩। য়ুরালীয় বা ফিন্নো-উগ্রীয় (Uralic or Finno-Ugrian) ৪। আলতাইক্ (Altaic) ৫। জাপানী ও কোরীয় (Japanese and Korean) ৬। এস্কিমো (Eskimo) ৭। ককেশীয় (Caucasian) ৮। আইবেরীয় বাস্ক্ (Ibero-Basque) ৯। এশীয় বা প্রায়-প্রাচ্য (Asianic or Near Eastern) ১০। হাইপারবোরীয় বা প্রাচীন এশীয় (Hyperborean or Palaeo-Asiatic) ১১। বুরুশাস্কী (Burushaski) ১২। দ্রাবিড (Dravidian) ১৩। আন্দামানী (Andamanese) ১৪। চীনা-তিব্বতীয় বা ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan) ১৫। লা তি (La-Ti) ১৬। অস্ট্রো-এশীয় (Austro-Asiatic or South East Asiatic) ১৭। মালয়ী পলিনেশীয় (Malayo-Polynesian or Austronesian) ১৮। প্যাপুয়ান্ (Papuan) ১৯। অস্ট্রেলীয় (Austr-alian) ২০। তাসমানীয় (Tasmanian) ২১। সুদানী গিনীয় (Sudano-Guinean) ২২। বান্টু (Bantu) ২৩। হটেন্টট্-বুশমান্ (Hottentot-Bushman) ২৪। উত্তর আমেরিকা দেশীয় (North American) ২৫। মধ্য আমেরিকা দেশীয় বা মেক্সীয় (Central American or Mexican) ২৬। দক্ষিণ আমেরিকা দেশীয় (South American)।

এই ভাষা-পরিবারগুলির মধ্যে আমেরিকার এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ

---

২ দ্র: *Gray* : *ibid* ; *M Pei* : ITL Appendix III, LFE pp. 260-261, 263-265

৩ দ্র: *Gray* : FOL p. 303

আদিম ভাষাই ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে; কারণ এদের গোত্রবিভাগ ভাষাতত্ত্বের মানদণ্ডে এখনও নির্ণীত হয় নি।

১.২০ ভাষার ২৬টি পরিবারের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রই ভাষাতত্ত্ববেত্তার কাছে অধিক সমাদৃত। তার কারণ—প্রথমত, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে থাকে। তা' ছাড়া প্রায় সর্বত্র, পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে এই ভাষার সমহারে বিস্তার। দ্বিতীয়ত, এই গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই ভাষাতত্ত্বের জন্মের সূত্রপাত—আর তার গবেষণাধারা আজও অব্যাহত। এমন বিস্তৃত অথ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার ধারা অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বললেই চলে। তৃতীয়ত, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির অতীত লেখ্যনিদর্শনও প্রচুর। চতুর্থত, এই গোষ্ঠীর ভাষা-ভাষীরাই আধুনিক সভ্যতার বিশাল যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

১.৩০ ইন্দো-ইউরোপীয় সমস্ত ভাষাগুলির জননীকে বলা হয় আদিম বা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (Primitive Indo-European)। খ্রী: পূ: প্রায় ২৫০০।৩০০০ বছর আগে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যৌবন পর্ব। তখন ঐ ভাষা সবে সৃষ্টিশীল হতে আরম্ভ করেছে, তার সন্তান-সন্ততি তখনও সারা জগৎ জুড়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর আদিম অধিষ্ঠান এশিয়াতেই—এই মতবাদ নতুন ক'রে ভেবে দেখা হচ্ছে। পূর্বে পণ্ডিত সমাজ রায় দিতেন—ইউরোপের অঞ্চল বিশেষই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদিম পীঠস্থান। ইউরোপের কয়েকটি প্রধান অঞ্চল সম্পর্কেই নানা মতবাদ আবর্তিত। যাই হোক, ইন্দো-ইউরোপীয়দের সম্ভাব্য প্রাচীন বাসস্থান হল—(১) মধ্য এশিয়ার কিরঘিজ তৃণভূমি বা কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর এবং আরল সাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বা কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল (২) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং উত্তর জার্মানী সংলগ্ন অঞ্চল (৩) দানিয়ুব উপত্যকা বিশেষত, হাঙ্গেরীর সমতলভূমি (৪) কৃষ্ণসাগরের উত্তরে দক্ষিণ ইউক্রেনের তৃণভূমি অঞ্চল। দ্রষ্টব্য ৩.৪০-৬১

১.৪০ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে এই ভাষার কোন নমুনা আমাদের হাতে নেই। কাজেই এই ভাষার

কাঠামো জানতে হলে লুপ্ত অথবা প্রচলিত ভাষা এবং তাদের অতীত রচনার স্বাক্ষর সংগ্রহই সর্বপ্রথম বিবেচ্য। সুতরাং এই ভাষার পুনর্গঠন কয়েকটি মূল নীতির উপর নির্ভরশীল, যথা—

(১) প্রায় একই ধরণের অর্থবাহী শব্দগুলির ধ্বনির তুলনামূলক সমীকরণ।

(২) অবশ্যই স্বীকার্য, বিভিন্ন ভাষার একই ধ্বনি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনিরই অপরিবর্তিত রূপ।

(৩) কোন বিশেষ ভাষার ধ্বনিগত বৈসাদৃশ্যগুলি কোন নতুন নিয়মে বন্ধনযোগ্য কিনা তার পুনর্বিচার।

(৪) প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম ভাষার নিদর্শনই অধিক গ্রহণ যোগ্য।

(৫) অধিকাংশ ভাষার রায়ও পুনর্বিবেচনাযোগ্য।

(৬) শব্দের তুলনামূলক আলোচনায় নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হল ভাষার অন্দর-মহলের উপাদান—যা' সহজে অন্য ভাষার দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে না। যথা, পিতা-মাতা জাতীয় শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম, বিশেষ কতকগুলি ধাতু—যথা, খাওয়া, বসা, যাওয়া ইত্যাদি। উদাহরণ-স্বরূপ—

উদাহরণ	সংস্কৃত	গ্রীক	লাতিন	ইংরাজী	গথিক	মূল ভাষা
১।	*pitā*	*patēr*	*pater*	*father*	*fadar*	**pətēr*
২।	*mātā*	*mātēr*	*māter*	*mother*	×	**mātēr*
৩।	*bhrātā*	*phrātēr*	*frāter*	*brother*	*brōθar*	**bhrātēr*
৪।	*dvāu*	*duō*	*duo*	*two*	*twai*	**dwōu*
৫।	*sapta*	*hepta*	*septem*	*seven*	*sibun*	**septm̥*
৬।	*daśa*	*deka*	*decem*	*ten*	*tai'hun*	**dek̂m̥*
৭।	*śata*	*(he)katon*	*centum*	*hundred*	*hund*	**k̂m̥tom*
৮।	*tvam*	*tu*	*tu*	*thou*	*θuk*	**tu-*
৯।	*pada*	*poda*	*pedem*	*foot*	*fotus*	**pe(o)d-*
১০।	*admi*	*edō*	*edo*	*eat*	*itan*	**ed-*

১১। *veda* *oida* *uidere* *wit* *witan* **wid-*

'to see' OE *witan*

১২। *bharāmi* *phērō* *ferō* *bear* *bai'ra* **bher-*

[দ্র: ১। গথিক *f*, *θ*, *h* যথাক্রমে *p*, *t*, *k*-এর উষ্মীভবন (spirantization) ;

গথিক *ai'*=*ē*, aú=*ō*

২। *চিহ্ন মূলভাষাকে বোঝাতে ব্যবহৃত।

৩। লাতিন *c*=*k*

৪। মূলভাষার (সংক্ষেপে IE) *ə*=অতি হ্রস্ব-স্বর (schwa) ; *ṃ*=

অর্ধব্যঞ্জন যেমন সং ঋ জাত ঋ, তু: ইং *chasm* = *kæzṃ*]

উপরোক্ত সগোত্রজ বা সজাতীয় (cognate) শব্দগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের প্রাচীনতম নিদর্শন। শব্দগুলির অর্থপরিবর্তনও লক্ষণীয় নয়। শব্দগুলির ব্যঞ্জনবর্ণের তুলনামূলক আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়—

(১) কোন কোন ব্যঞ্জন সর্বত্র রক্ষিত যথা, *m*, *r* ; আবার কোন ব্যঞ্জন প্রায় সর্বত্র রক্ষিত হলেও অন্যত্র বিকৃত যথা *s*, *w* ; সুতরাং, মূল ভাষায় *m*, *r*, ধ্বনিদ্বয় তো ছিলই *s*, *w*, ধ্বনিদ্বয়ও ছিল। মূল ভাষার **s* গ্রীকে *h* (আদিতে) এবং **w* (= সং ব) গ্রীকে লুপ্ত (তু: উদাহরণ ২, ৩, ১২, ৫, ১১)।

(২) সংস্কৃত/গ্রীক/লাতিন-এ অবিকৃত কিন্তু ইংরাজী ও গথিকে বিকৃত ; যথা—

p/p/p	= *f(v)/f (b)*	তু: উদাহরণ ১, ৫
t/t/t	= *th (d)/θ(d)*	তু: উদাহরণ ১, ২, ৩, ৭, ৮
d/d/d	= *t/t*	তু: উদাহরণ ৪, ৬, ৯, ১০, ১১
bh/ph/f	= *b/b*	তু: উদাহরণ ৩, ১২

এই সমীকরণগুলি থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়—

(ক) গথিক ও ইংরাজী একই গোষ্ঠীর ভাষা ; তাই ধ্বনি-পরিবর্তনের সাধর্ম্য (খ) গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃতের *p*, *t*, *d* মূল ইন্দো-ইউরোপীয়

ব্যঞ্জন-ধ্বনির অবিকৃত রূপ অর্থাৎ মূল ভাষায় ছিল *p, *t, *d, (গ) bh/ph/f=b/b এই সমীকরণে সংস্কৃতের bh-ই, মূল *bh-এর অবিকৃত রূপ। কারণ, bh সর্বাপেক্ষা প্রাচীর ভাষার একমাত্র নিদর্শন বলেই নয়, অন্যত্র অধিকাংশ স্থানে b-ধ্বনি পাওয়া যায় আর সংস্কৃত ও গ্রীক— এই দুই ভাষাতেই h-ধ্বনি জড়িত আছে সুতরাং -b+h – ছিল মূলত *bh-ধ্বনি।

(৩) সমীকরণ ś/k/c=h/h (তুলনীয় উদাহরণ ৬, ৭) : এই সমীকরণে k-এর সজাতির (cognate) সংখ্যাই বেশী। ইংরাজী ও গথিকের h-আসলে k-এরই জ্ঞাতি অর্থাৎ উষ্মবর্ণ (=χ)। উপরন্তু, সংস্কৃতেই ś এবং k এর বিকল্প প্রয়োগ রয়েছে (তু: দিক্/দিশঃ ইত্যাদি)। যাই হোক, অন্যান্য সূক্ষ্ম বিতর্ক বাদ দিয়ে ধরা যেতে পারে মূল ভাষায় *k ছিল কিন্তু তা' নিশ্চয়ই তালব্য (palatal)। কারণ সংস্কৃতে তা' তালব্য বর্ণে পরিণত।

(৪) জার্মানিক শাখার ইংরাজী ও গথিকে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় উপরোক্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি অপরিবর্তিত থাকছে না। তবে এই বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য দেখা যাবে। যথা—(ক) p> f, t>θ k> h (=χ) অর্থাৎ সর্বত্রই বর্গের প্রথম বর্ণ (অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ) উষ্মবর্ণে পরিবর্তিত। দ্র: উদাহরণ ১, ৩, ৭, ৮ ; (খ) সমানভাবে d>t দ্র: উদাহরণ ৪, ৬,। আরও উদাহরণের সাহায্যে দেখান যায় *g>k, *b>p যথা *ĝenos> সং janaḥ গ্রীক genos লাতিন genus ইং kin ; তুলনীয় লাতিন lubricus ইং (s)lippery. (গ) উপরোক্ত উদাহরণে দেখা যায় *bh>b (দ্র: উদাহরণ ১২)। এইরূপ সংগৃহীত আরও উদাহৃতির সাহায্যে দেখান যায় *dh>d, gh>g (তুলনীয় *dhē>ইং do সং dhā ; *ĝhanso> ইং goose সং haṁsa ; *dhōghos> গথিক dags সং (ni) dāgha।

১.৫০ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে জার্মানিক শাখার এই সম্পর্ক প্রথম আবিষ্কার করেন য়াকোব গ্রিম্ (Jacob Grimm)। এই জন্য তাঁর

আবিষ্কৃত সূত্রের নাম গ্রিমের সূত্র[৪] (Grimm's Law)। এই সূত্রানুযায়ী "মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ (voiced aspirate plosive) পরিণত হয় ঘোষ অল্পপ্রাণে (voiced non-aspirate); ঘোষ অল্পপ্রাণ অঘোষ অল্পপ্রাণে (unvoiced non-aspirate) এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ অঘোষ উষ্মবর্ণে (spirants)"। অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম বর্ণ জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় (উষ্ম) বর্ণে পরিণত হয়। উদাহরণ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

জার্মানিক শাখা বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে—মূল *s + p, t, k, k̂ এবং p, k, k̂ + t গ্রিম-এর সূত্রের আওতায় আসে না, যথা সং *asti* গথিক *ist*; সং *aṣṭa* গথিক *ahtau*; সং *nakta* গথিক *nahts* ইত্যাদি।

১.৬০ গ্রিম্-সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা কিন্তু সর্বত্র চলে না। যেমন সং *pitā* : গথিক *fadar* ইং *father* (<প্রাচীন ইং *fæder*); সং *śata* : গথিক *hund* ইং *hundred*; সং *sapta* : গথিক *sibun* ইং *seven* (প্রাচীন ইং *seofon*); সং *śvaśura* : গথিক *swai'hra* প্রাচীন জার্মান (O H G) *swigur* গ্রীক *hekurā*। এখানে *p/f, t/θ, k/h* এই সমীকরণের স্থানে *p/b, t/d, k/g* জার্মানিক শাখায় প্রায়ই দেখা যায়। এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা দিলেন বের্নের্ (K. Verner)। বেরনের্-এর সূত্রে[৫] (Verner's Law 1876)—

মূল ভাষার *p, t, k* [এবং-*s*]—এই ধ্বনিগুলির ঠিক পূর্ববর্তী অক্ষরে (syllable) যদি স্বর (accent) থাকে, তবেই *p, t, k* ধ্বনিগুলি *f, θ, h* (*h* = χ)-এ রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ গ্রিম-এর সূত্র অনুসরণ করে। কিন্তু স্বর যদি আগের দূরবর্তী অক্ষরে অথবা পরবর্তী যে কোন অক্ষরে পড়ে, তবে *p, t, k* (এবং-*s*), যথাক্রমে *b, d, g* (এবং *z*>*r*)—ধ্বনিতে পরিণত হয়। সুতরাং পূর্ববর্তী উদাহরণগুলিতে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় স্বর (accent)

---

৪ দ্র: *Waterman* : PIL pp. 20-30; *Wright* : GOG ff 128-133

৫ দ্র: *Wright* : GOG ff 136-137; *Priebsch & Collinson* : GL pp. 61-64; *Waterman* : PIL pp. 48-50

এইভাবে ছিল—*pəte´r, *k̂m̥tóm, *septm̥´, *swék̂uros/swek̂urós, অপরপক্ষে সং bhrātā গথিক broθar <bhra´tēr ; সং vartate গথিক wai'rθan ইং worth<*we'rt- ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : (ক) আদি p, t, k, s সর্বদা f, θ, χ, s যথা সং pasu

গথিক fai'hu <*pe'k̂u

(খ) sp, st, sk ইত্যাদি এই সূত্রের ব্যতিক্রম।

এই সূত্রের প্রধান উপযোগিতা হল—

(ক) জার্মানিক শাখায় গ্রিম্-এর ব্যতিক্রমগুলি ব্যাখ্যাত হল সঠিকভাবে।

(খ) গ্রীক্ অথবা বৈদিকের স্বর (accent) দেখেই মূল ভাষার স্বর নির্দিষ্ট হত। এখন ঐ দুটি ভাষার যে কোনো একটি জানা না থাকলেও অথবা দুইটি ভাষার শব্দে স্বরের বিসদৃশ অবস্থান ঘটলেও এই তৃতীয় ভাষার সাহায্যে সঠিক স্বর নির্ধারণ করার সুবিধা হল।

(গ) জার্মানিক শাখার s/r—এই বৈসাদৃশ্যেব কারণ মিল্ল। এই সূত্রানুযায়ী স্বরের অবস্থিতির নিয়মে s, z-এ পরিবর্তিত হয় এবং z-ই r-এ পরিণত হয় (rhotacism)। যথা, *k̂asá> সং śasa(ka) ইং hare (< hazan); তুলনীয় ইংরাজী was/were, গথিক ausō ইং ear ; সং snuṣā গ্রীক nuos (<*snusós) প্রাচীন জার্মান (OHG) snura ; সং uṣas ইং aurora (< auzoza)।

১.৭০ আরও কিছু ব্যতিক্রম সমাধান করলেন গ্রাস্মান[৬] (Grassmann 1809-1877)। সং bandh=গ্রীক penth = ইং bind গথিক bindan— এই সমীকরণ অনুযায়ী মূল ই ইউ হওয়া উচিত *bendh ; কিন্তু জার্মানিক শাখায় মূল *b-এর p-এ পরিণত হওয়া উচিত। আসল কথা, এক্ষেত্রে সং b- এবং মূল ভাষার *b অভিন্ন নয়। মূল ভাষায় ছিল *bhendh। মূল ভাষার *bh জার্মানিকে তাই b-এ পরিণত। কিন্তু মূল ভাষায় যে *bh ছিল তার প্রমাণ সংস্কৃত নিজেই ; যথা ; সং √বন্ধ্/অভান্ত্সীৎ

৬ দ্র: *Edgerton* : SHP p. 5 ; *Thumb* : HBS(*i*) ff. 136-137

(<*bhendh) ; অথবা সং বুধ্যতে / ভোৎস্যতি (<*bheudh) ; সং দোগ্ধি / অ-ধুক্ (<*dhugh) ; সং ধ্রুক্ / ষষ্ঠী ১ব দ্রুহঃ (<*dhrugh) । আসলে মূলভাষার পাশাপাশি অক্ষরে দুটি মহাপ্রাণ বর্ণ সংস্কৃতঃ পরিহার করেছে। গ্রীক সম্বন্ধেও এই নিয়ম। অবশ্য গ্রীকে বিষমীভবনের (dissimilation) পূর্বে ঘোষবর্ণ অঘোষবর্ণে পরিণত হয়। যথা গ্রীক *peuth* (**pheuth* <**bheudh*) ; *penth-* (<**phenth* <**bhendh*); *thriks* / ৬ষ্ঠী ১ব *trikhos* (<**dhrigh*) ইত্যাদি।

সুতরাং গ্রাস্‌মান-এর সূত্র (Grassmann's Law) দাঁড়াল—

"মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাব দুইটি মহাপ্রাণ ধ্বনি গ্রীক ও ইন্দো-ইরাণীয় অর্থাৎ আর্যশাখায় পাশাপাশি কোন অক্ষরে থাকে না। যদি থাকে তবে যে কোন একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়"।

এই সূত্র আবিষ্কারের ফলে—

(ক) সংস্কৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটা নতুন সম্পর্ক দেখা গেল, অর্থাৎ মূল **bh, dh, gh* সবসময়েই সংস্কৃতে রক্ষিত নয়।

(খ) মহাপ্রাণতার বিষমীভবন গ্রীক ও সংস্কৃতের আর একটি নতুন সাদৃশ্য।

(গ) গ্রিম্‌-এর সূত্রের আপাত-বৈষম্যের অবসান।

১.৮০ সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে গ্রাস্‌মান-সূত্রের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় ধ্বনিসূত্র (Phonetic Law) হল কোলিৎস্‌-এর সূত্র[৭] (Collitz' Law)। কোলিৎস্‌ সংস্কৃত চ-বর্গের সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ক-বর্গের সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন। কিন্তু তার আগে ইন্দো-ইউরোপীয় কণ্ঠ্য-বর্গের (guttural series) পরিচয় জানা চাই। কতিপয় উদাহরণের সাহায্যে দেখান যায়—(১) গ্রীক *k*=সংস্কৃত *k*= অন্যত্র *k* (২) গ্রীক *k*=সংস্কৃত *ś*=অন্যত্র *k* (৩) গ্রীক *p*=সং *k*/*c*=অন্যত্র *k*। সুতরাং মূল ভাষায় নিশ্চয়ই তিনজাতীয় *k* ছিল। ঐ বর্গের অন্যান্য ধ্বনি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। মূলভাষায় কণ্ঠ্যবর্গের ধ্বনি ও তার পরিণতি এই ভাবে দেখান যায়—

৭ দ্র: *Waterman* : PIL p. 43 ; *Thumb* : HBS(i) ff 123-132 ; *Burrow* : SL pp. 72-78

মূল ই ইউ	সংস্কৃত	আবেস্তা	প্রা: শ্লাবিক	লিথুয়ানীয়	গ্রীক	লাতিন	মূল জার্মানিক৩
(১) পুরঃকণ্ঠ্য বা তালব্য (Palatal) $\hat{k}, \hat{g}, \hat{g}h$,	$\acute{s}, j, h$	s, z, z	s, z, z	$\check{s}, \check{z}, \check{z}$	k, g, kh	$c, g, h/g$	χ, k, γ
(২) পশ্চাৎকণ্ঠ্য বা কণ্ঠ্য (Velar) k, g, gh	k, g, gh১ / c, j, h,	k, g, g১ / $\check{c}, \check{j}, \check{j}$	k, g, g / $\check{c}, \check{j}, \check{j}$	k, g, g			
(৩) কণ্ঠৌষ্ঠ্য (Labio-velar) k^w, g^w, g^wh					p, b, ph২ t, d, th k, g, kh	qu, (c), $(g)v$, f, $(g)v$	χ^w, k^w, γ^w

দ্র: ১ সংস্কৃতে এই *k, g, gh* কোলিংস্-এর সূত্রানুযায়ী বিশেষস্থানে *c, j, h,* আবেস্তা $\check{c}, \check{j}, \check{j}$, হয়ে যায়। ২ গ্রীকে *a, o, ō*-এর পূর্বে *p, b, ph* ; *e, ē, i*-র পূর্বে *t, d, th* ; *u*-এর পূর্বে বা পরে *k, g, kh* ; যথা $*k^wel/*k^wol/*k^wl$ 'to turn'>গ্রীক *telos* 'আবর্তন বিন্দু'/*polos* 'দণ্ড' বা *pole* / *ku-klos* 'চক্র' (দ্র: *Prokosch* ; CG G p. 44)। ৩ বেরনের-এর পরিবর্তন দেখান হয় নাই।

ইন্দো-ইউরোপীয় পশ্চাৎ-কণ্ঠ্য (velar) এবং কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য (labio-velar) ধ্বনিগুলি আর্যশাখায় সংস্কৃত ও আবেস্তায় একাকার হয়েছে এইভাবে : মূল $*k/k^w$, g/g^w, gh/g^wh > আর্য *k, g, gh > সং k, g, gh আবেস্তা k, g, g কিন্তু কোলিৎস্-এর সূত্রানুযায়ী (Collitz' Law) মূল $*k/k^w$, g/g^w, gh/g^wh—এই ধ্বনিগুলির পর তালব্য ধ্বনি *i, e, y*, থাকলে তালব্যধ্বনির প্রভাবে ঐ ধ্বনি যথাক্রমে হয় তালব্য *č, ǰ, ǰh* (অর্থাৎ সংস্কৃত *c, j, h* এবং আবেস্তা *č, ǰ, ǰ*) ।

উদাহরণ :—

*k̂ : *k̂mtom* > সং *śatam* আবেস্তিক *satəm* (< আর্য *satam*) গ্রী (*he*)-*katon* লা *centum* গথিক *hund* প্রা: শ্লাবিক *sŭto* লিথু *šzimtas* প্রা: আইরিশ *cet*

*ĝ : *ĝenos* > সং *janaḥ* আবেস্তিক *zanō* (< আর্য *zanas*) গ্রী *genos* লা *genus* ইং *kin*

*ĝh : *ĝheimon, ĝhimo-* > সং *heman, hima* আবেস্তিক *zima* (< আর্য *zhimas*) প্রা: শ্লাবিক *zima* লিথু *ziema* গ্রী *kheimōn* লা *hiems* আর্মেনীয় *jiun* আল্‌বানীয় *dimen*

*k : *krewəs, krūwos* > সং *kraviḥ* আবেস্তিক *kraviš* প্রা: শ্লাবিক *krŭvŭ* গ্রী *kre(w)as* লা *cruor* ইং *raw* লিথু *kraũjas*
leukos, leukes > সং *lokaḥ, roca(na), locana* আবেস্তিক *raocō* গ্রী *leukos*

*g : *ug, aug, auges* > সং *ugra, ojas*, আবেস্তিক *aojō, aogarə* লা *augus-tus* গথিক *aukan*

*gh : *dhrougho-*, *dhreughes* > বৈদিক *droghaḥ* তু: সং *drohaḥ* আবেস্তিক *draoγō, draoǰištō* জার্মান: *be-trügen*
dhegheti > সং *dahati* তু: সং *dagdha, nidāgha*, আবেস্তিক *dažaiti* (= *dažaiti*) লিথু *degu*

k^w :** ***k^wos, k^wi—>**সং ***kaḥ, -cid আবেস্তিক ***kō̄, cid*** লিথু ***kàs*** গ্রী ***pos, tis*** লা ***quod, quis*** গথিক ***hwas*** ইং ***who***

g^w :** ***$g^{\bar{w}}$ous>**সং ***gāuḥ আবেস্তিক ***gāus*** গ্রীক ***bous*** ইং ***cow*** লা ***bos***

g^{w}īwos>**সং ***jīvaḥ লা ***vīvus*** আবেস্তিক ***jvaiti*** =সং ***jīvati*** গ্রী ***bios***

g^wh :** ***g^whonos>**সং ***ghanaḥ গ্রী ***phonos***

g^whe/ormos>**সং ***gharmaḥ আবেস্তিক ***garəmō̄*** গ্রী ***thermos*** লা ***formus***

g^whenti>**সং ***hanti গ্রী ***theinō̄*** আবেস্তিক ***jainti*** তুঃ সং ***jaghāna***

॥ ২ ॥

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও তার উপভাষা
(Dialectal divisions of primitive IE)

২.১০ ভাষা থাকলেই উপভাষা- (dialect) সৃষ্টির সম্ভাবনা। মূল ইন্দো-ইউ-রোপীয় ভাষাতেও নিশ্চয়ই উপভাষাগত বিভেদ ছিল। মূল ভাষার তালব্য *k̂*-র উচ্চাচণ-বিভেদ থেকেই সর্বপ্রথম দুটি উপভাষার সৃষ্টি হল। কয়েকটি ভাষায়—যথা আর্য বা ইন্দো-ইরাণীয়, বাল্‌তো-শ্লাবিক, আর্মেনীয় এবং আল্‌বানীয়তে—মূলভাষার **k̂* একজাতীয় *s*-রূপে উচ্চারিত হতে আরম্ভ করল। কিন্তু অপরগুলিতে—যথা গ্রীক, লাতিন, কেলতিক, জার্মানিক তুখারীয় এবং হিট্টীতে—মূলভাষার উচ্চারণ রক্ষিত হল। এই দুটী প্রাচীন বিভাগের নামকরণ করা হয়ে থাকে, দুটি বিভাগের প্রতিনিধিমূলক লাতিন ভাষা এবং আবেস্তিক কিভাবে ই ইউ ***k̂m̥tom*** শব্দটি উচ্চারণ ক'রে থাকে তার ওপর ভিত্তি ক'রে। যথা—

ই ইউ ***k̂m̥tom*** সং ***śatam*** আবেস্তা ***satəm*** লিথু ***szimtas*** প্রাঃ শ্লা ***suto*** কিন্তু গ্রীক (***he***) ***katon*** লা ***centum*** প্রাঃ আইরিশ ***cet*** তুখারীয় ***känt*** জার্মানিক ***hund.***

সুতরাং মূল ই ইউ ভাষার প্রাথমিক বিভাগ দুটি—কেন্তম্ (***centum***) এবং সতম্ (***satəm***)। মূল ভাষার ***ĝ, ĝh***-এর উচ্চারণ-পার্থক্যও এই দুটি বিভাগে সমানভাবে রক্ষিত (উদাহরণ পূর্বে দ্রষ্টব্য)। এই বিভাগের যাথার্থ্য আরও বোঝা যাচ্ছে আর একটি ধ্বনিসূত্রে—কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য বর্গের ওষ্ঠ্য উপাদান সতম্ শাখায় লুপ্ত (যথা, ****kʷos*** > সং ***kaḥ*** লিথু ***kàs*** কিন্তু গ্রীক ***po-then,*** গথিক ***hwas*** লাতিন ***quod.***

কেন্তুম্-সতম্ বিভেদ-বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অন্যান্য সাধর্ম্যের ভিত্তিতেও ইন্দো-ইউরোপীয় উপভাষাগুলির নানা বিভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয়, এই দুটি বিভাগকে 'প্রাথমিক' বলা হয়েছে। কারণ, এই দুই বিভাগের বৈশিষ্ট্য কোন কারণ নিরপেক্ষ বা স্ব-নির্ভর (unconditional) অর্থাৎ এ পরিবর্তন গাণিতিক সূত্রের মত অপরিবর্তনীয় এবং দৃঢ়মূল। তা'ছাড়া এই ধ্বনি পরিবর্তন স্বল্প পরিসরে সীমিত নয়—বিশাল ভূ-খণ্ড জুড়ে এর ব্যাপ্তি এবং প্রসার। কাজেই কেন্তুম্-সতম্ বিভাগ অতি প্রাচীনতর স্তরেই শুরু হয়েছিল।

হিট্টী এবং তুখারীয় আবিষ্কারের পূর্বে—অর্থাৎ ৫০।৬০ বছর আগেও পণ্ডিতবৃন্দ এই ধ্বনি বিচ্ছেদকে ভৌগোলিক বিচ্ছেদে দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, ইউরোপের প্রতীচ্য খণ্ডেই *k*-ধ্বনির সংরক্ষণ আর প্রাচ্যখণ্ডে s-এর আবির্ভাব। কিন্তু প্রাচ্যখণ্ডেই কেন্তুম্ বিভাগের হিট্টী ও তুখারীয় ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে, ভৌগোলিক বিভেদ অচল। আরও লক্ষণীয়, হিট্টী ভাষায় $*k^w$-র ওষ্ঠ্য উপাদান যথাযথ রক্ষিত (তুলনীয় $*k^w is >$ হিট্টী **kwis**)। তা'ছাড়া কেন্তুম্ বিভাগের স্বগোত্রীয় ভাষাগুলির চেয়েও সতম্ বিভাগের ভাষাগুলির, বিশেষত আর্যশাখার সঙ্গে গ্রীকের সখ্য বেশি।[১]

২.২০ এখন মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কাঠামোর পরিচিতি দরকার। পৃথিবীর অন্যান্য ২৫টি ভাষাপরিবারের তুলনায় এর কতকগুলি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। অর্থাৎ গঠন বিচারের দিক দিয়ে (morphologically) এই ভাষা প্রাত্যয়িক (inflexional); কিন্তু গোত্র বিচারে (genealogically) এর যে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, বর্তমানে তাই-ই আলোচ্য। অবশ্য মনে রাখা দরকার, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা একটি অনুমানসিদ্ধ ভাষা (hypothetical)—যার মূল ভিত্তি হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি ভাষার উপাদান-সংগ্রহে এবং তাদের সমীকরণে। এ ব্যাপারে যত ভাষার—মৃত বা জীবন্ত—তুলনা চলে, ততই মূল ভাষার চিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পুনর্গঠনের (reconstruction) নতুন নতুন সম্ভাবনা তাই এর আনুমানিক চিত্রকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। তাই এমনও ঘটেছে, ভাষাতাত্ত্বিকের

১ দ্র: *Burrow* : SL pp. 12-13

গাণিতিক সূত্রে বদ্ধ (formulated) বাক্-প্রতিমা নতুন ক'রে আবিষ্কৃত শব্দ-সম্ভারের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

বিচারের এই আলোক-বর্তিকা হাতে রেখেই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার গোত্রগত বৈশিষ্ট্যের রহস্য সন্ধান করতে হবে। এই ভাষা পরিবারের পারস্পরিক তুলনা ক'রে মূল ভাষার গঠন কাঠামোর মোটামুটি এই পরিচয় পাওয়া গেছে[২]—

(১) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পদ ধাতু (root) থেকে উৎপন্ন। এই ধাতুগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একাক্ষরী (monosyllabic) (তু: সং √পা, √দা, √ভূ ইত্যাদি)। দ্ব্যক্ষরা (dissyllabic) ধাতুর দ্বিতীয় অক্ষরে থাকৃত স্বরবর্ণ। ধাতুগুলির অন্তে অনেক সময় প্রত্যয়ক বা উপজন (root-extension) জুড়ে বৈচিত্র্য আনা হত (তু: *tre-p, tre-s >সং tṛp-yah, tras ; *tre-m >ইং tremble ইত্যাদি)। ধাতুগুলিকে অভ্যস্ত (reduplication) করা যেত।

(২) ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রত্যয় (suffix)। সম্ভবত, প্রত্যয়গুলি প্রাচীনতম ধাতুরই অবক্ষয়। সাধারণত, এগুলি তিনটির অনধিক ধ্বনিসমবায়ে হয় গঠিত। প্রত্যয়গুলির মধ্যে প্রাচীনতম বোধ হয় -s, -t, -r, -n (তু: সং মনস্, নক্ত্, অহর্, পিতর্, ব্রহ্মণ ইত্যাদি) এবং এদের সাহায্যে আরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি। প্রত্যয়মুক্ত একাক্ষরা ধাতু-নাম বা ভাববচন (monosyllabic root-noun) বোধ হয় সর্বপ্রাচীন।

(৩) প্রত্যয়ান্বিত ধাতুর সঙ্গে বিভক্তির (flexion) যোগ।

(৪) নাম, ধাতু ও প্রত্যয়ের স্বরবর্ণের ক্ষয়-গুণ-বৃদ্ধি অর্থাৎ স্বরক্রম বা অপশ্রুতি (vowel alternation বা ablaut), তুলনীয় সং করণ / কারণ / কৃত ইত্যাদি।

(৫) স্বরসঞ্চার (pitch accent) এবং সম্ভবত, আরও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য শ্বাসাঘাত (stress accent)।

(৬) শব্দরূপে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ—কর্তৃকারকের তিনটি বচন এবং কর্মকারকে এক বচন ও দ্বিবচনে শব্দের (বিশেষত ব্যঞ্জনান্ত) ওপর স্বরারোহ কিন্তু শব্দ-

২ দ্র: *R. Lord* : CL pp. 165-183 ; *Gray* : FOL Ch. VII ; সেন : ভা ই পৃঃ ৮০-৮২

রূপের অন্যান্যস্থানে (৭মীর ১ বচন বাদে) বিভক্তির ওপর এই স্বরের আগম। ধাতুরূপের ক্ষেত্রেও এই রকম নিয়ম ছিল। অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগের আগে ক্রিয়ামূল বা অঙ্গে -অ- (thema) যুক্ত হত বা হত না (thematic alternant—অঙ্গ-বিকার)। প্রথমটিতে স্বরসঞ্চার ক্রিয়া মূলে (stem) অপরিবর্তিতরূপে রক্ষিত (thematic—অবিকারী অঙ্গ), দ্বিতীয়টিতে বিভক্তি, ধাতু বা বিকরণে (stem-affix or root-determinative) পরিবর্তনশীল (athematic—বিকারী অঙ্গ)।৩

(৭) পুরুষ তিনটি—প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ। তিনটি বচন—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন—যদিও দ্বিবচন বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, স্বাভাবিক যুগ্ম শব্দেই (natural pairs) এর প্রয়োগ দেখা যেত। তিনটি লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ—তবে সম্ভবত প্রাচীনতম অবস্থায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের কোন বিভেদ ছিল না। অর্থাৎ সচেতন ও অচেতন ভেদে লিঙ্গানুশাসন ছিল। স্ত্রীলিঙ্গের উদ্ভব ক্লীবলিঙ্গের বহুবচন থেকে (তু: সং লতা/বৈদিক ফলা (নি)। সম্বোধন ও সম্বন্ধ পদ সমেত মূল ভাষায় ছিল আটটি কারক—কর্তৃ (nominative), কর্ম (accusative) , করণ (instrumental), সম্প্রদান (dative), অপাদান (ablative), সম্বন্ধ পদ (genitive), অধিকরণ (locative) এবং সম্বোধন (vocative) ।

(৮) সর্বনামরূপে বিভিন্ন মূলের (pronominal stem) ব্যবহার (তু: সং স/তদ্, অহ-/আবা-/বয়-/মা-ইত্যাদি ।

(৯) ধাতুরূপে তিন বচন, তিন পুরুষ, দুই বাচ্য—আত্মনেপদ বা কর্ম-কর্তৃবাচ্য (middle or medio-passive) এবং পরস্মৈপদ (active) ; পাঁচটি বাচনভঙ্গী বা 'ভাব' (mood)—লট্ বা নির্দেশক (indicative), লোট্ বা অনুজ্ঞা (imperative), বিধিলিঙ্ বা সম্ভাবক (optative), লেট্ বা অভিপ্রায় (subjunctive) এবং নির্বন্ধ (injunctive) বা লেট্ বিকার (improper subjunctive) ; এছাড়া শতৃ-শানচ্ (participles) ইত্যাদি এবং বহু অসমাপিকা (gerunds and infinitives)।

মূল ভাষার 'কাল' (tense) সময়জ্ঞাপক ছিল না। তা' ছিল ক্রিয়ার

৩ দ্র: *Whitney* : Skt. Gr. ff 604, 733

সংকেত-চিহ্ন

´	স্বরোপরি চিহ্ন শ্বাসাঘাত বা স্বরসঞ্চার জ্ঞাপক
`	স্বাধীন স্বরিত স্বর জ্ঞাপক
/	বিকল্প বা সমান্তরাল প্রয়োগ জ্ঞাপক
˜	আনুনাসিকতা
’	ব্যঞ্জনের পরবর্তী চিহ্ন উষ্মীভবন (যেমন গ’=γ) ; পদমধ্যস্থিত চিহ্ন সন্ধিজাত লুপ্ত স্বর জ্ঞাপক
˘	স্বরোপরি মাত্রা হ্রস্বতা জ্ঞাপক
<	উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতিদ্যোতক চিহ্ন—যেমন ক<খ অর্থাৎ ক, খ থেকে আগত
>	পরিণতি বা বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন—যেমন ক>খ অর্থাৎ খ, ক থেকে আগত
*	অনুমানসিদ্ধ, সম্ভাব্য বা পুনর্গঠিত রূপ
=	সমান-পর্যায় দ্যোতক চিহ্ন, সগত্রোজ
?	সন্দেহজ্ঞাপক রূপ
+	সংযোগবাচক চিহ্ন অথবা রূপের প্রসারতা সূচক
√	ধাতুবাচক চিহ্ন
-	বর্ণের পূর্বে অন্ত্যবর্ণসূচক ; পরে আদিবর্ণসূচক ; বর্ণের পূর্বে ও পরে ধ্বনিজ্ঞাপক বা মধ্যগত বর্ণসূচক ; পদমধ্যস্থিত চিহ্ন সমাসগত।
[ ]	বন্ধনীভুক্ত ধ্বনি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমান বা উচ্চারণ-প্রকৃতি জ্ঞাপক

বর্ণ-প্রতিলিপি

[Transliteration]

সংস্কৃত বর্ণমালার রোমান্ প্রতিলিপি—

স্বরবর্ণ—*a* অ, *i* ই, *u* উ (হ্রস্ব)
ā আ, *ī* ঈ, *ū* ঊ (দীর্ঘ)
ṛ ঋ, *ḷ* ঌ ; *ṝ* ৠ (অর্ধব্যঞ্জন)
e এ, *ai* ঐ, *o* ও, *au* ঔ (সন্ধ্যক্ষর)

ব্যঞ্জনবর্ণ—*k* ক্, *kh* খ্, *g* গ্, *gh* ঘ্, *ṅ* ঙ্ (কণ্ঠ্য)
c চ্, *ch* ছ্, *j* জ্, *jh* ঝ্, *ñ* ঞ্ (তালব্য)
ṭ ট্, *ṭh* ঠ্, *ḍ* ড্, *ḍh* ঢ্, *ṇ* ণ্ (মূর্ধন্য)
t ত্, *th* থ্, *d* দ্, *dh* ধ্, *n* ন্ (দন্ত্য)
p প্, *ph* ফ্, *b* ব্, *bh* ভ্, *m* ম্ (ওষ্ঠ্য)
y য়্, *r* র্, *l* ল্, *v* ব় (অন্তঃস্থ)
ś শ্, *ṣ* ষ্, *s* স্ (শিশ্-উষ্ম)
h হ্, *ḥ* -ঃ- (কণ্ঠনালীয় উষ্ম)
ṁ -ং- (অনুস্বার), *n̐*, — ঁ (আনুনাসিকতা)
ḷ ল়্, *ḷh* ল়্হ (বৈদিক তাড়িত মূর্ধন্য ল)

ইন্দো-ইউরোপীয় বর্ণমালা—

স্বরবর্ণ—

মৌল স্বর : *a, e, o, i, u* (হ্রস্ব), *ā, ē, ō, ī, ū* (দীর্ঘ) ;
ə (অতিহ্রস্ব)

অর্ধব্যঞ্জন : *ṛ, ḷ, ṃ, ṇ,* (হ্রস্ব), *ṝ, ḹ, m̄, n̄,* (দীর্ঘ)

যৌগিক স্বর : *ai, ei, oi ; au, eu, ou* (হ্রস্ব)

āi, ēi, ōi ; āu, ēu, ōu (দীর্ঘ)

ব্যঞ্জনবর্ণ—

k̂, k̂h, ĝ, ĝh (পুরঃকণ্ঠ্য বা তালব্য)

k, kh, g, gh (পশ্চাৎকণ্ঠ্য বা কণ্ঠ্য)

k^w, k^wh, g^w, g^wh (কণ্ঠৌষ্ঠ্য)

t, th, d, dh, n (দন্ত্য)

p, ph, b, bh, m (ওষ্ঠ্য)

y, w (অর্ধস্বর), *r, l* (তরল)

s, z, θ, ð (উষ্ম)

ইন্দো-ইরাণীয় বিশেষ কয়েকটি ধ্বনি—

উষ্ম ধ্বনি—*φ, β* (ওষ্ঠ্য), *f, v* (দন্তৌষ্ঠ্য), *θ, ð* (দন্ত্য)

s, z (দন্তমূলীয়), *ṣ, z* (মূর্ধন্য),

š, ž [= ʃ , ʒ] (তালব্য), *χ, γ* (কণ্ঠ্য)

ঘৃষ্ট ধ্বনি—*č, ǰ* [= tʃ , dʒ] (তালব্য)

সংকেত-অক্ষর

অথ বে	অথর্ববেদ
অপ	অপভ্রংশ
অমা	অর্ধমাগধা প্রাকৃত
অশো	অশোক-প্রাকৃত
আত্মনে	আত্মনেপদ
আপ ধ সূ	আপস্তম্ব ধর্মসূত্র
আপ শ্রৌ সূ	আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র
আবে	আবেস্তিক
আমে	আর্মেনীয়
আশ্ব শ্রৌ সূ	আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র
ই ইউ	ইন্দো-ইউরোপীয়
ই ইরা	ইন্দো ইরাণীয়
ইং	ইংরাজী
উ প	উত্তর-পশ্চিমা
উ পু	উত্তম পুরুষ
ঋ বে	ঋগ্‌বেদ
ঐ ব্রা	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক	কালসী অনুশাসন [অশোক-প্রাকৃত]
কঠ উ	কঠ উপনিষদ্‌
কেন উ	কেন উপনিষদ্‌
কৌ সূ	কৌশিক সূত্র
কৌষী উ	কৌষীতকি উপনিষদ্‌
ক্লীব	ক্লীবলিঙ্গ

গি	গির্ণার অনুশাসন [অশোক-প্রাকৃত]
গো ব্রা	গোপথ ব্রাহ্মণ
গ্রী	গ্রীক
ছা উ	ছান্দোগ্য উপনিষদ্
জৈ ব্রা	জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ
জৈ মাহা	জৈন মাহারাষ্ট্রী
জৌ	জৌগড় অনুশাসন [অশোক-প্রাকৃত]
তু	তুলনীয়
তুখা	তুখারীয়
তৈ আ	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ উ	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
তৈ সং	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র॰	দ্রষ্টব্য
ধ	ধম্মপদ [খরোষ্ঠী]
ধৌ	ধৌলি অনুশাসন [অশোক-প্রাকৃত]
নি	নির্ণয় সাগর প্রেস
নি প্র।	নিয়া প্রাকৃত
পরস্মৈ	পরস্মৈপদ
পা	পালি
পাণি	পাণিনি
পৈ	পৈশাচী
পুং	পুংলিঙ্গ
প্র পু	প্রথম পুরুষ
প্রা	প্রাকৃত
প্রা: পা(র্)	প্রাচীন পারসীক
ব	বচন
বহুব	বহুবচন
বাজস সং	বাজসনেয়ি সংহিতা

বাং	বাংলা
বৃহদ্ উ	বৃহদারণ্যক উপনিষদ্
বে মী	বেদমীমাংসা : অনির্বাণ (কলিকাতা, ১৯৬১)
বৈ	বৈদিক
বৌধা শ্রৌ সূ	বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র
বৌ সং	বৌদ্ধ [মিশ্র] সংস্কৃত
ব্রা	ব্রাহ্মণ
ভা ই	ভাষার ইতিবৃত্ত সুকুমার সেন (৭ম সংস্করণ, কলিকাতা)
ভা দ	ভারতীয় দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১ম সংস্করণ, কলিকাতা)
ভা সং	ভারত সংস্কৃতি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা, বাং ১৩৫১)
ম	মহাভারত
ম পু	মধ্যম পুরুষ
মা	মান্সেহ্রা অনুশাসন [অশোক-প্রাকৃত]
মাগ	মাগধী-প্রাকৃত
মান গৃ সূ	মানবগৃহ্যসূত্র
মাহা	মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
মিটা	মিটান্নি-ভারতীয়
মু উ	মুণ্ডক উপনিষদ্
মৈত্রা উ	মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্
মৈত্রা সং	মৈত্রায়ণীয় সংহিতা
রা	রামায়ণ
লা	লাতিন
লিথু	লিথুয়ানীয়
শ ব্রা	শতপথব্রাহ্মণ
শা	শাহ্বাজ্গঢ়ী অনুশাসন [অশোক-প্রাকৃত]
শৌ	শৌরসেনী প্রাকৃত

শ্বে উ	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্
সম্বো	সম্বোধন
সং	সংস্কৃত
সং সা ই	সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস
সা বে	সামবেদ
স্ত্রী	স্ত্রীলিঙ্গ

গ্রন্থপঞ্জী

ABORI — *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Poona

AG — Altindische Grammatik, Band I (1957), II 1, 2 (1905, 1954) : J. Wackernagel and A. Debrunner

BDCRI — *Bulletin of the Deccan College Reseacrh Institute*, Poona

BhK — Bhavisattakahā : H. Jacobi, Munchen, 1918 (Introductory Chapter translated by S. N. Ghosal, JOIB, Vol. II, no. 3 to Vol. V, no. 2, 1953-55)

BHSG — Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar, Vol. I : F. Edgerton (New Haven, 1953)

BOIC — The Birth of Indian Civilization : Allchin (Pelican, 1953)

BPSC — *Bulletin of the Philological Society of Calcutta*

BSL — *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*

BSOS — *Bulletin of the School of Oreintal Studies*, London

CGDL — A Comparative Grammar of the Dravidian Languages : R. Caldwell (Reprint, Madras, 1953)

CGG — A Comparative Germanic Grammar : E. Prokosch (Philadelphia, 1934)

CGMIA — A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan : S. Sen (2nd edition, Poona, 1953)

CL	Comparative Linguistics : R. Lord (London, 1953)
DOLB	The Decipherment of Linear B : J. Chadwick (Pelican, 1953)
DMG	Documents in Mycenaean Greek : M. Ventris and J. Chadwick (Cambridge University Press, 1956)
ESL	Elements of the Science of Language : I. J. S. Taraporewala (Revised edition, C. U 1953)
FOL	Foundations of Language : L. H. Gray (New York, 1958)
GK	Grammatik der Prākritsprachen : R. Pischel (Strassburg, 1900—translated by S. Jha, 1957)
GL	The German Language : R. Priebsch and W E. Collinson (4th edition, revised, London)
GLIS	General Linguistics, An Introductory Survey : R. H. Robins (London, 1953)
GOG	Grammar of the Gothic Language : J. Wright (London, 1958)
HBS	Handbuch des Sanskrit (Band I and II) : A. Thumb (Heidelberg, 1958, 1959)
HC	Hindu Civilisation (part I) : R. K. Mukherji (Bombay, 1953)
HGA	Historical Grammar of Apabhraṁśa : G. V. Tagare (Poona, 1948)
HGIP	Historical Grammar of Inscriptional Prākrits : M. A. Mehendale (Poona, 1948)

HIL	History of Indian Literature (Vol. I) : M. Winternitz (Calcutta, 1927)
HLIL	Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages : A. M. Ghatage (Bombay, 1953)
HOSL	A History of Sanskrit Literature : A. B. Keith (Reprint, Oxford, 1953)
HPHS	History and Pre-history of Sanskrit : S. Sen (Mysore, 1958)
HPO	A Historical Phonology of Oṛiyā : P. C. Majumdar (Calcutta, 1953)
HSL	A History of Sanskrit Literature : A. A. Macdonell (Reprint, 1953)
IAH	Indo-Aryan and Hindi : S. K, Chatterji (Calcutta, 1960)
IHQ	*Indian Historical Quarterly*, Calcutta
IL	*Indian Linguistics*, Poona
IP	Introduction to Prākrit : A. C. Woolner (Reprint, Varanasi)
ITL	Invitation to Linguistics : M. Pei (London, 1953)
JASB	*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Calcutta
JBRAS	*Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*
JDL	*Journal of the Department of Letters*, Calcutta
JGIS	*Journal of the Greater India Socieiy*, Calcutta
JOAS	*Journal of the American Oriental Society*, New Haven
JOIB	*Journal of the Oriental Institute of Baroda*
KEWA	Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch des

	Altindischen (in progress), Heidelberg, 1953
KhD	The Language of the Kharoṣṭhi Documents from Chinese Turkestan : T. Burrow (London, 1937)
LFE	Language for Everybody : M. Pei (New York, 1958)
LIS	Linguistic Introduction to Sanskrit : B. Ghosh (Calcutta, 1937)
MR	*Modern Review*, Calcutta
NIA	*New Indian Antiquary*, Bombay
ODBL	The Origin and Development of the Bengali Language : S. K. Chatterji (Calcutta, 1926)
PI	Pre-historic India : S. Piggott (Penguin, reprint, 1953)
PIL	Perspectives in Linguistics : J. T. Waterman (Chicago, 1953)
PL	Prakrit Lauguages and their contribution to Indian Culture : S. M. Katre (Bombay, 1945)
RLS	The Rāmāyaṇa—A Linguistic Study : S. Vrat (Delhi, 1953)
RVS	The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language : W. D. Whitney (Reprint, New Haven, 1945)
SEP1	Studies in Epics and Purāṇas of India : A. D. Pusalkar (Bombay, 1953)
SHP	Sanskrit Historical Phonolgy : F. Edgerton (New Haven, 1946)
SIU	Studies in the Upapurāṇas (Vol II) : R. C. Hazra (Calcutta, 1953)

SKT	Sanskrit : V. V. Ivanov and V. N. Toporov (Moscow, 1953)
Skt Gr	A Sanskrit Grammar : W. D. Whitney (Reprint. London 1960)
SL	The Sanskrit Language : T. Burrow (London)
SOL	The Story of Language : C. L. Berber (E. L. B. S, London, 1953)
VA	Vedic Age (History and Culture of the Indian People, Vol I) : edited R. C. Majumdar & A D. Pusalkar (Bombay, 1953)
VGS	A Vedic Grammar for Students : A. A Macdonell (Reprint, London, 1958)
VI	Vedic Index (2 Vols) : A. A. Macdonell and A B. Keith (London, 1912)
ZDMG	*Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, Leipzig

[অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থ পাদটীকায় উদ্ধৃত]

প্রথম খণ্ড

প্রাচীন ভারতীয় আর্য
(Old Indo-Aryan)

কার্যকাল বা ভঙ্গীনির্দেশক। কার্যকাল বা কার্যভঙ্গী (aspect, kind of action or state) বক্তা বা শ্রোতার মনোভঙ্গী নয়, তা' ব্যক্তিনিরপেক্ষ কার্যের অবস্থা বা ক্রিয়ার ভঙ্গী (তুলনায় ইং step/walk/travel বা look/find /observe)। বিভিন্ন ভাষার সময়জ্ঞাপক কাল এসেছে অনেক পরে। গ্রীক ও বৈদিকের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যায়—

ক ॥ বর্তমান পর্যায়ে (present system) লট্ মূল (present stem) ধাতু বোঝাত অবিরাম কার্যকাল (continuous or durative action)। তু: ইং *to look*, বাংলা দেখ্‌ছি, দেখি, দেখ্‌তে থাক্‌বো ইত্যাদি।

খ ॥ লুঙ পর্যায়ে (aorist system) লুঙ্ মূল (aorist stem) ধাতু বোঝাত সদ্য কার্যকাল (instantaneous action, action pure and simple)। তু: ইং *to find*, বাংলা দেখে ফেলা, হঠাৎ দেখা ইত্যাদি।

গ ॥ লিট পর্যায়ে (perfect system) লিট্‌মূল (perfect stem) ধাতু বোঝাত সম্পন্ন বা সিদ্ধ কার্যকাল (perfective) তু: ইং *to observe, to take view of*, বাংলা নিরীক্ষণ করা।

এছাড়া কার্যভঙ্গীরও বৈচিত্র্য ছিল। যথা,—sk—যোগে সূচিত ভঙ্গী (inchoative); তু: গ্রীক *ba-sk-ō*, সং *ga-cch-ati* ইং *wake*। -n-যোগে সূচিত বা সম্পন্ন ভঙ্গী (terminative); তু: সং *yu-ñ-jati* লাতিন *iu-n-gō* ইং *wake-n*; এছাড়া যঙন্ত (iterative, frequentative, intensive), সনন্ত (desiderative), ণিজন্ত (causative) ইত্যাদি।

(১০) সমাস (compound) বা পদের মিলন—তবে দুই পদের মিলনই ছিল সাধারণ নিয়ম।

২.৩০ এইবার কেন্তুম্ ও সতম্ শাখার বিভিন্ন ভাষাগুলির পরিচয় নেওয়া দরকার[৪]।

২.৩১ গ্রীক (Greek)

প্রাচীনকালে গ্রীকভাষার ব্যাপ্তি ছিল গ্রীস্, এশিয়া মাইনবের উপকূল অঞ্চল, সাইপ্রাস্ দ্বীপ ও ঈজিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে। খ্রী: পূ: ৮ম শতক থেকেই গ্রীকের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপভাষায় লিখিত প্রচুর অনুশাসন ছাডাও বয়েছে হোমারেব মহাকাব্য দুটি—ইলিয়াদ্ ও ওদিসি—আনুমানিক সংগ্রহকাল নবম শতক। খ্রী: পূ: নবম-দশম শতকের অন্যান্য রচনাও পাওয়া যায়—যদিও সে রচনা মৌখিক ঐতিহ্যাশ্রিত। এছাডা ক্রীট্ দ্বীপে প্রাপ্ত মৃন্ময় চাকৃতি (clay tablets) উদ্ধৃত প্রত্নলেখ—যার লিপিকে বলা হয় Minoan Linear B—পাঠোদ্ধার করেন মাইকেল ভেন্ট্রিস্[৫] (Michael Ventris)। তাঁব পাঠোদ্ধাব যদি পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হয তবে গ্রীকেব প্রাচীন নিদর্শন ১৪৫০ খ্রী: পূর্বাব্দের কাছাকাছি বলে গণ্য হবে।

প্রাচীন গ্রীক ভাষাব উপভাষাগুলিব বিভাগ ছিল এই বকম—

১) দোবিক (Doric) সমেত প্রতীচ্য উপভাষা।

২) এ্যাওলিক (Aeolic) বা মধ্যদেশীয় উপভাষা।

৩) আর্কাদো-সাইপ্রিয়ান্ (Arcado-Cyprian)।

৪) আত্তিক-ইওনিক (Attic-Ionic)।

৫) ভাষাতত্ত্বের বিচারে হোমারের রচনাকে বলা যায় Aeolo-Ionic ইত্যাদি।

এথেন্স্-এর রাজনৈতিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকরা সাহিত্য জগতে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করল তাদের বিপুল রচনা সম্ভার 'আত্তিক' উপভাষায় সৃষ্টি ক'রে। খ্রী: পূ: ৪র্থ শতক থেকে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তার

---

৪ দ্র: *Gray* : FOL pp. 312-356 ; *Taraporewala* : ESL Ch. XII

৫ দ্র: *J. Chadwick* · DOLB ; *Chadwick and Ventris* : DMG

অবাধ গতি, কারণ অন্যান্য উপভাষার ঘটেছে বিলুপ্তি। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে গ্রীক উপভাষাগুলির সংমিশ্রণে গড়ে উঠ্‌ল এক সাধারণ সাধু আদর্শ (standard) ভাষা—যা' 'কোইনে' (*Koinē*) বা সার্বজনীন কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত ছিল সারা 'বিজান্‌টাইন' (Byzantine) যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কন্‌স্তান্‌তিপোলের পতন পর্যন্ত। গ্রীকই হচ্ছে এমন একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা যার আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব প্রাচীন গ্রীসের মতই বজায় আছে। বর্তমানে আধুনিক গ্রীক ভাষায় কথা বলে প্রায় এক কোটি লোক।

প্রাচীন গ্রীক ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—

১॥ মূল ভাষার স্বরবর্ণগুলির বৈচিত্র্য লিথুয়ানীয় ভাষার মতই প্রায় সম্পূর্ণ বজায় আছে।

২॥ মূল ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণ কিন্তু অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন **dh, bh, gh*>গ্রীক *th, ph, kh* ; তু: সং *dhūma, bhū* গ্রী *thūmo, phū* ইত্যাদি।

৩॥ স্বরসঞ্চারের (pitch accent) রক্ষণশীলতা একমাত্র বৈদিকের সঙ্গেই তুলনীয়।

৪॥ পাঁচটি কারক—কর্তৃ, কর্ম, সম্প্রদান, সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ।

৫॥ মূল তালব্য ও কণ্ঠ্যবর্গের সংমিশ্রণ ; কিন্তু কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্গের *p/t* বর্গে পরিণতি (দ্র: ১.৮০)।

৬॥ অতীতকালে সংস্কৃতের মত আগম-উপসর্গের (augment) ব্যবহার (তু: সং *abharat*=গ্রী *ephere*)।

১.৩২ ইতালিক (Italic)

ইতালিকের নিদর্শন খ্রী: পূ: ৭ম শতকেও মেলে, কিন্তু তা' সামান্য। খ্রী: পূ: ৩০০ অব্দেও মুদ্রা বা পাত্রে উৎকীর্ণ কিছু প্রত্নলেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তারও মূল্য যৎসামান্য। তৃতীয় শতক থেকেই ইতালিক শাখার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইতালিকের উপভাষা প্রধানত তিনটি—(ক) ওস্‌কান (Oscan) (খ) উম্ব্রিয়ান্ (Umbrian) এবং (গ) লাতিন (Latin)।

ওস্‌কান উপভাষা মূল স্বরবর্ণের প্রাচীনত্ব বজায় রেখেছে লিথুয়ানীয় ও গ্রীকের মত। ওস্‌কো-উম্ব্রিয়ানের সঙ্গে লাতিনের পার্থক্য মোটামুটি এই—

ক ॥ $*k^w>$লা *qu* কিন্তু ওস্‌কো-উম্ব্রিয়ান্ *p* ; তু: বৈদিক *kiḥ* লা *quis* '*who*' ওস্‌কান *pis* ; সং *caturtha* লা *quater* ওস্‌কান্ *petiro-pert* ; সং *pañca* লা *quīnque* ওস্‌কান্ *pumpe*

খ ॥ **bh*>লা *b* কিন্তু ওস্‌কো-উম্ব্রিয়ান্ *f* ; তু: সং *tubhyam* লা *tibi* উম্ব্রিয়ান *tefe*

গ ॥ **dh*>লা *b* কিন্তু ওস্‌কো-উম্ব্রিয়ান্ *f* ; তু: সং *rudhira* লা *ruber* উম্ব্রিয়ান্ *rufru*

লাতিনই হচ্ছে প্রধানতম উপভাষা। নগণ্য 'লাতিউম্' (Latium) প্রদেশের উপভাষা থেকে তা' হয়ে দাঁড়িয়েছিল রোমের ভাষা তথা ইউরোপের সাংস্কৃতিক ভাষা। খ্রী: পূ: ৩০০ অব্দ থেকে 'বিকৃত লাতিন' (Vulgar Latin, খ্রীষ্টাব্দ ১৮০) পর্যন্ত লাতিনের নানা পর্যায়। তারপরে আবির্ভূত হল বর্তমান 'রোমান্স্' (Romance) বা আধুনিক ইতালিক ভাষাগুলি। ইতালিক, বিশেষত লাতিন থেকে বর্তমানে উদ্ভূত ভাষাগুলি এই—ফ্রান্সে ফরাসী (French) এবং প্রভ‍ঁাসাল্ (Provencal), ইতালীতে ইতালীয় Italian), পর্তুগালে পর্তুগীজ্ (Portuguese), স্পেনে স্পেনীয় (Spanish) ও কাতালান (Catalan), রুমানিয়ায় রুমানীয় (Rumanian), সুইত্‌জারল্যাণ্ডে রেতো-রোমানিক (Rhaeto-Romanic)—এছাড়া সার্দিনিয়ান্ (Sardinian) এবং অধুনালুপ্ত আদ্রিয়াতিক উপকূলের দাল্‌-মাসিয়ান্ (Dalmatian)। বর্তমানে 'রোমান্স' ভাষার লোকসংখ্যা প্রায় ৪১ কোটি।

প্রাচীন ইতালীয় লাতিন উপভাষার বৈশিষ্ট্য—

১ ॥ মূল যৌগিক স্বরের একস্বরে (monophthongisation) পরিণতি (যথা গ্রীক *oinē* লাতিন *ūnus* ইং *one*)।

২ ॥ ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিণতি (যথা সং *bhrāta* লাতিন *frāter*)।

৩ ॥ মূল স্বরসঞ্চারের (pitch accent) স্থানে শ্বাসাঘাত (stress accent)।

৪ ॥ গ্রীকের মত মূল কণ্ঠ্য ও তালব্য *k* বর্গের মিশ্রণ এবং কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্গের স্বাক্ষর দ্র: ১.৮০।

৫ ॥ গ্রীকের মত পাঁচটি এবং প্রাচীন স্তরের অপাদান সমেত মোট ছয়টি কারক।

৬ ॥ ক্রিয়ায় লিট্ ও লুঙের সংমিশ্রণ।

ইতালিক ও কেল্‌তিকের সাদৃশ্য পরে কেলতিক শাখায় আলোচিত হয়েছে।

.৩৩ জার্মানিক বা টিউটনিক (Germanic or Teutonic)

ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রের জার্মানিক শাখার উপভাষা-বৈচিত্র্য[৬] পরের পৃষ্ঠায় দেখান হয়েছে।

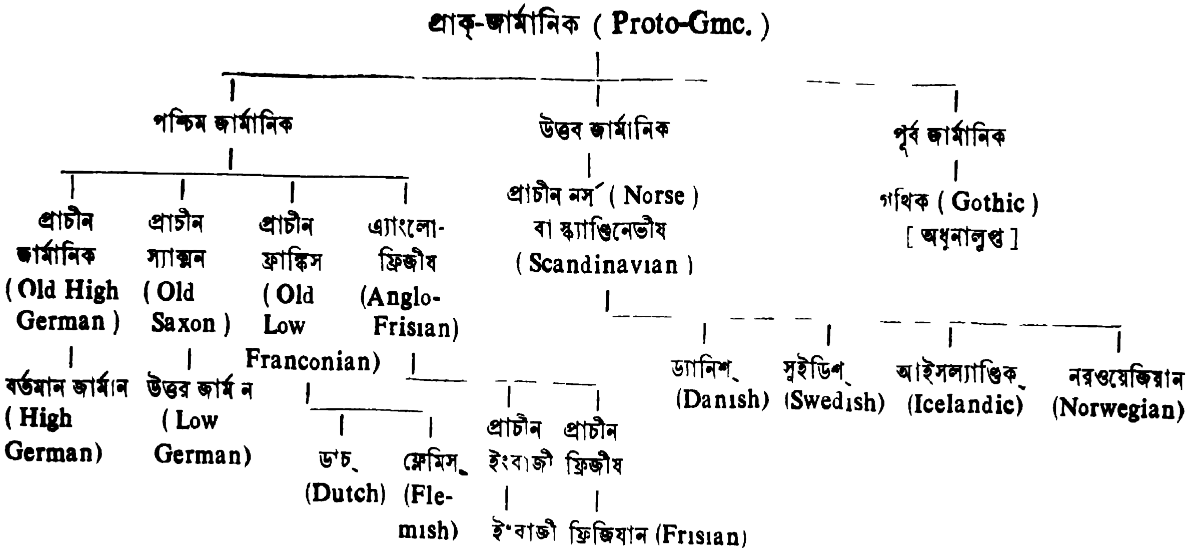
প্রাক্-জার্মানিক পুনর্গঠন করা হয় জার্মানিক উপভাষাগুলির তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে—বিশেষত, প্রাচীন ভাষাগুলির সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে যথা গথিক্, প্রাচীন নর্স্, প্রাচীন ইংরাজী বা এ্যাংলো-স্যাক্সন্, প্রাচীন দক্ষিণ জার্মান (OHG), প্রাচীন স্যাক্সন্ এবং প্রাচীন ফ্রিজীয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে প্রাচীনত্ব এবং সুলভ নিদর্শনের জন্য গথিক্-এর অবদান অসামান্য। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে রচিত ধর্মাচার্য উল্‌ফিলাস্-এর (Wulfilas, Ulfilas) বাইবেল অনুবাদ জার্মানিক শাখার প্রাচীনতম রচনা। এখন এই ভাষা লুপ্ত।

প্রাচীন নর্স-এ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও ডেনমার্কে পাওয়া রুনিক্ (Runic)

---

৬ দ্র: *Robins* : GLIS : p. 322.


প্রাক্-জার্মানিক (Proto-Gmc.)
পশ্চিম জার্মানিক
উত্তর জার্মানিক
পূর্ব জার্মানিক
প্রাচীন জার্মানিক (Old High German)
প্রাচীন স্যাক্সন (Old Saxon)
প্রাচীন ফ্রাঙ্কিস (Old Low Franconian)
এ্যাংলো-ফ্রিজীয (Anglo-Frisian)
প্রাচীন নর্স (Norse) বা স্ক্যাণ্ডিনেভীয (Scandinavian)
গথিক (Gothic) [অধুনালুপ্ত]
বর্তমান জার্মান (High German)
উত্তর জার্মান (Low German)
ডাচ্ (Dutch)
ফ্লেমিস্ (Flemish)
প্রাচীন ইংরাজী
প্রাচীন ফ্রিজীয
ইংরাজী
ফ্রিজিযান (Frisian)
ড্যানিশ্ (Danish)
সুইডিশ্ (Swedish)
আইসল্যাণ্ডিক্ (Icelandic)
নরওয়েজিয়ান (Norwegian)

লিপিতে লিখিত প্রায় একশ' অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে—যাদের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক থেকে ৮ম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। আইস্‌ল্যাণ্ডিক্-এর প্রাচীনতম নিদর্শন পাই ১২শ শতকে। জার্মানিক জাতির পৌরাণিক কাহিনী 'এড্‌ডা' (Edda) নামক সংকলনে রক্ষিত আছে। আইস্‌ল্যাণ্ডিক ভাষার দিক দিয়ে রক্ষণশীল। কিন্তু সুইডিশ্, বিশেষত ড্যানিশ্ এবং নরওয়েজীয় ভাষায় সরলতা অনেক বেশি।

পশ্চিম জার্মানিক-এ প্রাচীন স্যাক্সন ভাষার কাব্য Hēliand ('পরিত্রাতা') খ্রীষ্টীয় ৮৩০ সালের রচনা। প্রাচীন ইংরাজী এবং প্রাচীন ফ্রিজীয় ভাষার নিদর্শন মিল্‌ছে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ থেকে। এদের মিল অষ্টম শতক থেকেই লক্ষণীয়। প্রাচীন দক্ষিণ জার্মান-এর (OHG) সাহিত্যিক নমুনা পাওয়া যায় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত।

বর্তমান জার্মান (দক্ষিণ) বা New High German জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার সরকারী ও সাহিত্যিক (official and literary) ভাষা। উত্তর জার্মান (Low German) উপভাষা হিসাবে প্রচলিত রাইন্‌ল্যাণ্ড এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম জার্মানীতে। ফ্লেমিশ্ বেলজিয়াম-এর উত্তর-পশ্চিমদেশের কথ্যভাষা। হল্যাণ্ড-এর ভাষা ডাচ্। আর ফ্রিজীয়—যার মিল ইংরাজীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি—এককালে বলা হত উত্তর সাগরের (North Sea) তীর বরাবর—উত্তর হল্যাণ্ড থেকে ডেন্‌মার্ক-এর মধ্যদেশ পর্যন্ত। কিন্তু এখন তার প্রসার উপকূলের কিছু অংশে ও হল্যাণ্ড-এর কয়েকটি দ্বীপে সীমাবদ্ধ। আইস্‌ল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক-এর ভাষা যথাক্রমে আইস্‌ল্যাণ্ডিক্, নরওয়েজিয়ান্, সুইডিশ্ ও ড্যানিশ্।

জার্মানিক শাখার ভাষাগুলি কেবল ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নয়। ঔপনিবেশিক প্রসারের ফলে তা' আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে—যার মধ্যে প্রধান হল ইংরাজী। বর্তমানে জার্মানিক ভাষায় কথা বলে প্রায় ৫৬ কোটি লোক।

জার্মানিক ভাষাগুলির সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল এই—

১॥ ই ইউ ভাষার ব্যঞ্জনগুলির ধ্বনি পরিবর্তন (দ্রঃ গ্রিম্ ও বেরনের-এর সূত্র, ১.৫০,১.৬০)।

২ ॥ প্রবল শ্বাসাঘাতের ফলে দুর্বল (unstressed) স্বরবর্ণের লোপ।

৩ ॥ অভিশ্রুতি (umlaut) অর্থাৎ আগের 'বল' যুক্ত স্বর পরের দুর্বল স্বরের প্রভাবাধীনে পরিবর্তিত (তু: ইং *man* : *men* জার্মান *Mann* : *Männer*)।

৪ ॥ অপশ্রুতি (vowel gradation or ablaut) তু: ইং *sing/sang/sung* ইত্যাদি।

৫ ॥ ক্রিয়াপর্যায়ের (verbal system) সবলীকরণ ও দুটি সবলীকৃত ভাগ—(ক) বর্তমান (খ) লুঙ্ ও লিট-এর সংমিশ্রণজাত নতুন অতীতকাল।

৬ ॥ পাঁচটি কারক (কর্তৃ, কর্ম, সম্প্রদান কারক, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ)।

৭ ॥ মূল **o>a*, **ā>ō* ইত্যাদি। তু: **kʷes*>সং *kaḥ* গ্রী *pos* লা *quod* গথিক *hwa* ইং *what* , **bhrātēr*>সং *bhrātā*, গ্রী *phrātēr* লা *frāter* গথিক *brōθar* ইং *brother* ।

৮ ॥ ৫মী-৪র্থীর বহুবচনের *m* প্রত্যয়যুক্ত বিভক্তি (তু: সং-*bhyām*, -*bhis* কিন্তু গথিক *dagamis* ; *wulfam* = সং *vṛkebhyaḥ*)।

২.৩৪ কেলতিক (Celtic)

কেলতিকের[৭] তিনটি ভাগ—(১) গলিশ (Gaulish) (২) ব্রিটানিক্ (Britannic) ও তার বর্তমান সন্ততি—কর্ণিশ (Cornish), ওয়েল্শ্ (Welsh) ও ব্রিটন্ (Breton) (৩) গ্যালিক্ (Gaelic) ও তার বর্তমান সন্ততি আইরিশ্ গ্যালিক (Irish Gaelic), স্কট্স্ গ্যালিক্ (Scots Gaelic) এবং মানক্স (Manx)।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে গলিশ্ ও ব্রিটানিক্কে বলা হয় *p*-কেলতিক এবং গ্যালিক্কে *k*-কেলতিক। কারণ লাতিন ও ওস্কো-উম্ব্রিয়ানের মতই মূল ই ইউ **kʷ* ধ্বনির *k/p*-এর পার্থক্য ও পরিণতি এখানে দেখা যাচ্ছে। যথা—

**kʷetwor* '4'>প্রা: আইরিশ *cethir* আধুনিক আইরিশ *ceathair*

---

৭ দ্র: *C. Berber* : SOL p 86

কিন্তু প্রা: ওয়েল্শ্ *pelguar* আধুনিক ওয়েলশ্ *pedwar* [তু: লা *quater* ওস্কান *petiro-pert* 'fourtimes'=সং *catvārah*]।

**peṅkʷe* '5'>প্রাচীন আইরিশ *cōic* কিন্তু ওয়েলশ্ *pimp* [তু: লা *quīnque* ওস্কান্ *pumpe*=সং *pañca*] ।

প্রাচীনতম শাখা গলিশ্ ছিল আন্ত-য়ুরোপীয় ভাষা। রোমান্ শাসনের সময় তার প্রচলন ছিল ফ্রান্স বা প্রাচীন গল্ প্রদেশে, উত্তর ইতালিতে। কেলতিক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে তা' মধ্য ইউরোপ, এমন কি এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতালিক ও জার্মানিক ভাষাগুলির চাপে তার অস্তিত্ব এখন লুপ্ত। খ্রী: পূ: ৩য় শতকে লাতিনগ্রন্থে পাওয়া কিছু ব্যক্তি বা স্থানের নাম এবং লেখ (inscriptions) থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

অপরশাখা ব্রিটানিক্ এ্যাংলো-স্যাক্সন অভিযানের পূর্বে ব্রিটেনে চলিত ছিল। এর অন্যান্য শাখা কর্ণিশ্-এর নিদর্শন মেলে পঞ্চদশ শতকে। অষ্টাদশ শতকেই লুপ্ত এই শাখার বর্তমানে পুনর্জাগরণের (revival) চেষ্টা চল্ছে। ওয়েল্শ্ ও ব্রিটন-এর সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে যথাক্রমে একাদশ ও চতুর্দশ শতকে। মনে রাখা দরকার, ব্রিটন্ গলিশ-এর অবশেষ নয়। এ্যাংলো-স্যাক্সন অভিযানের সময় ব্রিটেন থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ফ্রান্সের ব্রিটানিতে এই ভাষা নিয়ে আসে।

গ্যালিক ও তার অন্যান্য শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন চতুর্থ শতকে পাওয়া কিছু লেখ (inscriptions)। এদের মধ্যে আইরিশই সমৃদ্ধ ভাষা। এবং তার লিখিত স্বাক্ষর মেলে অষ্টম শতকে। আইরিশ্, স্কট্স্ গ্যালিক এবং মান্ক্স যথাক্রমে আয়ার্ল্যাণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড এবং Isle of Man-এ প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা। বর্তমানে কেলতিক ভাষায় কথা বলে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক। আইরিশ্ ভাষার মোটামুটি বৈশিষ্ট্য হল—

১ ॥ অপিনিহিতি বা স্বর সংক্রমণ (infection vowel)।

২ ॥ মূল * *n̥>in*, * ō>*ā* ইত্যাদি (যথা * *n̥-ĝnōtos*>সং *ajñātah* গ্রী *a-gnōtos* প্রা: আইরিশ *in-gnad*)।

৩ ॥ পাঁচটি কারক (কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান ও সম্বন্ধ)।

ইতালিক ও কেলতিক শাখার ব্যাকরণগত সাদৃশ্য বিচার ক'রে পণ্ডিতজন এই শাখা দুইটির একটি পূর্ববর্তী স্তর ইতালীয় কেলতিক (Italo-celtic) কল্পনা করে থাকেন। এদের সাদৃশ্যের কয়েকটি হল—

১ ॥ ই ইউ $*k^w > p/t$ (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

২ ॥ আত্মনেপদী বা medio-passive *-r-* (তু: বৈদিক *śere, duhre* সং *śerate*) ।

৩ ॥ লুঙ্ ও লিট-এর সমন্বয়ে নতুন অতীতকাল সৃষ্টি ।

৪ ॥ বহুবচনে ৪র্থী/৫মীর *bh* (>*b*) উপাদান (তু: সং *-bhyām, -bhyas* ইত্যাদি) ।

৫ ॥ মূল **tt>ss*

৬ ॥ ৬ষ্ঠীর একবচনে *ī* (তু: সং *stambhībhavati*)[৮] ।

৭ ॥ ভবিষ্যৎকালে *b* উপাদান ।

৮ ॥ Subjunctive বা লেট্-এ *ā* ইত্যাদি ।

২.৩৫ হিট্টাইট্ বা হিট্টী (Hittite)

হিট্টাইট্ ভাষার আবিষ্কার এই শতকের গোড়ায় । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ ব্যাপী খননকার্যের ফলে এশিয়া মাইনরের আঙ্কারার কাছাকাছি বোঘাজ. কোই-এ (*Boghaz-köi*) প্রধানত বাণমুখ বা কীলকাক্ষরে (Cuneiform Script) লেখা এই ভাষা আবিষ্কৃত হয় । চেক্ পণ্ডিত রস্নি (Hrozny) নিবিড় গবেষণা ক'রে ১৯১৭ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে ইন্দো-ইউরোপীয় ও হিট্টাইটের নতুন সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন । আনাতোলিয়ার হিট্টাইট্ রাজত্বের সময়কালীন এই ভাষার নিদর্শনগুলি মুখ্যত ধর্ম ও ইতিহাস-মূলক—যা' রচিত হয়েছিল খ্রী: পূ: ১৯শ শতক থেকে ১৩শ শতকের মধ্যে । আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মতে হিট্টাইট্ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারই সন্ততি—যদিও সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতির তুলনায় অনেক প্রাচীন । কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন, এ ভাষা মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভগিনী স্থানীয় এবং

৮ দ্র: *Gray* : FOL pp. 335,453

নিশ্চয়ই একই মূল ভাষা ইন্দো-হিট্টাইট-এর বিভিন্ন উপভাষা সমেত দুই সন্ততি। এই ভাষার আশ্চর্যরকমের সরলতা এবং ক্ষয় (decay) দেখে আধুনিক বিদ্বজ্জন মনে করেন—এ ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এই লুপ্ত ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—

১ ॥ মহাপ্রাণবর্ণের অভাব।

২ ॥ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য না থাকায় সচেতন ও অচেতন এই লিঙ্গভেদ (aninate and inanimate gender)।

৩ ॥ এর মোট স্বরবর্ণ, *a, e, i, u* (কিন্তু -ে- নয়)।

৪ ॥ হিট্টাইট্ কেন্তম্ বর্গীয়ভাষা (তু: গ্রীক *keitai* হিট্টী *kita* সং *śete*)। এবং এতে মূল কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য বর্গের রক্ষণশীলতা (তু: $*k^{w}is$>হিট্টী *kwis*)।

৫ ॥ *H*-ধ্বনির অস্তিত্ব—যা' সম্ভবত অঘোষ ঘৃষ্ট কণ্ঠ্য [χ] বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি।

৬ ॥ ছয়টি কারক (কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও সম্বন্ধ) এবং শব্দরূপ ও প্রত্যয়ের যুগ্ম মূলে (heteroclitic) *r/n* এর ব্যবহার।

৭ ॥ দুই জাতীয় ধাতুবিভাগ যা' বর্তমানকালের উত্তম পুরুষ একবচনের দুইটি বিভক্তি—*mi* এবং *hi*-এর প্রয়োগানুযায়ী বিভক্ত।

৮ ॥ কর্মকর্তৃবাচ্যে (medio-passive) *r*- ধ্বনির অস্তিত্ব (ইতালীয় কেলতিক, আর্য এবং তুখারীয় ভাষার মত)।

৯ ॥ লোট্-এর (imperative) প্রয়োগ রক্ষিত।

১০ ॥ ইন্দো-ইউরোপীয়-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর যথা—সুমেরীয় ও আক্কাদীয় ভাষার প্রভাব।

২.৩৬ তুখারীয় (Tokharian)

হিট্টাইটের মতই আর একটি লুপ্ত ভাষা তুখারীয় আবিষ্কৃত হয় চীনা তুর্কিস্তানে (Chinese Turkistan) এই শতকের গোড়ার দিকে। খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত এই ভাষার নিদর্শন প্রধানত বৌদ্ধধর্ম এবং ভেষজবিদ্যা-

সংক্রান্ত রচনা। রচনাগুলি সংস্কৃত প্রভাবিত। কিছু সংস্কৃত থেকে অনূদিত। রচনার বয়স ৭ম থেকে ১০ম শতকের মধ্যে। এই ভাষার দুটি উপভাষা—(ক) তুখারীয় ক (Tokharian A) বা কারশর-(Karashar) সংলগ্ন পূর্বদেশীয় এবং (খ) তুখারীয় খ (Tokharian B) বা কুচীয় (Kuchean) অর্থাৎ কুচা সংলগ্ন পশ্চিমদেশীয়।

তুখারীয় ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য হল—

১ ‖ *a, e, o, i, u*—এই পাঁচটি স্বরবর্ণেরই অস্তিত্ব।

২ ‖ কেবলমাত্র অঘোষ *k, p, t* ধ্বনির অস্তিত্ব।

৩ ‖ তুখারীয় এশিয়ার একমাত্র কেন্তম্ গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা (তু: **k̂mtom* >তুখা *kant*)।

৪ ‖ লেট্ (Subjunctive) এবং বিধিলিঙ্ (optative)-এর পার্থক্য রক্ষিত।

৫ ‖ হিট্টাইট্ ও ইতালীয় কেলতিকের মত কর্মকর্তৃবাচ্যে *r*-এর ব্যবহার।

৬ ‖ দুইটি কারক—কর্তৃকারক ও তির্যক্ বা অনুক্ত কারক (oblique case) এবং বিভক্তির স্থানে অনুসর্গের (postposition) ব্যবহার।

২.৩৭ আর্মেনীয় (Armenian)

আর্মেনীয় ভাষাকে এককালে ইন্দো-ইরাণীয় শাখার সন্ততি বলে মনে করা হত। তার কারণ, এই ভাষায় প্রচুর পরিমাণ ইরাণীয় শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষায় সংগৃহীত কিছু-কম দুই হাজার শব্দাবলীর মধ্যে এক চতুর্থাংশেরও কম খাঁটি আর্মেনীয় শব্দ।[৯] আধুনিক বিদ্বানদের গবেষণার ফলে স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে—এই ভাষা মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের সন্ততি অর্থাৎ ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য শাখার ভগিনীস্থানীয়।

বর্তমানে দক্ষিণ ককেশাস্ অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠীর বসবাস। সোভিয়েট ও তুর্কীয় আর্মেনিয়ার সংলগ্ন বলে রুশী ও অন্যান্য ভাষার প্রভাব এর ওপর

৯ দ্র: *Gray*: FOL p. 127

চাপ সৃষ্টি করে চলেছে়। বর্তমানে আর্মেনীয় ভাষাভাষীর লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪০ লক্ষ।

আর্মেনীয় সাহিত্যের সূত্রপাত বাইবেলের অনুবাদে (খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চম শতক)। এছাড়া গ্রীক ও সিরিয়াক্ ভাষা থেকে অনূদিত কিছু রচনাও মেলে।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে আর্মেনীয় শাখার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কারণ, এর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মূল ইন্দো-ইউরোপায়ের প্রাচীনত্ব এখনও রক্ষিত। আর্মেনীয় ভাষার মোটামুটি বৈশিষ্ট্য হল এইগুলি—

১ ॥ পাঁচটি স্বরবর্ণেরই অস্তিত্ব।

২ ॥ প্রবল শ্বাসাঘাত এবং 'দুর্বল' স্বরের লোপ।

৩ ॥ ব্যঞ্জনধ্বনির বিকার ও পরিবর্তন (consonant shift) জার্মানিক শাখার চেয়েও প্রবল।

৪ ॥ সতম্‌ভাষার বৈশিষ্ট্য (তু: **dekm̂*>সং *daśa* ল. *decem* আর্মে *tasn*)।

৫ ॥ সংস্কৃতের মতন অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির অস্তিত্ব।

৬ ॥ হিট্টাইটের মতন কিছু শব্দের আদিতে কণ্ঠ্যনালীয় *H*-ধ্বনির অস্তিত্ব।

৭ ॥ চারটি কারক (কর্তৃ / কর্ম, করণ, সম্প্রদান / সম্বন্ধ এবং অপাদান)।

৮ ॥ চতুর্থী / পঞ্চমীর *bh*-উপাদান (তু: সং *-bhyām,-bhis*)।

৯ ॥ লিট্ বা Perfect-এর লোপ।

১০ ॥ আগম-উপসর্গের (augment) অস্তিত্ব (তু: সং *abharat* গ্রীক *ephere* আর্মে *eber*)।

২.৩৮ আল্‌বানীয় (Albanian)

আদ্রিয়াতিক উপসাগরের পূর্ব উপকূলে অর্থাৎ গ্রীসের উত্তর পশ্চিম দিকে এই শাখার অবস্থান। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে রচিত বাইবেলের অনুবাদ। অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনার স্বাক্ষর মেলে

সপ্তদশ শতকে। গ্রীসের সান্নিধ্য এবং তুর্ক অধিকারের ফলে এই ভাষায় প্রচুর পরিমাণে বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৯শ শতকের শেষে সংগৃহীত প্রায় পাঁচ হাজার শব্দাবলীর মধ্যে ১০ শতাংশেরও কম খাঁটি আলবানীয় শব্দ পাওয়া গেছে।[১০] বর্তমানে এই ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৩০ লক্ষ। ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য হল এইগুলি—

১ ॥ ধ্বনি এবং রূপতত্ত্বের বিচারে এই ভাষা যথেষ্ট বিকৃত।

২ ॥ সতম্ ভাষার বৈশিষ্ট্য (তু: সং *veśa* লা *vīcus* আল *vis* 'স্থান' <**woiḱos*

৩ ॥ চারটি কারক।

৪ ॥ মূল **o>a*

৫ ॥ রোমান্স্, শ্লাবিক, গ্রীক, তুর্কী প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ।

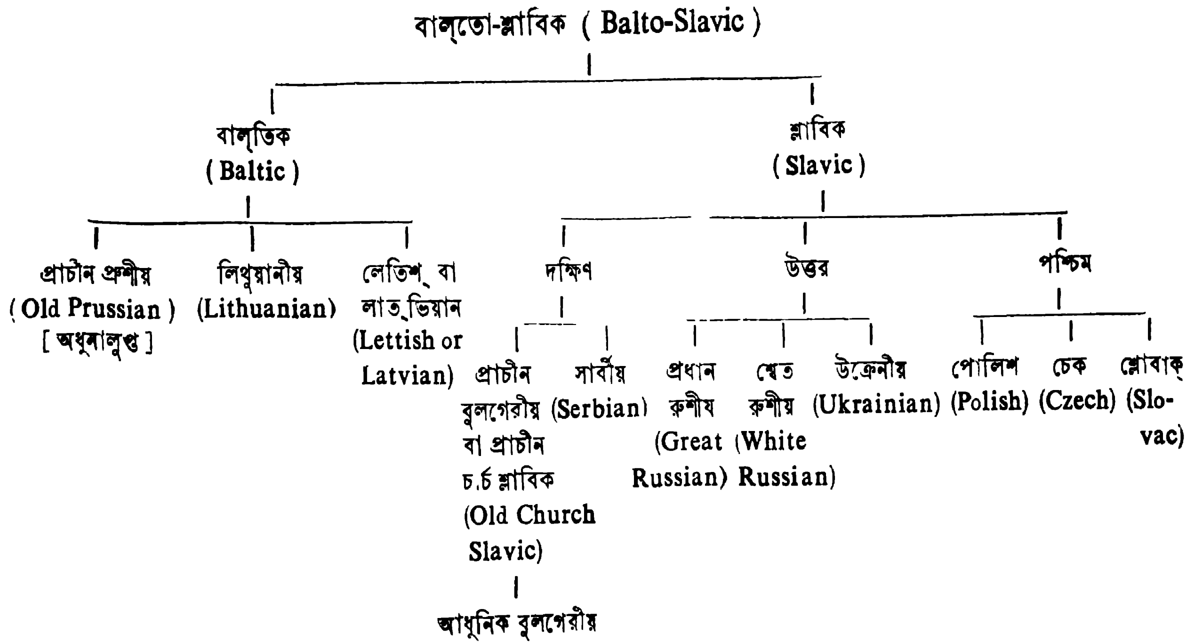
১.৩৯ বাল্তো-শ্লাবিক (Balto-Slavic)

বাল্তো-শ্লাবিক শাখা আসলে বাল্তিক্ ও শ্লাবিক্ এই দুই উপশাখার সাধারণ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কল্পিত—ঠিক যেমন কল্পিত ইন্দো-ইরাণীয় অথবা ইতালীয় কেল্তিক শাখা। এই শাখার উপশাখা-বৈচিত্র্য পরের পৃষ্ঠায় দেখান হয়েছে।

বাল্তিক শাখার প্রাচীন প্রুশীয় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগেই লুপ্ত। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে লুথারের (Martin Luther) কথোপকথন (Catechism) মুখ্য। লিথুয়ানীয় এবং লেত্তিশ্-এরও প্রাচীন রচনাগুলি মেলে ষোড়শ শতকে। বর্তমানে ঐ দুটি ভাষা যথাক্রমে লিথুয়ানিয়া ও লাত্ভিয়ার সরকারী ভাষা। ভাষাতত্ত্বের বিচারে লিথুয়ানীয়ের স্থান সর্বাগ্রে। লিথুয়ানীয় ও লেত্তিশ-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এইগুলি—

১ ॥ ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের বিচারে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ।

১০ দ্র: *Gray* FOL p 126


বাল্‌তো-শ্লাবিক (Balto-Slavic)
বাল্‌তিক (Baltic)
শ্লাবিক (Slavic)
প্রাচীন প্রুশীয় (Old Prussian) [অধুনালুপ্ত]
লিথুয়ানীয় (Lithuanian)
লেতিশ্‌ বা লাত্‌ভিয়ান (Lettish or Latvian)
দক্ষিণ
উত্তর
পশ্চিম
প্রাচীন বুলগেরীয় বা প্রাচীন চ.র্চ শ্লাবিক (Old Church Slavic)
আধুনিক বুলগেরীয়
সার্বীয় (Serbian)
প্রধান রুশীয় (Great Russian)
শ্বেত রুশীয় (White Russian)
উক্রেনীয় (Ukrainian)
পোলিশ (Polish)
চেক (Czech)
শ্লোবাক্‌ (Slo-vac)

২ ॥ লিথুয়ানীয় উপশাখায় সাতটি কারকের ব্যবহার (৫মী লুপ্ত)।

৩ ॥ দ্বিবচনের প্রয়োগ।

৪ ॥ স্বরসঞ্চারের (musical accent) প্রাচীন তিনভেদ—আরোহী উদাত্ত (acute or rising tone), অবরোহী স্বরিত (grave or falling tone) এবং কম্প স্বর বা স্বাধীন স্বরিত অর্থাৎ সঞ্চারী স্বরিত (circumflex or high-falling tone)।

দক্ষিণদেশীয় ওল্ড্ চার্চ স্লাবিক বা প্রাচীন বুলগেরীয় স্লাবিক শাখার উপ-শাখাগুলির প্রাচীনতম নিদর্শন। নবম শতকের মধ্যভাগে বাইবেল্ ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ মেলে এই উপশাখায়। উত্তর অঞ্চলের মধ্যে প্রধান রুশীয় বা Great Russian. স্লাবিক স্বরবৃত্তির প্রকৃতি জান্‌তে হলে এই ভাষা তার প্রধান উৎসস্বরূপ। পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাগুলি পোলাণ্ড্ ও চেকো-শ্লোবিয়ায় চলিত আছে।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে বৈদিক/সংস্কৃত এবং গ্রীকের পরই বাল্‌তো-স্লাবিকের স্থান। এই শাখা বর্তমানে ৩৩ কোটি লোকের কথ্যভাষা।

বাল্‌তিক উপশাখার বৈশিষ্ট্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বাল্‌তো-স্লাবিক শাখাব সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—

১ ॥ ধ্বনি ও রূপতত্ত্বে প্রাচীনতা।

২ ॥ সতম্ ভাষার বৈশিষ্ট্য (তু: *k̂mtom*>সং *śatam* লিথু *šimtas* স্লা *sŭto*)।

৩ ॥ আর্যভাষার মত মূল *i, u, k+s* > *š* (অর্থাৎ সং *ṣ*)।

৪ ॥ আর্যভাষা ও গ্রীকের মত *tt*>*st*

৫ ॥ জার্মানিক শাখার মত বহুবচনে ৫মী / ৪র্থীর *m*-উপাদান (তু: সং *-bhyas, -bhyām* ইত্যাদি)।

৬ ॥ প্রাচীন বুলগেরীয়তে ৭টি কারক (৫মী লুপ্ত)।

৭ ॥ দ্বিবচনের ব্যবহার।

৮ ॥ লিথুয়ানীয়, লেত্তিশ, সার্বীয় ও গ্রেট রাশিয়ানে মূল স্বরবৃত্তির প্রাচীন ব্যবহার।

৯ ॥ গ্রীক ও বৈদিকের মত মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কালধারণা এখানে দ্রষ্টব্য অর্থাৎ সময়গত কালধারণার পরিবর্তে কার্যকালের ধারণা। কার্যকাল (aspect) স্লাবিকে রক্ষিত। কার্যকাল দুইটি—অসম্পন্ন (imperfective) এবং সম্পন্ন (perfective)।

১০ ॥ লিট্ বা Perfect লুপ্ত হলেও লুঙ্ (root-aorist and s-aorist) সংরক্ষিত।

২.৪০ ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্যশাখা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে কেন্তুম্ ও সতম্ শাখার তুলনামূলক বিবরণ এখন দেওয়া যেতে পারে—

১) লোকসংখ্যার বিচারে ভাষাগুলির যথাক্রম হল—জার্মানিক (আনুমানিক ৫৬ কোটি), ইন্দো-ইরাণীয় (আ: ৫১.৫ কোটি), রোমান্স্ (৪১ কোটি), বাল্‌তো-স্লাবিক (৩৩ কোটি), গ্রীক (১ কোটি), আর্মেনীয় (৪০ লক্ষ), আল্‌বানীয় (৩০ লক্ষ), কেলতিক (৩০ লক্ষ) —মোট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী প্রায় ১৬০ কোটি। এদের মধ্যে আবার ইংরাজীতে কথা বলে সর্বাধিক লোক (৪০ কোটি)।

২) প্রাচীনতম রচনার আনুমানিক বয়স—

হিট্টাইট্ (খ্রী: পূ: ১৯শ—১৩শ শতক), আর্য শাখার ভারতীয় আর্য (খ্রী: পূ: ১২০০-১০০০ শতক, গ্রন্থ বেদ) এবং ইরাণীয় আবেস্তা ও প্রাচীন পারসীক (খ্রী: পূ: ৮ম-৭ম শতক), গ্রীক (খ্রী: পূ: ৮ম শতক, বা ১৪৫০ ?), ইতালিক (খ্রী: পূ; ৭ম শতক), জার্মানিক শাখার গথিক্ (৪র্থ শতাব্দ), আর্মেনীয় (৫ম শতক), তুখারীয় (৭ম শতক), কেলতিক শাখার আইরিশ্ (৮ম শতক), বাল্‌তো-স্লাবিক শাখার স্লাবিক (৯ম শতক), আল্‌বানীয় এবং বাল্‌তো-স্লাবিক শাখার বাল্‌তিক (১৬শ শতক)।

৩) লুপ্ত শাখা বা উপশাখা—হিট্টাইট শাখা, তুখারীয় শাখা, জার্মানিক শাখার গথিক উপশাখা, ইতালিক শাখার ওস্‌কো-উম্ব্রিয়ান্ উপশাখা এবং লাতিন উপশাখার দাল্‌মাসিয়ান্, বাল্‌তো-স্লাবিক শাখার প্রাচীন প্রুশীয়, কেলতিক শাখার গলিশ্ এবং অধুনাপ্রাপ্ত কর্ণিশ উপশাখা।

৪) ধর্মমূলক প্রাচীন সাহিত্য মূলত রচিত হয়েছিল এই ভাষাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে—ক) বৈদিক সাহিত্য—যা' আজও হিন্দুদের মধ্যে সুপ্রচলিত। খ) আবেস্তা—পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ। গ) গ্রীক ও লাতিন—ইউরোপে সংস্কৃতির মূল বাহক ছিল গ্রীক আর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবহারে ছিল লাতিন। কিন্তু এদের কথ্যরূপ নিশ্চয়ই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ব্যবহৃত হত। বাইবেলের লাতিন ও গ্রীক অনুবাদই তার প্রমাণ। বর্তমানেও গ্রীক ও লাতিন খ্রীষ্টীয় ধর্মানুশাসনের প্রধান অবলম্বন। ঘ) বাইবেলের প্রাচীনতম অনুবাদের মাধ্যম হল গথিক্, আর্মেনীয়, প্রাচীন বুলগেরীয় বা ওল্ড্ চার্চ স্লাবিক এবং প্রাচীন ইংরাজী। ঙ) লুপ্ত তুখারীয় ভাষাতেও বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক রচনা মেলে।

৫) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভাষাগুলির সম্পর্ক এই[১১]—

ক। রূপতত্ত্বে ইন্দো-ইরাণীয়, গ্রীক এবং লিথুয়ানীয়।

খ। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ঘটিত আলোচনার জন্য যথাক্রমে গ্রীক ও সংস্কৃত। এছাড়া ওস্‌কান ও লিথুয়ানীয়ও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গ। এর পরে জার্ম্মানিক ও স্লাবিক।

ঘ। ইতালিক ও কেলতিকে বিশেষ প্রাচীনত্ব দ্রষ্টব্য। কিন্তু এদের বিবর্তন জটিল ও দুরূহ। কেলতিক শাখা সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দুরূহ এবং অস্পষ্ট।

ঙ। হিট্টাইট—আর তুখারীয় তো বটেই—এখনও গবেষণা সাপেক্ষ।

৬) ব্যাকরণগত বিচারে প্রাচীন ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য—

ক। কারকের সংখ্যা আর্যশাখায় ৮টি, বাল্‌তো-স্লাবিক শাখার ওল্ড্ চার্চ স্লাবিক এবং লিথুয়ানীয়তে ৭টি, হিট্টাইটে ৬টি, ইতালিক, গ্রীক, কেলতিক, প্রাচীন আইরিশ এবং জার্মানিকে ৫টি,. আর্মেনীয় ও আল্‌বানীয়তে ৪টি এবং তুখারীয়তে ২টি।[১২]

---

১১ দ্র: *Gray* : FOL pp. 311-312

১২ দ্র: *Gray* : *ibid* pp. 201, 323

খ। মূল *$\hat{k}$ s-এ পরিণত হয় আর্য, আর্মেনীয়, আল্‌বানীয় এবং বাল্‌তো-শ্লাবিকে কিন্তু k-ধ্বনি রক্ষিত হয় অন্যান্যগুলিতে।

গ। প্রাচীন স্বরবৃত্তি (musical accent) রক্ষিত আছে বৈদিকে, গ্রীকে এবং বাল্‌তো-শ্লাবিকে আর শ্বাসাঘাত (stress accent) দেখা যায় জার্মানিক, ইতালিক ও আর্মেনীয়তে।

ঘ। আগম উপসর্গ (augment) রক্ষিত আছে গ্রীক, আর্য এবং আর্মেনীয়তে।

ঙ। দ্বিবচন আছে প্রধানত বৈদিক, গ্রীক, বাল্‌তো-শ্লাবিকে এবং স্বল্প পরিমাণ জার্মানিকে।

চ। কর্ম-কর্তৃবাচ্যে (medio-passive) r- ধ্বনির ব্যবহার তুখারীয়, ইতালিক, কেলতিক, আর্য এবং হিট্টাইটে।

ছ। মূল * $o > a$ হয়েছে হিট্টাইট, আর্য, জার্মানিক, আল্‌বানীয় এবং বাল্‌তিকে।

এছাড়া লুঙ-লিট্ একাকার হয়ে নতুন অতীতের সৃষ্টি হয়েছে ইতালিক, কেলতিক ও জার্মানিকে। ৪র্থী-৫মীর বহুবচনে *bh*- উপাদান মেলে আর্য, আর্মেনীয়, গ্রীক, ইতালিক ও কেলতিকে কিন্তু *m*-উপাদান মেলে জার্মানিক ও বালতো-শ্লাবিকে।[১৩]

---

১৩ দ্র: *Gray : ibid*, p. 26

॥ ৩ ॥

ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য

(Indo-Iranian or Aryan)

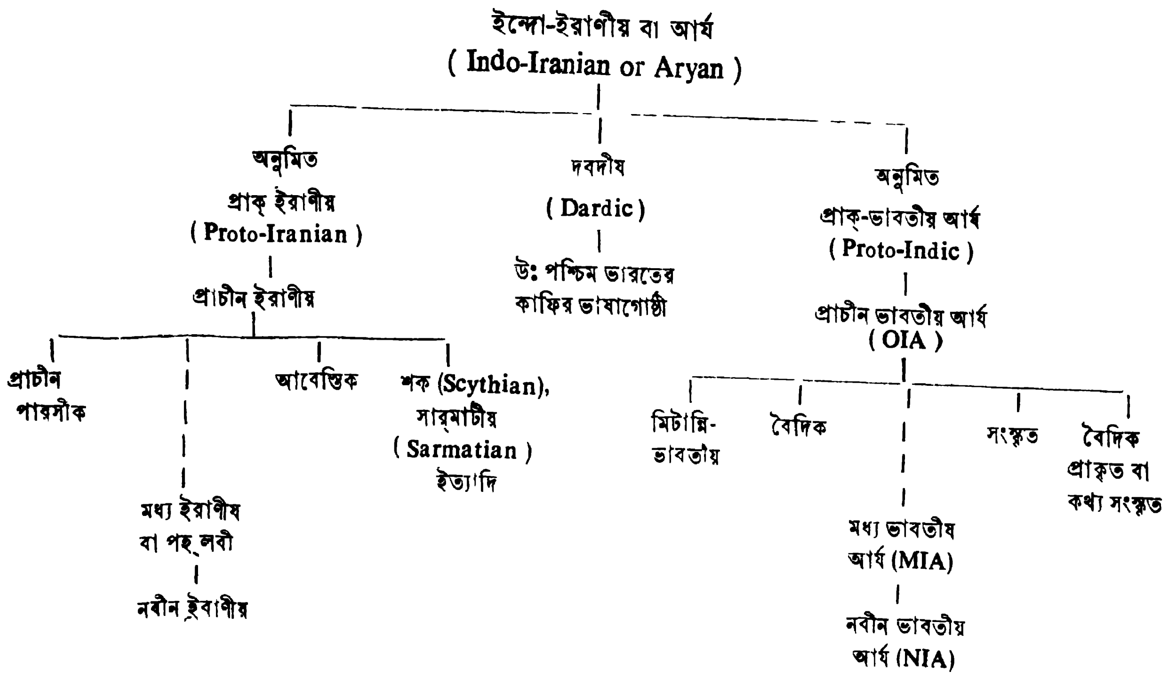
৩.১০ ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য ভাষা আসলে অনুমিত ভাষা। ভারতীয় ও ইরাণীয় ভাষাগুলির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলিকে ভিত্তি ক'রে এই ভাষাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দুই সহস্রাব্দে ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan or Indic) এবং ইরাণীয় আর্য (Iranian)—এই দুই ভাগে আর্য ভাষা বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য তখনও ভারতীয় আর্যেরা ভারতে প্রবেশ করেনি। তাদের প্রাচীন নিবাস তখনও মধ্য এশিয়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে। ভারতে আর্যদের অন্যান্য শাখার অনুপ্রবেশ ঘটেছে আরও পরে (আ: ১৫০০ খ্রী: পূ:)। আর্যাভিযানকে হরপ্পা-সংস্কৃতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ ব'লে স্বীকার করলে ভারতে আর্য-প্রাধান্যের নিম্নতম সময়-সীমা দাঁড়ায় আ: ১৭৫০ খ্রী: পূর্বাব্দ। কিন্তু এই আর্যশাখাই যে বৈদিক সংস্কৃতির বাহক—এমন কথা মনে করার কোন যুক্তি সংগত কারণ নেই। আধুনিক সুধীজনের মতে, আর্যাভিযানের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শাখার (খ্রী: পূ: ১৫০০-১০০০) সঙ্গেই বৈদিক সংস্কৃতি সম্পৃক্ত। আর প্রাচীনতম আর্যশাখা হরপ্পা-সংস্কৃতির (Cemetery H Phase) সঙ্গেই কেবল নয়, সম্ভবত হোর্ণলে-গ্রীয়ার্সন অনুমিত 'বহিরঙ্গ' আর্য-ভাষাভাষীদের (Outer Band Aryans) প্রাচীনতম সংস্কৃতির সঙ্গেও জড়িত। কারণ, এই 'বহিরঙ্গ' আর্যদের পূর্ব ও দক্ষিণে ক্রমাগ্রগতির (পরবর্তী স্তরের 'অন্তরঙ্গ' আর্যদের চাপে নিশ্চয়ই) পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ ক্রমশই উন্মোচিত হয়ে চলেছে।[১]

আর্যভাষার উপশাখা-বিভেদ ও তার বিবর্তন ঘটেছিল এইভাবে[২]—

---

১ দ্র: *Allchin* : BOIC pp. 143-144, 155-157, 323-331

২ দ্র: *Thumb* : HBS (i) ff 24


ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য
(Indo-Iranian or Aryan)
অনুমিত
প্রাক্ ইরাণীয়
(Proto-Iranian)
প্রাচীন ইরাণীয়
প্রাচীন
পারসীক
আবেস্তিক
শক (Scythian),
সার্মাটীয়
(Sarmatian)
ইত্যাদি
মধ্য ইরাণীয
বা পহ্লবী
নবীন ইবাণীয়
দবদীয
(Dardic)
উঃ পশ্চিম ভারতের
কাফির ভাষাগোষ্ঠী
অনুমিত
প্রাক্-ভাবতীয় আর্য
(Proto-Indic)
প্রাচীন ভাবতীয় আর্য
(OIA)
মিটান্নি-
ভাবতীয়
বৈদিক
সংস্কৃত
বৈদিক
প্রাকৃত বা
কথ্য সংস্কৃত
মধ্য ভাবতীয
আর্য (MIA)
নবীন ভাবতীয়
আর্য (NIA)

৩.২০ ইরাণীয় শাখা ও ভারতীয় আর্য শাখার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে তাদের যে ভাষাগত ঐক্য সহজেই ধরা পড়ে তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়—এই দুই গোষ্ঠীর পারস্পরিক পরিচিতি অনেক দিনের। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনৈক্য ও বিভেদ ঘটবার আগে তাদের বসবাস ছিল একই স্থানে, সম্ভবত দক্ষিণ রাশিয়ায় অর্থাৎ রুশীয় তুর্কীস্তান বা পামীর মালভূমিতে। এই দুই উপশাখার তুলনা করার সময় যা' সহজেই চোখে পড়ে[৩]—

১। উভয় ভাষাগোষ্ঠীই নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করতে গৌরব-বোধ করত। ইরাণ কথাটিই এসেছে 'আর্যাণাম্' শব্দ থেকে।

২। ধ্বনিগত, রূপগত এবং শব্দসঞ্চয়নে, এমনকি ছন্দেও (গায়ত্রী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, অনুষ্টুভ) আবেস্তা ও বৈদিক ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য। বিশেষত, উভয় শাখাতেই ল্-ধ্বনির অভাব।

৩। বৈদিকের বিশেষ শব্দাবলী যা' শুধু আবেস্তার সঙ্গেই তুলনীয়। সংস্কৃতে সে সব শব্দ লুপ্ত হয়ে গেছে। যথা, বৈদিক অম (আবেস্তায় *amə*), অর্বন্ত্ (*aurvant*), গাতু (*gātu*) চ্যৌত্ন (*šyaoθna*) ত্বক্ষ্ (*θwaχš*) ইত্যাদি।

৪। জরথুশ্ত্র এবং বৈদিক ধর্মোপাসনার সাদৃশ্য—বিশেষত সোম (আবেস্তিক *Haoma*), ঋত (আ *aša*) এবং অসুরোপাসনা (আ *ahura*); উভয় গোষ্ঠীর দেবদেবী (মিত্র, অর্যমা, অগ্নি, সোম ইত্যাদি); এবং তেত্রিশটি দেবতার স্বীকৃতি, পূজাপদ্ধতি, যজ্ঞোপাসনা, উপনয়ন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিশেষ ধ্যানধারণা। তুলনীয় বৈদিক সোম (আবেস্তিক *Haoma*), যজ্ঞ (*yasna*), অথর্বন্ (*aθaurvan*, *āθravan*), ক্ষত্র (*xšaθra*), যজত (*yazata*), আহুতি (*āzuiti*), মন্ত্র (*manθra*) হোতৃ (*Zaotar*) ইত্যাদি।

---

৩ দ্র: *Ivanov & Toporov* : SKT pp. 13-15 ; *Thumb* : HBS (i) ff 15 ; *Burrow* : SL pp. 4-5 ; *Ghosh* : 'Indo-Iranian Relations' in VA (i) ch XI

৫। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি দৈব-ধারণার ক্ষেত্রে উভয়ের সবিশেষ পার্থক্য। যথা সং দেব 'দেবতা' কিন্তু আবেস্তা *daēva* 'অপদেবতা', সং অসুর 'দেববিরোধী' (ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে কিন্তু 'অসুর' অর্থে দেবতা, তু: অসুরঃ সুনীথঃ, মহদ্দেবানাম্ অসুরত্বমেকম্ ইত্যাদি[8]) ; কিন্তু আবেস্তায় *ahura* 'দেবতা'। বৈদিক দেবতা নাসত্য, ইন্দ্র কিন্তু আবেস্তীয় অপদেবতা *Indra, Nāṅhaiθya.*

৩.৩০ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মানদণ্ডে পুনর্গঠিত আর্যশাখার বৈশিষ্ট্যগুলি হল এই[5]—

১॥ মূল ই ইউ **a, e, o, m̥, n̥* > আর্য **-a-*

২॥ মূল ই ইউ **ā, ē, ō, m̥̄, n̥̄* > আর্য **ā*

৩॥ মূল ই ইউ **ai, ei, oi/au, eu, ou* > আর্য **ai/au*

৪॥ মূল ই ইউ *ə* > আর্য **i*

৫॥ মূল পুরঃকণ্ঠ্যবর্গের তালব্যবর্গে পরিণতি অর্থাৎ **k̂, ĝ, ĝh* > আর্য *š, ž, žh*

৬॥ মূল কণ্ঠ্য ও কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য বর্গের পরিণতি নতুন তালব্যবর্গে অর্থাৎ *k/kʷ, g/gʷ, gh/gʷh* + তালব্যবর্ণ *i, e, y* > আর্য **č, ǰ, ǰh*

৭॥ মূল **r̥, l̥,* এবং *r, l* > আর্য **r̥* এবং *r*

৮॥ মূল **i, u, k, r+s* > আর্য **š* > ভারতীয় *ṣ* ইরাণীয় *š*

৯॥ স্বরান্ত শব্দরূপের ৬ষ্ঠীর বহুবচনে *-nām* বিভক্তি।

১০॥ লোট্-এর প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে *-u (tu)* বিভক্তিযোগ।

১১॥ বর্তমান কালে অর্থাৎ লটের উত্তম পুরুষ একবচনে-*mi* বিভক্তি যা' আসলে athematic বা অঙ্গবিকারী ধাতুর সাদৃশ্যে গঠিত (তু: ** bherō : esmi*)।

---

৪ দ্র: ঋগ্বেদ ১.৩৫.৭/১০ ; ৫.৮৩.৬ ; ৩.৫৫.১ ; ১০.৫৫.৪ ; ১০.৯৯.২ ইত্যাদি।

৫ দ্র: উদাহরণের জন্য দ্র: ১.৪০, ১.৮০ ; *Thumb* : HBS (i) p. 56 ; *Sen* : HPHS pp. 26-27 ; *Taraporewala* : ESL ff 217

১২ ॥ Subjunctive বা লেটের উত্তম পুরুষ একবচনে *-ni* যোগ (তু: বৈদিক *bravāṇi/bravā* আবেস্তিক *mravāni/mrava*) ।

৩.৪০ ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্যদের আদিম বাসস্থান নির্ণয় করার পূর্বে মূল ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি অধিষ্ঠান কোথায় ছিল[৬] তা' জানার প্রয়োজন আছে। পূর্বে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল যে সম্ভবত ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসস্থান ছিল মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের সমতলভূমিতে—ভিশ্চুলা (Vistula) নদীর দুই পারের ইন্দো-ইউরোপীয়রা কেন্তুম্ ও সতম্ বিভাগে বিভক্ত হযে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে পূর্বে ও পশ্চিমে অন্তত খ্রী: পূ: ২৫০০ অব্দে। কিন্তু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের বিচারে আধুনিক বিদ্বান্‌গণের সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হল—উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বা উত্তর-পশ্চিম কিরঘিজ তৃণ-ভূমিই অর্থাৎ দক্ষিণ রাশিয়ার ইউরেশীয় অঞ্চলই ছিল মূল কেন্দ্র। Brandenstein মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলীর অর্থ-বিকৃতি বা পরিণতির তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে হিট্টী ও তুখারীয়দের বহির্গমনের পর ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্যরাই প্রথম মূল অধিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসে পূর্বদিক ধরে; আর বেশ কিছু পরে পরবর্তী ইন্দো-ইউরোপীয়রা পশ্চিম পথ ধ'রে এগিয়ে যায়—পরে এদের মধ্যে একদল যায় উত্তরে যারা হল নর্ডিক (Nordic) এবং আর একটি দল ইউক্রেনে গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল (পূর্ব ইউরোপ, পোলাণ্ড, কার্পাথিয়ান্ ও বলকান অঞ্চল)। এই মতবাদের পক্ষে আরও যুক্তি হল এই—

১ ॥ ইন্দো-ইউরোপীয় হিট্টাইটরা যদি ইউরোপ থেকেই আসে তবে পশ্চিম এশিয়া মাইনরেই তাদের বসতি স্বাভাবিক; কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা মধ্য বা পূর্ব এশিয়া মাইনরকে তাদের বাসোপযোগী স্থান বলে মনে করল। কাজেই মনে হয়, তারা পূর্ব দিক ধরেই এসেছিল—হয় ককেশাস পেরিয়ে নতুবা এমন পথ ধ'রে যে পথ ছিল অনেক কম

---

৬ দ্র: *Ghosh*: 'The Aryan Problem' in VA (i), ch. X; *Thumb* HBS (i) ff 13; *Chatterji*: IAH pp. 9-14; *Piggott* PI pp. 247-251.

বিপজ্জনক অর্থাৎ ইন্দো-ইরাণীয়দের মতই কাস্পিয়ান ও আরল সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে।

২ ॥ কেন্তুম্ বৈশিষ্ট্যসুলভ পূর্ব তুর্কীস্তানের ভাষা তুখারীয়ের আবিষ্কারের ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক—ভিশ্চুলা নদীর পশ্চিম-পূর্ব দুই তীর বরাবর যদি কেন্তুম্-সতম্ বৈশিষ্ট্য প্রথম দেখা দিয়ে থাকে তবে তুখারীয় কেন্তুম ভাষা হিসাবে ভিশ্চুলা নদী থেকে এতদূরে এবং পূর্ব দিকেই আবির্ভূত হল কী ক'রে? সুতরাং মূলভূমি নিশ্চয়ই তুখারীয়দের নিবাস থেকে খুব দূরে ছিল না। অথবা, কেন্তুম্-সতম্ বিভাগের ভৌগোলিক ব্যাখ্যাও অচল।

৩ ॥ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীনত্ব লিথুয়ানীয়তে বিশেষভাবে রক্ষিত অথচ সতম্ ভাষা হিসাবে একে হিট্টাইট ও তুখারীয়ের তুলনায় নবীনতর বল্‌তে হয়—এ কী ক'রে সম্ভব যদি না কল্পনা করা যায় কেন্তুম্-সতম্ বিভাগের পর সতম্ ভাষা হিসাবে লিথুয়ানীয় প্রথমে মূল ভাষাভাষীদের কাছ থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে এবং এর ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতার ফলেই প্রাচীনত্ব বজায় থেকে যায়। সুতরাং ইন্দো-ইউরোপীয় আদিভূমি নিশ্চয়ই লিথুয়ানিয়া থেকে খুব দূরবর্তী নয়। কারণ দীর্ঘপথ অগ্রসর হওয়ার পথে অন্যান্য ভাষা ও জাতির সংস্পর্শ ও সংঘাতে ভাষার পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক।

৪ ॥ এশিয়া মাইনরে (Cappadocia) হিট্টাইট অভিযান ঘটে খ্রী: পূ: ১৯৫০ অব্দে। আর ইন্দো-ইরাণীয়রাও মধ্য এশিয়ায় আবির্ভূত হল প্রায় একই সময়ে (খ্রী: পূ: ২০০০)। সুতরাং মনে করা যেতে পারে, মূল ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান এই উভয় স্থান থেকেই সমদূরবর্তী। বলা বাহুল্য, সে স্থান ভারত, মধ্য বা পশ্চিম ইউরোপ হতে পারে না।

৫ ॥ মধ্য এশিয়ার ফিন্নো-উগ্রীয় শাখার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় বিশেষত, ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার বিশেষ মিল দেখে মনে হয় এই দুই গোত্র (family) পরস্পরের সান্নিধ্যে বসবাস করত।

৬ ॥ প্রাচীন সেমীয় (Semitic) ও প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার

ব্যাকরণগত সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিনিময় ঘটেছিল। কাজেই ফিন্নো-উগ্রীয় এবং সেমীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য সম্ভবপর হবে যদি মনে করা যায় ইন্দো-ইউরোপীয়রা দক্ষিণ রাশিয়াতেই বসবাস করত।

৭ ॥ শুধু তাই নয়. পশ্চিম এশিয়া, মিশর বা ঈজীয় (Aegean) গ্রীসের প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রভাবের চেয়েও মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সুমের-আক্কাদীয় ভাষার প্রভাবও অধিক দেখা যায়। তুঃ সং পরশু গ্রী pelekus < *Pelek̂us* এ্যাসীরীয় pilakku ; roudhos 'তাম্র' > তু. সং *rudhira* সুমেরীয় *urud*।

৮ ॥ এছাড়া, ভাষাগত প্রত্নবিদ্যার (Linguistic Palaentology) সাহায্যেও শ্রাডার (Schrader) দেখিয়েছেন, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় অধিষ্ঠান ছিল দক্ষিণ রাশিয়ায়।

দক্ষিণ রাশিয়াকে ইন্দো-ইউরোপীয় আদিভূমি ধ'রে স্বীকার ক'রে নিলে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয়, ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্যদের আদি অধিষ্ঠান ছিল পামীর মালভূমিতে (Meyer এর মতে) অথবা, রুশী তুর্কীস্তানে অর্থাৎ পূর্বতুর্কীস্তানের OXus বা আমু দরিয়া এবং Jaxartes বা সির-দরিয়ার সমতলভূমিতে (Herzfeld এর-মতে)। এবং তারা এশিয়ায় এসেছিল ইউরোপ থেকে ককেশাসের ওপর দিয়ে নয়, বরং মূলভূমি থেকে পূর্ব দিক দিয়ে, কাস্পিয়ান্ সাগরকে পশ্চিমে রেখে। ইন্দো-ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে বালতো-শ্লাবিক শাখার বিশেষ সাদৃশ্য এবং ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষাব সঙ্গে বেশ কিছু ইন্দো-ইরাণীয় শব্দাবলীর মিল এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে। আরও বড় কথা, Assyrian বা এ্যাসীরীয় যুগের শেষ পর্ব পর্যন্ত আর্মেনিয়ায়-পাওয়া নিদর্শনগুলির (যেমন স্থান বা ব্যক্তির নাম) মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় কোন চিহ্নই বিশেষভাবে দেখা যায় না—অথচ ধরে নেওয়া হচ্ছে, ইন্দো ইরাণীয় বা আর্যদেয় গতিবিধি ছিল এই পথেই !

৩.৪১ সে যাই হোক, আর্যশাখার গতিবিধি এবং আগমন পথ সম্পর্কে সংশয় থাক্‌লেও তারা যে খ্রী: পূ: ২000 অব্দের কাছাকাছিই মধ্য প্রাচ্যের সিরিয়া,

প্যালেষ্টাইন, বা মেসোপোটেমিয়ায় উপস্থিত হতে পেরেছিল সে বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে—বাণমুখ লিপিতে লেখা কিছু নিদর্শনে। সে নিদর্শনগুলি হল—

ব্যাবিলনে প্রতিষ্ঠিত ক্যাসাইট্দের (খ্রী: পূ: ১৭৬০-১১৭০)—যাদের মূল অধিষ্ঠান ছিল ইরাণে জাগ্রোস পর্বত মালার কাছে—ভাষার কিছু নমুনা পাওয়া যায়—যার থেকে বোঝা যায় এরা মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় বা সেমেটিক ভাষার গোত্রভুক্ত নয়। ক্যাসাইট রাজাদের নামে আর্য ভাষার স্বাক্ষর মিলছে। যথা *šuriaš* (তু: সং সূর্য) *Maruttaš* (তু: সং মরুৎ) *Abirattaš* (তু: সং অভি-রথ)।

উত্তর মেসোপোটেমিয়ার মিটান্নিরাজ *Mattiwāza* (*Dusratta*-র পুত্র) এবং এশিয়া মাইনরের হিট্টাইট-রাজ সুবিল্লুলিউমার (*Suppiluliuma*) একটি চুক্তিপত্র—যা' আবিষ্কৃত হয়েছে বোঘাজ. কিউই-তে (খ্রী: পূ: ১৪০০)। এতে আর্য মিটান্নিরাজ কয়েকটি দেবতার নামে শপথ করেছেন। এই দেবতাগুলির চারজন বেদে সুপরিচিত যথা—*Indara, Mitraš(il), Nasatia* (*nna*) *uruvannaš š(il)* অর্থাৎ বৈদিক ইন্দ্র, মিত্র, নাসত্য এবং বরুণ।

মিটান্নি রাজত্বকালের (খ্রী: পূ: ১৭০০-১৪০০) কিছু নিদর্শন মিলছে রাজকীয় নামের তালিকায়। এছাড়া অ্যাসীরীয় লিপিতে লেখা স্থানীয় মান্যগণ্য লোকেদের নাম এবং মিটান্নি-অধিকৃত সিরিয়া. প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি নিকটবর্তী অঞ্চলের রাজন্যদের নাম। যথা,—*Parasašatar* (প্রাক্-আর্য **pṛṣa-kṣatra*, সং পুরুষ-ক্ষত্র, প্রশাস্তৃ)', *Saušš atar* (সং সৌক্ষত্র), *Artatama* (সং ঋতধামা বা ঋততম), *Artaš šumara* (সং ঋতস্মর), *Aittagama* (সং এত-গম), *Indaruta* (সং ইন্দ্রোত), *Dušratta* বা *Tušratta* (প্রাক্-আর্য * *dus-ratha*>* *dušratha*> *duẓratha*>সং *dūratha* অথবা, সং *dusraddha*, বা *toṣarata* সং * *tviṣratha* তু: বৈদিক *tveṣaratha*), *Piridašwa* (সং পৃদশ্ব), *Subandu* (সং সুবন্ধু), *šuw-ardata* (সং স্বর্-দত্ত=* *Svardāta* তু: সং সূর্যদত্ত), *Sutarna* (সং সুতর্ণ

তু: বৈ সুতর্মন্)। *Matiwāza* (সং মতিবাজ), *Artamna* (ঋতম্ন), *Baradašva* (বার্দ্ধশ্ব, বৃদ্ধাশ্বের পুত্র), *Biryašura* (বীর্যশূর), *Purusa* (পুরুষ), *Saimašura* (ক্ষেমশূর), *Satawaza* (সাতবাজ), *Šatuara* : *Šatvara* (তু: সং সত্বন্), *Artamanya* (ঋতম্ন), *Biridašva* (বৃদ্ধাশ্ব), *Biryawāza* (বীর্যবাজ) ইত্যাদি।

হিট্টাইট ভাষায় লিখিত অশ্ববিদ্যাসম্পর্কিত একখানি গ্রন্থেও পাওয়া গেছে কিছু শব্দাবলী। রাজকীয় অশ্বের ভারকর্তা এই গ্রন্থের লেখক—নাম Kikkuli জাতিতে মিটান্নীয়। শব্দগুলি এই—*aika vartana* (সং এক বর্তন), *tri-, tera* (সং ত্রি), *satta* (সপ্ত), *panza* (পঞ্চ), *navartanna* (নব-বর্তন, সমাক্ষর লোপ), পারিভাষিক ব্যবহারে—*na-vartanni Vasannaš-aja* (সং নববর্তনে বাহনস্য)।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলির ভাষা মূলত ভারতীয় আর্য (Indic) না ইন্দো-ইরাণীয় সেই বিতর্কের ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রদর্শিত হবে পরে। কিন্তু গ্রহণ-যোগ্য প্রামাণিক তথ্য এখানে হল এই যে, মিটান্নিদের আবির্ভাব এবং বিজয়াভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ খ্রী: পূ: ১৫০০ অব্দের আগেই (সম্ভবত খ্রী: পূ: ১৭০০-১৬০০) মধ্যপ্রাচ্যে আর্যদের অধিষ্ঠান হয়েছে সম্পূর্ণ এবং তার প্রসার ঘটেছে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিকীরণের সঙ্গে সঙ্গে। সম্ভবত ব্যাবিলনের অধিপতি হাম্মুরাবির মৃত্যুর (২০৮১ খ্রী: পূর্বাব্দ) অনতিকাল পরেই আর্য বিস্তৃতির সুযোগ ঘটেছে। ক্যাসাইটদের আর্যপদবীও এই প্রভাবের ফল। কারণ তাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ইরাণ হলেও এখন পর্যন্ত সেখানে আর্যদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর্যগোষ্ঠীভুক্ত মিড্স্ এবং পারসীকরা এসেছে সেখানে আরও পরে—পরবর্তী সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে। এবং এই সময়সীমা অ্যাসীরীয় বর্ষপঞ্জীতেও (annals) হয়েছে সমর্থিত। সুতরাং সমসাময়িক ইরাণীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ও বৈদিকের নিকটতম সম্পর্কের কথা মনে রেখেই স্বীকার করতে হবে—ভারতে আর্যাভিযান ঘটেছে অন্তত ১৭০০-১৪০০ খ্রী: পূর্বাব্দের মধ্যে একাধিকার। আর ঋগবেদ রচনার নিকটতম সময়সীমা দাঁড়াচ্ছে খ্রী: পূ: ১২০০-১০০০ অব্দ।

৩.৫০ উপভাষার বিবরণ

৩.৫১ ইরাণীয়

(Iranian)

ইরাণীয় শাখার প্রসার ছিল সারা প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য জুড়ে। এলাম (Elam) এবং মেসোপোটামিয়ার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমে মিডিয়া (Media) এবং পারস্য থেকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সোগডিয়ানা (Sogdiana) এবং ব্যাকট্রিয়া (Bactria) পর্যন্ত। প্রাচীন শকদের ভাষা (Scythian)—অন্তত হেরোডোটাস উল্লিখিত তাদেব শাসকবৃন্দের নামগুলি যে ইরাণীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইরাণীয় শাখার প্রাচীনতম উপশাখা হল আবেস্তিক—জরথুশ্ত্রীয় মতাবলম্বীদের বেদকল্প প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্ আবেস্তার (Zend Avesta) ভাষা।[৭] রচনাকার পার্সীদের ধর্মাচার্য জরথুশ্ত্র [=জরদুষ্ট্র আ: খ্রী: পূ: ৬৬০-১৮৪]। গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ কিছু গাথা বা স্তবাবলী (Gathic Avestan) সম্ভবত জরথুশত্রের সময় রচিত। বৈদিক ভাষার সঙ্গে গাথা আবেস্তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। আবেস্তার বাকি অংশ অনেক পরের রচনা (Younger Avesta), বয়স আনুমানিক ৫০০-৩০০ খ্রী: পূর্বাব্দ। ভাষাও তাই অনেক পরিবর্তিত। আবেস্তার চূড়ান্ত সংকলন কিন্তু শেষ হয় সাসানীয় বংশের (Sassanian) রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে—মধ্য ইরাণীয় বা পহ্লবীতে (Pehlvi) লেখা টীকা সমেত। প্রচলিত আবেস্তা মূল ধর্মগ্রন্থের ধ্বংসাবশেষমাত্র। অনেক কিছুই কালের গর্ভে বিলুপ্ত। এই ভাষা ইরাণের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (প্রাচীন মিডিয়া) কথ্যভাষা বিশেষ।

অপর উপশাখা প্রাচীন পারসীক (Old Persian) ছিল ইরাণের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অর্থাৎ আধুনিক ফারস্ (Fars) প্রদেশের ভাষা।[৮] প্রাচীন

---

৭ আবেস্তা ভাষাব সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্র: *Sokolov* : Avestan Language.

৮ বিস্তৃত আলোচনার জন্য *Kent* : Old Persian , সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের জন্য *Sen* : OPI pp. 259-288

পারসীক বাণমুখ (Cuneiform) লিপিতে লেখা হখামনিশ (Achaemenian, সং সখামনীয়) বংশের রাজাদের (খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৩৩৮) বিশেষত, দারয়বহুশ্, (Darius I, সং ধারয়দ্বসু) এবং তৎপুত্র খ্শায়ার্শার্ (Xerxes, সং ক্ষয়ার্ষা) কতকগুলি অনুশাসন। পারস্যের যথার্থ ভাষা ছিল রাজাদের মাতৃভাষা, পরে রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা ইরাণের রাজভাষা বা সরকারী ভাষা। অনুশাসনগুলি যথাক্রমে পারসীক, এলামাইট এবং ব্যাবিলনীয়—এই ত্রিভাষায় লিপিবদ্ধ।

মধ্য ইরাণীয় উপশাখার গৌণ উপভাষাগুলি (যথা Sogdian, Sarmatian, Parthian, Sakian বা Scythian) বাদ দিলে পাই পহ্লবী (Pehlvi)—সাসানীয় রাজত্বে (৩য়-৭ম শতক) পারস্যের সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা। রচনার নিদর্শন মেলে কিছু অনুশাসন, আবেস্তার টীকা, ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে।

আধুনিক পারসীক বা ফার্সীর উৎপত্তি অষ্টম শতকে। বিখ্যাত কবি ফিরদৌসীর (১০ম শতাব্দ) আধুনিক পারসীকের জনক। প্রচুর আরবী শব্দ সংবলিত ফার্সী ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য—ফরাসীর মত ব্যাকরণের বন্ধনমুক্ত সরলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং ইংরাজীর মত অবাধ বিদেশী শব্দ সঞ্চয়নের গ্রহণক্ষমতা। ফার্সী ছাড়া অন্যান্য উপভাষা হল অনগ্রসর আফগানিস্তানের আফগান বা পশতো/পখতো, বেলুচিস্তানের বেলুচি, কুর্দিশ, ককেশাস অঞ্চলের ওসেটিক (Ossetic) ইত্যাদি।

ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য ভাষার মানদণ্ডে ইরাণীয় শাখার মোটামুটি বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায় এইগুলি[১]—

১॥ মূল ই ইউ *ṛ, ḷ* > আর্য *ṛ* > সং *ṛ* আবে *ərə* প্রাঃ পা *ar* যথা সং *kṛta* প্রাঃ পা *kartam*, বৈ *kṛṇoti* আবে *kərənaoiti*

২॥ মূল ই ইউ *r, l* > আর্য *r* > সং *r* আবে প্রাঃ পা *r* যথা **leuk-e* > আর্য *rauca* > সং *rocate* আবে *raocayeiti* প্রাঃ পা *rauca*

---

১ দ্রঃ *Thumb* : HBS p. 56 (*Footnote*) ; *Sen* : OPI p. 259 (ff 1) ; *Gray* : FOL pp. 312-313

৩ ॥ মূল আর্যের যৌগিকস্বর রক্ষিত। যথা মূল আর্য * *ai* > সং *ē* আবে *aē* প্রা: পা *ai* ; মূল আর্য * *au* >সং ō আবে *aō* প্রা: পা *au* যথা সং *deva* আবে *daēva* প্রা: পা *daiva* ; সং *rocati* আবে *raocō* প্রা: পা *rauca*

৪ ॥ মূল ই ইউ * *k̂* > আর্য * *š*=*tš* > সং *ś* আবে *s* প্রা: পা *θ* যথা সং *viś* আবে *vis* প্রা: পা *vi θ*

মূল ই ইউ * *ĝ* > আর্য * *ž*=*dž*> সং *j* আবে *z* প্রা: পা *d* যথা সং *rajata* আবে *ərə zata* প্রা: পা *ardata*

মূল ই ইউ * *ĝh* > আর্য * *ž h*=*džh*> সং *h* আবে *z* প্রা: পা *d* যথা সং *aham* আবে *azəm* প্রা: পা *adam*

দ্র: আর্য * *š*, *ž*, *žh* এর ধ্বনিমানগুলি (অর্থাৎ *tš*, *dž*, *džh*) দরদীয় ভাষায়ও সমর্থিত হয়।

৫ ॥ মূল আর্য * *gh*, *dh*, *bh*> সং *gh*, *dh*, *bh* প্রা: আবে/প্রা: পা *g*, *d*, *b* যথা সং *adhāt* প্রা: পা *adā* সং *dadhāti* আবে *dadāiti* ; সং *bharati* আবে *baraiti* প্রা: পা *baratiy* ; সং *dīrgha* আবে *darəga* প্রা: পা *darga*

৬ ॥ উষ্মীভবনের (Spirantisation) ফলে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি স্বতঃই এবং *k*, *t*, *p* ধ্বনি *r/s* সংযোগে হল *x*, *θ*, *f*. যথা—

সং *sakhā* আবে *haxā* প্রা: পা *haxā* (*maniṣa*) ; সং *kṣatra* আবে/ প্রা: পা *Xṣaθra* ; সং *putra* আবে *puθra* প্রা: পা *pussa* ; সং *kratuḥ* আবে/প্রা: পা *Xratuš*

৭ ॥ আর্য * *z* ধ্বনির অস্তিত্ব যথা আর্য **mazdhā* > সং *medhā* আবে *mazdā* প্রা: পা (*ahura*) *mazdā*

৮ ॥ আদি ও পদমধ্যস্থিত * *s* > ইরাণীয় *h* সং *s* যথা সং *sapta* আবে/প্রা: পা *hapta* ; সং *sarva* আবে *haurva* প্রা: পা *haruva*

৯ ॥ আর্য দন্ত্যবর্ণ + দন্ত্যবর্ণ>ইরাণীয় *s/z* + দন্ত্যবর্ণ যথা সং *baddha* প্রা: পা *bastā* ; সং *vettha* আবে *voisθā*

১০ ॥ মূল ই ইউ *$sk(h)$>আর্য *ss>সং $(c)ch$ ইরা s যথা সং গচ্ছতি (তু: গ্রীক *baskei*) আবে *jasaiti*; সং *apṛccham* প্রা: পা *aprasam*

৩.৫২ দরদীয় (Dardic)

আর্যশাখার প্রধান দুই উপশাখা—ইরাণীয় ও ভারতীয়—ছাড়া আরও একটি উপশাখা সুধীসমাজে স্বীকৃত হয়েছে—যার নাম দরদীয় (Dardic)। কাশ্মীর উপত্যকা এবং কাশ্মীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ দর্দিস্তান (গিল্‌গিট্ ইত্যাদি), চিত্রাল এবং কাফিরস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং পামীর উপত্যকা পর্যন্ত এই ভাষা-গোষ্ঠীর প্রসার। দরদীয় গোষ্ঠীর নানা ভাষা যথা পশৈ (Pashai), কাফির (Kafir), খোয়ার বা চিত্রালী, কাশ্মীরা, কোহিস্তানী, শিণা ইত্যাদি ইরাণীয় এবং ভারতীয় উপশাখার মধ্যবর্তী ভাষান্তরের পরিচায়ক। এই উপশাখা সম্ভবত ভারতে আর্য-অভিযানের পূর্বেই মূল আর্যশাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একদিকে কাশ্মীরীতে যেমন ভারতীয় আর্যের প্রভাব, অপরদিকে ভারতীয় সিন্ধী ও পশ্চিমা পঞ্জাবীতে তেমন অন্যান্য দরদীয় ভাষাগুলির প্রভাব লক্ষণীয়।

দরদীয় ভাষাগুলিতে ভারতীয় ও ইরাণীয় এই দুই উপশাখারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন মেলে, তেমন মেলে অনেক প্রাচীন বৈশিষ্ট্য।[১০] যথা—

১ ॥ ভারতীয় আর্যের *s* দরদীয়তে ইরাণীয়ের মত *h* হয়নি।

২ ॥ অপরদিকে দরদীয় ইরাণীয়ের মত *z* ধ্বনি রেখেছে যা' ভারতীয়তে হয়েছে *h*। যথা সং *hima* দরদীয় *zim* আবে *zima* <আর্য * *ž̌hima* <মূল ই ইউ * *ĝhimon*

---

১০ দ্র: *Burrow*: SL pp. 32, 73

৩॥ মূল ই ইউ * $\dot{k}$ > সং $\acute{s}$ আবে *s* প্রা: পা θ (উষ্ম) কিন্তু দরদীয় $\dot{c}$ (ঘৃষ্ট) < আর্য * $t\check{s}$? $(=\check{s})$।

মূল ই ইউ $\hat{g}$, $\hat{g}h$ > সং *j/h* (ঘৃষ্ট) আবে *z* (উষ্ম) প্রা: পা *d* (স্পর্শ) কিন্তু দরদীয় *z/j* (ঘৃষ্ট) < আর্য * $d\check{z}$ (*h*)? $(=\check{z}, \check{z}h)$ যথা সং *daśa* আবে *dasa* দরদীয় *duċ*; সং *śvan* দরদীয় *ċuna*; সং *hima* আবে *zima* দরদীয় *zim*; সং *han* দরদীয় *ǰā*: সুতরাং আর্য *$\check{s}$, $\check{z}$, $\check{z}h$-এর উচ্চারণ যে মূলত ঘৃষ্ট $t\check{s}$, $d\check{z}$ $d\check{z}h$ ছিল, দরদীয় থেকে তা' বোঝা যায়। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত এই ঘৃষ্ট উপাদান এবং প্রাচীন পারসীক এই স্পৃষ্টতা রক্ষা করেছে।

৪॥ মূল ই ইউ, * *u*+*s* > সং *ṣ* আবে $\check{s}$ (বাল্‌তো-শ্লাবিকেও $\check{s}=[t\check{s}]$) কিন্তু দরদীয়তে *s* যথা সং *mūṣ* আবে $m\bar{u}\check{s}$ দরদীয় *mūsə*

৩.৫৩ ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan or Indic)

ভারতীয় আর্য উপশাখার ক্রমবিবর্তন ও তার পরিণতি বর্তমানে আলোচ্য। কিন্তু তার আগে ভারতীয় আর্যের প্রাচীন স্তরের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতীয় আর্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি এই—

(ক) মিটান্নি-ভারতীয় উপাদান। ভাষা-কেন্দ্র ঃ উত্তর মেসোপোটেমিয়া। সময় ঃ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ১৫০০

(খ) বৈদিক (সংস্কৃত) ঃ কথ্যভাষায় প্রভাব সমন্বিত সাধুভাষার রচনা-সংকলন। ভাষা কেন্দ্র ঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। সময় ঃ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ ১২০০—১০০০

(গ) সংস্কৃত ঃ সাধুভাষার মাধ্যম। ভাষাকেন্দ্র ঃ ভারতের মধ্যদেশীয় অঞ্চল। সময় ঃ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ৬০০— ৪০০

(ঘ) বৈদিক প্রাকৃত বা কথ্য সংস্কৃত (Spoken Sanskrit) ঃ

কথ্যভাষা হিসাবে এব উপাদান অলিখিত কিন্তু এব পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে—(১) বৈদিক ও সংস্কৃতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, পবরর্তী প্রাকৃত-স্তরের ধ্বনি-,রূপ- ও শব্দগত লক্ষণের দ্বারা, অথবা (২) পববর্তী প্রাকৃত স্তরের নিদর্শনের মধ্যে বহু অবৈদিক ও অসংস্কৃত ধ্বনি-ও রূপ-পরিবর্তন ও শব্দাবলীর অস্তিত্বের দ্বারা। ভাষা-কেন্দ্র সম্ভবত আরও ব্যাপক—ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পূর্বভাবত পর্যন্ত। সময়ঃ ১২০০—৪০০ খ্রী: পূর্বাব্দ।

মনে বাখা দবকাব, উপরোক্ত বিভাগগুলি ভারতীয় আর্যের লিখিত বা অনুমিত উপাদানেরই নিদর্শন। এই উপাদানগুলি একদিকে যেমন কালগত বিবর্তনের স্বাক্ষর, অপরদিকে তেমন স্থানিক ভেদ অর্থাৎ উপভাষাগত বিভেদেরও পরিচায়ক। স্থানিক বিভেদ যে আরও ছিল না—এমন কথাও বলা চলে না। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA)—এই উপধা ভাবতীয় আর্যের প্রাচীন নিদর্শন এবং তার স্থানিক ও কালিক বিভাগেব নানা উপভাষাগত (dialectal) সামগ্রিক রূপকেই বোঝায়। শুধুমাত্র ‘সংস্কৃত’ এই আখ্যা আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলিব সামগ্রিক রূপ তুলে ধরে না। কারণ, ‘সংস্কৃত’ আসলে একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ স্থানেরই উপভাষা এবং তা’ মূলত সাধু বা লেখ্য ভাষা।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের পূর্ণ বিবরণ জানাব আগে এর ব্যাকরণগত সামগ্রিক রূপটি জানা প্রয়োজন, অর্থাৎ মূল ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য শাখা থেকে এর বিচ্ছেদ কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবের উপর নির্ভরশীল—আরও সাদা কথায়, ইরাণীয় ভাষার সঙ্গে ভারতীয় আর্যের পার্থক্য কোথায়—তা’ জানার প্রয়োজন। ভারতীয় আর্যের নবীন বৈশিষ্ট্যগুলি[১১] এই—

১॥ আর্য * *ai*, *au*>সং $\bar{e}$, $\bar{o}$ আবে *aē*, *aō* প্রা: পা *ai*, *au*

১১ দ্র: *Burrow* : SL p. 33 ; *Thumb* : HBS (i) p. 92

যথা সং *devaḥ* আবে *daēvō* প্রা: পা *daiva* <আর্য **daivas* ; সং *rocaḥ* আবে *raocō* প্রা: পা *rauca* <আর্য **raucas*

২ ॥ মূল ই ইউ * *ĝ (h)* >আর্য * *ž(h)* সং *j, h* আবে *z, z* প্রা: পা *d, d*

মূল ই ইউ * *g/gʷ+i/e*>আর্য * *ǰ(h)* সং *j, h* আবে *j, j* প্রা: পা *j, j* উদাহরণ—দ্রষ্টব্য ১.৮০

৩ ॥ *gh/dh/bh*-এর কচিৎ *h*-এ পরিণতি যথা সংস্কৃত *iha* আবে *iδa* কিন্তু পালি *idha* ; বৈদিক √*grabh* : সং √*grah* আবে √*gərəw*; সং *hanti* : *ghnanti* ।

৪ ॥ আর্য **z(h)* ভারতীয় শাখায় লুপ্ত কিন্তু কখনও কখনও এই লোপের ফলে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় অথবা স্বরের স্বরূপ (quality) পরিবর্তিত হয়। এবং পরবর্তী দন্ত্যবর্ণের স্থলে মূর্ধণ্যবর্ণের উদ্ভব হয়। ভারতীয় আর্যে মূর্ধণ্যবর্ণ এক নতুন আবির্ভাব। যথা—

মূল ই ইউ * *es-dhi*> আর্য * *azdhi*> সং *edhi* আবে *zdī* ; * *mn̥s-dhē*> আর্য * *mazdhā*> সং *medhā* আবে *mazdā* ; **nis-dos*> আর্য * *niždas*> সং *nīḍa*

৫ ॥ আর্য * *s+s*> সং স্পর্শবর্ণ+*s* যথা সং √*vās-sya-ti* ইত্যাদি *vatsyati*, *avātsīt* ; সং √*ghas* : *jaghatsu* ; সং *viś-s*>* *viṭs*> *viṭ*, *viś-su*>*vikṣu* ; সং *dviṣ* : *dvekṣi*

৬ সংস্কৃতে *kṣ*-এর উৎপত্তি দুইভাবে কিন্তু ইরাণীয়ে এই পার্থক্য বজায় আছে। যথা—

ই ইউ * *k̂+s*> । আর্য * *ś+s*>সং *kṣ* ইরাণীয় *š*

ইউ *k/kʷ+s*> আর্য * *k+s*> সং *kṣ* ইরাণীয় *χš*

তু: সং *kṣatra* আবে *χšaθra* ; সং *dakṣiṇa* আবে *dašina*

৭ ॥ আর্য * g^zh, b^zh > সং $k_ṣ$, $p_ṣ$ আবে γz, wz তু: সং *dipsa* আবে *diwža* ; সং *kṣar* আবে *γzar*

৮ ॥ দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তঃস্থ *s* ভারতীয় আর্যে লুপ্ত হয়। যথা—
* *a-bhaj-s-ta*> সং *abhakta*,
* *ja-ghs-ta* (√*ghas*)>* *jayzdha*> *jagdha*

৯ ॥ পদান্ত যুক্তব্যঞ্জন একটি ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। যথা—

তু: সং *vāk* আবে *vāXš* ; সং *viṭ* (*viś*) <**viṭṣ*

১০ ॥ তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দগঠনে 'বৃদ্ধি' প্রক্রিয়ার ক্রমিক বিস্তার যথা বুদ্ধঃ : বৌদ্ধ ; মনস্ : মানস

১১ ॥ দিবাদিগণীয় ধাতুর বিকরণ *ya*-যোগে নতুন ক'রে কর্মবাচ্যের (passive voice) আবির্ভাব—যদিও ইন্দো-ইরাণীয় যুগেই এর সূচনা দেখা গিয়েছিল।

৩.৫৪ মিটান্নি-ভারতীয় (Mitanni Indian)

মেসোপোটেমিয়ায় প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনগুলি আগেই উপস্থাপিত হয়েছে (৩.৪১)। এখন বিবেচ্য হল—এই নিদর্শনগুলি স্বরূপত ইন্দো-ইরাণীয় অর্থাৎ আর্য অথবা ভারতীয় আর্য—তার পুনর্বিচার। আধুনিক বিদ্বজ্জনের অনেকের মতে, এর ভাষা হল ইন্দো-ইরাণীয় স্তরের পরিচায়ক।[১২] এই যুক্তির স্বপক্ষে কারণগুলি হল—

(ক) ইন্দো-ইরাণীয় স্তরের যৌগিক স্বর (diphthong) এখানে রক্ষিত কিন্তু সংস্কৃতে তা' একস্বর (monophthong) যথা, সং *eta* কিন্তু মিটা *aita*

(খ) সং *h* আবেস্তা *z* < ই ইরা *zh* সম্ভবত এখানে রক্ষিত যথা আর্য * *zhimāla* > সং *himāla* আবে *zima* মিটা *śimalia* (*ś*=*zh*)

---

১২ *Burrow* : SL pp 29-30 ; *Chatterji* : IAH pp 15-16 ; সুনীতি চট্টো ভা. সং পৃ: ৩০-৩১

গ) সংস্কৃতে আর্য * *z* লুপ্ত হয়েছে কিন্তু এখানে তা' রক্ষিত যথা সং *dūratha* মিটা *Tusratta* < * *Duz-rata* ইত্যাদি।

কিন্তু এই নিদর্শনগুলি যে ভারতীয় আর্যেরই উপভাষাস্বরূপ তারও যথেষ্ট প্রমাণ রায়ছে।[১৩] যেমন—

(ক) সংস্কৃতের মত একক *s* এখানে রক্ষিত কিন্তু ইরাণীয়তে তা' *h*-এ পরিণত। তুলনীয় মিটা : *Našatia, šatta, šuwar, šu-* ইত্যাদি আবেস্তায় *Nāṅhaiθya, hapta, hvar, hu-* ইত্যাদি।

(খ) ষষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি সংস্কৃতানুযায়ী যথা মিটা : *vašannašaja* =সং *vāhana-sya* তু: আবে *-ahya, -he* প্রা: পা *hyā*

(গ) *Artaššumara* শব্দে (সং ঋত-স্মর) স্মর শব্দ সংস্কৃতের মত অপরিবর্তিত কিন্তু ইরাণীয়তে তা' *mar*

(ঘ) আরও একটি সংস্কৃত সুলভ প্রধান লক্ষণ হল—সংস্কৃত *eka* শব্দের *k* প্রত্যয়ের সংরক্ষণ তু মিটা *aika* কিন্তু আবে *aēva* প্রা: পা *aiva*।

এই- *va* প্রত্যয় গ্রীকেও মেলে যথা গ্রীক *oios* গ্রীক উপভাষায় *oiwos*

(ঙ) যুক্ত ব্যঞ্জন *sv* সংস্কৃতের মত রক্ষিত কিন্তু ইরাণীয়তে তা' বিকৃত।

তু: মিটান্নি (*pirid*)*ašwa* সং *aśva* আবে *aspa* প্রা: পা *asa*

(চ) মিটান্নীয় নিদর্শনে উল্লিখিত বৈবাহিক চুক্তিপত্রে যে কয়টি দেবতার নামে শপথ নেওয়া হয়েছে,—বলা বাহুল্য সেই দেবতাগুলি অর্থাৎ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য (=অশ্বিনী) বেদে সুপরিচিত। লক্ষণীয়, এই কয়টি দেবতাই মিটান্নীয় আর্যদের কাছে পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সম্ভবত বিবাহের নৈতিক শাসনকর্তা হলেন বৈদিক যুগ্মদেবতা মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র হলেন বৈবাহিক চুক্তিভঙ্গকারীর শাস্তিদাতা ; আর নবদম্পতির স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনার দেবতা নাসত্য—বা অশ্বিনীদ্বয়। এর বিপরীত কোটিতে দেখা যাচ্ছে, ইরাণীয়দের কাছে ইন্দ্র এবং নাসত্য মর্যাদার আসন থেকে চ্যুত হয়েছেন।

---

১৩ ***Thumb*** **: HBS (i) pp. 87-91 (ff 20)**

(ছ) মিটান্নীয় *aika* এবং *aita* শব্দদ্বয়ে যৌগিকস্বর *ai* রক্ষিত কিন্তু সংস্কৃতে তা *ē*-তে পরিণত। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই নিদর্শনগুলি ইন্দো-ইরাণীয় স্তরের। কিন্তু এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি। কারণ খ্রী: পূ: ১৫০০ অব্দে ভারতীয় আর্যে এই *ē*-র প্রকৃত উচ্চারণ কি ছিল, অথবা তা সত্যই *ăi* ছিল কি না (তু: বৈদিক *śresṭha*=*śraiṣṭha*) তা' জানা যায় না। তা' ছাড়া বাণমুখলিপিতে বিদেশীয় উচ্চারণে *ē*-ধ্বনির উচ্চারণ *ai*-তে রূপান্তরিত হয়েছিল কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই (তু: সং *vartane* কিন্তু মিটান্নীয় *vartanni*!)।

(জ) মিটান্নীয় *Dušratta, Tušratta* (উচ্চারণে *Dusratta*, হুরিয়ান্ উচ্চারণ পদ্ধতিতে প্রথম ধ্বনি *-d-* বা *-t-* অস্পষ্ট এবং *ddh=tt*) তু: সং *Dūratha, Dus-raddha, Toṣa-ratha*) —এই ব্যক্তি নামে ইন্দো-ইরাণীয় প্রাচীনত্ব রক্ষিত হয়েছে যদি ধরা যায় ইন্দো-ইরাণীয় মূল ছিল **Dus-ratha*; কিন্তু অন্যত্র আবার প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যও দেখা যাচ্ছে *satta*-শব্দে (তু: সং *sapta*, আবে *hapta*, প্রা: পা *hafta* প্রাকৃত *satta*)—যদি ধরাই যায় বাণমুখলিপিতে শব্দটি যথার্থই লিপিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও ইরাণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে না। মিটান্নীয়তে প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ বেদেও প্রাকৃত লক্ষণ অসুলভ নয়।

(ঝ) অন্যান্য আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যথা—

ca>za (সং *pañca*=মিটান্নীয় *panza*); *ṛ>-ar, ir(i), -ur* (যথা *Parsa-, Arta-, Pirid-*); *kṣ>š* (যথা—*šatar*); অথবা যুক্তব্যঞ্জনে স্বরাগম যথা *sm>sum* (*Artassumara*) বা *Indar* (সং *Indra*, বৈদিকেও সময় সময় *Indara*) ইত্যাদি প্রমাণ করে যে হুরীয় লিপিকারের পক্ষে সেমেটীয় বাণমুখলিপিতে লেখা আর্য উচ্চারণ সবসময় সঠিক হতে পারে না—তার নিজের উচ্চারণ রীতিও তাকে ভুল পথে চালিত করতে পারে।

॥ ৪ ॥

বৈদিক যুগে আর্যবসতি

৪.১০ ভারতে আর্যবসতির[১] প্রথম কেন্দ্রস্থল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। ঋগ্‌বেদ সংহিতার উপাদান থেকে যে চিত্র পাওয়া যায়, তার ভৌগোলিক পরিসর হল—আফগানিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ এবং রাজপুতানার অংশবিশেষ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর এবং সরযূ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্বাঞ্চল।

এই অঞ্চলের পশ্চিমের নদীগুলি হল—উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্তের রসা (Jaxartes), কুভা (বর্তমান কাবুল), ক্রুমু (কোরাম), গোমতী (গোমাল), সুবাস্তু (সোয়াত্)। এ ছাড়া পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী—সিন্ধু (সিন্ধু নদী) এবং তার উপশাখা বিতস্তা (ঝিলাম), অসিক্নী (চেনাব, চন্দ্রভাগা), পুরুষ্ণী (ইরাবতী), পশ্চিম প্রত্যন্তে বিপাশা (বিয়াস্), পূর্ব প্রত্যন্তে শুতুদ্রী (শতদ্রু); এবং সরস্বতী (সরসূতি)—এই হল ঋগ্‌বেদের সপ্তসিন্ধবঃ (৮.২৪ ২৭)। যমুনা ও গঙ্গারও নাম পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত একত্রিশটি নদীর মধ্যে পঁচিশটির উল্লেখ ঋগ্‌বেদেই পাওয়া যায় [বিশেষত 'নদীস্তুতি'তে (১১.৭৫)]—যেগুলি মুখ্যত সিন্ধুনদীরই শাখা প্রশাখা। সিন্ধু উপত্যকার নদীগুলি ছাড়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সরযূর উল্লেখও লক্ষণীয়। এদের মধ্যে সমুদ্রগামিনী সরস্বতী হল সর্বপ্রধান। গঙ্গা কিন্তু সুপরিচিত বা প্রধানভাবে উল্লিখিত ছিল না। যমুনা ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত হয়েছে তিনবার। এ ছাড়া সরস্বতীর সঙ্গে প্রায়ই উল্লিখিত নদী হল দৃশদ্বতী (ঘর্ঘরা) আর সরস্বতী ও

---

১ দ্র: ***Pusalker :*** 'Aryan Settlements in India' in VA (i), chap. XIII ; ***Macdonell & Keith*** : VI (2 vols.) ; ***R. K. Mukherji :*** HC (vol. i).

দৃশদ্বতীর মধ্যে প্রবাহিত 'আপয়া' সরস্বতীর উপশাখা। 'সরয়ূ' সম্ভবত অযোধ্যার বর্তমান সর্জূ নদী। বলাবাহুল্য বৈদিক যুগের বহু নদীর গতিপথ এখনও অনিশ্চিত অথবা তারা হয়েছে লুপ্ত। ঋগ্বেদে উল্লিখিত সমুদ্র-গামিনী সরয্ নদীর উল্লেখ দেখে মনে হয়, সমুদ্রও সেই যুগে অজ্ঞাত ছিল না (১০.১৩৬.৫।৬)। এ ছাড়া হিমালয় পর্বতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়—হিমালয়ের একটি চূড়া মূজ্বন্ত্ সোমের উৎসস্থল ব'লে বর্ণিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের যুগে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রিত হত কৌম প্রধানদের দ্বারা। ঋগ্বেদের সময় কৌম বসতি সম্ভবত ছিল এই রকম—উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশে গান্ধারী, পক্থ, অলিণ, ভলাণস্, বিষাণিন্—যাদের মধ্যে অনার্যরাও হয়তো ছিল। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে উপবিষ্ট হল—শিব, পশু, কেকয়, বৃচীবন্ত, যদু, অনু, তুর্বশ এবং দ্রুহ্যু। আরও পূর্বদিকে অর্থাৎ মধ্যভারতে ছিল ত্রিষ্টু, ভরত, পূরু এবং সৃঞ্জয়দের বসতি। পূর্বের প্রত্যন্ত সীমায় ছিল কীকটরা। মৎস্য এবং চেদিদের অধিষ্ঠান ছিল পাঞ্জাবের দক্ষিণে রাজপুতানা এবং মালবের অঞ্চল বিশেষে। এই কৌমগুলির মধ্যে মুখ্য হল—গান্ধারী (পশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত), মূজবন্ত্ (কুভানদীর দক্ষিণ তীরে), অনু, দ্রুহ্যু এবং তুর্বশ (পুরুষ্ণী নদীর গতিপথে) এবং পূরু ও ভরত (মধ্যদেশ)।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও ব্রহ্মাবর্তের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে সার্বভৌমত্বের সংগ্রাম ঋগ্বেদের উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে—ভরতদের রাজা ব্রহ্মাবর্তের ত্রিষ্টুবংশীয় সুদাসের বিরুদ্ধে দশরাজার সংগ্রাম (দাশরাজ্ঞঃ, ৭.৩৩.৩,৫; ৮৩,৮)। সম্ভবত এই যুদ্ধে কোন কোন অনার্য উপজাতিরাও হয়েছিল জড়িত। এই দশরাজাদের মধ্যে ছিল সিন্ধু নদীর পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচটি গৌণ কৌম—অলিন (বর্তমান কাফিরস্তান), পক্থ (তু: আফগান পখ্তুন), ভলাণস্ (সম্ভবত বোলান গিরিপথ), শিব (সিন্ধু অঞ্চল) এবং বিষাণিন্। কিন্তু প্রধান কৌমজন ছিল আরও মধ্যবর্তী অঞ্চলের অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বশ, যদু এবং পূরুরা। এদের যুক্ত সংগ্রামের বিরুদ্ধে

ভরতরা হয়েছিলেন জয়ী পুরুষ্ণী নদীর তীরে। যমুনার কাছাকাছি সেখানে আর একটি প্রচণ্ড যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের সম্ভবত অনার্য জাতিসংঘ—অজ, শিগ্রু, যক্ষু—পরাস্ত হয়েছিল। দশরাজার সংগ্রাম মূলত রাজগুরু ঋষি বা পুরোহিত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয়েছিল। বশিষ্ঠের সাহায্যপ্রাপ্ত সুদাসের বিরুদ্ধে যুক্ত আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুরোহিত বিশ্বামিত্র —যিনি ছিলেন প্রথমে সুদাসেরই মন্ত্রণাদাতা। পরিশেষে সুদাসের জয় ঋগ্বেদের ভারতকে অখণ্ড সূত্রে বেঁধে ফেল্‌তে সক্ষম হয়েছিল। ভরতদের নাম থেকেই এই অঞ্চল সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ নামে প্রচলিত হয়েছিল। সম্ভবত ভারতের আদিম অনান্য অধিবাসীরাও এই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত অনার্যরা বর্ণিত হয়েছে দাস, দস্যু বা অসুর নামে। অনার্য প্রধানদেরও নাম পাওয়া যায়—যথা, ইলিবিশ, ধুনি, চুমুরী, পিপ্রু, বর্চিন, শম্বর এবং অনার্যজন হল—শীম্যু, কীকট, অজ, যক্ষু, শিগ্রু, কিরাত, চাণ্ডাল, পর্ণাকি। এই 'দাস' উপজাতিদের বাস গাঙ্গেয় উপত্যকায়—ভরতদের দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিকের অভিযানে এরা ছিল প্রতিপক্ষ। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে পিশাচ এবং রাক্ষসদেরও উল্লেখ আছে (১. ১৩৩. ৪)। এই অনার্যদের বৈশিষ্ট্য হল—এরা অবৈদিকভাষী (মৃধ্রবাক্) ও বৈদিক কর্মবিরোধী (অকর্ম, অযজ্বন্), দেবতাবিরোধী (অদেবয়ু), নিষ্ঠাহীন (অব্রহ্মণ্, অব্রত); এদের চাপা নাক (অনাস), কৃষ্ণবর্ণ (কৃষ্ণত্বন), বিশেষ ধর্মাসক্ত (অন্যব্রত, দেবপীয়ু) এবং লিঙ্গ উপাসক (শিশ্নদেব) [৭. ২১. ৫ ; ১০. ৯৯. ৩]।

৪.২০ ঋগ্‌বেদোত্তর যুগের আর্যদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক আলোচনা এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করে—

(১) ঋগ্‌বেদোত্তর যুগের আর্যদের দুর্বার অভিযান, অগ্রগতি এবং নর্মদার উত্তরে সারা উত্তর ভারত জুড়ে বিস্তৃতি।

(২) মধ্যদেশের প্রাধান্যলাভ।

(৩) ঋগ্‌বেদীয় উপজাতিদেয় প্রাধান্যলোপ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নানা কৌমজন ও উপজাতিদের নতুন গোষ্ঠীবন্ধন এবং নবীন সংঘ বা গোত্রের উদ্ভব।

ঋগ্‌বেদের যুগে আর্যসভ্যতার মূল কেন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বাঞ্চলে ক্রমবিস্তারশীল হতে দেখা যায়—পশ্চিমে পাঞ্জাবের পাঁচটি কৌমজন অধ্যুষিত দেশ (পঞ্চজনাঃ) থেকে ক্রমশ সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যবর্তী পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ভরতদের আবাসস্থল পর্যন্ত আর্য-অগ্রগতির পরিধি। ঋগ্‌বেদোত্তর যুগে এই কেন্দ্র আরও পূর্বে যমুনা, সরস্বতী ও সদানীরা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল। এখন মূল কেন্দ্র হল কুরু-পাঞ্চালদের কুরুক্ষেত্র—যার দক্ষিণে খাণ্ডব, উত্তরে তূর্ঘ্ন এবং পশ্চিমে পরীণাহ্‌। ভরতদের প্রাধান্য লুপ্ত হল এবং তারা কুরুদের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল আর কুরু ও তার মিত্রপক্ষ পাঞ্চালদের প্রভাব হয়ে উঠ্‌ল অপরিসীম। কুরু-পাঞ্চালরা বশ ও উশীনরদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল মধ্যদেশে। অবশ্য উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে তখনও রয়েছে উত্তর কুরু, উত্তর মদ্র, বাহ্লীক, মহাবৃষ, মূজবন্ত্‌ প্রভৃতি হিমালয় এবং কাশ্মীর জুড়ে।

ঋগ্‌বেদোত্তর যুগে ভারত ছিল তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত—ব্রহ্মাবর্ত বা আর্যাবর্ত, মধ্যদেশ এবং দক্ষিণাপথ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাঁচটি বিভাগও দেখা যায় (৭. ১৪)—যা অথর্ববেদেও অনুমিত (১৯. ১৭. ১. ৯)। যথা—১। ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠা দিশ্‌ বা মধ্যদেশ ২। প্রাচী দিশ্‌ ৩। দক্ষিণা দিশ্‌ ৪। প্রতীচী দিশ্‌ এবং ৫। উদীচি দিশ্‌।

পাঞ্জাব ও পশ্চিমদেশের প্রাধান্য লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের কৌমজনদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব জেগে উঠ্‌ল—যার প্রমাণ শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এবং সেই সঙ্গে কুরু-পাঞ্চালের পূর্বদিকের অঞ্চলগুলি প্রাধান্য পেতে লাগ্‌ল যথা—কোশল (অযোধ্যা), বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), অঙ্গ (পূর্ব বিহার) এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের নিকটে অবস্থিত কতকগুলি উপজাতি—যারা অসম্পূর্ণরূপে এবং আংশিকভাবে আর্যীকৃত হয়েছিল—যথা নিষাদ, অন্ধ্র (কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যে), পুলিন্দ (অশোকের অনুশাসনে উল্লিখিত), মূতিব; পুণ্ড্র (উত্তর বাংলা ও বিহার) এবং শবর (যারা এখনও উড়িষ্যা, গোয়ালিয়র এবং মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম পর্বতাঞ্চলে বাস করে এবং মুণ্ডাভাষায় কথা বলে), এবং নৈষধ, বিদর্ভ কুন্তি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

উল্লিখিত, ৭. ৩৪. ৯)। স্পষ্টতই নর্মদা এবং বিদর্ভ পর্যন্ত আর্যসভ্যতার বিস্তারলাভ ঘটেছিল—যদিও বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম ক'রে আর্যরা আর অগ্রসর হতে পারে নি।

বিন্ধ্যপর্বতের উল্লেখ ঋগ্‌বেদ সাহিত্যে মেলে না। তার প্রথম উল্লেখ কৌষীতকি উপনিষদে (২.৮)। ঋগ্‌বেদোত্তর যুগে পূর্বদেশের কতকগুলি নতুন নদীর নাম পাই যথা রেবা (নর্মদা?), সদানীরা (কোশল এবং বিদেহের সীমানায়, গণ্ডক? রাপ্তী?)—এই দুইটি নদী শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে।

এখন ঋগ্‌বেদোত্তর যুগের নতুন কৌম প্রধানদের পরিচয় নেওয়া দরকার।

৪.২১ কুরু-পাঞ্চাল ॥ ঋগ্‌বেদোত্তর যুগে অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বশ, ক্রিবি, কুরু, পূরু এবং ভরতদের কথা আর শোনা যায় না। এখন নতুনভাবে দেখা দিল কিছু নবীন কৌম সঙ্ঘ—যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কুরু-পাঞ্চালরা। লক্ষণীয়, ঋগ্‌বেদে পাঞ্চালদের নাম পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে কুরু-পাঞ্চালরা চিত্রিত হয়েছে বৈদিক কৃষ্টির প্রতিভূ-রূপে—শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুসংস্কৃত বাচনভঙ্গী এবং যাগযজ্ঞের সার্থক রূপদানে তাঁরা পথপ্রদর্শক (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩. ২, ৩, ১৫)। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে লোকে উদীচী দেশে শুদ্ধ ভাষা শিক্ষার্থে যায় (৭.৬)। বলা বাহুল্য, কুরু-পাঞ্চালদের দেশেই সংহিতা এবং ব্রাহ্মণগুলি সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে। মহাভারতে চিত্রিত কুরু-পাঞ্চালদের বিরোধের কথা বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় না। কুরু-পাঞ্চালদের যুক্তরাষ্ট্রের চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের রাজত্বে। কুরু রাজত্বের প্রসার ছিল বর্তমান থানেশ্বর, দিল্লী, উত্তর গঙ্গার অববাহিকা (Upper Gangetic Doab) অঞ্চল জুড়ে। পাঞ্চাল-অঞ্চল জুড়ে ছিল সম্ভবত বর্তমান বেরিলী, বুদাউন, ফরাক্কাবাদ এবং উত্তর প্রদেশের নিকটস্থ অঞ্চল।

৪.২২ কোশল-কাশী-বিদেহ ॥ শতপথ ব্রাহ্মণের একটি আখ্যান থেকে প্রাচ্যে আর্যদের বিস্তারের ইতিহাস অনুমান করা যায় (১. ৪, ১, ১০, ১৭)। এতে বলা হয়েছে, ঋগ্‌বেদের ঋষি গোতম রাহুগণের পৌরোহিত্যে

এবং নেতৃত্বে বিদেহের (তিরহুত) রাজা বিদেঘ মাঠব বৈদিক সংস্কৃতি-ভূমি সরস্বতী থেকে এসে কোশলের (অযোধ্যা) পূর্ব সীমানা সদানীরা (গণ্ডক) অতিক্রম ক'রে বিদেহতে এসে পৌঁছেছিলেন। বৈদিক সংস্কৃতি যে পূর্বাঞ্চলের কোশল-কাশী এবং বিদেহে বিস্তৃত হয়েছিল তাব অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়। সম্ভবত এই তিনটি রাষ্ট্র একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এদের পুরোহিত-নেতাও ছিলেন একজন। খুব সম্ভব, কোশল-বিদেহের মৈত্রী গড়ে উঠেছিল কুরু-পাঞ্চালদের সঙ্গে এদের মত-বিবোধ এবং প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র ক'রে। কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলেব মতন কোশলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব অতখানি প্রতিষ্ঠাও ঘটেনি। মোট কথা, রাজনৈতিক বিবোধ এবং কৃষ্টিগত বিভেদই এই দুই অঞ্চলের পারস্পবিক বিরোধের কারণ। এই অঞ্চলের তদানীন্তন বিখ্যাত রাজা ছিলেন কাশীর দার্শনিক বাজা অজাতশত্রু এবং বিদেহের রাজর্ষি জনক। এঁরা ছিলেন সে যুগের মননশীলতা এবং প্রজ্ঞার পরম আদর্শ। সে যুগের ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদাযেব প্রতিভূ জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য এবং শ্বেতকেতুব নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৪.২৩ মগধ-অঙ্গ-বঙ্গ ॥ আর্য সংস্কৃতিব প্রভাব-বহির্ভূত প্রাচ্যেব প্রত্যন্ত দেশে ছিল মগধ (দক্ষিণ বিহাব) এব' অঙ্গ। অথর্ববেদে এই দুই দূব দেশের কথা হয়েছে সর্বপ্রথম উল্লিখিত (৫. ২২. ১৪)। গোপথ ব্রাহ্মণেও 'অঙ্গ-মগধাঃ' উল্লিখিত হয়েছে (২. ৯)। ঋগ্‌বেদের কীকটদেব সঙ্গে যদি মাগধদের তাদাত্ম্য প্রমাণ করা যায় তবে বলা যেতে পারে, মাগধদের প্রতি বিতৃষ্ণা ঋগ্‌বেদেও উল্লিখিত হয়েছে। অথর্ববেদেও এই বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায় যেখানে অনিষ্টকাবক রোগ ইত্যাদিকে সুদূব পশ্চিমে—গান্ধারী, বাহ্‌লীক এবং মূজবন্ত্‌দের দেশে এবং পূর্বে—অঙ্গ ও মগধে অপসৃত হতে বলা হয়েছে (৫. ২২. ৭, ১৪)। এই বিরূপতার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়—যথা পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অসম্পূর্ণ রূপায়ন, আদিবাসীদেব অধিষ্ঠান এবং পরবর্তী যুগে জাতি-প্রথা বিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব। বৈদিক সংহিতায় মাগধদের বলা হয়েছে ব্রাত্য (অথর্ববেদ, ১৫. ২. ১-৪)—যারা পতিত, যাযাবর এবং অসংস্কৃত প্রাকৃত ভাষাভাষী। তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে পূর্বদেশীয় ব্রাত্যদের সম্বন্ধে বলা

হয়েছে—"অদুরুক্তবাক্যং দুরুক্তম্ আহুঃ। অদীক্ষিতা দীক্ষিতবাচং বদন্তি" (২৭।৪) অর্থাৎ (ব্রাত্যগণ) কষ্টসাধ্য নয় এমন বাক্য কষ্টে উচ্চারণ করে। যদিও তারা দীক্ষিত নয় (অর্থাৎ বৈদিক ধর্মে), তথাপি তারা দীক্ষিতের ভাষা বলে।

কিন্তু তবু এই ব্রাত্যরা "দীক্ষিতবাচঃ", কাজেই কথা বল্‌ত আর্য-ভাষাতেই। ব্রাহ্মণ্যধর্মে তাদের স্থান দেওয়া হত বিশেষভাবে 'ব্রাত্যস্তোম' অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার পর (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, ২২. ৫. ৪-১৪)।

ঐতরেয় আরণ্যকে (২. ১. ১) বঙ্গ, বগধ (সম্ভবত মগধ) এবং চেরদের বলা হয়েছে পাখী অর্থাৎ অন্‌-আর্য—যারা আর্যভাষী ছিল না। বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের উল্লেখ বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও পাওয়া যায়।

॥ ৫ ॥

বৈদিক সাহিত্য

৫.১০ প্রাচীন ভারতীয় আর্যশাখার উপভাষাগত বিভেদ ও তার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করার পূর্বে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরূপের একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরা আবশ্যক। তার কারণ, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা' কেবল এক বিশেষ সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক নয়, তা' গড়ে উঠেছে একদিকে যেমন বিভিন্ন ভৌগোলিক সংস্থানের বৈচিত্র্যকে অঙ্গীকার ক'রে, অপরদিকে তেমনি বিচিত্র জনমানসের ধারাবাহিক ও সঠিক প্রতিফলনকে সংহত ক'রে। দেশ, কাল এবং জনগণমনের এক ব্যাপক প্রতিচ্ছবি তাই আমরা পাই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উপাদানে। বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত আর্যবসতির ভৌগোলিক সংস্থান পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখন আলোচ্য, বৈদিক সাহিত্যেব বিবরণ।[১] প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মোটামুটি বিভাগ ও আনুমানিক রচনাকাল নির্ণয়[২] করা যায় এইভাবে—

৫.২০ প্রাচীন বৈদিক যুগ (Early Vedic Age) ॥

এই যুগের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্‌বেদ সংহিতা। সংকলনের সময় আনুমানিক ১২০০—১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ঋগ্‌বেদের যে শাখাটি এখনও জীবিত তাতে মোট ১০২৮টি সূক্ত (hymn) সংকলিত হয়েছে—গড়ে প্রতি সূক্তে আছে দশটি স্তবক এবং প্রতি স্তবকে গড়ে চারটি পংক্তি—এই হিসাবে মোট ১০,৪৬২টি স্তবকে যে পংক্তি-সংখ্যা দাঁড়ায়, তা' একমাত্র

---

১ দ্র: *R. K. Mukherji* : HC (vol. i) ; *Macdonell* : HSL ; *Winternitz* : HIL (vol. i)

২ ভাষাতাত্ত্বিকের বিচারে আনুমানিক রচনাকাল সম্পর্কে দ্র: *Sen* : HPHS p. 2 ; *Burrow* : SL pp. 35, 43

হোমারের রচনা-সম্ভারের সঙ্গেই তুলনীয়। সংকলনকার ঋগ্‌বেদকে দশখণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রতি খণ্ডকে বলা হয় এক-একটি মণ্ডল। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের সূক্তগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। দশম মণ্ডলের রচনাগুলি তুলনায় অনেক পরবর্তীকালের রচনা। প্রথম ও অষ্টম মণ্ডলের রচনাকাল সম্ভবত এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। নবম মণ্ডল ঋগ্‌বেদ সংকলনের অন্তর্গত আর একটি সংকলন; এতে সোমসংক্রান্ত সূত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে সংকলিত।

৫.৩০ অর্বাচীন বৈদিক যুগ (Late Vedic Age) ॥

এই যুগের প্রধানতম রচনা সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলকে এই যুগের অন্তর্গত করাই সঙ্গত। সংকলনের সময় ১০০০—৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

৫.৩১ সামবেদ সংহিতা ॥ সামবেদের যে শাখাটি সবচেয়ে প্রচলিত তাতে পুনরুক্তি বাদ দিলে মোট ১৫৪৯টি ঋক্ বা স্তবক (সূক্ত নয়) সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে ৭৫টি বাদ দিলে সমস্তই ঋগ্‌বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডল থেকে সংগৃহীত। সাম বা সামন্ কথার অর্থ হল গীত melody)। সামবেদ সংকলনের প্রধান উদ্দেশ্যই হল সুরসংযোগে গান। "গৈ" ধাতু নিষ্পন্ন 'গায়ত্রী' বা 'প্রগাথ' ছন্দের ব্যবহার, গানের সুবিধার্থে ঋক্‌গুলির সুবিধামত পরিবর্তন, কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে পুরোহিতদের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, সংকলিত গানগুলিতে সংখ্যা-চিহ্ন ব্যবহারে সুরের উত্থান পতন নির্ধারণ, পদের পুনরাবৃত্তি ও তার মাঝে মাঝে অর্থহীন উল্লাসব্যঞ্জক শব্দ বা স্তোভের ব্যবহারের দ্বারা সমবেত সংগীতে গায়কদের সুর বা পদসাম্য আনার চেষ্টা অথবা উদ্‌গাতার সুবিধার্থে সুর ও স্তোত্র স্মরণ রাখার জন্য সংকলনের আর্চিক ও উত্তরার্চিক বিভাগ—এই সমস্ত প্রমাণ করে, সামবেদ আসলে সুর ও সংগীতের সাহিত্যিক সংকলন।

৫.৩২ যজুর্বেদ সংহিতা ॥ ('যজুস্' শব্দের অর্থ যজ্ঞের মন্ত্র (sacrificial formulae)—প্রকৃত পক্ষে কিন্তু গদ্যে রচিত মন্ত্র) যজুর্বেদের শতাধিক শাখার মধ্যে যে পাঁচটি শাখা এখনও টিকে আছে তা' প্রধানত দুভাগে বিভক্ত—কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং শুক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখা।

এগুলি হল—(১) কাঠক সংহিতা (২) কপিষ্ঠলকঠ সংহিতা (৩) মৈত্রায়ণী সংহিতা (৪) তৈত্তিরীয় সংহিতা। শুক্ল যজুর্বেদের একটি শাখা—বাজসনেয়ি সংহিতা। শুক্ল যজুর্বেদ বিশুদ্ধ মন্ত্রের সংকলন। কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্রের সঙ্গে গদ্যে রচিত ভাষা বা ব্যাখ্যা জাতীয় গদ্য রচনার সংমিশ্রণ আছে।

যজুর্বেদ সংহিতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল—অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি বৈদিক যজ্ঞের উল্লেখ। ঋগ্‌বেদ থেকে সংকলিত কিছু ছন্দোবদ্ধ কাব্য এবং কিছু গদ্য রচনা—যার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন যজ্ঞে সেগুলির ব্যবহার। কতকগুলি ছোট ছোট মন্ত্রের ব্যবহার যথা ইন্দ্রায় ত্বা, অগ্নায় ত্বা ইত্যাদি। কতকগুলি মন্ত্রে সরল গদ্যে পার্থিব ধনসম্পদের কামনা, কিছু অর্থহান মন্ত্র। যজুর্বেদের পুরোহিত হলেন অধ্বর্যু। ঋত্বিক যেমন ঋগ্‌বেদের সূক্ত উচ্চারণ করেন, উদ্‌গাতা করেন সামবেদ গান, তেমনি অধ্বর্যু যজুর্বেদের মন্ত্রপাঠ করেন।

৫.৩৩ অথর্ববেদ সংহিতা ॥ সংকলনের দিক দিয়ে অথর্ববেদ ঋগ্‌বেদের অনেক পরবর্তী কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বোধ হয় অথর্ববেদ আরও আদিম সমাজের প্রতিফলন। তাছাড়া অথর্ববেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলি সম্ভবত ঋগ্‌বেদের সর্বপ্রাচীন সূক্তগুলির সমসাময়িক—এমনকি তার চেয়েও প্রাচীনতর।

আধুনিক পণ্ডিতগণ অথর্ববেদকে 'knowledge of magic formulas' বা জাদু-মন্ত্রের বেদ বা জ্ঞান—এই আখ্যা দিয়েছেন। আথর্ব-যজ্ঞের প্রধান হোতা ব্রাহ্মণ নামক পুরোহিত। এই বেদের দুটি শাখা এখনও টিঁকে আছে—শৌনক এবং পৈপ্পলাদ। প্রথমটিই নির্ভরযোগ্য। পৈপ্পলাদ শাখা যে এককালে ভারতের পূর্বাঞ্চলেও চলিত ছিল তার আধুনিক প্রমাণ পাওয়া গেছে উড়িষ্যায় প্রাপ্ত নবাবিষ্কৃত পুঁথি থেকে।

অথর্ববেদে মোট ৭৩১টি সূক্ত প্রায় ছ'হাজার স্তবকে সংকলিত হয়েছে —যা' মোট ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে শেষ অধ্যায় অবশ্য অত্যন্ত অর্বাচীন—এর প্রায় সবটাই ঋগ্‌বেদেরই সূক্তের সংকলন। এছাড়া অথর্ববেদের প্রায় এক সপ্তমাংশ ঋগ্‌বেদ থেকে গৃহীত। অথর্ববেদে সংকলিত ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলির প্রায় অর্ধেকই ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের

অন্তর্গত ; বাকি অর্ধেক প্রধানত প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল থেকে সংগৃহীত। বিষয়বস্তুর বিচারে অথর্ববেদ সংহিতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণীয়—

ক ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চাতুর্বণ্য বা জাতি বিভাগ এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন—যা' ঋগ্‌বেদের প্রাচীন অংশে অনুল্লিখিত।

খ ॥ ঋগ্‌বেদের ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার নাম এখানে উল্লিখিত হলেও দেবতাদের স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক সত্তা এখানে অনুপস্থিত, দেবতার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য এক সাধারণ মহিমায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

গ ॥ ঔপনিষদিক চিন্তাধারার নবাবির্ভাব—যেমন বিশ্বসৃষ্টির রহস্যানুন্ধান এবং এক পরম পুরুষের ধারণা।

ঘ ॥ এর প্রধানতম বিষয়বস্তু হৃদয়ের আকুতি-নির্ভর প্রার্থনা বা উপাসনা-মূলক ধর্মবিশ্বাস নয়। এর প্রধান উপজীব্য হল জাদুবিশ্বাস অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক্-তুক্তাক ইত্যাদি। শত্রুদমন, রোগনিরসন, বশীকরণ ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণা আসলে আদিম সমাজের উদ্ভট চিন্তার প্রতিফলন—যা' জগতের বর্তমান সমস্ত আদিম সমাজেও সহজলভ্য।

ঙ ॥ অথর্ববেদ ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার স্বাক্ষর—যথা রোগ নিরসনের জন্য গীত এবং জাদুমন্ত্র, বণিক্, কৃষক বা গোপালকদের জন্য আশীর্বচন, বিবাহ ও প্রেমঘটিত গান, রাজানুগত্য ও তজ্জাতীয় গীতি অথবা প্রভু, রাজসভা অথবা আইনাধিকারে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্র ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগানুযায়ী অথর্ববেদের মন্ত্রগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায় যথা—ভৈষজ্য মন্ত্র, জ্বরনিরাময় মন্ত্র, আয়ুষ্য মন্ত্র, পৌষ্টিক মন্ত্র, প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র, পারিবারিক অশান্তি দূরীকরণার্থ মন্ত্র, স্ত্রীকর্ম ও কামনাপূর্তি মন্ত্র, অভিচার মন্ত্র, সৃষ্টিরহস্য ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া মন্ত্র।

৫.৪০ বেদোত্তর বা প্রাক্-সংস্কৃত যুগ (Post-Vedic or Early Sanskrit Age) ॥

এই যুগের রচনাকাল খুব সম্ভব খ্রী: পূ: ৮০০—২০০ অব্দ। সাহিত্যসম্ভার

ও রচনার আনুমানিক ক্রম৩ দেখান যেতে পারে এইভাবে—

ক ॥ 'ব্রাহ্মণ' জাতীয় গ্রন্থাবলী (আ: খ্রী: পূ: ৮০০—৫০০) ।

খ ॥ বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদ্ (খ্রী: পূ: ৭০০—৫০০) ।

গ ॥ 'সূত্র' জাতীয় রচনাসম্ভার (খ্রী: পূ: ৬০০—৩০০) ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণগুলি রচিত হয়েছিল গদ্যে। এর ভাষা (দ্র: ৯.৩০)[৪] সম্ভবত অর্বাচীন বৈদিক যুগে প্রচলিত উচ্চ শ্রেণীর কথ্যভাষা অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছিল। এই ভাষায় আগেকার প্রাচীন ছাঁদটি তখনও হয়েছে রক্ষিত (যেমন লেটের ব্যবহার, পদগঠন রীতির বিশিষ্টতা, সপ্তমীর একবচনে বিভক্তিশূন্যতার দুটি উদাহরণ—অহন্, আত্মন্ অথবা প্রাচীন তুমর্থক প্রয়োগের প্রাচুর্য ইত্যাদি), কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ভাষার প্রাচীন কাঠামো (দ্র: ৯.২০) অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে (তু: নিষ্ঠান্ত তরন্ত্-এর আবির্ভাব, পাণিনিসুলভ কেবল √কৃ-ধাতু সহযোগে যৌগিক লিট-এর ব্যবহার ইত্যাদি)। আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলি ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও ভাষারীতির মানদণ্ডে প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলি সম্ভবত 'ব্রাহ্মণ' ও 'সূত্র'-সাহিত্যের মধ্যবর্তী স্তরে রচিত।[৫] 'সূত্র'-জাতীয় রচনায় এসে দেখা যাচ্ছে, তাতে পাণিনীয় ব্যাকরণগত শৃঙ্খলা নেই বটে, কিন্তু ভাষা-বিচারে তাকে আর প্রাচীন ছাঁদে ফেলা চলে না—কারণ এখন সুলভ হয়েছে পদপ্রয়োগের শৈথিল্য অথবা ঔদাসীন্য। এর দ্বারা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, পাণিনির সমকালীন অথবা তার পূর্ববর্তী সময়ের প্রচলিত কথ্যভাষার ভিত্তি হল এই ভাষা—যাতে ছিল না সাধুভাষার প্রাচীন ছাঁদ অথবা বৈয়াকরণ-নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার অধ্যারোপ [তুলনীয়, উপনিষদে বেদসুলভ ১মার বহুবচনে -আসস্ বিভক্তি (জনাসঃ) অথবা ক্লীবলিঙ্গে ১মার বহুবচনান্ত পদের দীর্ঘতা (ত্রী) বা সূত্রসাহিত্যে অন্‌ভাগান্ত শব্দের ৭মীর ১ বচনে বিভক্তিহীনতা (অহন্) এবং এর সঙ্গে তুলনীয় সূত্র সাহিত্যে প্রাকৃতসুলভ *ś/s, y/j, n/ṇ*-এর বিকল্প প্রয়োগ, কিংবা সন্ধিনিয়মের ব্যত্যয় ইত্যাদি]। পরবর্তী যুগের

৩ দ্র: *Burrow* : SL p. 43

৪ দ্র: *Burrow* : SL p. 44 ; *Macdonell* : HSL p. 172

৫ দ্র: *Macdonell* : HSL p. 173

যে সংস্কৃত পাণিনি ও তাঁর অনুগামীদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথ ধ'রে সারা ভারতের সাধুভাষারূপে ছড়িয়ে পড়েছিল (দ্র: ৬.৫৭-৫৮ ; ৭.৬০), এই ভাষা তারই কথ্যভাষার রূপভেদমাত্র। পাণিনি যে ভাষার ওপর ভিত্তি ক'রে তদানীন্তন ভাষার ভাষ্য এবং ব্যাকরণ পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন, বেদোত্তর যুগের রচনাবলী সেই কথ্যভাষার জীবন্ত ছবি।

৫.৪১ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় হল, যজ্ঞানুষ্ঠান-পদ্ধতি, যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনা, তার সঙ্গে বিভিন্ন আখ্যান ও মতবাদের সাহায্যে যজ্ঞের গূঢ় গোপন রহস্য তুলে ধরার চেষ্টা। যাগ-যজ্ঞের খুঁটিনাটি প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, পুরোহিতের দাক্ষিণ্য, যজমানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা, যজ্ঞে মন্ত্রের যথার্থ প্রয়োগ, মূল বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে এদের সংযোজনের চেষ্টা এবং প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে কোনক্রমে একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়াস, ব্রাহ্মণশ্রেণীকে দেবসুলভ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি যাগযজ্ঞমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের জটিল ও সুদীর্ঘ আলোচনা—এই সমস্ত মিলিয়ে—যদিও নীরস, কৃত্রিম ও দার্শনিক-গভীরতাশূন্য—এক বিশাল সাহিত্য রচিত হয়েছে গদ্যে, পৃথিবীতে যার তুলনা নেই।

৫.৪২ (উপনিষদ্গুলিতে কিন্তু এই বিপুল কর্মকাণ্ডের কোন পরিচয় নেই। এখানে আছে জ্ঞানকাণ্ডমূলক দার্শনিকতার সচেতন, সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ প্রয়াস)। সে-যুগের কবি-মনীষীদের আধ্যাত্মিক চেতনায় যে জাগতিক রহস্যের সুষ্ঠু সমাধান ধরা পড়েছিল, সেই পরাবিদ্যার অপূর্ব সরল অথচ অননুকরণীয় কবিত্বময় প্রতিফলন ঘটেছে উপনিষদ্সাহিত্যে। জগতের আপাতভঙ্গুরময়তা, ব্রহ্ম ও সত্যের চিরন্তনত্ব, 'তৎ ত্বমসি' মন্ত্রে জীব-ব্রহ্মের অভেদাত্মক সম্পর্ক, কর্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ, নীতিবাদের অনুশাসন অথচ জিজ্ঞাসুহৃদয়ের মুক্তি-পিপাসা, শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে সমাধান এবং দ্বন্দ্বক্লান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি—এই সমস্ত মিলিয়ে উপনিসদ্সাহিত্য মানবজীবনের চিরন্তন লক্ষ্যের চিরস্থির পথনির্দেশ। বেদের পরিশিষ্ট হিসেবে উপনিষদের অপর নাম তাই বেদান্ত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরণ্যক ও উপনিষদ্ 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলির পরিশিষ্ট সংযোজন হলেও আলোচ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে উপনিষদের

পার্থক্য অত্যন্ত মৌলিক। কারণ, কর্মকাণ্ড থেকে বিগতস্পৃহ পুরোহিত সম্প্রদায়ের আকস্মিক মানসপরিবর্তনসঞ্জাত সৃষ্টি নয় এই উপনিষদ্। সম্ভবত জ্ঞানমার্গীদের আর এক সমান্তরাল চিন্তাধারার ফলশ্রুতি এই রচনাবলী। লক্ষণীয়, ক্ষত্রিয়দের মননশীলতা এবং ক্ষাত্রধর্ম উপনিষদে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে যেন পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষ হিসেবেই। তাছাড়া এ রচনাগুলি ব্রাহ্মণের সঙ্গে এমনভাবে সংযোজিত হয়েছে যে অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয় এবং আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যেও পার্থক্য প্রায়ই অস্পষ্ট—যদিও প্রত্যেকটি প্রাচীন আরণ্যক ও উপনিষদ্ কোন-না-কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত এবং প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণই কোন-না-কোন 'বেদ' শাখার সঙ্গে সংযুক্ত। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান যায় এইভাবে—

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ্
ঋগ্বেদ	১। ঐতরেয় ২। কৌষীতকি	১। ঐতরেয় ২। কৌষীতকি	১। ঐতরেয় উপনিষদ্ ২। কৌষীতকি উপনিষদ্
সামবেদ	১। পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ২। ষড়বিংশ ৩। জৈমিনীয়	১। আরণ্যক সংহিতা ২। আরণ্যক গান ৩। জৈমিনীয়-উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ	১। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ২। কেন উপনিষদ্
কৃষ্ণ যজুর্বেদ	১। কঠ ২। তৈত্তিরীয়	১। কঠ ২। তৈত্তিরীয়	১। কঠ উপনিষদ্ ২। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩। মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্ ৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্
শুক্ল যজুর্বেদ	১। শতপথ	২। শতপথ	১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২। ঈশা উপনিষদ্
অথর্ববেদ	১। গোপথ		১। মুণ্ডক উপনিষদ্ ২। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ৩। প্রশ্ন উপনিষদ্

(উপনিষদ্‌গুলির রচনাকাল এক নয়। আধুনিক বিদ্বানগণ মূল তেরটি উপনিষদের কালিক ক্রম এইভাবে নির্ধারণ করেছেন—

১। সর্বপ্রাচীন ও গদ্যে রচিত উপনিষদ্—ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় এবং কৌষীতকি।

২। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী এবং আংশিকভাবে পদ্যে রচিত উপনিষদ্—কেন।

৩। আরও পরবর্তী এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পদ্যে রচিত উপনিষদ্—ঈশা, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও প্রশ্ন।

৪। সর্ব-পরবর্তী—যদিও গদ্যে রচিত উপনিষদ্—মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয় এবং মাণ্ডূক্য)

৫.৪৩ বৈদিক সাহিত্য বল্‌তে আমরা সাধারণত বুঝি—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্—এই জাতীয় রচনাবলী।[৬] আর জ্ঞানকাণ্ডমূলক উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হল বেদান্ত। কিন্তু বেদপাঠ সহায়ক হিসেবে আরও বিশেষশ্রেণীর রচনা সৃষ্টি হয়েছিল—যা' সামগ্রিকভাবে 'বেদাঙ্গ' বা 'সূত্রসাহিত্য' নামে অভিহিত হয়ে থাকে, যদিও বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সব রচনাই সূত্রাকারে বা -রীতিতে গ্রথিত নয়। বেদাঙ্গ হল ষড়ঙ্গমূলক। যথা—

১। 'শিক্ষা' বা ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) ॥

বেদের নির্ভুল উচ্চারণ-পদ্ধতির আলোচনা থেকেই এই জাতীয় রচনার উদ্ভব। তাই প্রাচীনতম শিক্ষাগ্রন্থের নাম 'প্রাতিশাখ্য'। বিভিন্ন প্রতিশাখ্যগুলি হল—ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যসূত্র, বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যসূত্র, অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্যসূত্র এবং সামবেদের পুষ্পসূত্র ও পঞ্চবিধানসূত্র।

---

৬ বাংলায় বৈদিক রচনাসম্ভারের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র: অনির্বাণ : বে মী (১ম) ; সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্র: বিমান ভট্টাচার্য : সং সা ই ; জাহ্নবীচরণ ভৌমিক :-সং সা ই ; গৌরীনাথ শাস্ত্রী : সং সা ই (অনূদিত) ; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভা দ

২ । কল্প (Ritual) ॥

বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়াকাণ্ড-অনুষ্ঠানের নিভু'ল পদ্ধতি সূত্রাকারে ধ'রে রাখার চেষ্টা হল এর আলোচ্য বিষয়। কল্পসূত্রেরও নানা ভাগ। যথা—(ক) শ্রৌতসূত্র—এতে নির্দিষ্ট হয়েছে শ্রৌত-যাগাদি—যথা অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ সোমযাগ ইত্যাদি। (খ) গৃহ্যসূত্র—এতে আলোচিত হয়েছে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের অনুষ্ঠান যথা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গর্ভাধান, গার্হস্থ্য সংস্কার, পঞ্চমহাযজ্ঞ, গৃহনির্মাণ, বাস্তুশোধন, পশুপালন, কৃষি ইত্যাদি। (গ) ধর্মসূত্র—এতে রয়েছে ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য, দেশাচার, লোকাচার, বর্ণাশ্রম প্রভৃতির আলোচনা। (ঘ) শুল্বসূত্র—বৈদিক যজ্ঞের বেদি প্রভৃতির নিখুঁত মাপজোকের আলোচনা—যেগুলি জ্যামিতিবিদ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন। বিভিন্ন কল্পসূত্রের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাচীন বেদবিদ্‌দের নাম-সংযুক্তি লক্ষণীয়। যথা, আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র, মানব-গৃহ্যসূত্র, আপস্তম্বীয়-ধর্মসূত্র ইত্যাদি।

৩ । ব্যাকরণ (Grammar) ॥

'বেদাঙ্গ' অন্তর্গত প্রাচীন ব্যাকরণ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। ধাতুসিদ্ধ-পদগঠনে উণাদিসূত্র এবং স্বরপ্রয়োগসংক্রান্ত ফিট্‌সূত্র পাণিনি-পূর্ব যুগের স্বল্পতম নিদর্শন। তবে পাণিনির গ্রন্থে উল্লিখিত বহু প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়। যথা, শাকটায়ন, সেনক, গালব, গার্গ্য, আপিশলি, কাশ্যপ, স্ফোটায়ন ইত্যাদি। পাণিনির ব্যাকরণ কিন্তু বেদাঙ্গ নয়, কারণ বেদ পাঠের সহায়ক বা বৈদিকভাষা সংক্রান্ত রচনা তা' নয়।

৪ । নিরুক্ত (Etymology) ॥

বৈদিক বহু শব্দের অবলুপ্তির ফলে সংহিতার অর্থনিরূপণের জন্য প্রয়োজন ঘট্‌ল শব্দকোষজাতীয় গ্রন্থ রচনার। শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ এবং অর্থান্তর প্রভৃতির আলোচনা এই জাতীয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীনতম বৈদিক শব্দকোষ হিসেবে এইরূপ

একটি গ্রন্থ হল 'নিঘণ্টু'। যাস্ক এই নিঘণ্টুর ভাষ্য রচনা করেছিলেন—যার নাম 'নিরুক্ত'। যাস্ক নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্বযুগের লোক এবং তাঁর আবির্ভাব সম্ভবত ৭০০—৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। কাজেই নিঘণ্টুর রচনাকাল নিশ্চয়ই আরও প্রাচীন। নাম (noun), সর্বনাম (pronoun), আখ্যাত (verb), উপসর্গ (preposition), নিপাত (particle), কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য (primary and secondary suffix) ইত্যাদির আলোচনা যাস্কের যুগেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৫। ছন্দঃ (Metrics) ॥

প্রধানত সামবেদের 'ব্রাহ্মণ' এবং উপনিষদেই বৈদিক ছন্দ-সংক্রান্ত নানা আলোচনা পাওয়া যায়। সাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে (৭. ২৭) ও ঋগ্‌বেদ প্রতিশাখ্যের শেষ পটলে, বিশেষত সামবেদের নিদানসূত্রে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ রয়েছে। কাত্যায়নের 'অনুক্রমণী'তেও তাই। পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র' বৈদিক ছন্দের প্রামাণিক গ্রন্থ; কিন্তু তা' বেদাঙ্গ নয়। কারণ বেদোত্তর যুগের ছন্দঃপদ্ধতিই এর মূল উপজীব্য। পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ হিসেবে বৈদিক ছন্দসংক্রান্ত আরও নানা আলোচনাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল—যার কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৬। জ্যোতিষ (Astronomy) ॥

বৈদিক যজ্ঞসম্পাদনের জন্য প্রয়োজন ছিল তিথি-নক্ষত্র-অবস্থানের সঠিক হিসাব। কাজেই বেদাঙ্গ হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য। ঋগ্‌বেদের বহু স্থানে গণিতের সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যাত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনা দেখা যায়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ-গ্রন্থাদির মধ্যে লগধমুনির ঋগ্‌বেদীয় ও শেষমুনির যজুর্বেদীয় 'বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ' উল্লেখযোগ্য।

॥ ৬ ॥

সংস্কৃত ভাষা ও পাণিনি

৬.১০ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাব অন্তিম স্তব সূচিত করছে সংস্কৃত। বৈদিক ভাষা (প্রাচীন ও অর্বাচীন) এবং বেদোত্তর বা "ব্রাহ্মণ" যুগের ভাষা হল এর প্রাথমিক দুটি স্তর। ব্রাহ্মণ যুগের পরিশেষে সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে এই ভাষা গড়ে উঠেছিল ভারতের মধ্যদেশীয় অঞ্চলে অর্থাৎ আর্যাবর্তে—যদিও সেই ভাষার মধ্যে উদীচ্য বা প্রাচ্যের উপভাষাগত বিভেদ-বৈচিত্র্য একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। নানা উপভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যে কেন্দ্রাঞ্চলের সংহত ভাষা এই সংস্কৃত ছিল অভিজাত- এবং ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়-অনুশীলিত শিষ্টজনসম্মত ভাষা। এই ভাষাটির সাধু বা সাহিত্যিক ছাঁদটি আদর্শভাষারূপে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা' জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তার কারণও ছিল। সারা ভারতে তখন ভাষার আঞ্চলিক বিভেদ এবং প্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের উদ্‌গম নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছিল। দ্বিতীয়ত, জাতীয় চেতনার বিকাশের পক্ষে সর্বজনসম্মত এক মাধ্যমের গ্রহণযোগ্য আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, বেদ ও ব্রাহ্মণ জাতীয় রচনাবলীর ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই ভাষার সম্পর্ক তখনও একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় নি—গৌরবময় উদীচী ভাষা তখনও সকলের পক্ষে আদর্শস্থানীয় আর সম্ভবত, মধ্যদেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুশীলিত সাধুভাষার সঙ্গে এই উদীচ্যভাষার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা তখনও বজায় ছিল।

শুধু তাই নয়,—আর্যেতর সংস্কৃতির পারস্পরিক যোগাযোগ তখন অনিবার্য হয়ে উঠ্‌ছিল। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অন্‌-আর্য ভাষার উপাদান এই সমন্বয়ের স্বাক্ষর। গানে, গাথায়, আখ্যানে, উপকথায় সমন্বয়কামী

আর্য, অন্-আর্য অথবা আর্যীভূত অন্-আর্যদের বৈচিত্র্যময় লৌকিক চেতনা সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য চাইছিল এক সাধারণ মাধ্যম। সংস্কৃত সেই মাধ্যমের ভূমিকা গ্রহণ করল। ভাষা ও ভাবে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ এই লোক-সংস্কৃতির বিচিত্র সমাহারের গণস্বাক্ষর।

কাজেই সংস্কৃত হয়ে উঠেছিল ভারতের জাতীয় ভাষা—তা' হয়েছিল ভারত-সংস্কৃতির সার্থক ভাব-বাহন। বর্ণাশ্রম প্রবর্তনের দ্বারা সমাজধর্মকে স্থিতিশীল করার প্রয়াস, বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ এবং শস্ত্রজীবী অভিজাত ক্ষত্রিয় বা রাজন্যদের মধ্যে সতত-সংযোগপ্রচেষ্টা, আর্যসমাজে শূদ্র এবং বিশদের অন্তর্ভুক্তির অধিকার, বস্তুনির্ভর দ্রাবিড় সংস্কৃতির অপরিহার্য স্বীকৃতির প্রশ্ন, সারা ভারতকে এক আর্য-সংস্কৃতির বাঁধনে বেঁধে ফেলার প্রযত্ন, নানা ধর্মাবলম্বীদের প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতের অর্জিত অধিকার —এই সমস্ত মিলিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে গড়ে উঠেছিল নতুন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং যুগচেতনা যা' বৈদিক যুগ থেকে এই যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। আর সেই সংস্কৃতি-চেতনা কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন ক'রে তা' ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বহির্ভারতে।

৬.২০ পাণিনির আবির্ভাব (খ্রী: পূ: ৪র্থ শতক) এবং ভাষার ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন এই পটভূমিকায় উপস্থাপিত হওয়া দরকার। প্রাচীন বেদের যুগ থেকে পাণিনির আবির্ভাবের সময়-সীমা পর্যন্ত যে যুগ (খ্রী: পূ: ১২০০—৪০০) তার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা জটিল এবং বিচিত্র।[১] এই সময়ের ভাষারীতি দুটি সমান্তরাল পদ্ধতিতে বিবর্তিত হচ্ছিল—যদিও তাদের নিকট সম্পর্ক অচ্ছেদ্য নয়, বা তাদের পারস্পরিক প্রভাব অনতিক্রম্য নয়। মনে রাখা দরকার, বৈদিক ভাষার ব্যবহার ও বিবর্তন আবর্তিত হয়েছিল ধর্মসচেতন এক বিশেষ গোষ্ঠীর পুরোহিত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র ক'রে। আর পরবর্তীযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থানে

১ দ্র: *Keith* : HOSL pp. 3-26 ; *Macdonell* : HSL pp. 16-22 ; *Burrow* : SL pp. 35-44, 53-60 ; *Chatterji* : IAH pp. 63-70

এই ধর্মগুরুরাই নিয়েছিলেন সক্রিয় ভূমিকা। সুতরাং এঁদের ভাষা ছিল মূলত, উচ্চকোটির ভাষা (higher language, Hochsprache), সাধু বা সাহিত্যসম্মত ভাষা। এই হিসেবে এই ভাষা হল formal বা বহিরঙ্গমূলক, রীতিসিদ্ধ। বেদের মধ্যে একই শব্দ বা বাক্যরীতির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার তাই সহজ দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য, এই উচ্চকোটির ভাষাও ভাষার নিয়মানুযায়ী বিবর্তিত হয়ে চলেছিল বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্‌-ক্রমে পাণিনির যুগ পর্যন্ত। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে এই ভাষারই সার্থক প্রতিফলন দেখা যাবে।

এই ধারার পাশে তথাকথিত সংস্কৃতেব আর একটি রূপ সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলেছিল। সে ভাষা বৈদিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাষা নয়, অথবা নয় ব্যাকরণশাসিত বা ঐতিহ্যসূত্রে বাধাগ্রস্ত। এ হল লৌকিক বা কথ্য সংস্কৃত (popular speech)—যার প্রচলিতি ছিল সমাজের অনুন্নত বা অনভিজাত কোটির মধ্যে। বর্ণ, জাতি বা গোষ্ঠী ভেদে (caste, race, clan) ভাষার শ্রেণীবৈষম্য ছিল নিশ্চয়ই—আঞ্চলিক ভেদ তো ছিলই। সাধারণ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক ও বর্গীয় উপভাষা (local and class dialects) এবং তাদের পাবস্পরিক মিশ্রণগত বিভেদ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই ঘরোয়া বা জানপদ ভাষা (vernacular)। বলা বাহুল্য, শিষ্ট ভাষার তুলনায় এই কথ্যভাষার বিবর্তন ছিল আরও দ্রুতগামী, সজীব এবং আপোষমূলক। তাছাড়া তদানীন্তন সমাজের মুণ্ডা বা দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর সংযোগের ফলে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এই কথ্য ভাষাব গ্রহণক্ষম নমনীয়তা।

এই দুটি ধারার অস্তিত্ব স্বীকারের অর্থ এই নয় যে এই ভাষাদ্বয়ের একটি মৃত এবং অপরটি জীবন্ত অথবা এদের বিচ্ছেদ অনতিক্রম্য। বস্তুত এই দুটি ধারার মূল পার্থক্য প্রথমত হল এই যে—একটি হল অঞ্চল-বিশেষের বিশিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীকেন্দ্রিক রক্ষণশীল সাধুভাষা, অপরটি সাধারণের প্রগতিশীল ভাষা। দ্বিতীয়ত, দুটি-ই সজীব ভাষা কিন্তু একটির ধ্বনি-বা রূপ পরিবর্তনের অগ্রগতি অধিক দ্রুত। এই দুটি ভাষা অন্তত প্রাচীনস্তরে পরস্পরের খুবই নিকটাত্ম ছিল। এদের বিভেদ নিশ্চয়ই বোধগম্যতার

পক্ষে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করত না। অশোকানুশাসনের উপভাষাগত বৈচিত্র্যের পারস্পরিক তুলনা করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে। তৃতীয়ত, এদের পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাব সবসময়ই লক্ষ্য করা গেছে। ঋগ্‌বেদের সাহিত্যিক ভাষার অন্তঃস্তলে যে প্রাকৃত শব্দ অথবা প্রাকৃতায়ন (prakritisation) দেখা যায়, আসলে তা' নিম্নকোটী ভাষাভাষীর class dialect থেকে গ্রহণ করা হয়েছে স্বাভাবিক ঋণ হিসেবে। অপরদিকে উচ্চকোটির ভাষার প্রভাবে এখনকার মত তখনও সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষার মধ্যে তৎসম বা উচ্চবর্গীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল অথবা প্রয়োজন হয়েছিল বহু প্রাকৃত শব্দকে সংস্কৃতায়িত (hyper-sanskritisation) করার। গাথা বা সঙ্কর সংস্কৃত, পালি এবং অর্ধমাগধীর মধ্যে সংস্কৃতায়নের এই প্রতিফলন দেখা যাবে আরও ব্যাপকভাবে। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে কেবল অভিজাত সাহিত্যের প্রভাবের ফলেই এই জাতীয় সংস্কৃতায়ন সম্ভব হত না যদি না জীবন্ত ভাষার আন্তর প্রৈতি এর অন্তঃস্তলে সক্রিয় থাকৃত। বহু সংগ্রামের পরে কালিদাসের যুগে সাধু সংস্কৃতের যে নব জাগরণ তা' জাতির অবচেতন ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ।

৬.৩০ কিন্তু কালক্রমে বেদোত্তর যুগে এই ভাষাগত বিচ্ছেদ ক্রমশই স্পষ্ট এবং বিভেদাত্মক হয়ে উঠ্‌ছিল। ভাষার আঞ্চলিক এবং শ্রেণীগত বিচ্ছিন্নতাই এর কারণ। এই বিচ্ছেদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত তথ্য থেকে—

প্রথমত, বৈদিক ভাষার উপভাষাগত লক্ষণ।[২] যথা—

ক) স্বরমধ্যগত একক ধ, ভ প্রভৃতি ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের হ-এ পরিণতি (গ্রহ্‌/গ্রভ্‌, হিত/ধিত ইত্যাদি)।

খ) স্বরমধ্যগত একক ড, ঢ,-এর ল., ল্‌.হ-এ (*ḷ, ḷh*). পরিণতি (ঈলে. <ঈডে ইত্যাদি)।

গ) সং ল-ধ্বনির স্থানে র-ধ্বনির ব্যবহার (রোহিত, রোচন, সং লোহিত, লোচন ইত্যাদি)।

---

২ দ্র: *Katre* : PL p. 62 ; *Ghose* : chap XVI in VA (i) pp. 339-340 ; *Keith* : HOSL pp 3-4

ঘ) সর্বনামের তৃতীয়ার বহুবচনে -এভিঃ বিভক্তির নামপদে অনুপ্রবেশ। এ ছাড়া, ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে কতকগুলি ধ্বনিপরিবর্তনের অগ্রগতি বা প্রাকৃতায়ন যা' সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রাকৃত যুগে। যেমন—

ক) মূর্ধন্যীভবন (cerebralisation) যথা—র্ত, ৃত (*rt, ṛt*) >ট (ব্রিকট < ব্রিকৃত, কট <কৃত, কাট <কর্ত ইত্যাদি)।

খ) প্স > চ্ছ (কৃচ্ছ্র < *কৃপ্স্র)।

গ) দ্য > জ্য (জ্যোতিষ্ < দ্যোতিষ্)।

ঘ) ঋ > ই, উ (শিথিব, বুস < * শৃথির, বৃশ)।

ঙ) পদান্ত -অঃ > -এ (সুরে দুহিতা [১।৩৪।৫] কিন্তু সুরো দুহিতা [৭।৬৯।৪]) অথবা ঋগ্‌বেদেব অর্বাচীন অংশে র-এর ল-এ পরিণতি। বলা বাহুল্য, এই দুটি বৈশিষ্ট্য পববর্তী যুগেব পূর্বী-প্রাকৃতের লক্ষণ।

দ্বিতীয়ত, অবৈদিক বা অ-সংস্কৃত প্রয়োগ। বেদে বা সংস্কৃতে উল্লিখিত বা উদ্ধৃত নয় এমন বহু শব্দ চলিত ছিল যা' একদিকে অবৈদিক বা অ-সংস্কৃত আর্যভাষা এবং পববর্তীযুগের প্রাকৃত ভাষাব মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে (দ্র: ১১শ অধ্যায়)। যথা—

ক) বৈদিক ও সংস্কৃত অস্তি কিন্তু প্রাকৃতে অচ্ছই < * অচ্ছতি (তু: গ্রীক *esketi*)।

খ) বৈদিক ও সংস্কৃত -ক্ষ- কিন্তু পালি গ্‌ঘ প্রাকৃত জ্‌ঝ < আর্য **ǵžh*
(সং প্রক্ষবতি পালি পগ্‌ঘরতি প্রাকৃত -ঝবই)।

গ) নিষ্ঠান্ত -দত্ত -(<√দা)—এই পদের অন্যান্য রূপ যথা দাত, দিত, দিন্ন প্রভৃতির প্রাকৃত প্রযোগ।

ঘ) এ ছাডা, প্রাক্‌-বৈদিক ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্রও লক্ষ্য করা যাবে বহু শব্দে যথা—নীড (<**ni-zd-a**), দূল.ভ (<*duz-dabh-a*), ষোডশ (< **saz-daśa*) ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক তথ্য। বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়-সীমার মধ্যেই যে কথ্য-সংস্কৃতের উপভাষাগত বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—এই তথ্যের সমর্থন মিলবে

প্রাচীন সাহিত্য থেকে।[৩] কৌষীতকি ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে—"তস্মাদ্ উদীচ্যাম্ প্রজ্ঞাততরা বাগ্ উদ্যতে, উদঞ্চ উ এব যান্তি বাচম্ শিক্ষিতুম্। য়ো বা তত আগচ্ছতি, তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতি" (৭।৬)। অর্থাৎ উদীচ্যদেশে ভাষা অধিকতর প্রযত্নে উচ্চারিত হয়। তারা উদীচ্যে ভাষা শিখতে যায়। যারাই সেখান থেকে আসে, লোকে তাদের কথা শুন্তে ইচ্ছুক হয়। তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে পূর্বদেশীয় ব্রাত্যদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"অদুরুক্তবাক্যং দুরুক্তম্ আহুঃ। অদীক্ষিতা দীক্ষিতবাচং বদন্তি" (২৭।৪)। অর্থাৎ (ব্রাত্যগণ) কষ্টসাধ্য নয় এমন বাক্য কষ্টে উচ্চারণ করে। যদিও তারা দীক্ষিত নয় (অর্থাৎ বৈদিক ধর্মে), তথাপি তারা দীক্ষিতের ভাষা বলে।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি স্পষ্টতই প্রমাণ করছে যে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমা এবং পূর্বী ভাষার বিভেদের দিকে লক্ষ্য রেখে রচয়িতা মন্তব্য করেছেন। বলা বাহুল্য, মধ্যদেশীয় ভাষারও যে উপভাষাগত বৈচিত্র্য ছিল তার অনুমান সহজেই করা চলে।

চতুর্থত, যাস্ক, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখ প্রখ্যাত বৈয়াকরণদের উদ্ধৃতিও উপভাষাগত বিভেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।[৪]

যাস্ক (খ্রী: পূ: ৫০০), পাণিনি (খ্রী: পূ: ৪র্থ শতক) ও কাত্যায়ন (খ্রী: পূ: ৩য় শতক) উদীচ্য ও প্রাচ্যজনের ভাষাবৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন (দ্র: নিরুক্ত ২।২, ৫।৫; মহাভাষ্য—১।৯, ৫।৮, বিষয় ৭।৩।৪৫)। কাত্যায়ন যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন পতঞ্জলির (খ্রী: পূ: ২য় শতক) রচনায় সেই সব অঞ্চলের নাম উদ্ধৃত হয়েছে। যথা, কম্বোজ, সুরাষ্ট্র, প্রাচ্যমধ্য ইত্যাদি। কাত্যায়ন পাণিনির রচনার দোষ নির্ণয় করে বলেছেন যে পাণিনি সবসময় প্রচলিত রূপ দেখান নি। যথা সম্বোধনে 'নাম' এবং 'নামন্ উভয়ের ব্যবহার; 'দ্বিতীয়' এবং 'তৃতীয়' শব্দের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের একবচনে সর্বনামস্থানীয় ব্যবহার এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'উপাধ্যায়ী, আর্যা, ক্ষত্রিয়া এবং মাতুলানী' শব্দগুলির বিকল্প প্রয়োগ। পতঞ্জলি আরও দেখিয়েছেন, লিটের মধ্যমপুরুষে "তের, উষ, পেচ" পদগুলির ব্যবহারের

৩ দ্র: *Chatterji* : IAH pp. 60-61

৪ দ্র: *Keith* : HOSL pp. 10-11

স্থলে কৃদন্ত বাক্যাংশের ব্যাপক ব্যবহার দেখা দিয়েছে তাঁর সময়ে। পতঞ্জলি ধ্বনির উচ্চারণ-ভেদের কথাও উল্লেখ করেছেন। যথা 'শশ, পলাশ, মঞ্চক'—শব্দগুলির স্থলে 'ষষ, পলাষ, মঞ্জক'। এছাড়া কিছু অপশব্দের কথাও উল্লেখ করেছেন, যথা কৃষি, দৃশি, গৌ—শব্দগুলির স্থলে যথাক্রমে কসি, দিসি, গাবী-গোণী-গোতা-গোপোতালিকা। অথবা আজ্ঞাপয়তি, বর্ততে, বর্দ্ধতে—পদগুলির স্থলে আণপয়তি (অশোকানুশাসনে প্রাপ্তব্য), বট্টতি, বড্‌ঢতি ; এছাড়া পতঞ্জলি অসুরদের (নিশ্চয়ই পূর্বীজন) কাহিনী বলেছেন, যারা 'অরয়ঃ (< অরি) এই পদকে 'অলয়ো' বা 'অলবো' বলে ভুল উচ্চারণ করত।

উদ্ধৃত উদাহরণ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, পতঞ্জলির সমসাময়িক অনভিজাত কোটির ভাষায় সমীভবন (assimilation), 'ব'-এর 'ল'-এ পরিণতি এবং ঋ-কার বা র-এর প্রভাবজাত মূর্ধন্যীভবন (cerebralisation) স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল, যা' পরবর্তী যুগের প্রাচ্যপ্রাকৃতেরই বৈশিষ্ট্য।[৫]

পাণিনি ছিলেন যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই উদীচ্য বা উত্তর-পশ্চিমা ভাষা ছিল তখনকার শিষ্টজনসম্মত মুখ্য ভাষা। তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে এই অঞ্চলের ভাষা ছিল আদর্শস্থানীয়। কিন্তু তিনি তাঁর রচনায় 'প্রাচাম্, উদীচাম্' ইত্যাদি উল্লেখের দ্বারা অঞ্চলবিশেষের সীমাবদ্ধ ব্যাকরণ-রীতিকে স্বীকার করে গেছেন।

৬.৪০ কালক্রমে সাধু সংস্কৃত এবং কথ্য সংস্কৃতের বিভেদ ক্রমবর্ধমান হতে লাগল আঞ্চলিকতা, শ্রেণীগত বৈষম্য এবং অনভিজাত ভাষার পৌনঃপুনিক অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র ক'রে। ভাষার এই বিকৃতি লক্ষ্য ক'রে পুরোহিত সম্প্রদায়ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। ফলে ভাষায় পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রবল স্পৃহা এবং বিস্তৃতি দেখা গেল পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' এই বিক্ষিপ্ত প্রয়াসের সফল সংকলন। পরবর্তী যুগে পতঞ্জলিও ভাষার এই বর্বর বিশৃঙ্খলাজনিত অমঙ্গল সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন তাঁর যুগকে। ব্যাকরণগত অনুশাসন, পূর্বতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বন্ধন, ভাষাসম্পর্কে

৫ দ্র: *Chatterji* : IAH p. 61

পবিত্র দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, পূত ভাষার সংরক্ষণশীলতা বজায় রাখার চেষ্টাজনিত ভাষার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন এবং সর্বোপরি প্রাচীন বৈয়াকরণদের বিশ্লেষণী শক্তি, দক্ষতা এবং চাতুর্য ইত্যাদির ফলে ভাষার নব মূল্যায়ন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ভাষা সংস্কারের আন্তর আকৃতির সার্থক রূপায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল ভাষার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, ভাষার বহুধা বৈচিত্র্য এবং নবীন বৈশিষ্ট্যগুলিকে সযত্নে পরিবর্জন। বলা বাহুল্য, এ সমস্তের মূলে ছিল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা; কারণ তাঁদের কাছে সুনিয়ন্ত্রিত ভাষার অর্থই হল পবিত্র ভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, উচ্চারণের যাথার্থ্য হল ইষ্ট প্রাপ্তির মন্ত্রলাভ। উচ্চারণ বিকৃতির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'সরস্বতী' নামে এক যজ্ঞের প্রাচীন বিধান উল্লিখিত হয়েছে। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে কয়েকজন প্রাচীন ঋষির নাম করেছেন যারা সাধারণত ঘরোয়া ভাষায় "যদ্ বা নঃ তদ্ বা নঃ"—এর স্থলে "যর্বা ণঃ তর্বা ণঃ" উচ্চারণ দোষে দুষ্ট ছিলেন; কিন্তু যজ্ঞের সময়ে তাঁদের উচ্চারণ ছিল একেবারে নির্ভুল ও নিখুঁত। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব (খ্রী: পূ: ৫ম শতক) এই ধর্মীয় চেতনাকে আরও সজাগ করে তুলেছিল নিশ্চয়ই।

এই মনোবৃত্তির মোট ফল হল, ধর্মীয় বিধানে বদ্ধ সংরক্ষণশীল সাধুভাষা অনেকটা কৃত্রিমধর্মী হয়ে পড়ল। 'কৃত্রিম' অর্থে এই নয় যে তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতীক হিসেবে এক গতিহীন মৃত অর্থাৎ বন্ধ্যা ভাষার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছিলেন—বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মপ্রভাবকে অস্বীকার করার প্রতিকার হিসেবে। বরং বলা চলে, সংস্কৃত ভাষা হয়ে দাঁড়াল শৃঙ্খলিত (enchained) এবং গতানুগতিক (stereotyped)—যার বিবর্তনের গতি সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে তাল রেখে আর এগুতে পারল না।

ভাষার এই সীমায়িত বিবর্তন অন্যত্র মোটেই দুর্লভ নয়। গ্রীক 'কোইনে'র (Koinē) ইতিহাস অথবা খ্রী: পূর্ব প্রথম শতকে লাতিনের স্থিরীভূত বা নিরূঢ় রূপ অথবা আধুনিক ইংরাজীর স্থির পরিমিত আদর্শ (standardisation) বিচার করলেই ভাষাকে গতানুগতিকতা-

বন্ধনে বদ্ধ করার শক্তি সাহিত্যের কতখানি তা' সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

৬.৫০ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ থেকে পাণিনির আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত ভাষা-পরিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র এতক্ষণে উদ্‌ঘাটিত হল। পূর্ব আলোচনার সূত্র ধ'রে একথা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন যে ধ্রুপদী সংস্কৃত (classical Sanskrit) হচ্ছে মূলত সাধু বা আদর্শ, শিষ্ট এবং সাহিত্যিক ভাষা (Hoch-, Standard-, Kunst-, Literatur-sprache)[৬], আর পাণিনি হলেন এই ভাষার জনক। এর অর্থ এই নয় যে পাণিনি এই ভাষার স্রষ্টা অথবা পাণিনি তাঁর নিজস্ব জানপদ উপভাষাকে জাতীয় মর্যাদার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বরং বলা যায়, তিনি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠী-পরিকল্পিত ভাষার সীমায়িত বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসন থেকে ভাষার ব্যাখ্যামূলক ভাষ্য রচনা করেছেন মাত্র—ভাষা সৃষ্টি করতে চান নি। সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুবিন্যস্ত ভাষার প্রতি যুগোচিত ধর্মীয় প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হলেও তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা কখনও ধর্মাবেশে অভিভূত হয়ে ভাষার পবিত্রীকরণে বিধান বা অনুশাসন সৃষ্টি করতে চায় নি। তাই বৈয়াকরণের যে মূল দায়িত্ব—ভাষার বিবিধ উপাদানের সংকলন ও গ্রন্থনা—একথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি। সেই যুগের সতত সঞ্চরণশীল, বিক্ষিপ্ত এবং কেন্দ্রাতিগ বাঁধভাঙা ভাষাস্রোতকে একটি কৃত্রিম খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, তা' না হলে হয়ত জাতির স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনীশক্তি কতকগুলি আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত লৌকিক গীতি বা আখ্যান সৃজনেই নিঃশেষিত হয়ে পড়ত—তার মূল্য যাই হোক না কেন, তা' আঞ্চলিক জনগণমানসের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই হত না। কাজেই পাণিনি ভাষাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করেছিলেন ভাষার ভাষ্যকার হিসেবে; কিন্তু সে শৃঙ্খল, বন্ধন নয়; তা' মানসমুক্তির দুর্বার অভিযানে নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলপরায়ণতা। ভাষার অনিয়মিত প্রাচুর্যকে নিয়ন্ত্রিত সংস্করণে এবং সহজবোধ্য সংগঠনে রূপায়িত করার দুরূহ দায়িত্ব বহন করেছিলেন পাণিনি।

---

৬ দ্র: *Thumb* : HBS (1) p. 102

পাণিনি-নির্দিষ্ট ভাষাচিত্রের চরিত্র এবং তার মূল্যায়ন নীচের তথ্যগুলির[৭] উপর নির্ভরশীল—

৬.৫১ **পাণিনি-নির্দিষ্ট ভাষা জীবন্ত লোকভাষা ॥** পাণিনি যে ভাষার পরিচয় দিয়েছেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে, সেই সাধু ভাষা একটি অঞ্চল বিশেষেরই ভাষা এবং তা' অকৃত্রিম, জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা। কারণ পূর্বতন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষার সঙ্গে পাণিনির 'ভাষা'র নিকট সম্পর্ক সহজেই লক্ষণায়। তাছাড়া তাঁর ব্যাকরণগত অনেক অনুশাসনই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি না স্বীকার করা হয় এই ভাষা সমাজের অভিজাত কোটির অন্তত দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। আর "ভাষা"—পাণিনিসৃষ্ট এই অভিধার ব্যবহার স্বাভাবিক ভাবে কথ্য ভাষাকে নির্দেশ করে নিশ্চয়ই। 'ভাষা' কথাটি বেদে মেলে না—এমন কি √ভাষ্ ধাতুর ব্যবহার ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। সুতরাং 'ভাষা' কথাটি সম্ভবত পাণিনি-সৃষ্ট—এবং তার সঙ্গে 'বিভাষা' কথাটিও। 'বিভাষা' শব্দটি প্রাকৃত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম dialect অর্থে ব্যবহার করলেও পাণিনি বিভাষা অর্থে বুঝেছিলেন—ভাষার বিশেষ ব্যবহার অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ব্যবহার ও ব্যতিক্রম (sporadic exceptions)। আর 'ভাষা'র অর্থ, প্রত্যক্ষ, প্রকাশক বা বিবরণ- বা ব্যাখানমূলক ভাষা যা' কাব্য বা সূত্র-প্রবচনের ভাষা থেকে পৃথক। পরবর্তী যুগের উপনিষদ্ ও সূত্র সাহিত্য এবং আচার্যদের রচিত ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ নিবন্ধাদিও পাণিনির এই 'ভাষা'র অন্তর্গত।

পাণিনির ভাষা যে লোকভাষারই পরিচায়ক তার অন্য প্রমাণও পাওয়া যাবে কতকগুলি ব্যাকরণগত বিধানে—যথা উত্তেজিত বাক্যালাপে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব প্রয়োগ অথবা নিষ্ঠুর মাতার প্রতি 'পুত্রাদিনী' শব্দের নিন্দার্থক প্রয়োগ পাণিনি নিষেধ করেছেন। দূর থেকে আহ্বান, অভিবাদন, প্রশ্ন বা প্রত্যুত্তরে স্বরের দীর্ঘীকরণ পাণিনিবিধান-সম্মত। এছাড়া দ্যূতক্রীড়া, আভীর সম্প্রদায়ের ভাষার পরিভাষাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রকাশক্ষম বাক্যরীতির উল্লেখ রয়েছে পাণিনিতে অথবা পাণিনির মত অন্যান্য বৈয়াকরণরা আরও কিছু বাক্যরীতির প্রয়োগ লিপিবদ্ধ করে গেছেন যা' লোকভাষাতেই

৭ দ্র: *Keith* : HOSL p. 4-26 ; *Sen* : 'Three Lectures on MIA' in JOIB; vol XI, no, 3, 1962

সম্ভব। যথা, কাজের তীব্রতা বোঝাতে মধ্যমপুরুষে লোটের পুনরুক্তি এবং তারপরে লটের ব্যবহার যেমন 'খাদ-খাদেতি খাদতি' (সে আগ্রহ ভরে খায়) অথবা 'উদরপূরম্ ভুঙ্‌ক্তে' (সে পেটপুরে খায়), 'দণ্ডাদণ্ডি কেশাকেশি', 'অত্র খাদতমোদতা বর্ততে', 'জহিস্তম্বো' য়ম্' ইত্যাদি, 'মন্যে' শব্দের অনন্বিত ব্যবহার (parenthetical use), সরস পরিহাসমূলক 'অপচসি' (তুমি রাঁধুনীই নও) শব্দের ব্যবহার, 'য়ামকি' (আমি যাই)—এই শব্দের অপ্রচলিত প্রয়োগ এবং ভাষার 'স্বর' (accent) সম্বন্ধে সবিস্তৃত বিধান প্রভৃতি উদাহরণ লৌকিক ব্যবহার-রীতিরই পরিচায়ক।

মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত ভাষা কথোপকথনের ভাষা হিসেবে যাদের কাছে পূর্ব থেকেই পরিচিত এবং স্বাভাবিক, পাণিনি তাদের জন্যই ব্যাকরণগত বিধান দিয়ে গেছেন। ভাষাদর্শের কষ্টিপাথরে বিশুদ্ধি ও গ্রাম্যতার সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লৌকিক ব্যবহারের ঐতিহ্য অনুসরণ করতেই চেয়েছিলেন পাণিনি। এই কথা মনে রাখলেই পাণিনির রচনায় ন্যায়-বিরুদ্ধ ক্রম এবং শিক্ষার পক্ষে অসম্ভাব্য দুরূহতার ব্যাখ্যা করা যাবে।[৮]

৬.৫২ পাণিনির 'ভাষা'য় উপভাষাগত বিভেদ (dialectal differences) ॥ পাণিনি লেখ্য ও কথ্য ভাষায় পার্থক্য বা তাদের কোন সাধারণ নাম উল্লেখ করেন নি বটে, কিন্তু ভাষার উপভাষাগত বিভেদ তাঁর নজর এড়ায় নি। আদর্শ (standard) ভাষা থেকে পৃথক্ অথবা অংশত পৃথক্ উপভাষা বা উপভাষাসমূহের উল্লেখ তিনি করেছেন কখনও অঞ্চলবিশেষের উল্লেখ করে কখনও বা আঞ্চলিক ভাষাসম্প্রদায়ের নামোল্লেখ ক'রে। 'প্রাচাম্' (১৫টি সূত্রে), উদীচাম্ (৬টি সূত্রে), অথবা 'প্রাচ্য ভবত', মদ্র (৭/৩/১), উশীনর, অন্ধক-বৃষ্ণি, গার্গ্য-কাশ্যপ-গালব, এমনকি বাহীক গ্রামের উল্লেখ (৪/২/১১৭) 'অষ্টাধ্যায়ী'তে দ্রষ্টব্য। বিপাশা নদীর উত্তর পারে উপভাষা অঞ্চলে (dialect area) স্বরের প্রয়োগ (৪/২/৭৪), এমনকি 'শূদ্র' এই কথাটির দ্বারা সম্প্রদায়বিশেষের উপভাষা (৮/২/৮৩) এবং স্ত্রীজাতির ভাষা প্রয়োগ (৪/২/৭৬) তিনি লক্ষ্য করেছেন। সহার্থে 'সধ্রি' শব্দের প্রয়োগ

---

৮ দ্র: *Keith* : HOSL p. 424

পাণিনি-বিধানসম্মত। অন্যত্র বা সংস্কৃতে এর প্রয়োগ না মিল্‌লেও প্রাকৃতে 'সদ্ধিং' শব্দের ব্যবহারে এর আঞ্চলিক প্রয়োগের সমর্থন মিল্‌ছে।

৬.৫৩ পাণিনির ভাষায় বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন॥ পাণিনির আবির্ভাবের পূর্বে আরও অনেক বৈয়াকরণ আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁদের রচনা কালের গর্ভে বিলুপ্ত। পাণিনি এঁদের অনেকের নাম উল্লেখ করে গেছেন যথা আপিশলি, কাশকৃৎস্ন, শাকল্য, শাকটায়ন প্রভৃতি। পাণিনি এই আচার্যদেরই উত্তরসূরী হিসেবে বেদাধ্যয়নের ঐতিহ্য অঙ্গীকার না ক'রে পারেন নি নিশ্চয়ই। তাই বৈদিকের বিশেষ রীতি এবং প্রয়োগ তিনি সযত্নে লক্ষ্য করেছিলেন। 'মন্ত্র' এই অভিধা পাণিনি ব্যবহার করেছিলেন ঋগ্‌বেদের সম্ভবত যজুঃ- ও অথর্ববেদের ছন্দোবদ্ধ অংশবিশেষেরও ভাষা-বৈশিষ্ট্য দেখেই। আচারমূলক মন্ত্র অভিহিত হয়েছিল 'যজুঃ' নামে আর বৈদিক গদ্য রচনার ভাষাবৈশিষ্ট্য দেখান হয়েছিল 'ব্রাহ্মণ' এই অভিধার দ্বারা। বস্তুত, তাঁর কাছে 'ছন্দস্‌' এই শব্দের অর্থ হল সমগ্র সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমেত সমগ্র বৈদিক সাহিত্য। 'ছন্দস্‌' এই শব্দের অর্থ যদি কেবল বৈদিক ছন্দোবদ্ধ সংকলন বোঝায়, তাহলে ৩/১/৪২ সূত্রে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যায় না। বৈদিক সংহিতা-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য রচনা এবং বৈদিক ভাষা থেকে অবৈদিক ভাষার পার্থক্য বোঝাতে তিনি যথাক্রমে 'অমন্ত্র' এবং 'অনার্ষ' শব্দের ব্যবহার করেছেন।

বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পাণিনির পরিচিতি ছিল স্বাভাবিক। কারণ, তিনি নিজে ছিলেন উদীচ্য বা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী, আর এই আঞ্চলিক ভাষা নিশ্চয়ই তখনকার মধ্যদেশের শিষ্টজনসম্মত মুখ্যভাষা থেকে খুব বেশি বিচ্ছিন্ন ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, তাঁর রচনা মুখ্যত বৈদিক ভাষার ইতিহাস নয়, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তদানীন্তন যুগের জীবন্ত 'ভাষা'রই ব্যাকরণ রচনা। তার ফলে, বৈদিক ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য সব সময় যথাযথ, সুসংবদ্ধ বা চূড়ান্ত নয়। তাই 'অষ্টাধ্যায়ী'তে কাঠক বা মৈত্রায়ণীয় সংহিতা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ যেমন লভ্য, তেমনি লভ্য অনিয়মিত বৈদিক ব্যবহার সম্পর্কে অস্পষ্ট মন্তব্য, বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তিহীন

উল্লেখ অথবা ভাষাগত যে কোন বৈচিত্র্যকে বৈদিক প্রয়োগ ব'লে ব্যাখ্যার প্রয়াস।[৯]

৬.৫৪ পাণিনির 'ভাষা' বিশেষ একটি অঞ্চলের উপভাষাশ্রিত॥ এই ভাষা যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষার উপর ভিত্তি ক'রে রচিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এ ভাষাঞ্চল হল ভারতের মধ্যদেশীয় অঞ্চল। তাই এর মধ্যে একদিকে যেমন বৈদিক ভাষা বা উত্তর-পশ্চিমা থেকে পৃথক কিছু বৈশিষ্ট্য মেলে, তেমনি মেলে পূর্বাঞ্চলের ভাষার কিছু নবীন বৈশিষ্ট্য। যথা—

ক) -র-এর স্থলে -ল-এর বিকল্প উচ্চারণ (রলয়োরভেদঃ)। প্রাচীন বেদ ও ইরাণীয় ভাষায় কিন্তু -র-এরই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যাস্কও (খ্রী: পূ: ৫০০) অনেকস্থলে -র-এর স্থলে -ল-এর প্রয়োগ অনুমোদন করেছেন (তু: রাল-১.২০ কিন্তু রিহাণে-১০.৩৯)।[১০]

খ) বৈদিকে পদমধ্যগত -ড, ঢ-এর স্থলে -ল., ল.হ-এর (*ḷ*, *ḷh*) প্রয়োগ পাণিনিতে উল্লিখিত নয়, যদিও যাস্কে পদমধ্যগত -ড, ঢ-এর স্থানে -ল, ল হ-এর প্রয়োগ দেখা যায় (তু. তাল.য়ত্তি-৩.১০)।[১১]

গ) বেদে পদমধ্যগত একক ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ যথা—ঘ, ধ, ভ-এর -হ-এ পরিণতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল; কিন্তু পাণিনি-বর্ণিত ভাষায় এই উষ্মীভবনের প্রবণতা নিরুদ্ধ হতে দেখা যায়।

ঘ) সন্ধিপ্রকরণে পদান্ত -অস্-এর -এ-তে পরিণতি দেখা যায় একবার বৈদিকে (সূরে দুহিতা) কিন্তু সংস্কৃতে তা সবসময় -ও-কারে পরিণত হয়েছে।

ঙ) মূর্ধন্যীভবনের ব্যাপকতাও সংস্কৃতে লক্ষণীয়।

৬.৫৫ পাণিনির ভাষায় প্রাকৃত লক্ষণ॥ পাণিনির ভাষায় প্রাকৃতায়ন (prakritisation) অসুলভ নয়। বলা বাহুল্য, এ প্রাকৃতায়ন আসলে ভারতের পূর্বাঞ্চলেই প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। কাজেই এই প্রাকৃতায়নে

---

৯ দ্র: *Keith* : *ibid*

১০ দ্র: *Ghatage* : HLIL p. 109

১১ দ্র: *ibid*

পূর্বাঞ্চলীয় বৈশিষ্ট্যের কিছু সন্ধান মিলবে যদিও পাণিনির উদ্দেশ্য সেই প্রাকৃতায়নের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করার সচেতন প্রয়াস নয়। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক প্রাচীন ধারা এবং কথ্য ভাষাসুলভ গ্রাম্যতার মধ্যবর্তী পথ নির্ধারণ করা।[১২] পাণিনির রচনার মধ্যে প্রাক্-মধ্যভারতীয় আর্য স্তরের প্রাকৃতায়িত সংস্কৃত শব্দের উদাহরণ, যথা—নিকট (৪. ৪. ৭৩), মাতুল (৪. ১. ৪৯), লিবি/লিপি (৩. ২. ২১), স্ফুলতি/স্ফুরতি (৬. ১. ৪৭) এবং নামধাতু সত্যাপয় (৩. ১. ২৫)। মোট কথা, মূর্ধন্যীভবন, -র-এর -ল-এ পরিবর্তন এবং সম্ভবত যুক্তবর্ণের সমীভূত রূপ—পূর্বী প্রাকৃতের এই তিনটি বিশেষ লক্ষণ পাণিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন।

৬.৫৬ পাণিনীয় ভাষার কৃত্রিমতা ॥ মনে রাখা দরকার, পাণিনির 'ভাষা' কৃত্রিম ভাষা নয়, তা' জীবন্ত ও গতিশীল। কিন্তু প্রাচীন বৈয়াকরণদের ঐতিহ্য এবং পাণিনির বৈদগ্ধ্য ভাষা-বিচারের যে প্রয়োগ-কৌশল অবলম্বন করেছিল, তার ফলে ভাষা হয়ে উঠেছিল নিয়ন্ত্রিত বা শৃঙ্খলিত (rigid)। একটি স্বাভাবিক ভাষাপ্রবাহকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালিত করা নিশ্চয়ই কৃত্রিমতার অধ্যারোপ। এই কৃত্রিমতার চিহ্ন দেখা যাবে এই তথ্যগুলি থেকে—একটি বাক্য বা কবিতার চরণে বাধ্যতামূলক সন্ধিপ্রকরণ যা' অনেক সময় ঋগ্‌বেদ সংহিতায় ছন্দঃ-পতন ঘটিয়েছে। অথবা প্রাচীন -ইয়্ (*iy*) ও -উব্ (*uv*) -এর স্থলে য্ ও ব্-এর আরোপ; শব্দ ও ধাতুরূপে দ্বিবচনের বিস্তৃত ব্যবহার—যা' বৈদিক এবং ইরাণীয় অথবা পরবর্তী যুগের প্রাকৃতে দুর্লভ; বহু পদের সমাসবন্ধন, আত্মনেপদী ধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ, অতীতকালের বৈচিত্র্যলোপ অথবা লুঙ্/লঙ্-এ অ-কার আগমের (augment) বাধ্যবাধকতা—মোট কথা, কথ্য সংস্কৃতের অনিয়মিত পদবৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ব্যবহারের স্থলে বিশেষ একটি ব্যবহারকে স্বীকৃতিদান।

এ ছাড়া বৈদিক এবং প্রাকৃত (MIA) ভাষার নিকটাত্ম অনেক শব্দ ও পদপ্রয়োগ ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে হয়েছে দুর্লভ। উদাহরণ স্বরূপ—ক্লীবলিঙ্গ ১মা-২য়ার বহুবচনে এবং তৃতীয়ার এক বচনে -আ বিভক্তি (সং -আনি, -এন),

১২ দ্র: *ibid* p. 107

পুংলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের প্রথমার বহুবচনে -আসস্ (সং -আস্), 'গো' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'গোনাম্' (সং গরাম্), সর্বনামপদে কর্তৃকারকের বহুবচনে অস্মে, য়ুস্মে, ক্রিয়া-বিভক্তি হিসাবে -র্-এর ব্যবহার, লেটের প্রয়োগ, তবে যোগে তুমর্থক প্রয়োগ, কৃ-ধাতু সিদ্ধ লুঙের রূপ -অকর্-পদের প্রয়োগ ইত্যাদি।

মোটকথা, পাণিনির রচনায় প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA) যুগের উপভাষাগত গ্রহণক্ষম যোগ্যতা (dialectal flexibility) অথবা ক্রমবিবর্তিত ভাষার সমকালীন বিন্যাস-বৈচিত্র্য (synchronic distribution of diachronistic feature of language) সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় নি ; অর্থাৎ তা' প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সমগ্র প্রতিচ্ছবি নয়। বস্তুত, উপভাষাগত বৈচিত্র্যের এই অস্বীকৃতির পিছনে আছে ভাষায় একটি কঠোর শৃঙ্খলপরায়ণতা রক্ষাব চেষ্টা।

লৌকিক বা কথ্য সংস্কৃতের প্রয়োগ-প্রাচুর্য পাণিনির 'ভাষা'য় যেমন লক্ষণীয় নয়, তেমনি বৈদিক ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের অবলুপ্তি (elimination) এখানে সহজলভ্য। এই অবলুপ্তির অনেকাংশ অবশ্য প্রাকৃতেও সুলভ। আংশিক উদাহরণস্বরূপ,—পূর্বোল্লিখিত অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে -আ বিভক্তির লোপ (সং -এন), ১মা-২য়ার দ্বিবচনে -আ-এর স্থলে -ঔ বিভক্তি, বহুবচনে -আসস্-এর স্থলে -আস্, ক্লীবলিঙ্গে -আনি স্থলে -আ, তৃতীয়ার বহুবচনে -এভিঃ বিভক্তি স্থলে -ঐঃ, ষষ্ঠীর বহুবচনে -আম্-এর স্থলে -আনাম্ ; -অন্ ভাগান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে একমাত্র বিভক্তি -ই- এর প্রয়োগ, ঈ-কারান্ত শব্দের সিদ্ধ এবং সাধিত (root and derivative) শব্দরূপের পার্থক্যলোপ ; -বস্-ভাগান্ত শব্দের সম্বোধনে -বস্-এর লোপ, সর্বনামে প্রথমার দ্বিবচনে য়ুবম্ এবং পঞ্চমীর দ্বিবচনে য়ুবৎ পদের লোপ ; ধাতুরূপে কর্তৃবাচ্যের উত্তম পুরুষ বহুবচনে -মসি-বিভক্তির লোপ, আত্মনেপদ প্রথমপুরুষ একবচনে -এ-র স্থলে -তে বিভক্তির ব্যবহার, বহুবচনে র্-যুক্ত বিভক্তির সীমিত ব্যবহার, লোটের -ধাৎ বিভক্তির এবং লেটের লোপ, তুমর্থক বিভিন্ন প্রত্যয় প্রয়োগের স্বল্পতা, ল্যবর্থক -ত্বী, ত্বায় প্রত্যয়ের লোপ ইত্যাদি।

৬.৫৭ নবীন প্রবর্তন ॥ ব্যাকরণগত অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন প্রবর্তনও (innovation) ঘটল। যথা—দুইজাতীয় যৌগিক ক্রিয়া (periphrastic)—ভবিষ্যৎকালে লুট-এর (future periphrastic tense) আত্মনেপদী -তাহে বিভক্তির প্রয়োগ এবং অতীতকালে যৌগিক লিট-এর (periphrastic perfect) প্রয়োগ। কৃত্য-প্রত্যয়ের (potential participle) -তব্য ও -অনীয়-এর প্রয়োগ; কর্তৃকারকে নিষ্ঠান্ত (past participle) -তবন্তু-এর নতুন সৃষ্টি; কর্মবাচ্যে লুঙ্-এর প্রথম পুরুষে (passive aorist) অদায়িষি ইত্যাদির পদের আবির্ভাব এবং ক্রিয়াপদে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব ইত্যাদি।

৬.৫৮ সংস্কৃত ভাষায় পাণিনীয় প্রয়োগ ॥ পাণিনির 'ভাষা' গদ্যে লিখিত ব্রাহ্মণ ও সূত্রসাহিত্যের ভিত্তির ওপরই রচিত হয়েছিল—বিশেষত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং প্রাচীন উপনিষদ্ এবং গৃহ্যসূত্রের রচনাবলীই ছিল পাণিনীয় শিক্ষার মূল উপাদান।[১৩] ডঃ ভাণ্ডারকর দেখিয়েছেন যে পাণিনীয় অনুশাসনের প্রবণতা হল তিঙন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার অর্থাৎ তাঁর ভাষার কাঠামো হল ক্রিয়ামূলক (verbal)। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়াগঠনের আদর্শ হল নামমূলক (nominal)। সংস্কৃতে তাই কর্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাপিকা ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল; অথবা বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ, বা পচতি/পচ্যতে স্থলে পক্বং করোতি / পক্বো ভবতি ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠল। তাই মহাকাব্যের ভাষার সঙ্গে যেমন এই ভাষার বৈসাদৃশ্য দেখা যাবে, তেমনি দেখা যাবে খাঁটি ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে এর ব্যাকরণগত বৈসাদৃশ্য। উদাহরণস্বরূপ—

(ক) পাণিনির মতে, হন্ ধাতুর ব্যবহার কেবল ব্রহ্মহন্, বৃত্রহন্ ভ্রূণহন্ শব্দে দ্রষ্টব্য; কিন্তু পরে এই জাতীয় প্রয়োগের আরও ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়।

(খ) যৌগিক লিট্ (periphrastic perfect) পদগঠনে পাণিনিসিদ্ধ

---

১৩ দ্র: *ibid* pp. 107-108 ; *Keith* : HOSL pp. 20-21

কেবল √কৃ ধাতুর ব্যবহার কিন্তু পরে √অস্ ও /ভূ ধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ।

(গ) পাণিনীয় অনুশাসনে লৃট্ বা লোট্-এ নিষেধার্থক 'মা'-এর ব্যবহার দেখা যায় না।

(ঘ) পাণিনি -তবন্ত্ যোগে কর্তৃবাচ্যে কৃদন্ত অতীতের এবং এর কর্মের ব্যবহার লিপিবদ্ধ করেন নি।

(ঙ) কৃদন্ত -বস্ প্রত্যয়েব বিধেয় হিসেবে ব্যবহার পাণিনির কাছে অজ্ঞাত ছিল।

(চ) ব্যঞ্জনান্ত শব্দ হিসেবে দতা, পদা (দন্ত্, পদ্) পদের প্রয়োগ পাণিনিসিদ্ধ কিন্তু পরবর্তী যুগে স্বরান্ত শব্দ হিসেবে দন্তেন, পাদেন পদের ব্যবহার দেখা যায়।

(ছ) সমাপিকা ক্রিয়া রূপে যৌগিক ভবিষ্যতের ব্যবহার পরবর্তী যুগে মনোনীত হল।

(জ) অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যাংশের (sub-ordinate clause) স্থলে ল্যবর্থক অসমাপিকার ব্যাপক প্রয়োগ পরবর্তী যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার, পাণিনিকে সংস্কৃত ভাষার জনক বা স্রষ্টা বলা হলেও 'সংস্কৃত' এই অভিধা কিন্তু তিনি ব্যবহার কবেন নি। যাস্কের নিরুক্তে ভাষার 'সংস্কারে'র উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪] 'ভাষা' অর্থে সংস্কৃতের ব্যবহার সম্ভবত রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডেই প্রথম। কালিদাসও সংস্কৃত ভাষা এবং প্রাকৃত ভাষার দ্বিবিধ প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন কুমারসম্ভবে (৭।৯০)।[১৫]

---

১৪ দ্র: *Thumb* : HBS (i) p. 102

১৫ দ্র: *Keith* : HOSL p. 13 (footnote) ;
Sen : HPHS introd, i; 'Three Lectures on MIA' in JOIB, vol. XI no. 3 pp. 208-209

॥ ৭ ॥

কালিদাস-পূর্ব যুগ

৭.১০ সংস্কৃত বা classical যুগে রচিত বিপুল সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচিতি আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ভাষাতত্ত্বের বিচারে তাদের সামগ্রিক মূল্যায়নই যথেষ্ট। তবে এটুকু অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে, সংস্কৃতের গৌরবময় যুগ মহাকবি কালিদাসের (৪র্থ-৫ম শতাব্দ) রচনা দিয়েই শুরু। কালিদাস যে-যুগের সূচনা করেছেন সে-যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—

কাব্যের রচনা-তাগিদ প্রধানত গড়ে উঠেছে রাজন্যদের অনুপ্রেরণায়। তাই এ জাতীয় রচনা মুখ্যত দরবারী, নাগর বা রাজকীয় সাহিত্য। দ্বিতীয়ত, কাব্যের নিজস্ব একটি রীতি, যা' কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবের স্বতঃস্ফূর্তির চেয়েও বহিরঙ্গ প্রকাশক্ষমতার পরিমার্জিত অনুশীলনে ব্যক্ত হত বেশি। এই রীতির প্রথম সূচনা রামায়ণে এবং স্বল্প পরিমাণে মহাভারতেও দেখা গিয়েছিল। কালিদাসের পূর্বসূরী অশ্বঘোষের (খ্রীষ্টীয় ১ম শতক) রচনাতেও এর প্রমাণ যথেষ্ট। মোট কথা, কালিদাস-পূর্ব যুগে কাব্যরীতির প্রতিফলন গীতিকাব্যে, প্রবচনে (epigrams), নাট্যসাহিত্যে বা আখ্যানকাব্যে কোন-না-কোন ভাবে দেখা গেলেও এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে কিন্তু ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী সাহিত্যে। তৃতীয়ত, এই রীতিমূলক কাব্যধর্মিতার সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি হল— চিত্রধর্মিতার প্রাচুর্য, উপমাব্যবহারের ব্যাপকতা, বাক্-চাতুর্য অথবা অলংকরণ-বিন্যাসের ব্যস্ততা, দীর্ঘ বর্ণনা, ছকে-বাঁধা গতানুগতিক বর্ণনার পুনরুক্তি, ছন্দঃ-প্রয়োগের চাতুর্য এবং বাগ্-বিদগ্ধ প্রয়োগ-কৌশল ইত্যাদি। মোটকথা, এই যুগের রচনাসম্ভারে এক অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত মননশীলতার চরমোৎকর্ষ ঘটেছে।

৭.২০ সে যাই হোক, ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে চোখে পড়ার মত বৈশিষ্ট্য হল—পাণিনি থেকে কালিদাস পর্যন্ত (খ্রী· পূ: ৫ম—খ্রী: অ: ৫ম শতক) প্রায়

হাজার-বছর-ব্যাপী সময়-সীমার মধ্যে সংস্কৃত রচনার অপ্রতুলতা। সাহিত্যের এই অনুর্বর সময়-ভূমি এবং স্বল্পবাক্ যুগটিকে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ বলা সংগত হবে না। হতে পারে, এ যুগের বহু রচনা এখনও প্রকাশের দিবালোকে ধরা দেয় নি। হয়ত কোন ঐতিহাসিক কারণে এ যুগের ইতিহাস স্তব্ধ। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আবির্ভাব (খ্রী: পূ: ৫ম শতক) হয়ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এবং তার প্রকাশমাধ্যম-প্রবাহকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল অথবা সেই সঙ্গে লৌকিক প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচুর্য এক সংঘাতমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, অথবা পৌনঃপুনিক বৈদেশিক আক্রমণ সে-যুগের সৃষ্টি-চেতনাকে মূক করে দিয়েছিল। এমনও হতে পারে, জাতীয় চেতনায় চরম স্ফূর্তির পরম মুহূর্ত প্রকাশের শুভলগ্নটির জন্য সংহত হচ্ছিল। অথবা, সমাজ গঠনের তাগিদে জাতীয় প্রতিভার সৃজনশীল শক্তি মহাকাব্য, কথাসাহিত্য বা পৌরাণিক আখ্যান রচনায় নিজেকে নিঃশেষে দান করেছিল—যার ফলে হয়ত বহু রচনা মহাকাব্য ও পুরাণে শোষিত হয়ে গেছে।

৭.৩০ কিন্তু এই ব্যবহিত যুগের ভাষার আলোচনার পূর্বে এই যুগে প্রাপ্ত রচনাবলীর—তা' আংশিক বা বিচ্ছিন্ন হলেও—পরিচয় পাওয়া প্রয়োজন। ভাষাতত্ত্বের মূল্যবোধে প্রয়োজনীয় রচনাগুলি হল—

১ ॥ মহাকাব্যদ্বয়—রামায়ণ ও মহাভারত (খ্রী: পূ: ৫ম-৪র্থ শতক)।

২ ॥ গাথাসংস্কৃত বা বৌদ্ধ মিশ্রভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থকারদের গোড়ার দিকে রচনাগুলি—যথা, মহাবস্তু (খ্রী: পূ: ৩য় শতক), ললিতবিস্তর, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক (খ্রী: অ: ১ম-২য় শতক) ইত্যাদি ; এবং জৈন মিশ্র সংস্কৃতে রচিত অন্যান্য রচনা।

৩ ॥ অভিজাত মননধর্মী ও পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী—যথা অশ্বঘোষের রচনা (খ্রীষ্টাব্দ ১ম শতক), ভাসের নাটকাবলী (খ্রী: অ: ২য় শতক), আর্যশূরের জাতকমালা (৮র্থ শতক) বাৎস্যায়নের কামসূত্র (৩য় শতক) ইত্যাদি।

৪ ॥ অভিজাত কাব্যরীতিতে রচিত কিন্তু বিচ্ছিন্ন রচনাবলী যেগুলির মধ্যে পরবর্তী যুগের কাব্যরীতির প্রাথমিক উপাদান সুলভ। যথা, পতঞ্জলি (খ্রী: পূ: ১৫০) উল্লিখিত কতকগুলি কাব্যরীতির কবিতা যা' জনৈক

বররুচির নামে আরোপিত। পতঞ্জলির নিজের রচনাও তদানীন্তন কাব্যিক গদ্য রচনার স্বাক্ষর। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামণের সংস্কৃতে রচিত প্রাচীনতম গির্নার শিলালিপি (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ), হরিষেণ রচিত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি (খ্রীষ্টাব্দ ৩৫০), পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে উল্লিখিত রচনা ইত্যাদি।

৫॥ আখ্যানসাহিত্য যথা প্রাচীন পুরাণ এবং অন্যান্য কথাসাহিত্য—বিষ্ণু বা বায়ু পুরাণ ইত্যাদি, পঞ্চতন্ত্র (খ্রী: অ: ২য় শতক), গুণাঢ্য রচিত বৃহৎকথা (খ্রী: অ: ৪র্থ শতক), জাতক কথা ও অবদান সাহিত্যান্তর্গত অবদানশতক, দিব্যাবদান (খ্রী: অ: ১ম শতক) ইত্যাদি। আখ্যান-মূলক রচনা হিসেবে অবশ্য বৌদ্ধ বা জৈন মিশ্র সংস্কৃতের রচনাগুলিও ধর্তব্য।

উপরোক্ত রচনাবলীর মধ্যে মহাকাব্যদ্বয় ও গাথাসংস্কৃতের ভাষাদর্শ ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে অপরিহার্য। অন্যত্র সেই বক্তব্য উপস্থাপিত হবে। কিন্তু তার আগে প্রস্তুতি ও পরিচিতির জন্য যুগোচিত পটভূমিকা অবশ্য প্রস্তাবনায়।

৭.৩১ জাতীয় মহাকাব্য দুটির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর সে বিতর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন আপাতত আমাদের নেই। তবে ভাষাতত্ত্বের বিচারে মহাকাব্যদ্বয়ের রচনা যে পাণিনি-যুগের সমসাময়িক সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। ভাষার দিক দিয়ে এর সময়মান যেভাবেই নির্ধারিত হোক না কেন, এটি স্থির সিদ্ধান্ত যে এদের সার্বিক পরিচিতি, সার্বজনীন মূল্যমান এবং গণচেতনার স্বাভাবিক প্রতিফলন একটি ধারাবাহিক জাতীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে—বৈদিক যুগ বা তারও পূর্ববর্তী সময় থেকে যা' শ্রুতি-পরম্পরায় জনমানসে সংহত হচ্ছিল এবং যার চূড়ান্ত পরিণতি ও সংহতি ঘট্‌ল খ্রী: পূ: ৫ম-৪র্থ শতকের কাছাকাছি সময়-সীমায়। এদের ভাষাবিন্যাস স্পষ্টতই প্রমাণ করে, এই রচনা বিশেষ ধরণের পরিমার্জিত শ্রোতার উদ্দেশ্যে সংকলিত নয়—মূলত তা' জনগণমনের সাধারণ সম্পত্তি—গানে, গাথায়, আখ্যানে, বর্ণনা রীতিতে অথবা লৌকিক ভাষার উপস্থাপনায় তারা জানপদ সাহিত্য-ই।

মহাকাব্যিক পুরাকথার গায়করা পরিচিত ছিলেন সূত নামে। তাঁরাও ছিলেন রাজদরবারের রাজকর্মচারী, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত তাঁরা সম্ভবত ধর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। তাই তাঁদের রচনা এবং গীতি একদিকে যেমন রাজা-মহারাজা বা অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রীতি উৎপাদন করত, অপরদিকে তেমনি সাধারণের মনোরঞ্জনের আয়োজন অপূর্ণ রাখত না। এর ফলে মহাকাব্যের ভাষা হয়ে উঠেছিল সার্বজনীন—যা' অভিজাত, সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বৈদিক এবং বেদোত্তর শিষ্ট ভাষাপ্রয়োগ ও কৌশলে আশা করা যায় না। বলাবাহুল্য, এক বিশেষ পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্দিষ্ট ভাষারূপে বিভিন্ন উপভাষামন্থিত সাধুরূপটির সংযোগ ও সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন পাণিনি। কিন্তু এর বাইরে যেখানে কথ্য বা লৌকিক সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষাবর্গ পরস্পর সংঘাতমুখর হয়ে উঠেছে, সেই বৃহত্তর পরিবেশে সংস্কৃতের ব্যাকরণ-তত্ত্ব ও কাঠিন্য আশা করা যায় না। সেক্ষেত্রে শ্রোতা এবং গায়কেব ব্যাকরণজ্ঞান নিশ্চয়ই প্রাথমিক ও অনভিজ্ঞ। নিয়মমাফিক অনুশাসনের চেয়েও লৌকিক বা প্রথামূলক ব্যবহার সেখানে সকলের সহজ আদর্শ। এবং সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সংস্কৃত ভাষাকে প্রাকৃত ভাষার ছাঁদে গ'ড়ে তোলার একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী যুগে সময়ের ব্যবধানে যখন কথ্য বা লৌকিক সংস্কৃত এবং বিবর্তনশীল প্রাকৃতের ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে উঠ্‌ল, তখন একদিকে যেমন সংযোগ রক্ষার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠ্‌ল ব্যাকরণের ছকে-বাঁধা সেই সাধু সংস্কৃত, অপরদিকে তেমন মহাকাব্যের ভাষার অকৃত্রিম, সরল ও লৌকিক ছাঁদটি একটি স্থির বিগ্রহরূপে জনমানসের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে রইল। আরও লক্ষণীয়—যদিও রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্যিক ঐতিহ্য বৈদিক যুগকেও ছাড়িয়ে প্রসারিত তবু এদের ভাষাদর্শ কিন্তু মূলত পাণিনি-অনুশাসিত ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সূচিত করে না। বলা বাহুল্য, 'সূত্র সাহিত্য' বিচারে যে বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে এখানে তারই প্রতিধ্বনি দেখ্‌ছি। অর্থাৎ একদিকে বৈয়াকরণ নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত শৃঙ্খলার অভাব, অপরদিকে বৈদিক যুগের প্রাচীন কাঠামো এবং ব্রাহ্মণ যুগের প্রাচীন ছাঁদের ভগ্নাবশেষ— এই দুই ধারার কোনটির সঙ্গেই মহাকাব্যের ভাষার বিশেষ

সংগতি খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১] সুতরাং এ ভাষা স্পষ্টতই লৌকিক বা কথ্য সংস্কৃত যা' তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচীন প্রাকৃতকে সমন্বিত ক'রে গ'ড়ে উঠতে চেয়েছে।

৭.৩২ পাণিনি ও কালিদাসের মধ্যবর্তী যুগের ভাষাস্রোতের এই যেমন একটি গতিপথ পাওয়া গেল, তেমন অপর আর একটি পথের নির্দেশ মিলবে বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃতে। বস্তুত এ ভাষাকে প্রাকৃত ভাষার অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন এবং তাই হয়েও থাকে। কিন্তু এই ভাষার স্বরূপটি আলোচনা করার প্রয়োজন এইখানে এইজন্য যে, কথ্য সংস্কৃতের বিপরীত কোটিতে এই ভাষা উপস্থাপনীয়। কথ্য সংস্কৃত যেমন প্রাকৃত ভাষার ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারে নি, তেমনি প্রাকৃত ভাষাও কথ্য সংস্কৃতকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠতে চেয়েছে—যার ফলশ্রুতি হল সংকর ভাষার উৎপত্তি। স্বরূপত এ হল ভাষা-বিবর্তনের একই শক্তির দ্বিমুখী প্রবণতা। বৈয়াকরণ-অনুশাসিত সংস্কৃতের সঙ্গে সাধারণগ্রাহ্য কথ্য সংস্কৃতের যে অমিল তা' আসলে সংস্কৃতের প্রাকৃতায়ন (prakritisation)। এমন ভাষার মূল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিশেষ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রয়োজনের তাগিদ থেকে উদ্ভূত নয়—তা' হল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার সার্থক মাধ্যম—ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ীভূত তথ্য, গাথা, কাহিনী, গীত- বা আখ্যানমূলক লোকসাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজসচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। তেমনি সংকর বা মিশ্র সংস্কৃত ভাষা হল আসলে প্রাকৃত ভাষা। কিন্তু সেই প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যিক প্রয়োগকালে সাধু বা কথ্য সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সতত-সংযোগ রক্ষার সচেতন চেষ্টা লেখকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল—যার ফলে ঘটেছিল সংস্কৃতায়ন (sanskritisation)। কিন্তু সে সংস্কৃত হল কখনও অনভ্যস্ত লেখনীয় শিথিলতা- বা ঔদাসীন্যসঞ্জাত কখনও বা সচেতন প্রয়াসাবিষ্ট। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতা-কামী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীগণ কী ধর্মমতে, কী ভাষায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়েও সেই যুগের ঐতিহ্যকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতের বিচ্ছিন্নতা ও নবোন্মেষ-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্টমান বজায় রাখার চেষ্টাও ছিল স্বাভাবিক। মোটকথা, কথ্য

১ দ্র: *Burrow* : SL p. 52

সংস্কৃত এবং মিশ্র সংস্কৃত তাই যথাক্রমে প্রাকৃতায়ন এবং সংস্কৃতায়নের দুইটি বিপরীত ছবি।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এবং ভাষার ইতিহাস হল আসলে সংস্কৃতায়নেরই ইতিহাস।[২] মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ খ্রী: পূ: কয়েক শতকেই এই মিশ্রভাষার প্রয়োগ করেছিলেন। এই মিশ্র সংস্কৃতের শব্দাবলী মূলত প্রাকৃত শব্দ থেকে পুনর্গঠিত হলেও প্রাকৃত ব্যাকরণ রীতি রক্ষা করেছে স্বাভাবিক নিয়মে। মহাবস্তুর গদ্য ও পদ্যে (খ্রী: পূ: ৩য় শতক) এর প্রাচীনতম প্রয়োগ দেখা যাবে। দ্বিতীয় স্তরের রচনার (যথা সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর—খ্রী: অ: ১ম - ২য় শতক) গদ্যাংশগুলিতে কিন্তু সংস্কৃতায়ন ক্রমবর্ধমান—যদিও পদ্যাংশে প্রাকৃতায়ন হয়েছে রক্ষিত। পরবর্তী যুগে কিন্তু এই সংকর ভাষার সংস্কৃতায়ন ঘটেছে আরও ব্যাপকভাবে। তাই 'দিব্যাবদান' বা 'অবদানশতক' জাতীয় রচনার গদ্যাংশে (খ্রী: অ: ১ম-২য় শতক) আয়াসসাধ্য কৃত্রিমতা থাকলেও সংস্কৃতে রূপান্তর যথেষ্ট সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ—পাণিনীয় বিধি সেখানে সময় সময় অনুসৃত না হওয়া সত্ত্বেও। এমন কি পদ্যাংশও সংস্কৃতায়নের প্রভাব মুক্ত থাকতে পারে নি। আরও পরে অবশ্য 'কাব্যরীতি' সুলভ সংস্কৃতের প্রয়োগ বৌদ্ধ রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়—যেমন অশ্বঘোষ ও তাঁর পরবর্তী যুগের রচনাকারদের রচনায়। জৈন ধর্মাবলম্বীগণ সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন বহুদিন পর্যন্ত—অর্ধমাগধী প্রাকৃত ছিল তাঁদের গোড়ার দিকের রচনার সাধারণ মাধ্যম। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পর থেকেই সংস্কৃত বিজয়ী ভাষা হিসেবে জৈনদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠ্‌ল। আর সেই সংস্কৃতের মধ্যেও প্রাচীন স্তরের প্রাকৃত প্রভাব অনতিক্রম্য নয় (তু: বরাঙ্গচরিত, চিত্রসেনপদ্মাবতীচরিতম্)। তার ফলে বৌদ্ধ ও জৈনদের রচনায় আধুনিক ভারতীয় ভাষার বহু শব্দের প্রাচীন রূপ অনুপ্রবিষ্ট হতে দেখছি যা' সংস্কৃত ভাষায় দুর্লভ।

৭.৩৩ মহাকাব্য এবং গাথা সংস্কৃত—এই দুই জাতীয় ভাষারীতিকে দুই বিপরীত মেরুবিন্দুতে স্থাপন করলে এই যুগের অন্যান্য সংস্কৃত রচনার মূল্যায়ন

২ দ্র: *Edgerton* : BHSG (i) p. xxv ; *Katre* : PL pp. 38-39 ; *Keith* : HOSL pp. 22-23 ; *Burrow* : SL p. 61

সহজ হয়ে পড়ে। যেমন আর এক শ্রেণীর রচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অশ্বঘোষের কাব্যরচনা (খ্রী: অ: ১ম শতক), ভাসের নাটকাবলী (খ্রী: অ: ২য় শতক), বাৎস্যায়নের কামসূত্র (খ্রী: অ: ৩য় শতক) বা আর্যশূরের জাতকমালা (খ্রী: অ: ৪র্থ শতক)।

স্পষ্টতই এই জাতীয় রচনা অভিজাতধর্ম এবং মননশীলতার সার্থক প্রতিচ্ছবি। মুখ্যত দরবারী সাহিত্য বলেই কোন-না-কোন রাজার অনুগ্রহের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অনস্বীকার্য। অশ্বঘোষ ছিলেন কণিষ্কের অনুগ্রহপুষ্ট। কামসূত্রও স্বরূপত নাগর সাহিত্য। তাছাড়া রচনার পারিপাট্য, ঘটনা-সংস্থানের কৌশল, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর সুনিপুণ পটুতা, শব্দচয়ন এবং ভাব-গাম্ভীর্য ভাস ও অশ্বঘোষের রচনায় সহজ স্বাছন্দ্যে লীলায়িত হয়েছে। এঁদের রচনা মূলত অভিজাতধর্মী বলেই পরবর্তী যুগে কালিদাসের রচনায় ভাসের এবং আর্যশূরের জাতকমালা, অবদানসাহিত্য ও পরবর্তী অন্যান্য রচনায় অশ্বঘোষের প্রভাব সহজলভ্য।

কিন্তু লক্ষণীয়, কাহিনীগ্রন্থনা ও রচনাশৈলীর দিক দিয়ে এঁদের রচনা উচ্চকোটির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও লোকায়ত ভাষাপদ্ধতির প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি। যথা—

(ক) সংস্কৃত ভাষার শৈথিল্য—যেমন ভাসের নাটকে উপসর্গহীন ক্রিয়ায় ল্যপের ব্যবহার (গৃহ্য), আত্মনেপদের স্থলে পরস্মৈপদের (আপৃচ্ছামি, উৎকণ্ঠিষ্যতি, পরিষ্বজ) অথবা পরস্মৈপদের স্থলে আত্মনেপদের (শ্লিষ্যতে, গর্জসে) ব্যবহার, স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত পদগঠনে অনিয়ম (রুদন্তী), ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ান্ত পদের সঙ্গে 'মা' এই নিষেধার্থক অব্যয়ের প্রয়োগ (মা…চিন্তয়িত্বা), বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদান্তে 'ধর্ম' শব্দের অবস্থান (তুল্যধর্মঃ), ধাতুর নির্দিষ্টগণের বিপর্যয় (স্নায়তি), সন্ধিনিয়মের ব্যত্যয় (অরণ্যাধিপতেঃ), ১মার ১ বচনে রাচা (=রাক্) এবং অরচায় স্থলে অরচয় শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি।

এইরূপ অশ্বঘোষের রচনাতেও[৩] ক্ত্বাচ্/ল্যপ্ প্রত্যয় ব্যবহারে অনিয়ম

---

৩ দ্র: *Keith* : HOSL p. 63

(গৃহ্য, ব্রিব্রধ'য়িত্বা), যৌগিক লৃট্ অর্থাৎ লুটের অনিয়মিত ব্যবহার (অহম্ প্রবেষ্টা=প্রবেষ্টাস্মি), লিঙ্গানুশাসনে বিপত্তি, স্বার্থিক প্রত্যয়ের প্রাচুর্য ইত্যাদি ।

বলাবাহুল্য, ভাস এবং অশ্বঘোষের নাটকের ব্যাকরণদুষ্টতা (solecism) মহাকাব্যের সঙ্গে অনেকাংশে মেলে ।

(খ) প্রাকৃত ভাষার প্রভাব যেমন অশ্বঘোষের ব্যাকরণগত শৈথিল্য ও শব্দগঠন গাথাসংস্কৃতের সঙ্গে তুলনীয় ।[8] তাঁর রচনায় বৌদ্ধ সংস্কৃতানুযায়ী কতকগুলি ব্যবহার হল—'কতটা' এই অর্থে ব্যবহৃত কিমৃবত, প্রাগের, 'চেৎ' স্থলে সচেদ্, 'অপি' বা 'চ' এর অকাবণ দ্বিত্ব প্রয়োগ, একই বাক্যে 'হি' এবং 'তু'-এব যুক্ত প্রয়োগ ইত্যাদি । কতকগুলি বৌদ্ধসংস্কৃত শব্দ যথা—প্রতিবেধ, ইঞ্জিত, প্রশ্রব্ধি, প্রবেরিত, মৈত্রা (<পালি মেত্তা < সং মৈত্রী) ইত্যাদি ।

(গ) নাট্যসংলাপে প্রাকৃত ভাষার প্রবর্তন—ভাসের নাটকে বা মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত অশ্বঘোষের খণ্ডিত নাট্যাংশে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা কেবল নাট্য-প্রাকৃতেরই প্রাচীনতম নিদর্শন নয়, তা' লোকায়ত রীতির প্রবর্তনাও সূচিত কবছে ।

আর্যশূরের 'জাতকমালা'য় পালি জাতকসমূহ এবং চর্যাপিটক থেকে সংগৃহীত ৩৪টি কাহিনী সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে অনূদিত হয়েছে । জাতকমালার রচনারীতিও অশ্বঘোষের কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত । মুখ্যত ধ্রুপদীসাহিত্য-সুলভ তাঁর রচনায় গদ্য এবং পদ্যের সুবিন্যাস, মার্জিত প্রকাশভঙ্গী, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার পরবর্তী যুগের কাব্যরীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় ।

৭.৩৪ চতুর্থ জাতীয় রচনার মূল্যায়ন ভাষাতত্ত্বের বিচারে বিশেষ অপরিহার্য নয় । তবে অভিজাত রীতির ঐতিহাসিক বিবর্তন বিচারে এর যথেষ্ট মূল্য আছে । মহাকাব্যের সহজ সরল রীতি কীভাবে কাব্যরীতি বা দরবারী সাহিত্যের অলংকরণে ভূষিত হচ্ছিল তার প্রাথমিক উপাদান ও পরিচিতি এখানে মিলবে । মহাকাব্যসুলভ ব্যাকরণশৈথিল্য ও প্রাকৃতায়ন একেবারে অসুলভ না হলেও (তু: পতিনা=পত্যা, অর্ণ=অর্ণব, অন্যত্র

৪ দ্র: *ibid* pp. 63-64

সংগ্রামেষু 'যুদ্ধ ব্যতিরেকে' ইত্যাদি—রুদ্রদামনের শিলালিপি[৫]), সমাসবদ্ধ পদের দীর্ঘতা, গতানুগতিক কাব্যিক পরিভাষা, অনুপ্রাসের পুনরুক্তি, অথবা দীর্ঘ বিশেষণের ঘটা দেখে স্পষ্টতই কাব্যরীতি আবির্ভাবের সূচনা অনুমিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হল নাসিকে প্রাপ্ত শ্রীপুলু.মায়ির প্রাকৃত গদ্যরচনা। প্রাকৃতে রচিত হলেও এর রচয়িতা যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন ছিলেন এমন সম্ভাবনা প্রবল, অথবা হয়ত এই লিপি মূল সংস্কৃত রচনারই প্রাকৃত অনুবাদ মাত্র।

৭.৩৫ পরিশিষ্ট রচনাগুলি হল মূলত আখ্যান সাহিত্য যথা প্রাচীন পুরাণ (যেমন বায়ু পুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি), বা অন্যান্য কথাসাহিত্য (পঞ্চতন্ত্র —১ম-২য় খ্রীষ্টাব্দ, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা—৪র্থ শতক) অথবা জাতক ও অবদান সাহিত্য (অবদান সাহিত্যের অন্তর্গত অবদানশতক ও দিব্যাবদান—খ্রা: অ: ১ম শতক ইত্যাদি)। অবশ্য মিশ্র সংস্কৃতের অন্যান্য প্রাচীন রচনাও মূলত আখ্যানসাহিত্য।

বলা বাহুল্য অশ্বঘোষ, বাৎস্যায়ন বা ভাসের রচনাবলী অথবা কাব্যরীতিসিদ্ধ আদি বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি উচ্চকোটি বা অভিজাত সম্প্রদায়েরই রচনা এবং তা' মূলত দরবারী সাহিত্য। তাই রচনাকারের ব্যক্তিত্ব এবং পরিশীলিত মননধর্মের সংস্কার সেখানে বিজড়িত। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য রচনাগুলি হল মুখ্যত যুগেরই সৃষ্টি, রচনাকারের ব্যক্তিত্ব সেখানে প্রচ্ছন্ন অথবা লুপ্ত। কাজেই এদিক দিয়ে তারা মহাকাব্যেরই সগোত্রজ। আখ্যানসাহিত্য বলেই এ রচনাগুলি গল্পরসাত্মক—কাহিনী, জীবনচরিত বা লোকগাথা মূলক। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিজাত মহিমায় অলংকৃত নয় বলেই এই জাতীয় রচনায় দেখা যাবে, কাহিনী নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা, গল্প-সূত্রের জটিল জটবন্ধন-সৃষ্টি ও ভাসমান আখ্যানগুলির ঠাস-বুনানির অভাবজনিত শৈথিল্য, সার্বিক লোকরঞ্জনের চেষ্টা, কাহিনীর সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সীমার অতিক্রম অথবা ভাষায় লৌকিক রীতি বজায়ের চেষ্টা।

লক্ষণীয়, এ জাতীয় সংস্কৃত রচনায় ভাষার লৌকিক প্রকাশধর্ম লক্ষ্য করেই আধুনিক বিদ্বান্‌দের অনেকেই মত পোষণ করতেন যে, এগুলি মূলত প্রাকৃতেই রচিত এবং পরে তা' সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছিল—যেমন বৃহৎকথা মূলে পৈশাচী

৫ দ্র: *ibid* p. 49

প্রাকৃতে লিখিত। অবশ্য এমন মত এখন অচল। এককালে মহাকাব্যদ্বয় সম্পর্কেও এমন অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, এ জাতীয় রচনা যে প্রাকৃতধর্মী বা popular তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাষার দিক দিয়েও এদের প্রাকৃত লক্ষণ বা প্রাকৃত প্রভাব অথবা মহাকাব্যসুলভ তথাকথিত ব্যাকরণদুষ্টতা কারোর নজর এড়াবার নয়। যেমন প্রাচীন পুরাণগুলি— যেগুলির রচনাকাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় শতকের কাছাকাছি—লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এতে রয়েছে[৬] শ্লোকবন্ধনের অনিয়ম, কিছু প্রাকৃত শব্দের অনুপ্রবেশ, পদগঠনের (syntax) শৈথিল্য, কিছু শব্দ ও ব্যক্তিনামের ভুল সংস্কৃতায়ন, পাদ পূরণার্থে অব্যয়ের (expletive particles) সুপ্রচুর ব্যবহার, অনিয়মিত সন্ধি বা সন্ধির দ্বিত্ব প্রয়োগ, অথবা সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার-শৈথিল্য ইত্যাদি।

তবুও ভাষাতত্ত্বের বিচারে পুরাণগুলির (এবং ধর্মীয় আগমশাস্ত্রগুলিরও বটে) বিশেষ মূল্য নেই। কারণ, এদের বীজ মহাকাব্যের যুগে অথবা আরও পূর্বে পাওয়া গেলেও বেশির ভাগই পরবর্তী যুগে সংগৃহীত। লক্ষণীয় হল, মহাকাব্যের ভাষাই এদের আদর্শস্থানীয় যদিও মিশ্র সংস্কৃতের কিছু বৈশিষ্ট্যও অসুলভ নয়। আর দ্বিতীয়ত, শব্দসংগ্রহ ও পদগঠনরীতি ব্যাপারে এখানে প্রচুর নবীন প্রয়োগ ও আঞ্চলিক ধর্মের প্রাদুর্ভাব। তৃতীয়ত, পরবর্তী যুগে সংকলনজনিত প্রাকৃতায়নের স্বাভাবিক আবির্ভাব।[৭] তা' হলেও পরবর্তী পুরাণগুলির ব্যাকরণ-দুষ্টি যতটা না ঐতিহাসিক, তার চেয়েও বেশি, লেখকদের শিক্ষাভাবজনিত ব্যাকরণদুষ্টতা।

লুপ্তমূল পঞ্চতন্ত্র (৪র্থ শতক) এবং পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত গুণাঢ্যের

৬ দ্র: *Pusalker* : SEPI pp. 63-67

৭ দ্র: পুরাণের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা সীমিত। তবু উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য *Hazra* : SIU (ii) pp. 94-142 [দেবীপুরাণে (খ্রী: অ: ৬ষ্ঠ শতক) অপাণিনীয় প্রয়োগ ও প্রাকৃতায়ন]; pp. 166-178 [পৌষ্কর সংহিতা ও জয়াখ্য সংহিতায় (৫ম শতক) আর্ষ প্রয়োগ]। এবং *Kantawala* : 'Some Linguistic Peculiarities of tfie *Matsya Purāṇa*', IL, Vol. 23, 1962

বৃহৎকথা (খ্রীষ্টাব্দ ৪র্থ শতক) আমাদের আলোচনা-বহির্ভূত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বৃহৎকথা বা পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে লিখিত অন্যান্য সংস্কৃত রচনাও সময়ের দিক দিয়ে অনেক অর্বাচীন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কথাসাহিত্য হিসেবে এই রচনাগুলিতে জনগণমনের চিরন্তন আকৃতি নিশ্চয়ই এককালে ধরা পড়েছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত গল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যেমন সাধারণ নীতি-বোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে, জাতক ও অবদান সাহিত্যের মধ্যে তেমনি বৌদ্ধরা ধর্মনীতিকে লোকায়ত করার চেষ্টা করেছেন। অবদানশতক বা দিব্যাবদান রচনার দিক দিয়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি। রচনাগুলিতে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার, ছন্দঃপ্রয়োগের ব্যস্ততা. গল্প-উপস্থাপনায় ছকে-বাঁধা রীতি অথবা গতানুগতিক বর্ণনা দেখা যাবে—যার মূল উদ্দেশ্য হল লৌকিক কথা-সাহিত্যকে অভিজাত মহিমায় উত্তরণ। প্রসঙ্গত, অশ্বঘোষের রচনার প্রভাবও এই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর। কিন্তু তুলনামূলকভাবে অ-সংস্কৃত অংশে দেখা যাবে পালি বা প্রাকৃতের বিশেষ ধরণের প্রভাব—যেমন, সং সর্পিস্, পরঃ, য়ৎ, তাবন্ত্, রীথি>সর্পি, পর, য়ম্, তাবন্ত, পীথি ; 'সম্ভবত' অর্থে 'অপি এব', 'প্রায়শ' অর্থে 'প্রাগ্ এব' ; সংযোজক অব্যয় (conjunctions) হিসেবে যৎ খলু, তৎ প্রথমতঃ, যদ্ভূয়সা, য়তঃ : এবং উপসর্গ হিসেবে (prepositions) সর্বান্তে 'পরে', সকামম্ 'অনুগ্রহপূর্বক', স্থাপয়িত্বা 'বিনা' ; এবং মিশ্র সংস্কৃতের বিশেষ প্রয়োগ—স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ 'য়েন...তেন'। আরও কতকগুলি শব্দ ও শব্দার্থ যা' সংস্কৃতে দুর্লভ—আপত্তি 'পাপ, দোষ', কোল 'ভেলা', গুল্ম 'শুল্কগৃহ', উদ্ধব 'হর্ষ', নিশ্রিত্য 'গমনপূর্বক', প্রঘরতি (<প্র-ক্ষর) 'চোঁয়ান', পরিভাষ্ 'ভর্ৎসনা', ব্যতিসারয়তি কথাম্ 'কথোপকথন', অন্যতর, অন্যতম 'যে কেউ', ভূয়স্যা মাত্রয়া 'আরও' ইত্যাদি।[৮]

৭.৪০ কালিদাস-পূর্ব যুগের সাহিত্যসমগ্রের ব্যাপ্তি যেভাবেই নির্ধারণ করা হোক না কেন, উপরোক্ত আলোচনার প্রতিভাত সারাংশ হল, সাহিত্য-রীতির দিক দিয়ে যেন দুইটি ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সমান্তরাল গতিতে। আর ভাষারীতির দিক দিয়েও সেই যুগ্ম ধারার প্রবাহিত গতিপথটি জানার

৮ দ্র: *Keith* : HOSL p. 67

প্রয়োজন আছে। কারণ, কালিদাসের যুগ থেকে তাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা যাবে না। জনগণমনের প্রকাশ-ভাবনা সংস্কৃতকে ছেড়ে অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে; অপর দিকে সংস্কৃতের স্থির পরিমিত আদর্শ—যা' ছিল পাণিনির স্বপ্ন—অবশ্য তাঁর যুগকে কেন্দ্র করেই—হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন প্রতীক, ভারতের অখণ্ড আত্মার শাশ্বত দেহবন্ধ! তাই কালিদাসের যুগে লোকায়ত ও দরবারী সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে চিরায়ত সাহিত্য। বিপুল ব্রাহ্মণ সাহিত্য ছিল এক বিশেষ ধর্মগোষ্ঠী বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণার মাধ্যম। কালিদাস-পূর্ব যুগের সাহিত্য হয়ে উঠল জাতীয় চেতনার প্রকাশ-দর্পণ। কিন্তু পরবর্তী যুগে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে উত্তরণ ঘটিয়ে সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল সার্বভৌম আবেদনে চিরন্তন। আর কালিদাসই এই নবীন যুগ-ধারার ভগীরথ।

সে যাই হোক্, এই যুগের ধারা দুটি হল—

(ক) কাব্যরীতিতে রচিত দরবারী সাহিত্য—যেমন রাজপ্রশস্তিমূলক বা কাব্যমূলক বিচ্ছিন্ন রচনা; অথবা নাগর সাহিত্য বা রাজানুগ্রহপুষ্ট বিভিন্ন অভিজাত রচনা—ভাসের নাটকাবলী, অশ্বঘোষের কাব্যসমগ্র—বৌদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, সূত্রালংকার ইত্যাদি; বা আর্যশূরের জাতকমালা। অভিজাতধর্মী অন্যান্য রচনাও এর মধ্যে ধর্তব্য, যেমন বাৎস্যায়নের কামসূত্র, সংস্কৃত বা গাথা সংস্কৃতে রচিত বিভিন্ন দর্শনমূলক সাহিত্য।

(খ) লোকায়ত সাহিত্য—যেমন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যান বা গাথা সাহিত্য, যথা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গল্প-সংকলন, জাতক বা অবদান সাহিত্য ইত্যাদি।

৭.৫০ লক্ষ্য করার বিষয়, পাণিনি-পূর্ব যুগেও এইরূপ লোকায়ত ও ধ্রুপদী সাহিত্যের সমান্তরাল স্রোত দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে তার পার্থক্য হল—অতীতে বিরোধ অথবা আপোষের চেষ্টা চলছিল বিবদমান লোকায়ত সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম-অনুশাসিত বিশেষ পুরোহিত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু বর্তমানের যে দুটি ধারা তা' হল একদিকে লোকায়ত সাহিত্য, অপরদিকে রাজন্যানুগ্রহপুষ্ট বা দরবারী

সাহিত্য। আর রাজানুগৃহীত বলেই কি সংস্কৃত ভাষার ব্যাপ্তি ও অগ্রগতি হয়ে উঠেছিল দুর্বার!

যাই হোক (ক) দরবারী সাহিত্যের আংশিক ও বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায়—প্রথমত, এ জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টি পাণিনি-অনুশাসিত ব্যাকরণগত শৃঙ্খলা ও ভাষাদর্শ মেনে নিলেও মহাকাব্যোচিত ব্যাকরণদুষ্টতা, প্রাকৃতায়ন বা প্রাকৃতের প্রভাব অথবা প্রাকৃতের সংস্কৃতায়ন অস্বীকার করতে পারি নি। দ্বিতীয়ত, 'কাব্যরীতি'র ক্রমিক উত্তরণ—কালিদাসের যুগে এসে যা' স্থির আদর্শে পরিণত হয়েছে।

অপরদিকে একথা সত্য, (খ) লোকায়ত সাহিত্যের ভাষা-পবিবর্তনের সবিশেষ চেহারা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। তার কারণ, মূল রচনাব অধিকাংশই এখন লুপ্ত অথবা অনাবিষ্কৃত। কিন্তু সত্যই যদি তা' পাওয়া যেত তবে দেখা যেত নিশ্চয়ই যে, লোকসাহিত্যের চিরন্তন বিষয়বস্তু-নির্ভর এই আখ্যানগুলিতে লোকভাষার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। পরবর্তী সংকলনে অবশ্য কিছু কিছু কথ্যভাষার রীতি অসুলভ নয়—যেমন মহাকাব্যোচিত ব্যাকরদুষ্টতা, প্রাকৃতায়ন ইত্যাদি। কিন্তু এই উপাদানের কতটুকু ঐতিহাসিক বা কতটুকু লিপিকরের প্রমাদজনিত তা' আজ আর বোঝার উপায় নেই।

সাধারণ দৃষ্টিতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক—এই যুগে প্রাকৃত ভাষাই বুঝি লোকায়ত সাহিত্যের মাধ্যম! কারণ, ভাষা হিসেবে প্রাকৃতের উদ্ভব হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে (৫00 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। নতুন ধর্মীয় প্রেরণা জনমানসের রক্তে দোলা লাগাতে পারে জনগণের ভাষাকে মাধ্যম করেই। বুদ্ধদেবও তাই 'সকায় নিরুত্তিয়া' (চুল্ল বগ্‌গ ৫ ৩৩ ; বিনয় পিটক ২.১৩৯.১) ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইরূপ প্রচেষ্টা তাই রূপায়িত হয়েছিল অশোকের অনুশাসনে, বিপুল পালি সাহিত্যে এবং অন্যত্র। কিন্তু এই যুগের সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য হল যে, এটা মুখ্যত প্রাকৃত ভাষার সৃজনীযুগ হলেও তার প্রাধান্য ক্রমশ কমে এসেছে। আর তার স্থান দখল করেছে লোকসাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত। অপরদিকে দরবারী সাহিত্য ক্রমে ক্রমে Grand Epic-এর সরলতা

ও স্বতঃস্ফূর্তি হারিয়ে রাজানুগ্রহে হয়ে উঠেছিল পরিশীলিত, সম্ভ্রান্ত সমাজের দর্পণ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কথ্য সংস্কৃত বা প্রাকৃত প্রভাব সেখানে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। তাই ব্যাকরণ- শৈথিল্য ও আর্ষপ্রয়োগ দেখে মনে হয় এই যুগে পাণিনি-সৃষ্ট ব্যাকরণগত ছাঁচটি মোটামুটি অনুসৃত হলেও তা' rigid বা স্থিরীভূত হয়ে ওঠে নি। মোট কথা, লোকসাহিত্যের বাঁধভাঙা আগ্রাসী গ্রহণক্ষমতা ও অভিজাত সাহিত্যের সমুন্নত মহিমা নিয়ে গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন যুগ-চেতনা। সৃজনীশক্তির এই নতুন ভৌগোলিক পরিসর আবিষ্কার করেই সংস্কৃত ভাষা যেন হয়ে উঠেছিল প্রসার ও প্রগতির প্রতীক।

সংস্কৃত ভাষার জনপ্রিয়তার আরও একটি কারণ—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অস্তিত্বের আশংকা দেখা দিয়েছিল। কাজেই শুংগবংশীয় হিন্দু রাজা পুষ্যমিত্রের (খ্রী: পূ: ১৮৮) সিংহাসন অধিকারের সময় থেকে রাজধর্মের প্রাধান্য ঘটল; ফলে বৈদিক ধর্মের স্মৃতি-বিজড়িত সংস্কৃত হয়ে উঠল হিন্দুধর্মের প্রতীকী ভাষা। পরে অবশ্য ধর্মীয় বাতাবরণ মুক্ত হয়ে সংস্কৃত হয়ে উঠেছে জাতীয় চেতনার দীপ্তিতে ভাস্বর, আর তাই হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মীয় চেতনাই কেবল নয়, লোকায়ত সাহিত্যের চিরন্তন আবেদন তাতে ধরা পড়েছে।

এছাড়া অন্যান্য কতকগুলি কারণও ছিল এই নির্বাচনের স্বপক্ষে। যেমন, প্রাকৃত ভাষাগুলির আঞ্চলিক বিভেদ, নতুন নতুন প্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের উদ্গম ও ভাষাদর্শের অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিভেদের নিরুপায়তায় সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা এবং জাতীয় চেতনা বিকাশের অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত ও পরিশীলিত সংস্কৃতের অর্জিত অধিকার, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক মিলনের পটভূমি স্বরূপ নতুন মানদণ্ড আবিষ্কার ইত্যাদি —যার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি (দ্র: ৬.১০)।

৭.৬০ পাণিনি ও কালিদাসের সময়-সীমার মধ্যে যে স্বল্পবাক্ যুগটি তার পরিণতি ক্ল্যাসিকাল্ সাহিত্যের ভাষাদর্শে কিভাবে ঘটল তাই-ই এখন বিচার্য বিষয়। স্বরূপত তা' হল একদিকে যেমন ভাষার অতীত রীতির কিছু কিছু বিলুপ্তি অপরদিকে তেমন কিছু কিছু নবীন সৃষ্টি। কাজেই নতুন যুগে

নতুন পরিবেশে যে ভাষা চিরায়ত হয়ে উঠল কালিদাসের যুগে, তার পেছনে রয়েছে অনেক ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। ভাষার এই নতুন আবির্ভাব ও উজ্জীবন ঘটেছে এই এই ক্ষেত্রে—

৭.৬১ পাণিনীয় ব্যবহারের বহুল বিলুপ্তি ॥

পাণিনি বা তাঁর অনুগামীদের ব্যাকরণশাসন অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী যুগের সাহিত্যে দুর্লভ।[৯] 'গণপাঠে' উদ্ধৃত বহু শব্দের ব্যবহার পরবর্তী সাহিত্যে একেবারেই দুর্লভ। পতঞ্জলিও উল্লেখ করেছেন লিট্ মধ্যমপুরুষ, বহুবচনের পদ—উষ, তের, চক্র ইত্যাদির স্থলে যথাক্রমে কৃদন্ত উষিতাঃ, তীর্ণাঃ, কৃতবন্তঃ ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি বিশেষ কয়েকটি প্রথাসিদ্ধ (idiomatic) কৃদন্ত পদের বা তিঙন্ত ক্রিয়ারূপের লুপ্ত ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—যেমন, উপাজে-কৃ বা অন্বাজে-কৃ 'সহায়তা করা' (পাণিনি, ১।৪।৭৩), নিরচনে-কৃ 'নীরব হওয়া, -করা' (পাণি ১।৪।৭৪), মনো/কণে—হন্ 'পরিতৃপ্ত হওয়া' (পাণি ১।৪।৬৬), চেলক্নোপং বৃষ্টঃ 'বস্ত্র ভেজা না পর্যন্ত বৃষ্টিপাত' (পাণি ৩।৪।৩৩)। অনেক শব্দও এইভাবে লুপ্ত হয়েছিল, যথা, অন্বরসর্গ 'নিজস্ব পথ ধরে চল্‌তে দেওয়া' (পাণি ১।৪।৯৬), নিরবসিত 'ব হস্কৃত' (পাণি ২।৪।১০), অভিবিধি 'অন্তর্ভুক্ত হয়ে' (পাণি ৩।৩।৪৪, ৫।৪।৫৩), উৎসঞ্জন 'উত্তোলন' (পাণি ১।৩।৩৬), অভ্রেষ 'যথার্থতা' (পাণি ৩।৩।৩৭) ইত্যাদি। সর্বনামমূল 'ত্য', তুমর্থক অসমাপিকা 'তবৈ' বা অন্যান্য পদ গঠন যথা 'জজন্তি' (<√জজ্ 'যুদ্ধ করা', ধাতুপাঠ ৭।৬৮), কানচ্-সিদ্ধ -আন ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে গেছে। এইরূপ উল্লেখযোগ্য হল লুঙের বিরল প্রয়োগ, অথবা লঙ্/লিট্/লুঙ্-এর প্রাচীন ব্যবহারগত পার্থক্যের অবসান। এছাড়া ক্রিয়াবিশেষণীয় প্রত্যয় -ত্রা (যথা দেবত্রা) এবং অনেক তদ্ধিত প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য ও ব্যবহার অথবা প্রাচীন শব্দ 'পরুৎ' বা 'শুক্রীস্যাৎ' এই বাক্যাংশের (phrase) অবলুপ্তি ঘটেছে। পদগঠন-রীতিও লুপ্ত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে—যেমন -উক প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ যোগে কর্মকারকের ব্যবহার, 'সংজ্ঞা' বা 'সংপ্রয়ম্' যোগে

---

৯ দ্রঃ *Keith* : HOSL pp. 17-18 ; পাদটীকায় উদ্ধৃত *Bhandarkar* : JBRAS xvi, 272 ; *Speijer* : Sanskrit Syntax, pp. 39, 45, 61 f., 65 f., 72, 89 f., 108.

তৃতীয়া বিভক্তি, 'শ্লাঘ্' বা 'স্থা' ধাতুর চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ, 'তৃণং মন' বা 'শুনে/শ্বানং মন'। নিকট বা দূরত্ববোধক শব্দের সঙ্গে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ, √স্মৃ ছাড়া স্মরণার্থক অন্য ধাতুগুলি, √নাথ, আঘাতবাচক √হ্নস্ (পাণি ২।৩।৫৬) ও অন্যান্য ধাতু ইত্যাদির ষষ্ঠী বিভক্তি সহযোগে ব্যবহার, 'চৌরস্য রুজতি' (পাণি ২।৩।৫৪) বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ, 'উৎসুক' এবং 'প্রসিত' যোগে তৃতীয়া বিভক্তি, জিজ্ঞাসাবাচক 'উত' এই অব্যয় ইত্যাদির ব্যবহার।

৭.৬২ অপাণিনীয় প্রয়োগ ॥

সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনীয় অনুশাসনের সম্প্রসারণ বা বিবর্তন ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। এই বিষয়ের আলোচনা পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে, এখানে তার পুনরুক্তি অপ্রয়োজনীয় (দ্রঃ ৬.৫৮)।

৭.৬৩ ব্যাকরণগত কৃত্রিমতার আরোপ ॥

ব্যাকরণজ্ঞান প্রদর্শনের জন্য অনেক স্থানে ব্যাকরণশৃঙ্খলিত কিছু অপ্রচলিত প্রয়োগ ব্যবহার করা হয়েছে ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে।[১০] এইজাতীয় পণ্ডিতী মুন্সীয়ানার উদাহরণ—যেমন, পাণিনীয় বিকল্প প্রয়োগ 'অনুগিরম্' (= অনুগিরি) পদ 'পর্বতোপরি' এই অর্থে কালিদাসের রচনায় ব্যবহৃত (পাণি ৫।৪।১১২); অথবা বার্ত্তিক অনুসৃত 'সৌস্নাতক' (সুস্নাত কিনা এই অর্থে) পদের ব্যবহার (পাণি ৪।৪।১, বার্ত্তিক—৩)।

মাঘের রচনায় আরও ব্যাকরণগত সূক্ষ্মতার পরিচয় মেলে, যথা, নিষেধার্থে 'খলু'র সঙ্গে ল্যবর্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার, 'মা জীবন' 'তাকে বাঁচতে দিও না', 'বি-স্বন' 'শব্দ করে খাওয়া' এবং বি-স্বন্ 'চীৎকার করা' এই দুয়ের পার্থক্য; অথবা কর্মবাচ্যে লিটের বিশেষ প্রয়োগ, লুঙ্ এবং -অম্ প্রত্যযান্ত অসমাপিকার নতুন ক'রে ব্যবহার, (তুঃ রস্ত্রক্লোপম্), এবং √ক্লম্ ধাতুর সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে আত্মনেপদী যৌগিক লুটের উত্তম পুরুষের ব্যবহার (দর্শয়িতাহে)। ভট্টির কাব্য তো ব্যাকরণ-অনুশাসন ও আলংকারিক প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যই রচিত। ভট্টি-রীতি অনুসৃত হয়েছে পরে ভৌমকের রাবণার্জুনীয় এবং হলায়ুধের কবিরহস্যে

১০ দ্রঃ *Keith* : HOSL pp. 18-19

(১০ম শতক)। এমন কি শঙ্করের রচনায় ক্রিয়াও তুলনামূলক বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়েছে (উপপদ্যে-তরাম্)। লুঙের যথেচ্ছ ব্যবহার অথবা বাণ ও দণ্ডীর সচেতন ভাবে লিটের ব্যাকরণসিদ্ধ প্রয়োগ ইত্যাদি বৈয়াকরণদের বিপুল প্রভাব সূচিত করে।

৭.৬৪ মহাকাব্যোচিত শিথিল প্রয়োগ ॥

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্যের ভাষারীতির—বিশেষত মহাভারতের প্রভাবও দেখা যাবে যথেষ্ট। মহাকাব্যদ্বয়ের ভাষার বৈশিষ্ট্য অন্যত্র আলোচিত হবে (দ্র: ১০ম অধ্যায়)। ক্ল্যাসিকাল্ সংস্কৃতে এই মহা-কাব্যোচিত ব্যাকরণদুষ্টতা দেখা যাবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। যেমন, ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্তে পরিণতি, ক্রমের (grade) বিপর্যয়, কারক-বিপর্যয় (বিশেষত সর্বনামে) ইত্যাদি। এইরকম স্ত্রীলিঙ্গের শতৃ-বাচক বিভক্তি -অন্তী/অতী, ক্ত্বাচ্/ল্যপ্, পরস্মৈপদ/আত্মনেপদ প্রভৃতির পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। অতীতকালের বিভিন্ন রীতিসিদ্ধ ব্যবহারও বজায় থাকে নি—যেমন, আখ্যানমূলক ব্যবহারে (narration) লিটের সঙ্গে সমভাবে লুঙ্ ব্যবহৃত হয়েছে। পাণিনীয় 'কপাট'-এর স্থলে রামায়ণসুলভ 'করাট' শব্দের প্রয়োগ দেখা যাবে শ্রীহর্ষে।

৭.৬৫ নবীন ভাষাদর্শ ॥

সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণগত প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের আংশিক অবলুপ্তি (elimination) অথবা নবীন আবির্ভাবের (innovation) কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র: ৬.৫৬-২৭)। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মূল কাঠামোর স্বরূপগত পরিবর্তন (দ্র: ৮.১০) ব্যাকরণের কিছু বিচ্ছিন্ন রূপগত (morphological) নবায়নের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে নি। পদগঠনরীতি (syntax) এবং শব্দভাণ্ডার (vcoabulary)—এই দুই স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বিবর্তিত সংস্কৃত ভাষার নতুন জয়তোরণ। পরবর্তী যুগের মৌলিক পরিবর্তন সংক্ষেপে হল এইগুলি—

ক ॥ পদগঠনের ক্ষেত্রে তিঙন্তবাচক বা ক্রিয়ামূলক (verbal) রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে নামমূলক (nominal) [দ্র: ৬.৫৮]। ফলস্বরূপ, তিঙন্ত অতীতের জটিল রূপ-প্রাচুর্যের স্থলে কর্মবাচ্যে নিষ্ঠান্ত পদের সহজ

প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে সংযোজক ক্রিয়ার (copula) অপ্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতেও এই জাতীয় নিষ্ঠান্ত অতীতের ব্যবহার দেখা গেছে। সম্ভবত পদগঠনের এই রীতি আবির্ভূত হয়েছে লৌকিক ব্যবহারের ভিত্তিতে। দর্শনমূলক বা তথ্যনির্ভর সাহিত্যে ক্রিয়াবিবর্জিত সূত্রগুলির সংযোগ একদিকে যেমন সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গীর সহায়ক, অপরদিকে তেমনি দীর্ঘসমাস গ্রন্থনার কারণও বটে। নামমূলক ক্রিয়াগঠন রীতি এই পরিপ্রেক্ষায় বিচার্য। এই নতুন রীতিকে অবশ্য অনেকে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব বলে অনুমান করেন।

খ ॥ বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ আর এক জাতীয় নবীন আবির্ভাব। এই জাতীয় প্রবণতা অবশ্য লৌকিক ব্যবহারের চেয়েও সাহিত্যিক প্রয়োগের বৈদগ্ধ্য প্রমাণ করে অধিক এবং বলা বাহুল্য, তা' কৃত্রিমতার অধ্যারোপ। পরবর্তী যুগে সমাসের দীর্ঘ গ্রন্থনা হয়ে উঠেছে বাধাহীন, শব্দসমুচ্চয়ে বিপর্যস্ত এবং প্রকাশক্ষমতায় অস্বচ্ছ।

গ ॥ সন্ধির বাধ্যবাধকতা। গ্রীক, বৈদিক বা প্রাকৃতে সন্ধির স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। কারণ কথ্যভাষার উপকরণ হিসেবে সন্ধির বাধ্যবাধকতা অনেক সময় অবাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ক্লাসিক্যাল্ সংস্কৃতে তা' হয়ে উঠেছে অবশ্য পালনীয় কৃত্রিম গ্রন্থি।

ঘ ॥ বৈদিক স্বরসঞ্চার বা স্বরবৃত্তির (pitch accent) স্থলে শ্বাসাঘাতের (stress accent) আবির্ভাব। ম্যাক্‌ডোনেল্-প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানদের মতে এ হল প্রাকৃত প্রভাবেরই ফল।

ঙ ॥ বৈদিক ভাষার শব্দাবলীর অনেকাংশ অবলুপ্ত হলেও সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার নতুন করে গড়ে উঠল বহু প্রাকৃত শব্দের অনুপ্রবেশে। প্রাকৃত প্রভাব বা প্রাকৃত শব্দের সংস্কৃতায়নও দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে (বিস্তৃত আলোচনা, দ্র: ১১.১১-১২ : ১২.২৫-২৬)।

চ ॥ দেশী বা বিদেশী—যে কোন শব্দ সংগ্রহের জন্য আরও নতুন নতুন উৎস আবিষ্কৃত হল যথা, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রিক, ইরাণীয়, গ্রীক, সেমেটিক ইত্যাদি (বিস্তৃত আলোচনা দ্র: ১২ ১০-২০)।

॥ ৮ ॥

বৈদিক ও সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনা

৮.১০ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা[১] করার সময় প্রথমেই লক্ষ্য করা যাবে—এদের পার্থক্য একদিকে যেমন কালগত (chronological), অপরদিকে তেমনি স্থানগত (dialectal)। ভাষার কালগত ব্যবধান প্রায় হাজার বছরের। আর আঞ্চলিক ভেদ প্রধানত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্যদেশীয় অঞ্চলের। উভয় ভাষার পার্থক্যের মূল সূত্রগুলি হল—

ক ॥ ধ্বনিগত পরিবর্তন বৈপ্লবিক নয়। বৈদিক সাহিত্যের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই ছন্দোমূলক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল।

খ ॥ শব্দসম্ভারের (vocabulary) পার্থক্য অপরিসীম। বৈদিক সাহিত্যের অনেক শব্দ প্রাচীন ইরাণীয় শব্দের সমগোত্রীয়। শব্দাবলীর অনেকাংশ পরবর্তী যুগে হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত, নতুবা অর্থান্তরিত। নানা উৎস থেকেও নতুন শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে সংস্কৃতে।

গ ॥ নাম বা সর্বনাম-রূপের তুলনায় ধাতু- এবং ধাতুমূলক গঠন প্রক্রিয়ার পার্থক্য অনেক বেশি। বৈদিক ভাষার গঠন মূলত ক্রিয়াকেন্দ্রিক (verbal); কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গঠন স্বরূপত পদ- বা নাম-মূলক (nominal)। সম্ভবত এই কারণেই দীর্ঘ সমাসবন্ধনের প্রতি প্রীতি হয়েছে অপরিহার্য।

ঘ ॥ বৈদিক ভাষার ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য, রূপ-প্রাচুর্য এবং পদ-বিন্যাস মূল ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষার মত বিশাল এবং বিশদ। কিন্তু সংস্কৃতে তা' হয়েছে অনেক সীমিত ও সংকীর্ণ।

---

১ দ্র: *Whitney* : Skt Gr ; *Macdonell* : VGS ; *Ghatage* : HLIL pp. 84-105

৬ ॥ বৈদিক স্বরসঞ্চার বা স্বরবৃত্তি (pitch accent) সংস্কৃতে হয়েছে সম্পূর্ণ লুপ্ত। সংস্কৃত সম্ভবত শ্বাসাঘাত (stress accent)-মূলক।

৮.২০ উভয় ভাষার ধ্বনিগত (phonological system) পার্থক্য—

৮.২১ বৈদিক ছন্দের সূক্ষ্ম নিয়ম (prosody) থেকে অনেক ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের সংকলন-কর্তারা ব্যাকরণগত নিয়মবন্ধনে সেগুলিকে উপেক্ষা করেছেন। যথা, অন্তঃস্থ বর্ণ য়, র-এর উচ্চারণ স্বরবর্ণ সমন্বিত দ্ব্যক্ষরমূলক (দ্বা/দুবা, জ্যা/জিয়া, ত্বা/তুবা, ত্বম্/তুঅম তু: প্রা: পারসীক *tuvam* ইত্যাদি)। প্রায়শই সংহিতার সন্ধিযুক্ত স্বর বিযুক্ত ক'রে পাশাপাশি স্বরকে উচ্চারণ করা যেত (লিখিত পস্ত্যাস্বা= পস্ত্যাসু আ) । অনেক স্থলে বৈদিক দীর্ঘস্বর আসলে দুইটি হ্রস্বস্বরের সমন্বয়—যেমন ৬ষ্ঠীর বহুবচনের -আম্=অ-অম্ ; অথবা 'গো' শব্দজাত গাম্=গঅম্ (২য়া ১ব) ইত্যাদি। মোটকথা বেদের প্রাচীন অংশে স্বর-সংযোগ বা hiatus অসুলভ ছিল না। অনেক সময় স্বরভক্তি (anaptyxis) লক্ষণীয় (যথা, ইন্দ্র=ইন্দর, রুদ্র=রুদর)। কিছু ক্ষেত্রে লিখিত রূপের আসল উচ্চারণ ছিল অন্যরকম—যথা, পাবক, ছর্দিঃ, পৃথিব্, নৃণাম্, মৃল.য উচ্চারিত হত যথাক্রমে পবাক, ছদিঃ, পৃথ্বী, নৃ্ণাম্, মৃ্ল.য় রূপে।[২]

৮.২২ ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের উষ্মীভবন বা স্পর্শহীনতা (spirantisation of voiced aspirate or, de-occludisation) প্রাচীন স্তরের বৈদিক ভাষায় দেখা যায়। লক্ষণীয়, প্রাকৃত যুগে এই প্রবণতা আরও ব্যাপক। সম্ভবত ঋগ্‌বেদীয় যুগের এই লক্ষণ পরবর্তীকালে মধ্যদেশীয় সংস্কৃতভাষীদের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই প্রায়শ ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে সংস্কৃতে। স্বরমধ্যগত একক ধ্, ভ্, ঘ্-এর (intervocalic single voiced aspirate)—হ্-এ পরিণতির উদাহরণ—পাহি/কৃধি, ইহ/ইধ, হিত (< √ধা), গৃহ (<*গৃধ), গ্রহ্ (< √গ্রভ্) হস্তি (তু: ঘ্নন্তি), অর্হ্ (<√অর্ঘ্),দহ্ (<√ধঘ্) ইত্যাদি।[৩]

৮.২৩ স্বরমধ্যগত ঘোষ মূর্ধন্যবর্ণ ড্, ঢ্ ঋগ্‌বেদে তাড়িত ধ্বনি ল্.,

---

২ দ্র: *B. K. Ghosh* : LIS pp. 52-69

৩ দ্র: VA (i) p. 340 , *Katre* : PL pp. 68-69

ল.হ্ ($ḷ$, $ḷh$)-এ পরিণত হত—যথা, জিহীল.নস্য, ব্রোল্.হা, ঈলে. (= ঈডে) কিন্তু ঈডা, মাল্.হ্যে (= মীঢ়্ষে) কিন্তু, মীঢ্বান্ ইত্যাদি ।[8]

৮.২৪ প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার মত ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে কেবল র্-ধ্বনি (<মূল ই ইউ *r,l) ছিল—তুলনীয় ম্রুচ্, রভ্, রোম, রোহিত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একই শব্দের ল্-এ পরিণতি দেখা যায় যথা— ম্লুচ্, লভ্, লোম, লোহিত। এমনকি র্ ও ল্-এর পাশাপাশি প্রয়োগও লভ্য যথা, স্বঙ্গুরি/দশাঙ্গুল। এইরূপ আরও উদাহরণ—উপর (পরবর্তী উপল 'প্রস্তর খণ্ড'), প্রু, প্রব (পরবর্তী প্লু, প্লব, তু: গ্রীক *pleō*), রিপ্, রিপ্ত (পরবর্তী লিপ্, লিপ্ত, তু: গ্রীক *aleiphō*), মূর (পরবর্তী মূল), রঘু (সং লঘু তু: গ্রীক *elakhus*), রিহ্ (সং লিহ্ তু: গ্রীক *leikhō*)। অথর্ববেদে ল্-এর উদাহরণ আরও বেশি—যথা, অথর্ব বেদে, লপ্, অশ্লীল ঋগ্বেদে রপ্, অশ্রীর। পরবর্তী সংহিতাতেও তাই, যথা সামবেদে পাংশুলে, ঋগ্বেদে পাংশুরে, বাজসনেয়ি সং লিখ্, কুলাল, স্থূল, বাল কিন্তু সরির; মৈত্রা সং পুলীতাৎ কিন্তু অশ্বরার। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ল্ আরও সহজলভ্য অবশ্য কিছু প্রাচীন প্রয়োগ ছাড়া যথা ঐ ব্রা বহুর, উরুক। এ ছাড়া সংস্কৃতে এমন অনেক ল্-যুক্ত শব্দ মেলে যেগুলি মূলত র্-ধ্বনিজাত যথা প্লুষি 'একজাতীয় পোকা', শ্লোক (√শ্রু), বিপুল (√পৃ) ইত্যাদি।[5]

ঋগ্বেদে র-ধ্বনির একক ব্যবহার এবং পরবর্তী যুগে ল্-এর আধিক্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যের উপভাষাগত বৈচিত্র্যের চিত্র তুলে ধরে। পরবর্তী যুগে পূর্বদেশীয় মাগধী প্রাকৃতে ল্-ধ্বনির একক ব্যবহার দেখে মনে হয়, র্-এর ল্-এ পরিণতি কথ্য সংস্কৃতেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং সেই প্রাকৃতায়ন আসলে পূর্বাঞ্চল থেকেই হয়েছিল সংক্রামিত।

৮.২৫ ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে -এ- এবং -ও ধ্বনি ছিল সম্ভবত হ্রস্ব যৌগিক স্বর (diphthong) অর্থাৎ তারা উচ্চারিত হত হ্রস্ব অ+ই এবং হ্রস্ব

---

৪ দ্র: *Whitney* : Skt. Gr ff 54a

৫ দ্র: *Burrow* : SL pp. 82-84

অ+উ ($=\breve{a}i, \breve{a}u$) রূপে। এই উচ্চারণ সমর্থিত হয়েছে প্রাতিশাখ্যে যেখানে এদের বলা হয়েছে 'সন্ধ্যক্ষর' অর্থাৎ sandhi vowels। ঋগ্‌বেদের ছন্দের মানদণ্ডে বোঝা যায়, 'জ্যেষ্ঠ' এবং 'শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি শব্দ ত্র্যক্ষরী (trisyllabic) রূপে উচ্চারিত হত—আবেস্তাতেও তাই (তু· আবে *sraēšta*)। এইরূপ 'ত্রেধা' (১।১৫৪।১) উচ্চারিত হত 'ত্রইধা' (*traidhā*) রূপে। ও-কারের অউ রূপে উচ্চারণ অবশ্য বিশেষ স্পষ্ট নয়, তবে 'সৌম্য' এবং সোম্য' এই একই শব্দ যে দ্বিবিধ রূপেই উচ্চারিত হত তার প্রমাণ আছে। ঋগ্‌বেদোত্তর যুগে এ/ও পুরোপুরি একাক্ষরী (monosyllabic) হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৬]

৮.২৬ বৈদিক ভাষার অনেক শব্দে-প্রযুক্ত দন্ত্যবর্ণ পরবর্তী যুগের সংস্কৃতে মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে (spontaneous) অথবা র/ঋ-র প্রভাবে। বলা বাহুল্য এই মূর্ধন্যীভবন (cerebralisation) প্রাকৃতস্তরের একটি বড় বৈশিষ্ট্য যার উৎপত্তিও সম্ভবত শুরু হয়েছিল পূর্বাঞ্চলে। বৈদিক ভাষার শেষ স্তর থেকেই এই মূর্ধন্যীভবনের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যাবে। যথা, ঋগ্‌বেদে দী 'ওড়া' (শ ব্রা দেদীয়তরৈ/ডীতার), পন্‌ 'প্রশংসা করা' (ঐ ব্রা পন্/পণ্‌, জৈ ব্রা পণ্‌), অত্‌ 'ভ্রমণ করা' তু: অতিথি (সং অট্‌), ঋ বে এবং শ ব্রা আতি (কিন্তু সূত্রে আটি), ভন্‌ (সং ভণ্‌); ঋ বে এবং অথ বে চত্‌ (সং চট্‌) নদ (শ ব্রা নড) অবত (সা বে ও তৈ সং অবট) <**avṛta* ইত্যাদি।

সংস্কৃতে এই রকম আরও প্রাকৃতায়িত শব্দ আছে যার সমর্থন মেলে ইন্দো-ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় অথবা সংস্কৃতেই। যথা, সং হাটক, হিরণ্য (তু: রুশীয় *zoloto*), অটনি 'ধনুশীর্ষ' (তু: বৈদিক আর্ত্নী), নট তু: নৃত্‌, ব্রিকট<ব্রিকৃত, ভট<ভৃত, ভট্টারক তু: ভর্তৃ, জঠর তু: জতুর্ এবং গথিক ***kilθei***, আঢ্য তু: ঋধ্‌, অণু 'সূক্ষ্ম' তু: গ্রীক *aleō* 'নিষ্পেষণ করা', পাষ্য, পাষাণ তু: জার্মান *Fels*, ভাষ্‌ 'বলা' তু: লিথু *balsas*, দণ্ড তু: গ্রীক

৬ দ্র: *S. Sen* : HPHS p. 8 ff 3

dendron সং খেট 'গ্রাম, বাজার' তু: সং ক্ষেত্র আবে *soiθra* ইত্যাদি।[৭]

৮.২৭ বৈদিকের সঙ্গে সংস্কৃতের সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য হচ্ছে বেদে স্বরের (musical or pitch accent) অস্তিত্ব যা' সংস্কৃতে একেবারেই অনুপস্থিত। মূল ইন্দো-ইউরোপায় ভাষার এই বৈশিষ্ট্য গ্রীক ও বাল্‌তো-শ্লাবিক শাখার মত বৈদিকেরও বৈশিষ্ট্য। স্বরের অবস্থানের দ্বারা শব্দার্থ এবং ব্যাকরণগত আচরণ (semantic value and grammatical function) নির্ণীত হত। স্বরের অস্তিত্ব এবং পরিবর্তন ভাববাচক বিশেষ্য বা ভাববচন (action noun) এবং কারক-বাচক বিশেষ্যের (agent noun) পার্থক্য নির্ণয় করত। যথা, ভাববাচক 'ব়েদ 'জ্ঞান', 'গ্রহ 'গ্রহণ', কিন্তু কর্তৃবাচক প্ল'ব় 'নৌকা', চো'দ 'উত্তেজক', অথবা 'রক্ষস্ 'রাক্ষস', (ক্লীবলিঙ্গ) কিন্তু র'ক্ষস্ 'পরিত্রাতা' (পুংলিঙ্গ); 'ব্রহ্মণ্ 'প্রার্থন', স্তব' (ক্লীবলিঙ্গ), কিন্তু ব্র'হ্মণ্ 'প্রার্থনাকারী, স্তোতা' (পুংলিঙ্গ); 'দাতা বসূনি 'ধনদান' কিন্তু 'দা'তা বসূনাম্ 'ধন দাতা' ইত্যাদি (তু: গ্রীক *to'mos* 'a cut'/*tomo's* 'cutting, sharp', *tro'khos* 'revolution'/*trokho's* 'wheel'। অনেক সময় স্বরের দ্বারা লিঙ্গ নির্ণীত হত। যথা, 'ব্রহ্মণ্/ব্র'হ্মণ্, 'স্বভস্ 'মেঘ' (ক্লীবলিঙ্গ); উ'ষস্ 'ঊষা' (স্ত্রীলিঙ্গ); 'য়শস্ 'যশ' (ক্লীবলিঙ্গ) কিন্তু য়'শস্ 'যশস্বী' (পুংলিঙ্গ) ইত্যাদি। সমাসও নির্ধারিত হত স্বরের দ্বারা যথা, রা'জপুত্র 'যার পুত্র রাজা' (বহুব্রীহি) কিন্তু রাজপু'ত্র 'রাজার পুত্র' (তৎপুরুষ), 'সুকৃতম্ 'সুকৃত' কিন্তু সুকৃ'তম্ 'সৎকর্ম' ইত্যাদি।

৮.২৮ সংস্কৃতের তুলনায় বৈদিক সন্ধিপ্রক্রিয়া অনেক পুরোনো ধরণের এবং তা' কথ্যভাষার কাছাকাছি; কারণ সংস্কৃতের বাঁধাধরা কাঠিন্য (rigidity) এবং কৃত্রিমতা সেখানে নেই। উদাহরণস্বরূপ—

ক) স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে—

অনেক সময় সবর্ণের সন্ধি হত না যথা, মনীষা+অগ্নি=মনীষা অগ্নি, সু-উতয়ঃ। অন্তর্গত স্বর-সংযোগও (hiatus) কচিৎ মেলে, যথা তিতউ<তিতসু; প্রউগ <প্রয়ুগ; শ্ব বে সুউতি।[৮] স্বরকে বিযুক্ত রাখার জন্য (to

৭ দ্র: *Burrow* : SL pp. 95-97; *Katre* : PL p. 67

৮ দ্র: *Whitney* ; Skt Gr ff 125b

preserve hiatus) পদান্ত অ/আ অনুনাসিক হত (উপস্থাঁ একা, য়থাঁ এষ)। ঋগ্‌বেদে অ+ঋ-এর সন্ধি অনেক ক্ষেত্রে অর্ হলেও অ/আ কে ঋ থেকে পৃথক্ ভাবে সংহিতায় রক্ষা করা হত (সপ্তঋষয়ঃ)। বেদে প্রায়শ সবর্ণস্বর যুক্ত না হয়ে পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখলেও পূর্বের স্বর যদি দীর্ঘ হত, তাহলে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত হত (মা আপেঃ>ম আপেঃ)। আবার অনেক ক্ষেত্রে সংহিতায় স্বরসন্ধি হলেও তারা পৃথক ভাবে উচ্চারিত হত (হীন্দ্র=হি ইন্দ্র, তেন্দ্র=ত ইন্দ্র)। সংস্কৃতে যেখানে ই, উ+ অ-সবর্ণ স্বরের সন্ধিব ফলে য্, র্ হত, বেদে সেই য্, র্ দ্ব্যক্ষরমূলক ইয়্, উর্ রূপে উচ্চারিত হত (রার্যাণাম্=রারি-আ-ণাম্)। ছন্দোমূলক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বরবর্ণের দীর্ঘীকরণ (rhythmic lengthening) ঘটত বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকটি পদে (তেনা, পিবা, কৃধী, রার্‌ধে, সান্তি ইত্যাদি)। ঋগ্‌বেদের প্রাচীন অংশে অভিনিহিত সন্ধির ছিল সাম্মিত ব্যবহার। অভিনিহিত সন্ধিতে পদান্ত এ/ও-এর পরবর্তী অ লুপ্ত হয়, কিন্তু বেদে তা' ক্বচিৎ দেখা যায় (সদ্যো অপিবঃ=সং সদ্যোঽপিবঃ, সুনবে অগ্নে=সং সুনবে ঽগ্নেঃ)। নিপাত স্বব (particle) -উ- এবং ঋগ্‌বেদীয় ৭মী ১ বচনের ঈ, উ (<ই/উ-কারান্ত শব্দ) সর্বদাই প্রগৃহ্য। এইজন্য পদপাঠে সেগুলি 'ইতি' দ্বারা বিশ্লিষ্ট থাকে। এইরূপ বৈদিক সর্বনাম পদ অস্মে, যুষ্মে, ত্বে পদের অন্ত্য স্বরও প্রগৃহ্য।

খ) ব্যঞ্জন সন্ধির ক্ষেত্রে—

বৈদিক ব্যঞ্জনসন্ধি-প্রক্রিয়ায় অনেক সময় পদান্ত অথচ লুপ্ত ত্, স্-এর পুনরাবির্ভাব ঘটে যা' ভাষার প্রাচীনস্তরের সাক্ষ্য বহন করে। পদান্ত -আন্ ঈন্, উন্+স্বরবর্ণ (বা কয়েকক্ষেত্রে য়, র, ল, ব়, হ) >-আঁ, ঈঁর্, উঁর্ আসলে এসেছে আরও পূর্ববর্তী স্তর থেকে অর্থাৎ *-আন্‌স্, ঈন্‌স্ উন্‌স্ > -আঁজ্., ঈঁজ্., উঁজ্.,=$\bar{a}\tilde{n}z$, $\bar{i}\tilde{n}z$, $\bar{u}\tilde{n}z$ (আঁজ্., আঁ হয়েছে বিসর্গসন্ধির মতই)। যথা স্বর্গাঁ ইব (=স্বর্গান্ ইব), পরীধীঁ রতি (=পরীধীন্ অতি), অভীঁ শূরিব (=অভীশূন্ ইব), নৄঁরভি (=নৄন্ অভি) স্বরাঁ য়াতু (=স্বরান্ য়াতু) ইত্যাদি।

পদান্ত ন্-এর পর চ্/ত্/স্ থাকলে শ্/স্ বা ত্-এর আগম বা শ্রুতি ঋগ্‌বেদে ব্যুৎপত্তিগত (etymological), যেমন প্রথমার একবচনের বা দ্বিতীয়ার বহুবচনের -স্ (<*-*s*,-*ns*) ব্যুৎপত্তিগত। যথা, অনুয়াজাংশ্চ (*ṁ-ś-c*), আরদংস্তম্ (*ṁ-s-t*), অহন্ত্সহসা (*n-t-s*)। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই আগম ব্যুৎপত্তিগত না হয়ে সাধারণ ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন প্রথম পুরুষ, বহুবচন লঙ্-এ বা ন্-ভাগান্ত শব্দের সপ্তমীর বা সম্বোধনের একবচনে -স্ না থাকলেও সন্ধিতে এসেছে। যথা—অভবংস্তত্র, রাজংস্তত্র (অভবন্, রাজন্ +) ইত্যাদি।

পদান্ত ম্+য্, ল্, র্, পরিণত হয়েছে য়ঁ্, লঁ্, রঁ্-এ, যথা, সয়ুঁধি (=সংয়ুধি) ইত্যাদি।

যত্ব-ণত্ববিধি কেবল পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা' অন্তর্গত (internal) বা বহির্গত (external) বাক্য বা বাক্যাংশেও প্রযুক্ত হত। যথা—দিবস্পরি, দ্যৌষ্পিতা, দুষ্টর, মিথস্পৃধ্য, নি ষসাদ, প্র ণ আয়ুংষি, পরি ষ্ঠ, প্র্ণ আয়ুর্জীরসে সোম তারীঃ। ঋগ্‌বেদোত্তর যুগে মূর্ধন্যীভবন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় অনেকসময় শব্দের দুইটি রূপও পাওয়া যায়। যথা, প্রাচীন বিষ্টর এবং বিস্তর, প্রাচীন সুস্থ এবং সুষ্ঠু ইত্যাদি।

৮.৩০ বৈদিক ও সংস্কৃতের শব্দরূপগত (declensional system) পার্থক্য—

৮.৩১ শব্দরূপে বৈদিক ভাষার প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য সংস্কৃতের তুলনায় অনেক বেশি। এই প্রাচুর্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখা যাবে—

ক ॥ ধ্বনিগত বিকল্প প্রয়োগ (phonetic variant) যথা, অ-কারান্ত শব্দের কর্তৃ- ও কর্ম-কারকের দ্বিবচনে অথবা ই-কারান্ত শব্দের অধিকরণ কারকের একবচনে আ/ঔ (*ā*/*āu*) বিভক্তি [প্রিয়া/প্রিয়ৌ ; শুচা/শুচৌ]।

খ ॥ পদান্ত হ্রস্ব এবং দীর্ঘ বিভক্তির যুগপৎ প্রয়োগ যথা, স্ত্রীলিঙ্গ ই-কারান্ত শব্দের ৩য়ার ১বচনে -ই/ঈ (তু: অচিত্তি/অচিত্তী)।

গ ॥ বিভক্তির বিকল্প প্রয়োগ যথা, অ-কারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে দেবৈঃ/দেবেভিঃ, ৩য়ার ১ব দেবা/দেবেন, উ-কারান্ত শব্দের ৭মীর ১ব

ৱিষ্ণৌ/ৱিষ্ণৱি, ন্-কারান্ত শব্দের ৭মীর ১ব রাজন্/রাজনি, ১মা-২য়ার বহুব ক্লী যুগা/যুগানি ইত্যাদি।

ঘ ॥ বিভিন্ন শব্দমূল বা প্রাতিপদিক (base) এবং স্বরক্রমের (grade) প্রয়োগ যথা, নৌ/নাৱা, দ্যৌ/দিৱ্, পন্থা/পন্থান্/পথ্/পথি, ৱিষ্ণৱি/ৱিষ্ণৌ (৭মী ১ ব)।

ঙ ॥ প্রাচীন বিভক্তির সংরক্ষণ যথা, স্বরান্ত শব্দের ৬ষ্ঠীর বহুবচনে -আম্ বিভক্তি (দেৱাম্, স্বস্রাম্ ইত্যাদি)।

চ ॥ ছন্দোঘটিত বিকল্প প্রযোগ যথা,-এনা/এন (৩য়া ১ব), তু: ঋ বে ঘৃতৱান্তি, পশুমান্তি (=-ৱন্তি, -মন্তি) [১মা/২য়া বহুব ক্লী] ইত্যাদি।

ছ ॥ সাদৃশ্যঘটিত নতুন রূপ (analogical creations)। সংস্কৃত শব্দরূপে বিশেষত ক্লীবলিঙ্গ শব্দে সাদৃশ্যজনিত নতুন রূপ সংখ্যায় বেড়েছে অনেক (তু: গোনাম্, ক্রতুনা ইত্যাদি)।

জ ॥ স্বরান্ত শব্দের বৈচিত্র্য বেদে ব্যঞ্জনান্ত শব্দেব তুলনায় অনেক বেশি। সংস্কৃতে একই শব্দরূপের (বিশেষত স্ত্রীলিঙ্গে) বিভিন্ন রীতি লুপ্ত হয়েছে অথবা একাকার হয়ে নতুন শব্দরূপ-রীতি গঠিত হয়েছে (তু. বৈ দেৱী/ৱৃকী=সং নদী)।

ঝ ॥ দ্বিবচনের সীমিত প্রয়োগ। কেবল সহজাত বা স্বভাবগত যুগ্ম শব্দই (natural pairs) বেদের প্রাচীন অংশে দ্বিবচনে ব্যবহৃত হত (তু: পিতরা, মিত্রা-ৱরুণা, অক্ষী, চক্রে ইত্যাদি)। কিন্তু দ্বিবচনের স্থানে বহুবচনও মেলে। যথা, 'সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেৱাঃ। সমাপো হৃদয়ানি নৌ (=হৃদয়ে আৱয়োঃ 'আমাদেব দুজনার হৃদয়') [১০।৮৫।৪৭]।

ঞ ॥ অনেক ক্ষেত্রে শব্দমূলেরও পরিবর্তন হয়েছে সংস্কৃতে—বিশেষত ব্যঞ্জনান্ত হয়েছে স্বরান্ত শব্দে পরিণত যথা, বৈ অস্থন্> অস্থি, নৃ>নর, পাদ্>পাদ, পুর্>পুর ইত্যাদি। তাছাড়া ধাতুনাম বা ভাববচন (root noun) বেদে সুপ্রচুর।

৮.৩২ স্বরান্ত শব্দ (vowel stem) ॥

১ ॥ অ-কারান্ত শব্দ—

সংস্কৃত শব্দের অর্ধেকেরও বেশি শব্দ অ-কারান্ত। সংস্কৃতে অ-কারান্ত শব্দ কেবল পুংলিঙ্গ। কিন্তু মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সংস্কৃত -অ- অর্থাৎ ই ইউ *o-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গও ছিল। এই শব্দে স্বরের স্থানপরিবর্তন (shift of accent) ঘটে না। কাজেই শব্দরূপে স্বরক্রমও (ablaut, vowel gradation) নেই। ক্লীবলিঙ্গে ১মা/২য়ার একবচনের বিভক্তি (-ম্) এখানে দেখা যায়—যা' অন্য স্বরান্ত শব্দে মেলে না (ফলম্/বারি/মধু)। অ-কারান্ত শব্দেই কেবল ৫মী ও ৬ষ্ঠী বিভক্তির পার্থক্য দেখা যায় (নরস্য/নরাৎ)। সর্বনাম-বিভক্তির প্রভাব এখানে দ্রষ্টব্য (৩য়া ১ব -এন, ৩য়া বহুব -এভিঃ)।

শব্দরূপে বৈদিক বৈশিষ্ট্য হল এইগুলি—পুংলিঙ্গ শব্দরূপের ১মা/২য়ার দ্বিবচনে যুগ্ম বিভক্তি -আ/ঔ (দেবা/দেবৌ)। ক্লীবলিঙ্গ শব্দে ১মা/২য়ার বহুবচনে যুগ্ম বিভক্তি -আনি/আ (ফলানি/ফলা)। -আনি বিভক্তি এসেছে অন্-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে (কর্মাণি > কর্ম+আণি)। প্রাচীন বিভক্তি -আ ঋগ্‌বেদে অধিক প্রযুক্ত হলেও অথর্ববেদে সীমিত হয়েছে। পুংলিঙ্গ ১মার বহুবচনের বিভক্তি -আস্ ছাড়া -আসস্ (নরাসঃ)। -আসস্ আসলে বহুবচনান্ত বিভক্তির দ্বিত্ব প্রয়োগ থেকে এসেছে (নরাসঃ<-আসস্ =অস্+অস্)। তৃতীয়ার একবচনে সংস্কৃতের মত -এন বিভক্তি থাকলেও ছন্দের প্রয়োজনে -এনা এবং প্রাচীনতর -আ বিভক্তিও দেখা যায় (যজ্ঞেন, ঋতেনা, যজ্ঞা)। ২য়ার বহুবচনের মূল বিভক্তি হল -অন্স্ (<*ons)। শব্দরূপে পদান্ত স্ লুপ্ত হলেও (দেবান্) সন্ধিতে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে (দেবাংস্তত্র)। বেদে কিন্তু প্রাচীন বিভক্তির সংরক্ষণ দেখা যায় একাধিক ক্ষেত্রে (স্বর্গা ইব, ঋ বে স্বতবাঁঃ পায়ূঃ দ্র: ৮.২৮।খ)। ৩য়ার বহুবচনে যুগ্ম বিভক্তি -ঐঃ/-এভিঃ (-এভিঃ এসেছে সর্বনামের বিভক্তি থেকে) তু: অশ্বৈঃ/অশ্বেভিঃ। ৬ষ্ঠীর বহু-বচনের বিভক্তি -নাম্ ছাড়া প্রাচীনতর -আম্ (দেবাম্, জনাম্, চরথাম্)। -নাম্ বিভক্তি বেদে দ্ব্যক্ষরী মূলক (-নঅম্)। ৬ষ্ঠী/৭মীর দ্বিবচনে -য়োঃ বিভক্তি ক্বচিৎ -ওঃ (ঋ বে পস্ত্যোঃ < পস্ত্য)। ৪র্থী/৫মীর বহুবচনে -ভ্যঃ এবং ৬ষ্ঠীর ১ বচনে -স্য বিভক্তি ছিল দ্ব্যক্ষরমূলক (অর্থাৎ -ভিঅস্,-সিঅ)।

২ ॥ আ-কারান্ত শব্দ—

আ-কারান্ত শব্দ সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গবাচক। বেদে আ-কারান্ত শব্দরূপের দুটি রীতি ছিল—একাক্ষরী মৌলিক বা সিদ্ধ (monosyllabic radical) এবং সাধিত (derivative)। একাক্ষরী মৌলিক আ-কাবান্ত শব্দের (পুং ও স্ত্রী) ব্যবহার ঋগ্‌বেদে সুপ্রচুর কিন্তু পরবর্তী যুগে সীমিত। সাধারণত এগুলি সমাসান্ত অঙ্গ বা উত্তরপদ (final member of compound) হিসেবে ব্যবহৃত হত (তু: বিশ্বপা ইত্যাদি)। সংস্কৃতে তা' হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়েছে (মধুপ, জলদ ; তু: ঋ বে সোমপাঃ অথ বে সোমপঃ, ঋ বে নামধাঃ, অথ বে নামধঃ)।

ঋগ্‌বেদে অধিকাংশ মৌলিক আ-কারান্ত শব্দ সমাসান্ত উত্তরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও একাক্ষরী শব্দ পাওয়া যায় পুংলিঙ্গে চারটি (জা, ত্রা, দা, স্থা) এবং স্ত্রীলিঙ্গে সাতটি (ক্ষা, মা, খা, গ্না, জ্যা, ব্রা, জা)। কিন্তু শব্দরূপে এদের সমস্ত পদগুলি মেলে না। লক্ষণীয়, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য বোঝাতে ১মার ১বচনে স্-বিভক্তি হত অথবা হত না [যথা, ১মা ১ব জাঃ (পুং) জা (স্ত্রী)]।

সাধিত আ-কারান্ত শব্দরূপে সংস্কৃতের মতই বিভক্তি যুক্ত হত। শুধু তৃতীয়ার ১ বচনে প্রাচীন বিভক্তি -আ (তু: মনীষা) ব্যবহৃত হত -য়া বিভক্তির পাশাপাশি (লতয়া, মায়য়া)। প্রাচীন বিভক্তি অথর্ববেদে ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ১মা ও ২য়ার বহুবচনে বিভক্তির দ্বিত্ব প্রয়োগ (১মা বহুব ব্রশাসঃ, ২য়া বহুব অরঙ্গমাসঃ)। চতুর্থীর একবচনে কচিৎ প্রাচীনত্ব দেখা যায়, যথা পরাখ্যৈ, পরাদৈ (< -আ+এ)। তুমর্থক চতুর্থী রূপে -ঐ বিভক্তির প্রয়োগ এই প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর। সংস্কৃতে কিন্তু নতুন বিভক্তি -য়ৈ (ঈ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে—যথা, লতায়ৈ) ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া, অন্যান্য বিভক্তিতে দ্ব্যক্ষরী (dissyllabic) উচ্চারণ স্বাভাবিক ভাবে দেখা যাবে কচিৎ। যেমন -আস্ (=অঅস্), আম্ (=অঅম্), দ্বিবচনের আ (=অঅ) অথবা -ভ্যাস্ (=ভিঅস্)।

বহুঅক্ষরমূলক শব্দের মৌলিক রূপ-রীতি পরবর্তী যুগে দুর্লভ হলেও ঋগ্‌বেদে তা' মেলে। বেদে এই জাতীয় আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ

শব্দ মোট ছয়টি—পন্থা, মন্থা, ঋভুক্ষা, উশনা, মহা, আতা। সংস্কৃতের পথিন্ শব্দের ঋগ্বেদীয় রূপ হল পন্থা-মূল-ভিত্তিক—১মা ১ব পন্থাঃ, ২য়া ১ব পন্থাম্, ১মা বহুব পন্থাঃ। অথর্ববেদে কিন্তু এছাড়া আর একটি শব্দমূল পাওয়া যায়—পন্থন্>পন্থান্ (অধ্বন্ শব্দের সাদৃশ্যে ১মার বহুব থেকে)। ১মা ১ব পন্থাঃ, ২য়া ১ব পন্থানম্, ১মা বহুব পন্থানঃ। সংস্কৃতেরও শব্দমূল পন্থান্ এবং শব্দরূপে এই মূলের স্বরক্রম দেখা যাবে : পন্থান্ (গুণিত ক্রম) : পথি (ক্ষয়িত ক্রম) : পথ্ (ক্ষীণতম ক্রম)।[৯]

৩ ॥ ই-কারান্ত শব্দ—

ই-কারান্ত শব্দের বৈদিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(ক) ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ক্ষীণ ক্রমের (weak grade) ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে ব্যঞ্জনান্ত বিভক্তির প্রয়োগ। এই জাতীয় বৈদিক শব্দ হল অরি, অৱি। (খ) বিভক্তি হিসেবে -না,-নে,-নঃ ইত্যাদির প্রয়োগ ছাড়াও স্বাভাবিক বিভক্তিগুলির ব্যবহার (যথা পুং মুনিনা/অর্য্যা, ক্লী বারিণে/শুচয়ে ইত্যাদি)। ন্-যুক্ত বিভক্তিগুলি আসলে এসেছে ন্-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে। ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপে পুংলিঙ্গ বিভক্তির প্রয়োগও লক্ষণীয়। (গ) বিভক্তির স্বরসংক্ষিপ্তিও দেখা যাবে, যথা ৭মী ১ব -ঔ/আ, ৩য়া/৪র্থী ১ব -য়া, য়ে/ঈ (মত্যা/অচিত্তি, অচিত্তী ; মতয়ে/উতী ইত্যাদি)। (ঘ) কতকগুলি অনিয়মিত শব্দরূপের আদর্শ যেমন, সখি শব্দে তিনটি স্বরক্রম ব্যবহার [সম্বোধনের ১বচনে গুণক্রম, ১মা/২য়া ১ব. ও দ্বিবচন এবং ১মার বহুবচনে বৃদ্ধিক্রম, এবং অন্যান্যগুলিতে ক্ষীণক্রম)। অরি/অৱি জাতীয় শব্দরূপে কেবল ক্ষীণক্রমের ব্যবহার। এই জাতীয় শব্দরূপ আসলে বৈদিক। পতি শব্দরূপ মূলত সংস্কৃতে লভ্য—যা' সাধারণ ই-কারান্ত শব্দ এবং অরি/অৱি শব্দের মিশ্রণের ফলে গড়ে উঠেছে। ঋগ্বেদে ৱি 'পাখী' শব্দরূপে ১মার ১বচনে গুণক্রম দেখা যায় (১মা ১ব ৱেঃ/ৱিঃ)। (ঙ) এছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বর বা য়্, ৱ্-এর দ্ব্যক্ষরী উচ্চারণ।

ই-কারান্ত শব্দের বিশেষ বৈদিক বিভক্তিগুলি (মুনি, মতি, বারি—পুং, স্ত্রী, ক্লী—শব্দগুলিকে আদর্শ ধ'রে) হল এই—

২য়া ১বচন : মুনিম্/অর্য্যম্ (=অরিঅম্)। ৩য়া ১ব : মুনিনা/অর্য্যা

৯ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 433 ; *Thumb* : HBS (ii) ff 345

(=অরি আ) ; মত্যা/অচিত্তি, অচিত্তী,-না (ক্বচিৎ)। ৪র্থী ১ব : মুনয়ে/অর্যে ; মতয়ে/মত্যৈ < ঈকারান্ত শব্দ/ উতী ; বারিণে/শুচয়ে। ৫মী/৬ষ্ঠী ১ব : মুনেঃ/অর্যঃ ; *বারিণঃ/ভূরেঃ। ৭মী ১বচন : মুনৌ/অগ্না , মতৌ/মত্যাম্<ঈকারান্ত শব্দ/উদিতা, বেদী < বেদি+ই ; *বারিণি/শুচা, শুচৌ—যদিও পরবর্তী যুগের বারিণঃ (৫মী/৬ষ্ঠী ১ব), বারিণি (৭মী ১ব) বেদে একবারও ব্যবহৃত হয় নি। ১মা/২য়া/সম্বো দ্বিবচনে বারিণী/শুচী, মহি—যদিও -ইনী যুক্ত পদ বেদে নেই বললেই চলে—অথর্ববেদে তা' মাত্র দুবার প্রযুক্ত। ১মা/সম্বো বহুবচনে : মুনয়ঃ/অর্যঃ ; মতয়ঃ/ভূমীঃ ; বারীণি/শুচী, ভূরি। বিভক্তি হিসেবে -ঈঃ ঈ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত। -ঈনি বিভক্তির চেয়েও -ঈ এবং ই-কারান্ত বিভক্তি বেদে বেশি প্রচলিত।

৪ ॥ উ-কারান্ত শব্দ—

ই-কারান্ত শব্দের মত উ-কারান্ত শব্দরূপেরও বিশেষ লক্ষণগুলি হল—
(ক) পুংলিঙ্গ শব্দরূপে ক্ষীণক্রমের ব্যবহার এবং ব্যঞ্জনান্ত বিভক্তির প্রয়োগ।
(খ) ন্-যুক্ত বিভক্তিগুলির (যা' এসেছে ন্-ভাগান্ত শব্দ থেকে) ব্যবহার বেদে থাক্লেও ব্যঞ্জনান্ত বিভক্তির প্রয়োগ এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দে পুংলিঙ্গের বিভক্তির ব্যবহার। (গ) পদান্তে স্বর-সংক্ষিপ্তি। (ঘ) দীর্ঘস্বর বা য়্, র্-এর দ্ব্যক্ষরী উচ্চারণ এবং (ঙ) ৭মীর ১বচনে শব্দের গুণ এবং বৃদ্ধি ক্রমের যুগপৎ ব্যবহার।

সাধু (পুং), ধেনু (স্ত্রী) মধু (ক্লী) শব্দগুলির আদর্শে বৈদিক বিশেষ বিভক্তি-গুলি হল এই—

১মা ১ব : মধু/উরু, উরূ (দীর্ঘ স্বরান্ত পদ কিন্তু ই-কারান্ত [ক্লী] শব্দে মেলে না)। ২য়া ১ব : সাধুম্/পশ্বম্ (=পশুঅম্)। ৩য়া ১ব : সাধুনা/পশ্বা ; মধুনা/মধ্বা। ৪র্থী ১ব : সাধবে/পশ্বে ; মধুনে/পশ্বে, উরবে। ৫মী/৬ষ্ঠী ১ব : সাধোঃ/পশ্বঃ, চারুণঃ ; মধুনঃ/মধোঃ, মধ্বঃ—কিন্তু লক্ষণীয় বেদে মধুনঃ সুলভ হলেও বারিণঃ পদ ক্লীবলিঙ্গে মোটেই মেলে না। ৭মী ১ব : সাধৌ/সূনবি ; মধুনি/সানৌ, সানবি। লক্ষণীয় মধুনি জাতীয় পদ বেদে ক্বচিৎ দেখা যায়—যদিও ই-কারান্ত শব্দের ক্ষেত্রে বারিণি জাতীয় ব্যবহার একেবারেই মেলে না। ১মা/২য়া/সম্বো দ্বিবচনে মধুনী/মধূ, উর্বী <উরু+ঈ—যদিও -উনী

যুক্ত পদ বেদে প্রায় অজ্ঞাত। ১মা/সম্বো বহুবচনে সাধরঃ/মধ্বঃ ; ধেনরঃ/-ক্রত্বঃ ; মধূনি/পুরু, পুরূ—বেদে কিন্তু মধূনি জাতীয় পদের তেমন প্রচলন নেই। ২য়া বহুব : সাধূন্/পশ্বঃ ; ধেনূঃ/মধ্বঃ।

ই/উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ পুলিংঙ্গের মতই কিন্তু বিকল্প প্রয়োগুলি এসেছে ঈ-কারান্ত (স্ত্রী) শব্দের বিভক্তি-সাদৃশ্যে (তু: ১বচনে ৪র্থী মত্যৈ/ধেন্বৈ : দেব্যৈ ; ৫মী/৬ষ্ঠী মত্যাঃ/ধেন্বাঃ : দেব্যাঃ ; ৭মী মত্যাম্/ ধেন্বাম্ : দেব্যাম্)।১০

৫ ॥ ঈ-কারান্ত শব্দ—

ঈ-কারান্ত শব্দ বিশেষ্য হিসেবে প্রধানত স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু সমাসের উত্তরপদ হিসেবে তা' বিশেষণ' এবং স্ত্রী- বা পুংলিঙ্গ বাচক। ঈ-কারান্ত শব্দের দুটি রূপাদর্শ১১—

(ক) মৌলিক (radical stem) রূপ এবং তার দুটি রীতি—

(১) একাক্ষরী (monosyllabic) স্ত্রীলিঙ্গ যথা, ধী, ভী, শ্রী ইত্যাদি।

(২) অনেকাক্ষরী (polysyllabic) পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ যথা, বৃকী, রথী, অহী ইত্যাদি।

(খ) সাধিত (derivative stem) যথা দেবী ইত্যাদি।

এই দুইজাতীয় শব্দরূপেই স্বরসঞ্চার শব্দমূলের অন্তে (oxytonous) থাকলেও [তু: দে'বী : বৃ'কীঃ, 'ধীঃ] লিঙ্গ পরিবর্তনের সময়ে মৌলিক শব্দের ক্ষেত্রে তা' ছিল পরিবর্তনশীল ('বৃক : বৃ'কী) ; কিন্তু সাধিত শব্দের ক্ষেত্রে তা' নয় (দে'ব : দে'বী)। ই ইউ ভাষার মূল এই পার্থক্য থেকে বেদে বৃকী/দেবী শব্দরূপের পার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

মৌলিক শব্দের দুটি ভাগের (তু: ধী এবং বৃকী) বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে বিভক্তি এবং স্বরবৃত্তিতে। যথা—

(১) দুই জাতীয় শব্দরূপেই ব্যঞ্জনান্ত বা স্বাভাবিক বিভক্তিগুলি প্রযুক্ত হয়।

---

১০ দ্র: *Thumb* : HBS (ii) ff 274, 282

১১ দ্র: *Ghosh* : LIS pp. 133-135

(২) ৬ষ্ঠীর বহুবচনের ঋগ্‌বৈদিক পদেও ব্যঞ্জনান্ত বিভক্তির বিকল্প প্রয়োগ দেখা যায় (যথা ধিয়াম্‌/ধীনাম্‌) ।

(৩) ১মার ১বচনে সর্বদা -স্ বিভক্তি যুক্ত হয় (তু: ঞীস্) ।

(৪) স্বরসঞ্চার ঘটে সবসময় শব্দমূল বা প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরে অর্থাৎ ঈ-প্রত্যয়ে (একাক্ষরী শব্দগুলি বাদে)—ফলে স্বরিত স্বরের উদ্ভব হয় (র্‌`ক্যা = র্‌'কিআ) ।

(৫) কিন্তু একাক্ষরী মৌলিক শব্দরূপে ঈ-কারান্ত শব্দ ইয়্‌ রূপে পরিণত হয় এবং ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মত আকার লাভ করে। আর স্বরসঞ্চার ক্ষীণ প্রাতিপদিক থেকে বিভক্তিতে অপসৃত হয় (ব্যতিক্রম ১মার বহুবচনের সাদৃশ্যে গঠিত ২য়ার বহুবচন : 'ধিয়ঃ) । কিন্তু যখন একাক্ষরী প্রাতিপদিক সমাসের উত্তরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন ক্বচিৎ স্বরবৃত্তি শব্দমূলেই অপরিবর্তিত থাকে র্‌কী রূপাদর্শের মত —ফলে স্বরিত স্বরের উদ্ভব হয় (তু· ২য়া ১ব : 'ধিয়ম্ কিন্তু আ-'ধিঅম্ তু: র'থিঅম = ব`থ্যম্) ।

(৬) ৭মীর ১ বচনে কোন বিভক্তি থাকে না (গৌ'রী, ন'দী, সর'সী) ।

মৌলিক ও সাধিত শব্দরূপের পার্থক্য হল—

(ক) ঈ-কারান্ত শব্দের অধিকাংশ সাধিত এবং পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করার জন্য প্রত্যয় -ঈ (< *-yā : iə) যুক্ত হত। এই সাধিত ঈ-কারান্ত শব্দমূল সাধারণত স্বরবৃত্তি (pitch accent) মুক্ত অর্থাৎ স্বরসঞ্চার ঘটে বিভক্তিতে (তু: র'থি-আ : দে'ব্র্যা) ।

(খ) সাধিত শব্দরূপে ১মার ১বচনে -স্ বিভক্তি নেই (তু: ঞীপ্‌) ।

(গ) বিভক্তি প্রয়োগেও পার্থক্য আছে। মৌলিক শব্দরূপে ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক বিভক্তি প্রযুক্ত হয় যথা—২য়ার ১ব দে'রীম্/ র`থ্যম্ = র'থিঅম্ ; ৩য়ার ১ব দে'ব্র্যা<দেব্র্যা+আ/রথ্যা = র'থিআ ; ৪র্থীর ১ব দে'ব্র্যৈ <দেব্র্যা+এ/রথ্যে = র'থিএ ; ৫মী/৬ষ্ঠীর ১ব দে'ব্র্যাঃ/র'থিঅস্ ; ৭মীর ১ব দে'ব্র্যাম্/গৌ'রী এবং ১মা/২য়া/সম্বো বহুব দে'রীঃ/র'থিঅস্ ।

(ঘ) লক্ষণীয়, ৩য়া-৪র্থী-৫মী-ষষ্ঠী ও ৭মীর ১বচনে দেবী শব্দের গুণিত ক্রম

(=দেব্যা) প্রযুক্ত হয়েছে। ১মা/২য়ার ১ব এবং দ্বিবচন ও বহুবচনের অন্যান্য পদগুলি কিন্তু ক্ষয়িত ক্রমে (=দেবী) ব্যবহৃত। রথী শব্দের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ স্বরক্রম নেই।

বেদোত্তর যুগে ঈ-কারান্ত শব্দের পরিণতি ঘটেছে এইভাবে—

বেদে একাক্ষরী ধী-জাতীয় শব্দরূপে দেবী-জাতীয় সাধিত শব্দরূপের কোন প্রভাবই দেখা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতে ৪র্থী, ৫মী/৬ষ্ঠী এবং ৭মীর একবচনে এই প্রভাব দেখা যায়। ফলে বিভক্তির বিকল্প প্রয়োগ সহজলভ্য। ৪র্থীর ১বচনে -ৈয় বিভক্তি (ভিয়ৈ) এবং ৭মীর ১ বচনে -য়াম্ বিভক্তি (ধিয়াম্) সর্বপ্রথম দেখা যায় যথাক্রমে বাজসনেয়ি সংহিতা এবং অথর্ববেদে। ৬ষ্ঠীর বহুবচনে সাধারণ বিভক্তি হল -নাম্, কিন্তু ঋগ্‌বেদে একবার -য়াম্ ও পাওয়া যায়। যথা—৪র্থীর ১ব ধিয়ে/ধিয়ৈ, ৫মী/৬ষ্ঠীর ১ব ধিয়ঃ/ধিয়াঃ, ৭মীর ১ব ধিয়ি/ধিয়াম্, ৬ষ্ঠীর বহুবচনে ধীনাম্ (ঋগ্‌বেদে ৭বার)/ধিয়াম্ (১বার)।

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন স্তরে দেবী ও বৃকী জাতীয় শব্দের রূপাদর্শ যথেষ্ট পৃথক্ ছিল। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষ স্তরেই পারস্পরিক প্রভাব দৃশ্য হল। পরে সংস্কৃত যুগে সাধিত অর্থাৎ দেবী জাতীয় রূপাদর্শের প্রাধান্যের ফলে বৃকী জাতীয় শব্দরূপ এর সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু বৃকী শব্দের প্রভাবও একেবারে মুছে গেল না। বৃকী জাতীয় শব্দরূপের প্রভাব দেখা যাবে—১মা/২য়া/সম্বোধনের দ্বিবচনে এবং ১মা/সম্বোধনের বহুবচনে। সংস্কৃতের নদী জাতীয় শব্দরূপ এই মিশ্রণের ফল। এইরূপ আর একটি মিশ্রণজাত রূপ দেখা যাবে 'স্ত্রী' শব্দে (অর্থাৎ ধী+দেবী)।[১২] এছাড়া বৃকী জাতীয় শব্দরূপের অবশেষ রইল কেবল কতকগুলি শব্দের ১মার ১বচনে (তু: লক্ষ্মীঃ)।

বৃকী শব্দরূপের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে অন্যত্রও যথা—কুমারী (২য়া ১ব কুমার্য়ম্), তন্ত্রী (১মা ১ব তন্ত্রীঃ), দূতী (১মা ১ব দূতীঃ), নদী (২য়া ১ব নদ্যম্), লক্ষ্মী (১মা ১ব লক্ষ্মীঃ ২য়া ১ব লক্ষ্ম্যম্), সিংহী (১মা ১ব সিংহীঃ ২য়া ১ব সিংহ্যম্)।

১২ দ্র: *Whitney :* Skt. Gr. ff 366 ; *Macdonell* : VGS p. 88

দেব্রী শব্দরূপের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে দুটি শব্দে যথা—

ওষধী :—এই শব্দের একবচনের রূপ ই-কারান্ত শব্দের মত (তু: ১মা ১ব ওষধিঃ, ২য়া ১ব ওষধিম্)। কিন্তু বহুবচনের রূপ ঈ-কারান্ত শব্দের মত (ব্যতিক্রম ১মার বহুবচন ওষধয়ঃ)। কিন্তু সংস্কৃতে ই-কারান্ত শব্দের রূপাদর্শই দেখা যাবে।

রাত্রী :—প্রাচীন স্তরে এর রূপাদর্শ 'দেব্রী'রই মত কিন্তু পরবর্তী যুগে তা' হয়েছে ই-কারান্ত শব্দ [তু: অথর্ববেদে রাত্রিঃ (১মা ১ব), রাত্রিম্ (২য়া ১ব)।

৬ ॥ উ-কারান্ত শব্দ—

উ-কারান্ত শব্দের রূপাদর্শে দেব্রী জাতীয় শব্দের রূপরীতি বা তার স্বরক্রম (vowel gradation) দেখা যায় না। তাই এই জাতীয় শব্দের যে রীতিটি দেখা যায় তা' হল ধী / ব্র্‌কী শব্দদ্বয়ের রূপের মত। উ-কারান্ত শব্দের রীতি দুটি হল—

(ক) মৌলিক (radical)—যার দুটি ভাগ—

(১) একাক্ষরী (monosyllabic) যথা, ভূ, দ্রূ, ব্রূ, সূ ইত্যাদি।

(২) এবং অন্যান্য অনেকাক্ষরী (polysyllabic) শব্দ যথা, জুহূ, জোগূ অথবা সমাসবদ্ধ শব্দ পরিভূ, তনূ ইত্যাদি।

(খ) সাধিত (derivative) যথা, সং ব্রধূ (বেদে কিন্তু তনূ শব্দরূপের মত)।

এই দুইজাতীয় শব্দরূপেই স্বরসঞ্চার শব্দমূলের অন্তে থাকলেও (oxytonous) [তু: 'ভূঃ : ত'নূঃ : ব্র'ধূঃ] মৌলিক শব্দের লিঙ্গান্তরে তা' ছিল পরিবর্তনশীল (তু: পুং 'অগ্রূ > স্ত্রী অ'গ্রূ)। সাধিত শব্দের ক্ষেত্রে তা' নয় (দ্র: দেব্রী)। বেদে সাধিত উ-কারান্ত শব্দের প্রভাব নগণ্য। দেব্রী শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত এই সাধিত পদগুলি অর্বাচীন। কিন্তু প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর রয়ে গেছে ১মার ১বচনে (তু: ব্রধূঃ : দেব্রী)।

ঈ-কারান্ত শব্দের মতই এখানে ব্যঞ্জনান্ত বা স্বাভাবিক বিভক্তিগুলি প্রযুক্ত হয়। ৬ষ্ঠীর বহুবচনে স্বাভাবিক -আম্(ভুব্রাম্, জোগুব্রাম্) এবং -নাম্ বিভক্তির ব্যবহার (তনূনাম্)। ১মার ১বচনে -স্ বিভক্তির যোগ। স্বরবর্ণের

পূর্বে -উ পরিণত হয় -উর্ রূপে এবং স্বরসঞ্চারের স্থান পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সমাসান্ত -উ হলে তা' তনূ-জাতীয় শব্দের মতই প্রাতিপদিকে স্বরিত হয়—যা' সর্বদা অপরিবর্তিত। ফলে স্বরিতস্বরের উদ্ভব ঘটে (যথা 'ভুব্রম্ কিন্তু ব্রি'ভুঅম্ = ব্রি`ভ্বম্, ত'নুঅম্) । মৌলিক শব্দগুলির অধিকাংশই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক এবং তা' গঠিত হয়েছে পুংলিঙ্গ 'উ/ঊ অন্তক শব্দ থেকে স্ত্রীলিঙ্গের 'ঊ-অন্তক শব্দে তু: 'মধু (পুং)> ম'ধূ, ম'ধ্বী (স্ত্রী) ; 'অগ্রু >অ'গ্রূ (স্ত্রী) ইত্যাদি।

উ-কারান্ত শব্দের দুইজাতীয় মৌলিক শব্দরূপের পার্থক্য ঋগ্‌বেদে বেশ স্পষ্ট কিন্তু অথর্ববেদ থেকেই দেবী-জাতীয় শব্দরূপের প্রভাব মৌলিক ঊ-কারান্ত শব্দরূপের উপর সক্রিয়। ফলে সাধিত ঊ-কারান্ত শব্দরূপের উদ্ভব আর সংস্কৃতে তাই হয়ে দাঁড়ায় নিয়ম (তু: বধূ শব্দ)। যেমন ঋগ্‌বেদ/অথর্ববেদ —তন্বম্/তনূম্ (২য়া ১ব) ; তন্বে/অগ্রুবৈ, বাজস সং তন্বৈ (৪র্থী ১ব) ; তন্বঃ/শ্বশ্রুবাঃ, বাজস সং তন্বাঃ (৫মী/৬ষ্ঠী ১ব) ; তন্বি, তনূ/তন্বাম্ কিন্তু ঋগ্‌বেদেই শ্বশ্রুবাম্ = শ্বশ্রুআম্ (৭মী ১ব)।[১৩]

৭ ॥ ঋ-কারান্ত শব্দ—

ঋ-কারান্ত শব্দ (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) মূলত -অর্ বা -তর্ ভাগান্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দ (সংস্কৃতে ক্ষীণক্রমানুযায়ী -ঋ বা -তৃ) এবং অন্-ভাগান্ত শব্দরূপের সঙ্গে নিকটাত্ম। অর্-ভাগান্ত শব্দ হিসেবে এর দুটি ভাগ—

(ক) মৌলিক (radical) যথা, ব্যঞ্জনান্ত শব্দ পুর্, দ্বার্, স্বর্ ইত্যাদি।

(খ) সাধিত (derivative) যথা, স্বরান্ত শব্দরূপের অন্তর্গত ঋ- বা তৃ -ভাগান্ত শব্দ। ঋ- বা অর্-ভাগান্ত শব্দগুলি সংখ্যায় অল্প যথা, দেবৃ, নৃ, স্তৃ [বৈদিক] (পুং) ; উস্ৃ (বৈদিক), স্বসৃ, ননান্দৃ (স্ত্রী) এবং অহর্, বধর্, ঊধর্ (ক্লীব)—যেগুলির রূপ হত শব্দমূলের রূপান্তর ক'রে (অর্থাৎ যুগ্ম শব্দমূলক র্/ন্)। আর তর্ বা তৃ -ভাগান্ত শব্দগুলিকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—যথা সম্বন্ধবাচক (relatival) পিতৃ, ভ্রাতৃ, নপ্তৃ (পুং) ; মাতৃ, দুহিতৃ (স্ত্রী) ইত্যাদি এবং কারকবাচক (agentative) দাতৃ (পুং/স্ত্রী) ইত্যাদি এবং ক্লীবলিঙ্গে মাত্র চারটি

---

১৩ দ্রঃ *Whitney* : *ibid* ff 358

শব্দ—ধাতৃ, স্থাতৃ ধ্মাতৃ, ধর্তৃ। সম্বন্ধবাচক এবং কারকবাচক শব্দরূপে স্বরক্রমের পার্থক্য দেখা যায় ১মা/২য়ার দ্বিবচনে, ২য়ার ১বচনে এবং ১মার বহুবচনে।

সাধিত শব্দ হিসেবে ঋ-কারান্ত এবং তৃ-কারান্ত শব্দরূপের পার্থক্য হল—(ক) দুই জাতীয় শব্দরূপেই শব্দমূলের স্বরক্রমের ব্যবহার—অর্থাৎ অর্/আর্/ঋ—এই ক্রম। (খ) প্রথমার একবচনে -স্ বিভক্তির লোপের ফলে -আ অন্তক পদ যথা পিতা, মাতা ইত্যাদি। (গ) স্বরান্ত শব্দের মত ২য়ার বহুবচন পুংলিঙ্গে -ন্ এবং স্ত্রীলিঙ্গে -স্ বিভক্তির যোগ (নৄন্, মাতৄঃ) এবং ৬ষ্ঠীর বহুবচনে -নাম্ বিভক্তি যদিও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মত -আম্ বিভক্তিও বেদে মেলে (স্বস্রাম্, নরাম্)। (ঘ) দুইজাতীয় শব্দেরই ৫মী/৬ষ্ঠীর একবচনে অভিনব বিভক্তি -উর্ এর প্রয়োগ (কিন্তু -অস্ বিভক্তিও মেলে যথা বৈদিক নরঃ, উস্রঃ (৬ষ্ঠী ১ব)।

ঋ-কারান্ত শব্দের বৈদিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১। কর্তৃ-, কর্ম-কারক ও সম্বোধনের দ্বিবচনে -ঔ বিভক্তির স্থলে -আ বিভক্তি যথা পিতরা = পিতরৌ (কেবল ১০টি -ঔ বিভক্তি ঋগ্‌বেদে সুলভ)।

২। ৭মীর একবচনে সময় সময় ই-কারের দীর্ঘতা প্রাপ্তি (যথা কর্তরী)।

৩। ৬ষ্ঠীর বহুবচনে স্বরান্ত শব্দ সুলভ -নাম্ ছাড়াও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মত -আম্ বিভক্তি (যথা ঋগ্‌বেদে একবার স্বস্রাম্, এবং নৄণাম্ এর স্থলে নরাম্)।

৪। বেদে সর্বদা 'নৄণাম' (৬ষ্ঠী বহুব) ব্যবহৃত হলেও ঋ-এর উচ্চারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছন্দঃ অনুযায়ী দীর্ঘ ঋ্। নৃ শব্দে স্বরসঞ্চার ও ক্রমেরও অনিয়ম দেখা যায়।

৫। বৈদিক উস্ 'উষা' (স্ত্রী) শব্দের রূপ ছিল এইরকম—সম্বো ১ব উষর্, ৬ষ্ঠী ১ব উ'স্রঃ, ২য়া বহু উ'স্রঃ এবং ৭মী ১ব ত্র্যক্ষরী উ'স্রাম্, উস্'আম্, উ'স্রি (একবার) = ত্র্যক্ষরী উষরি।

৬। ৬ষ্ঠী/৭মীর দ্বিবচনে র্ পৃথক অক্ষর (syllable) ঋ -রূপে উচ্চারিত হত -ওস্ বিভক্তির পূর্বে যথা, পিতৃওস্ (= পিত্রোঃ)। আবার বিপরীত ভাবে, ননান্দরি ক্বচিৎ উচ্চারিত হত ননান্দ্রি রূপে।

৭। ঋগ্‌বেদে নপ্তৃ শব্দ সর্বদা ক্ষীণক্রমে ব্যবহৃত যথা—নপ্ত্রা, নপ্ত্রে, নপ্তৄঃ, নপ্তৃভিঃ। অন্যত্র গুণক্রম নপ্তর্‌ -এর স্থানে ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় বিপর্যস্ত মূল (heteroclitic base) নপাৎ (যথা ১ বচনে নপাৎ, নপাতম্‌, ২ বচনে নপাতা, বহুবচনে নপাতঃ)।

৮। সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গবাচক -তৃ ভাগান্ত শব্দে (তু: ধাতৃ) রূপ ই/উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত হয়েছে। বেদে এইজাতীয় প্রয়োগ ছিল না (তু: ঋ বে ৬ষ্ঠী ১ব স্থাতুঃ সং ধাতৃণঃ ; ১মা ১ব স্থাতর্‌ সং ধাতৃ)। আর কারকবাচক (agentative) শব্দের স্থানে ক্রমশ বিশেষণ হিসেবে -তৃ> ত্রী (জনয়িত্র্যঃ ১মা বহুব <জনয়িতৃ [পুং/স্ত্রী] ঘটিত পরিবর্তন ঘটেছে ব্রাহ্মণ যুগে।[১৪]

৮.৩৩ ব্যঞ্জনান্ত শব্দের (consonantal stem) বৈদিক বৈশিষ্ট্য ॥

১। সংস্কৃতের তুলনায় বেদে ভাববচন বা ধাতুনামের (root noun) প্রাচুর্য দেখা যায়, যথা—দা, ভিদ্‌, বৃধ্‌, স্তুৎ, স্পশ্‌ ইত্যাদি। পরবর্তী যুগে কিন্তু ধাতুকে প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহার দুর্লভ—সাধারণত এই জাতীয় শব্দগুলি স্বরান্ত শব্দে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সমাসের উত্তরপদ রূপে (final member of compound) ধাতুনাম সবযুগেই মেলে (যথা চতুষ্পদ্‌, সহস্রদার্‌ ইত্যাদি)। সাধিত শব্দগুলির মধ্যে বিশেষভাবে বৈদিক হল—উপসর্গ যুক্ত বৎ—প্রত্যয়ান্ত শব্দ (যথা পরাবৎ, সংবৎ, নিবৎ ইত্যাদি) এবং -তাৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ (যথা দেবতাৎ, বৃকতাৎ ইত্যাদি)। বিশেষণ হিসেবে ধাতুনামের প্রয়োগ বেদে দুর্লভ। ঋগ্‌বেদে এই জাতীয় বিশেষণ মেলে প্রায় ১২টি—কিন্তু পরবর্তী যুগে তা' পরিবর্তিত, যথা ঋ বে মহ্‌ 'মহৎ' > সং মহী 'পৃথিবী' (স্ত্রী)।

২। বৈদিক অনেক ব্যঞ্জনান্ত শব্দ পরবর্তী যুগে স্বরান্ত শব্দে পরিণত, যথা—দন্ত্‌ > দন্ত, মাস্‌> মাস, পদ্‌> পাদ, বার্‌> বারি, দ্বার্‌> দ্বার, অস্থন্‌> অস্থি ইত্যাদি। অপরদিকে আবার ঋগ্‌বেদের প্রাচীন অংশে 'চক্ষু' শব্দের ৬ষ্ঠীর একবচনে মেলে চক্ষোঃ—যা' পরবর্তী যুগে চক্ষুষঃ (<চক্ষুষ্‌)

---

১৪ দ্র: *Whitney : ibid* ff 375 b, e

৩। শব্দরূপে শব্দমূলের বিপর্যয় (heteroclisis) দেখা যায় সাধারণত ক্লীবলিঙ্গ শব্দে। পুংলিঙ্গ পথিন্ শব্দরূপেও বিভিন্ন মূল ব্যবহৃত হয়েছে বেদে ও সংস্কৃতে, যথা ঋগ্‌বেদের মূল পন্থা অথর্ববেদে পন্থান্ সংস্কৃতে পন্থান্/পথি/পথ্ (দ্র: ৮.৩২।২)।

৪। -ব্রাংস্ ভাগান্ত শব্দে গুণিত ক্রমের স্থলে ক্ষীণতম ক্রম মেলে ২য়ার এক বচনে, যথা বৈ চক্রূষম্ (= সং চক্রিবাংসম্)।

৫। সংস্কৃত অপ্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত হলেও বেদে এর একবচনে ব্যবহার দেখা যায় (৩য়া ১ব অপা, ৬ষ্ঠী ১ব অপঃ)। অথর্ববেদে কারক-বিপর্যয়ও (confusion of cases) ঘটতে দেখা যায় যথা, ১মার বহুবচনে অপঃ; এবং ২য়াব বহুবচনে আপঃ।

৬। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে -আ এবং ঔ-এর বিকল্প প্রয়োগ স্ববান্ত শব্দের মতই সুলভ।

৭। -অস্ ভাগান্ত বৈদিক শব্দ সংস্কৃতে প্রায়ই স্বরান্ত শব্দে পরিণত হয়েছে, যথা, জরস্> জরা, মেধস্>মেধা। -অস্ ভাগান্ত শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বেদেই দেখা গিয়েছিল যথা ২য়া ১ব রেধাম্ (=রেধসাম্), মেধাম্ (=মেধসাম্), ১মা/২য়ার বহুবচন অনাগাঃ (=অনাগাসঃ)। ক্লীবলিঙ্গ -অস্ ভাগান্ত বিশেষণের একটি বৈদিক রূপ পুংলিঙ্গে হয়েছে সুমনাঃ (পরে সুমনঃ)। এইরূপ -ইস্ ও -উস্ ভাগান্ত শব্দও স্বরান্ত শব্দে পবিণত হয়েছে (> -ই/ইষ, -উ/উষ)।

৮। ঋগ্‌বেদে -অন্ত্, -মন্ত্, -ব্রন্ত্ ভাগান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গ ১মা/২য়ার বহুবচনে স্বরের অনিয়মিত দীর্ঘতা দেখা যায় (যথা সান্তি, ঘৃতবান্তি, পশুমান্তি)।

৯। -মন্ ভাগান্ত শব্দের ৩য়ার বহুবচনে -ম এর লোপ বেদে সুলভ যথা, মহিনা (=মহিম্না), প্রথিনা ইত্যাদি। আর তির্যক্ কারকে দীর্ঘস্বরান্ত একক ব্যঞ্জনের পরের অ-কারও লুপ্ত হয় না, যেমন—হেমনা, ভূমনা, (৩য়া ১ব); ত্রামণে, দামনে (৪র্থী ১ব); ভূমনঃ, য়ামনঃ (৫মী/৬ষ্ঠী ১ব); ব্যোমনি (৭মী ১ ব)।

১০। -অন্ ভাগান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রথমা/দ্বিতীয়ার বহুবচনে বিভক্তি-

বৈচিত্র্য দেখা যায় বেদে, যথা নামা, অহা/নাম, অহ/নামানি, অহানি ; -আ/-অ এবং -নি বিভক্তির মধ্যে -নি বিভক্তি পরবর্তী স্তরের ভাষার সাধারণ বিভক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এদের মধ্যে প্রাচীনতর বিভক্তি হল -আ—যার সংক্ষিপ্ত রূপ -অ বিভক্তি।

-অন্ ভাগান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে প্রায়শ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়, যথা—অহন্, অশ্মন্, ধামন্, কর্মণ, অধ্বন্ কিন্তু ব্যোমনি, মূর্ধনি (/মূর্ধন্)।

-অন্ ভাগান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে অ-এর লোপ পরবর্তী সংস্কৃতের মত তত সুলভ নয়, যথা, লঘিমন্ কিন্তু সংস্কৃতে লঘিম্নি। ঋগ্‌বেদে ক্লীবলিঙ্গ প্রথমা/দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের ক্ষেত্রেও তাই ; কিন্তু অথর্ববেদে মধ্যস্বরলোপ (syncopation) শুরু হতে দেখা যায়, যথা, অহ্নী, নাম্নী ইত্যাদি।

১১। ঋগ্‌বেদে -স্ এবং -ন্ ভাগান্ত শব্দরূপে সম্বোধনের একবচনে -ন্ এর স্থলে -স্ পাওয়া যায় (সম্ভবত -বন্ত্ শব্দের সাদৃশ্যে) যথা, ঋতাবঃ, তবিষীবঃ, চিকিত্বঃ, ওজীয়ঃ ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী যুগে পদান্ত -ন্ যুক্ত সম্বোধনের প্রাচুর্যই দেখা যায়।

১২। -অঞ্চ্ ইত্যাদি ভাগান্ত শব্দের (-স্ ভাগান্ত বাদে) ক্লীবলিঙ্গ ১মা/২য়ার বহুবচনের পদ (প্রাঞ্চি, প্রত্যঞ্চি, ব্‌রন্তি) ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে মেলে না—মেলে প্রথম ব্রাহ্মণে।

৮.৪০ সর্বনাম-রূপের (pronoun) বৈদিক বৈশিষ্ট্য—

১। শব্দরূপের মত বিভক্তির বিকল্প প্রয়োগ। যথা, কর্তৃ/কর্মের দ্বিবচনে -আ/ঔ (তা/তৌ, এতা/এতৌ, ইমা/ইমৌ, য়া/য়ৌ ইত্যাদি) ; কর্তৃ/কর্ম- কারকের ক্লীবলিঙ্গ বহুবচনে -আ/আনি (তা/তানি, কা/কানি) ; করণের বহুবচনে -ঐঃ/এভিঃ (তৈঃ/তেভিঃ, য়ৈঃ/য়েভিঃ)। নামরূপের মত এখানে অন্তঃস্থ বর্ণকে স্বরবর্ণ সংযোগে উচ্চারণ, যথা, ত্বম্ = তুঅম্।

২। পদান্ত স্বরের দীর্ঘতা, যথা, তেনা, য়েনা, এনা (৩য়া ১ব) ইত্যাদি।

৩। সমাস বা তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দগঠনে সর্বনাম-মূলের (pronominal base) বৈচিত্র্য। যথা, পুরুষবাচক সর্বনামে (personal pronoun) মা- (মাবন্ত্, মাকীন), ত্বা/ত্বয়- (ত্বাবন্ত্,ত্বয়ত), অস্ম- (অস্মত্রা), য়ুস্ম- (য়ুষ্মাবন্ত্, য়ুষ্ময়ন্ত্), মম- (মমক, মামক) ; এমনকি দ্বিবচন-মূল

য়ুর- (য়ুরধিত, য়ুরারন্ত্) এবং প্রশ্নবোধক সর্বনাম-মূল কয়- (কয়স্য চিদ্)।

৪। ঋগ্‌বেদে সর্বনাম-মূলের সংমিশ্রণও (contamination) ক্বচিৎ মেলে, যথা, ৫মীর ১বচন মমৎ <মম+মৎ।

৫। বিচিত্র সর্বনাম-মূলের শব্দরূপ, যা' পরবর্তী যুগে লুপ্ত, যথা, নির্দেশক সর্বনাম (demonstrative pronoun) স্য/ত্য (তু: প্রাচীন পারসীক *hya/tya*), প্রাচীনতর মূল অর (ঋ বে), অম (অথ বে, ঐ ব্রা), ই- (ইদ্, ঈম্) এবং ত্ব (স্বরবৃত্তিহীন), অধিকারবাচক (possessive) 'ত্ব (ঋ বে ত্বাভিঃ) [তু: স্বঃ ঋ বে স্বস্মিন্, স্বস্যাঃ] এবং অনির্দেশক (indefinite) সম, সিম 'যে কেউ'। এ ছাড়া বেদে কর্তৃকারকের ১বচনে (স্ত্রীলিঙ্গ) স্যা-এর স্থলে ত্যা-এর অনিয়মিত ব্যবহার দেখা যায়।

৬। -ক-প্রত্যায়ান্ত কিছু নতুন সাধিত সর্বনাম-মূলের প্রসার, যথা, তক-, য়কঃ, অসকৌ, সকা ইত্যাদি। পরবর্তী ভাষার লুপ্ত সর্বনাম-বিশেষণ (pronominal adjective)—যথা, উপর, উপম। অথবা সাদৃশ্য/সম্বন্ধবাচক -তবন্ত্ প্রত্যয়ের প্রসার (মা-, ত্বা-, য়ুষ্মা-, য়ুরা-বন্ত্)।

৭। বেদে বিশেষ রীতিসিদ্ধ (stereotyped) প্রশ্নবোধক সর্বনাম (interrogative pronoun) মেলে কর্তৃ-ও কর্মকারকের একবচনে। যথা, কিঃ (=সং কঃ), কিম্ (=সং কম্) তু: মাকিঃ, ন-কিঃ, মা-কীম্ আবেস্তিক *mā-cĭs, naē-cĭs, mā-cīm, naē-cīm*। বলা বাহুল্য, আবেস্তার চ্-মূল ইন্দো-ইরাণীয়েরই প্রাচীন লক্ষণ। সংস্কৃতের ক্-মূল আসলে তির্যক কারকের সাদৃশ্যে গঠিত।

প্রশ্নবোধক সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গের আর একটি প্রাচীন রূপ কর্তৃ-/কর্মকারকের একবচনে মেলে। কদ্ (এবং সংস্কৃতসুলভ কিম্-ও) বেদের প্রাচীন অংশে তখনও সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হত।

৮। নির্দেশক সর্বনাম (demonstrative prononn) ইদম্ শব্দের ৩য়ার ১ বচনে সংস্কৃতসুলভ পুংলিঙ্গ এন এবং স্ত্রীলিঙ্গ অনয়া ছাড়াও যথাক্রমে এনা এবং অয়া আর পুংলিঙ্গের ৬ষ্ঠী/৭মীর দ্বিবচনে অয়োঃ (সং অনয়োঃ) বেদে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ইদম্ শব্দরূপেই ৬ষ্ঠীর ১বচনে ইম-মূলক

ইমস্য (=অস্য) এবং ৪র্থীর ১বচনে ইমস্মৈ (=অস্মৈ) মেলে যথাক্রমে একবার ঋগ্‌বেদে এবং ঐতরেয় আরণ্যকে। ইম-মূল ক্রিয়াবিশেষণ ইমথা ঋগ্‌বেদে মেলে একবার।

৯। নির্দেশক সর্বনাম তদ্‌-শব্দরূপে কর্তৃকারকের সর্বনামমূল স-, ত-এর পরিবর্তে বিকল্প প্রয়োগ হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে ৭মীর একবচনে (স-স্মিন্‌=সং তস্মিন্‌) এবং পরবর্তী যুগে ৫মীতে (সস্মাৎ=তস্মাৎ)। ছান্দোগ্য উপনিষদে সস্মাৎ ব্যবহৃত হয়েছে একবার।

১০। পুরুষবাচক সর্বনামের (personal pronoun) রূপ-প্রকরণে পদান্ত ম্‌-বিহীন কিছু প্রাচীন বিভক্তির ব্যবহার বেদে পাওয়া যায়, যথা—৪র্থীর ১বচনে মহ্য, তুভ্য (সং মহ্যম্‌, তুভ্যম্‌ তু: আবেস্তিক *māvoya, taibyā*), ৬ষ্ঠীর বহুবচনে বিকল্প অস্মাক, যুষ্মাক (সং অস্মাকম্‌, যুষ্মাকম্‌), অথবা প্রাচীনতার স্বাক্ষরে হিসেবে ৩য়ার ১বচনে ঋগ্‌বৈদিক 'ত্বা (স্বরারূঢ়, accented) =সং ত্বয়া, তু: আবেস্তিক *θwā*, এবং ৭মীর ১বচনে 'মে (বাজস সং)=সং ময়ি অথবা 'ত্বে (স্বরারূঢ়) =সং ত্বয়ি।

সপ্তমীর বহুবচনে ব্যবহৃত বিশেষ সর্বনামপদ হল অস্মে, যুষ্মে= অস্মাসু, যুষ্মাসু (<৭মীর ১বচনের অস্ম, যুষ্ম+এ)—যা' ৪র্থীতে হয়েছে সম্প্রসারিত। পদান্ত এই -এ হল প্রগৃহ্য। বাজসনেয়ি সংহিতায় দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে ২য়ার বহুবচনে স্ত্রীলিঙ্গের পদ যুষ্মাঃ (=যুষ্মান্‌)—যেন ধরে নেওয়া হয়েছে যুষ্মান্‌ পদ পুংলিঙ্গবাচক।

বেদে দ্বিবচনের বৈচিত্র্যও বেশি দেখা যায়। যথা—১মার দ্বিবচনে আবম (শ ব্রা)/'বাম্‌<আবাম্‌ (?) [ঋ বে] এবং যুবম্‌ পরবর্তী সংস্কৃতে ২য়ার দ্বিবচনের সাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে আবাম্‌, যুবাম্‌—এই পদে। এ ছাড়া ৩য়ায় যুবভ্যাম্‌ (সং যুবাভ্যাম্‌), ৫মীতে আবদ্‌, যুবদ্‌ (সং আবাভ্যাম্‌, যুবাভ্যাম্‌) এবং ৬ষ্ঠীতে ঋগ্‌বেদের যুবোঃ (=যুবয়োঃ)।[১৫]

১৫ দ্র: *Whitney* : Skt. Gr ff 492 ; *Macdonell* : VGS pp. 104-105

৮.৫০ ক্রিয়াপদ (verb)—

৮.৫১ ক্রিয়া-পর্যায়ে (verbal system) বৈদিকের সঙ্গে সংস্কৃতের পার্থক্য ঢের বেশি। বৈদিক ভাষার ক্রিয়াগঠন-রীতি অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য এতে রক্ষিত হয়েছে অনেক বেশি। বেদে ক্রিয়াগত বৈচিত্র্যের কারণগুলি হল এই—

ক ॥ একই ধাতুর বিভিন্ন গণে ব্যবহার, যথা, √ইষ্ 'পাঠান'—ইষ্যতে (৪), ইষ্ণাতি (৯), ইষে (৬), √কৃ 'কবা'—কৃণোতি (৫), করোতি (৮), কর্ষি (২), /হু 'ডাকা'—হবতে (১), হুবে (৬), জুহোতি (৩), হূতে (২), হ্বযতি (৪), √ভৃ 'ভরণ কবা'—ভবতি (১) বিভর্ত্তি (৩); √শী 'শোওয়া'—শেযে (২), শয়তে (১) ইত্যাদি।

খ ॥ ধাতুব গুণক্রমেব স্থলে ক্ষীণক্রমের স্বাধীন ব্যবহার, যথা—কৃণোত/কৃণুত; সুনোত/সুনুত ইত্যাদি।

গ ॥ সংস্কৃতে বহুধাতুর লোপ। বেদে এই সকল ধাতুর কাল এবং ভাবেব বৈচিত্র্যও ছিল, যথা—যচ্ছতু, যংসৎ, অকর্ ইত্যাদি।

ঘ ॥ বিভক্তিব প্রাচুর্য এবং বিকল্প প্রয়োগ, যথা, লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচনে—-ধি,-হি,-তাৎ। সময় সময় বহুবচনে -ন-যুক্ত প্রয়োগ, যথা মধ্যমপুরুষ বহুবচনে —ত-ন, —থ-ন। বিভিন্ন কাল ও ভাবে প্রথমপুরুষ বহুবচনে আত্মনেপদী —র্-বিভক্তিব প্রযোগ, যথা—শেরে, দুহ্রে ইত্যাদি।

ঙ ॥ বাচ্যেব (voice) ব্যবহারে সংস্কৃতের মতন ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকায় বেদে অনেক ধাতুর পবস্মৈপদী বা আত্মনেপদী বিভক্তির স্বাধীন ব্যবহার দেখা যেত—যাব ফলে অনেক সময় শব্দার্থ পরিবর্তিত হত, অনেক সময় বা হত না, যথ —রংহন্তে/রংহন্তি, বর্ধতি/বর্ধতে। বর্তমানে বা লটে এক বাচ্যের বিভক্তি এবং লিটে আব এক বাচ্যের বিভক্তি দেখা যাবে অনেকস্থানে একই ধাতুব ক্ষেত্রে, যথা— √জুষ্ ধাতু বর্তমানে আত্মনেপদী কিন্তু লিটে পরস্মৈপদী।

চ ॥ অভিপ্রায় ভাবে (subjunctive mood) মৌল এবং গৌণ বিভক্তির (primary and secondary endings) প্রয়োগ।

চ ॥ সাধিত ধাতু (derivative verbs) যথা—যঙন্ত (intensive) এবং নামধাতুর (denominative) সচরাচর ব্যবহার বেদে অনেক বৈচিত্র্য-পূর্ণ।

ছ ॥ অতীতকালে আগম -উপসর্গের (augment) ব্যবহার বেদে বক্তার ইচ্ছাধীন এবং প্রাসঙ্গিক।

জ ॥ বেদের প্রাচীন অংশে যৌগিক বা বহুপদিক (periphrastic) ক্রিয়ার ব্যবহার অনুপস্থিত।

ঞ ॥ প্রাচীন বেদে কর্মবাচ্যের (passive voice) সীমিত প্রয়োগ।

বৈদিক ও সংস্কৃতের ক্রিয়াগত পার্থক্যের মূল ভিত্তি হল 'কাল' (tense) সম্পর্কে ধারণা। মূল ভাষার মতই বৈদিক 'কাল' সময়জ্ঞাপক ছিল না। তা' ছিল বক্তানিরপেক্ষ কার্যের কাল- বা ভঙ্গীবাচক। এর ফলে ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী তিন জাতীয় ধাতুর পর্যায় (system) দেখা যেত, যথা—অবিরাম কার্যকাল (durative) বোঝাতে লট্-পর্যায় (present system), সদ্য কার্যকাল (instantaneous) বোঝাতে লুঙ্-পর্যায় (aorist system) এবং সম্পন্ন বা সিদ্ধ কার্যকাল (perfective) বোঝাতে লিট্-পর্যায় (perfect system) [দ্র: ২.২০।৯]।

মূল ই ইউ তথা বৈদিক ভাষায় এই তিনজাতীয় ধাতুর প্রতিটি পর্যায়ক্রমে ভূত বা পরোক্ষকাল (preterites), নিষ্ঠা, কৃত্য, শতৃ ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত পদ (participles) এবং বিভিন্ন 'ভাব' (moods) অনুযায়ী সিদ্ধ হত। লট্-পর্যায়ের অতীত লঙ্ (imperfect) ছিল আখ্যানমূলক (narrative) এবং তার ব্যবহার ছিল রীতিসিদ্ধ (idiomatic)। উদাহরণস্বরূপ, (১) লট্-পর্যায়ের বর্তমানে ক্রিয়ামূল √গম্-জাত গচ্ছ-(<√গম্+ছ), অতীতে প্র পু ১ব লঙ্ অগচ্ছৎ, কৃদন্তরূপে গচ্ছন্ত্, গত, গন্তব্য এবং বিভিন্ন ভাববাচক ম পু ১ব লোটে গচ্ছ (অনুজ্ঞা, imperative), বিধিলিঙে গচ্ছেঃ (সম্ভাবক, optative), লেটে গচ্ছাঃ/গচ্ছাসি (অভিপ্রায়, subjunctive)। (২) লুঙ্-পর্যায়ের ক্রিয়ামূল গম্ -এর বর্তমানে ব্যবহার হয় লুপ্ত নতুবা লট্-পর্যায়ের সঙ্গে মিশে গেছে (যদিও তার ভগ্নাবশেষ মেলে বেদে যথা, উ পু ১ব স্তুষে, কৃষে ইত্যাদি) ; অতীতকালে প্র পু ১ব অগাৎ,

কৃদন্ত রূপে বৈদিক গমধ্যৈ (লুঙ্‌মূল শত্রর্থক) ইত্যাদি। এবং বিভিন্ন ভাববাচক ম পু ১ব অনুজ্ঞায় গহি, সম্ভাবকে গম্যাঃ, অভিপ্রায়ে গমঃ ইত্যাদি। (৩) লিট্‌-পর্যায়ের ক্রিয়ামূল জগম্‌-এর বর্তমান কালের ব্যবহার বৈদিক প্র পু ১ব জগাম, অতীতে আগমযুক্ত অজগন্ (<*অ-জগম্-ৎ) [ভূতার্থক বা সংভূত লিট্, pluperfect], কৃদন্ত রূপে জগ্মিবাংস্ এবং বিভিন্ন ভাববাচক ম পু ১ব জগন্ধি (অনুজ্ঞা), জগম্যাঃ (সম্ভাবক), মুমুচঃ (অভিপ্রায়) ইত্যাদি।

বেদে 'ভাব' (mood) ছিল পাঁচটি—নির্দেশক (indicative), অনুজ্ঞা (imperative), অভিপ্রায় (subjunctive), সম্ভাবক (optative) এবং নির্বন্ধ (injunctive)। বৈদিক ভাষায় মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নির্বন্ধের প্রয়োগ অসুলভ নয়, অভিপ্রায় ভাবেরও বহুল প্রয়োগ মেলে। সংস্কৃতে এই দুইটি 'ভাব' লুপ্ত—যদিও অভিপ্রায় ভাবের উত্তম পুরুষের রূপগুলি সম্ভাবকের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আর আশীর্লিঙের (precative) ব্যবহার হয়েছে সীমিত—যা' মূলত ছিল লুঙ্‌মূল সম্ভাবক (aorist optative)। সংস্কৃতে রইল কেবল নির্দেশক, সম্ভাবক এবং অনুজ্ঞা। নির্বন্ধের বৈকল্পিক ব্যবহার নিষেধার্থক 'মা' যোগে সীমিত রইল (মাঙি লুঙ্, যথা—মা কার্ষীঃ)।

ক্রিয়া-পর্যায়ের ক্রিয়ামূল অনুযায়ী ভাবজ্ঞাপক রূপগুলি দেখান যেতে পারে এইভাবে—ম পু ১বচনে লট্‌মূল অনুজ্ঞা গচ্ছ (present imperative), লুঙ্‌মূল গহি (aorist imperative), লিট্‌মূল মুমুগ্ধি (perfect imperative), প্র পু ১বচনে লট্‌মূল সম্ভাবক গচ্ছেৎ (present optative), লুঙ্‌মূল গম্যাৎ (aorist optative), লিট্‌মূল জগম্যাৎ (perfect optative); প্র পু ১ বচনে লট্‌মূল অভিপ্রায়ে মুঞ্চাৎ (present subjunctive), লুঙ্‌মূল মুচ্‌তি (aorist subjunctive), লিট্‌মূল মুমোচতি/মুমোচৎ (perfect subjunctive) ইত্যাদি।

বেদোত্তর যুগে ভবিষ্যৎ কালের লৃট্‌মূল ধ'রে নতুন এক পর্যায় গড়ে ওঠার সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু পরে তা' ফলপ্রসূ হয় নি।

৫ বৈদিকের বিভিন্ন ক্রিয়ামূল ও ভাবের বৈচিত্র্যকে দেখান যায় এইভাবে (নিচের রূপগুলি সবই কর্তৃবাচ্যে মধ্যমপুরুষের একবচন)—

পর্যায় (system)	ধাতু (root)	ক্রিয়ামূল বা অঙ্গ (system)	অতীত (preterite)	কৃদন্ত /পবৈস্ম (present participle active)	ভাব (Mood) অনুজ্ঞায় লেট্ (imperative)	সম্ভাবকে লিঙ্ (optative)	অভিপ্রায়ে লট্ (subjunctive)	নির্বন্ধে লেট্-বিকার (injunctive)	নির্দেশকে লট্ (indicative)
অবিরাম কার্যকালজ্ঞাপক লট্ পর্যায় (present system)	√গম্	গম্+ছ=গচ্ছ-	অগচ্ছঃ	গচ্ছন্ত্	গচ্ছ	গচ্ছেঃ	গচ্ছাসি/গচ্ছাঃ	গচ্ছঃ	গচ্ছসি
	√কৃ	করো-/কৃণো-	অকরোঃ/অকৃণোঃ	কুর্বন্ত্/কৃণ্বন্ত্	কুরু/কৃণু	কুর্যাঃ/কৃণুয়াঃ	করঃ/কৃণবঃ	করোঃ/কৃণোঃ	করোসি
	√ভূ	ভব-	অভবঃ	ভবন্ত্	ভব	ভবেঃ	ভবাসি/ভবাঃ	ভবঃ	ভবসি
	√মুচ্	মু-ন্-চ্=মুঞ্চ-	অমুঞ্চঃ	মুঞ্চন্ত্	মুঞ্চ	মুঞ্চেঃ	মুঞ্চাসি/মুঞ্চাঃ	মুঞ্চঃ	মুঞ্চসি
সদ্যকার্যকালজ্ঞাপক লুঙ্ পর্যায় (aorist system)	√গম্	গম্-	অগন্	গ্মন্ত্	গহি/গধি	গম্যাঃ	গমঃ	গন্	তুঃ বৈ গথ
	√কৃ	কৃ-	অকর্	ক্রন্ত্	কৃধি	ক্রিয়াঃ	করসি/করঃ	কর্	তুঃ বৈ কৃষে
	√ভূ	ভূ-	অভূঃ	*ভূবন্ত্	বোধি(=*ভূধি	ভূয়াঃ	ভুবঃ	ভূঃ	—
	√মুচ্	মুচ্+অ=মুচ-	(অ) মুচঃ	*মুচন্ত্	মুচ	*মুচ্যাঃ	মুচসি	মুচঃ	তুঃ বৈ মুচন্তি
সম্পন্ন কার্যকালজ্ঞাপক লিট্ পর্যায় (perfect system)	√গম্	জগম্-	অজগন্ ∠*অ-জগম্-স্	জগন্বাংস্/জগ্মিবাংস্	*জগন্ধি	জগম্যাঃ	*জগমঃ	*জগন্	জগন্থ
	√কৃ	চকর্-	তুঃ অচক্রৎ	চকৃবাংস্	*চকৃধি	চক্রিয়াঃ	*চকরঃ	*চক্রৎ	চকর্থ
	√ভূ	বভূ-	—	বভূবাংস্	তুঃ শ্ব বৈ বভূতু	বভূয়াঃ	—	—	বভূবিথ/বভূথ
	√মুচ্	মুমুচ্-	তুঃ অমুমুক্তম্	তুঃ মুমুচান	মুমুগ্ধি	*মুমুচ্যাঃ	মুমুচঃ	*মুমুক্তম্	মুমোচিথ
ল়ৃট্ পর্যায় (future system)	√দৃশ্	দৃশ্+স্য= দ্রক্ষ্য-	তুঃ শ্ব বৈ অভবিষ্যৎ	দ্রক্ষ্যন্ত্	তুঃ বা দ্রক্ষ্যন্তু বা, ন দ্রক্ষ্যধ্বম্	তুঃ বা দ্রক্ষ্যেত ন ধক্ষ্যেৎ	—	—	দ্রক্ষ্যসি
	√কৃ	করিষ্য-	তুঃ ব্রা অকরিষ্যৎ	করিষ্যন্ত্	—	—	বৈ করিষ্যাঃ ব্রা নোৎস্য ইহ	—	করিষ্যসি

৮.৫২ ক্রিয়া-পর্যায় (verbal system)—

৮.৫২.১ লট্-পর্যায় (present system) ॥

লট্মূল বর্তমানে ক্রিয়া-পর্যায়ের বৈদিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১। সংস্কৃতে বিকরণ (stem-affix) যুক্ত হওয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী লট্-পর্যায়ে ছিল দশটি গণ (class)। কিন্তু মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় গণ ছিল আরও বেশি—কম-বেশি প্রায় ২৪টি। এগুলির মধ্যে অনেক গণ বৈয়াকরণ-নির্ধারিত দশটি গণের মধ্যে মিশে গেছে। যেমন—তিষ্ঠামি (√স্থা), পিবামি (√পা), জিঘ্রামি (√ঘ্রা) মূলে ছিল একজাতীয় জুহোত্যাদিগণীয় কিন্তু সংস্কৃতে সেগুলি হয়েছে ভ্বাদিগণীয়ের অন্তর্ভুক্ত। বেদে এইজাতীয় গণ-পরিবর্তনেব (transference of class) স্বাক্ষর মেলে। যেমন, জুহোত্যাদিগণীয় √দা, √ধা, সময় সময় বেদে ভ্বাদিগণীয় অর্থাৎ দদ-, দধ- ইত্যাদি।

শব্দার্থ পরিবর্তন ছাডাই একই ধাতু বিভিন্নগণে বেদে ব্যবহৃত হতে পারত কিন্তু ব্রাহ্মণ যুগে এই বৈচিত্র্য সীমিত হল। যথা, বৈদিক √কৃ ধাতুর ক্র্যাদিগণীয় রূপ (কৃণোতি) ব্রাহ্মণ যুগে লুপ্ত হয়েছিল—তাকে স্থানচ্যুত করল সংস্কৃত-সুলভ তনাদিগণীয় রূপ (করোতি) [দ্র: ৯.২১।৬]।

২। সংস্কৃতের কতকগুলি মৌল ধাতু (primary root) আসলে ছিল সাধিত ধাতু (sccondary or derivative root)। বৈদিক ভাষায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় যথেষ্ট। যথা, বেদে ক্রিয়ামূল ইনু- (<√ই) ছাড়াও √ইন্ব্ ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় যা' আসলে সাধিত ধাতু অর্থাৎ √ই-নু-অ > ইন্ব্-অ। এইভাবে অবৈদিক ধাতু √চকাশ্, চকাস্ 'কিরণ দেওয়া' পরবর্তী যুগে ব্যবহৃত হত যা' আসলে √কাশ্ ধাতু সিদ্ধ। এইরূপ বৈদিক √জিঘ্ন্ এবং /সশ্চ্ মূলত ছিল √হন্ এবং √সচ্-জাত।

৩। বেদে নামধাতুর বিকরণ—আ'য় (*āya'*) লট্-পর্যায়েও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হত ক্র্যাদিগণীয় ধাতুগুলিতে বিকল্প বিকরণ হিসেবে, যথা—গৃভায়, মথায়তি, স্কভায়ত, অস্তভায়ৎ (তু: গৃভ্ণাতি, মথ্নাতি, স্কভ্নাতি, স্তভ্নাতি) ইত্যাদি।

৪। নির্দেশক ভাবে (indicative mood) লট্ উত্তমপুরুষ বহুবচনে -মস্-এর স্থলে -মসি বিভক্তির ব্যবহার বেদে সুপ্রচুর যথা, ভরামসি, অর্চামসি (ঋ বে ৫ : ১), কিন্তু অথর্ববেদে -মসি হয়েছে সাধারণ বিভক্তি (৩ : ৪)।

নির্দেশকভাবে মধ্যমপুরুষ বহুবচন পরস্মৈপদী -থ বিভক্তির স্থানে -থ-ন বিভক্তির বিকল্প প্রয়োগ (বদ-থন) এবং সময় সময় পদান্ত স্বরের দীর্ঘীকরণ (অরথা) বেদে প্রায়ই দেখা যায়।

নির্দেশক ভাবে প্রথমপুরুষ বহুবচনে আত্মনেপদী -তে বিভক্তির স্থলে -এ বিভক্তির বিকল্প প্রয়োগ বেদে সুলভ—যার ফলে এই বিভক্তি উত্তমপুরুষ একবচনের বিভক্তির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, যথা—ঈশে, দুহে, দধে, শয়ে, গৃণে ইত্যাদি। এছাড়া প্রথমপুরুষ বহুবচনে আত্মনেপদী বিভক্তির সঙ্গে র্-ধ্বনির যোগ—যা' পরবর্তী যুগে দুর্লভ যথা, ৱিদ্রে, পিন্‌ৱিরে, শেরে, দুহ্রে ইত্যাদি।

বেদে অতীতকাল লঙে আগম-উপসর্গ (augment) -বর্জিত পদব্যবহার অসুলভ নয় (পৃণক্, ভিনৎ)। লঙ্-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—প্রথম পুরুষ বহুবচনে, পরস্মৈপদী বিভক্তি -অন্ ছাড়াও -উর্ বিভক্তির ব্যবহার (দুহুঃ $<\sqrt{}$দুহ্, অয়ুঃ $<\sqrt{}$য়া, অপুঃ $<\sqrt{}$পা)। বলা-বাহুল্য, আবেস্তাতেও এই -উর্ বিভক্তি মেলে (তু: আবে *ādarə* = সং আধুঃ $<\sqrt{}$ধা)। এই রকম প্র পু বহুব আত্মনে বিভক্তিতে -র্ উপাদান লভ্য, যথা, অশেরন্, অদুহ্রন্। ম পু বহুব পরস্মৈ বিভক্তিতে -ন যোগ, যথা, ঐতন, অব্রবীতন। এবং ক্ষীণক্রমের স্থলে গুণিত ক্রমের ব্যবহার (অকৃণোতন, অজহাতন)।

৫। বেদে অভিপ্রায় ভাবের (subjunctive mood) সমস্ত পদই পাওয়া যায়। সংস্কৃতে সেগুলি লুপ্ত—যদিও উত্তম পুরুষের বিভক্তিগুলি (পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী) অনুজ্ঞার বা লোটের উত্তমপুরুষের বিভক্তি হিসেবে রক্ষিত। বর্তমানে লট্ উত্তমপুরুষ একবচন (কর্তৃবাচ্য) অভিপ্রায় ভাবে (পরবর্তী যুগের অনুজ্ঞা) -আনি বিভক্তি সংস্কৃতে থাকলেও বেদের প্রাচীন অংশে -নি কিন্তু সর্বত্র প্রযুক্ত হত না—হত -আ বিভক্তি, যথা, অয়া(নি), ব্রবা(নি), স্তবা(নি)।

অভিপ্রায় ভাবে পরস্মৈপদী মধ্যম- ও প্রথমপুরুষ একবচনে মৌল বিভক্তির অর্থাৎ লটের (primary endings) ব্যবহার ব্রাহ্মণযুগে স্বাভাবিক ছিল না (ভরাসি/ভরাঃ, ভরাতি/ভরাৎ)।

আত্মনেপদীতে অভিপ্রায়ের বিভিন্ন পুরুষ ও বচনের বিশেষ বিভক্তি হল

-এ এবং -ঐ- এর বিকল্প প্রয়োগ। এর মধ্যে -এ বিভক্তি হল মৌল বা লটের (primary) বিভক্তি। আর -ঐ বিভক্তির উৎপত্তি অভিপ্রায়ের ভাব-বিকরণ (modal sign) -অ এবং মৌল -এ বিভক্তির সংযোগে (অর্থাৎ অ+এ=ঐ)। কিন্তু পরবর্তী যুগে মৌল বিভক্তির ব্যবহারের চেয়েও অভিপ্রায়ের চিহ্ন হিসেবে -ঐ বিভক্তির ব্যবহার হয়ে উঠ্‌ল অধিকতর গ্রাহ্য। -ঐ যুক্ত বিভক্তিগুলির মধ্যে ম পু/প্র পু একবচনে -(অ)সৈ, -(অ)তৈ, এবং প্র পু বহুব -(অ)ন্তৈ বিভক্তি হিসেবে নবীন এবং উত্তমপুরুষের একবচনের সাদৃশ্যে গঠিত। কারণ, ঋগ্‌বেদে এর স্থানে মেলে -(অ)সে, -(অ)তে এবং (অ)ন্ত। অবশ্য ঋগ্‌বেদেই -ঐ বিভক্তির প্রসার অন্যত্র দেখা যাচ্ছে, যেমন -আ-ৱহৈ (উ পু ২ব), -আ-মহে/আ-মহৈ (উ পু বহুব) এবং একবার -অ-ধ্বৈ (ম পু বহুব তু: মাদয়ধ্বৈ)। সুতরাং -ঐ বিভক্তি (উ পু ১ব) ঋগ্‌বেদের সময়ই উত্তমপুরুষের অন্যান্য বচনে প্রসারিত হয়েছিল। আর ঋগ্‌বেদোত্তর যুগে তা' হয়েছিল আরও সম্প্রসারিত—এমন কি অন্যান্য পুরুষেও (দ্র: ৯. ৩১।৫)।*

৬। অনুজ্ঞায় (imperative) বেদের সঙ্গে সংস্কৃতের পার্থক্য অধিক সুলভ। যেমন বেদে কর্তৃবাচ্য মধ্যমপুরুষ একবচনে -ধি বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগ (যুয়োধি, শৃণুধি, শিশাধি, দদ্ধি)। এছাড়া স্বাভাবিক বিভক্তি -হি এর বিকল্প প্রয়োগ তো ছিলই (শৃণুহি, কৃণুহি, স্তনিহি)। ক্র্যাদিগণীয় কয়েকটি ধাতুতে আবার মধ্যমপুরুষ একবচনেই ব্যবহৃত হত -আন (অশান, গৃহাণ)। এতদ্ব্যতীত মধ্যমপুরুষ একবচনে লোটের বিভক্তির সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত হত— -তাৎ (ভরতাৎ, অরতাৎ, কৃণুতাৎ, ব্রূতাৎ, য়াতাৎ, স্তুতাৎ, দত্তাৎ, ধত্তাৎ)।

*বৈদিক অভিপ্রায় ভাবের বিভক্তিগুলি হল এইরূপ (দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 562 ; VGS pp. 125 126)—

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অ-তি/অ-ৎ	অ-সি/অ-স্	আনি/আ	অ-তে/-তৈ	অ-সে/-সৈ	ঐ
দ্বিবচন	অ-তঃ	অ-থঃ	আ-ৱ	ঐতে	ঐথে	আ-ৱহৈ/ৱহে
বহুবচন	অ-ন্	অ-থ	আ-ম	অ-ন্তৈ/-ন্ত	অ-ধ্বৈ/ধ্বে	আ-মহৈ/-মহে

অন্যত্রও এই -তাৎ বিভক্তির সম্প্রসারণ দেখা যায়, যথা—প্রথম পুরুষের একবচনে গচ্ছতাৎ, ব্রিত্তাৎ, স্মরতাৎ।

গুণিত ধাতুর সঙ্গে -সি বিভক্তি যোগ করে ম পু ১ বচনে ধাতুর অনুজ্ঞার্থ প্রয়োগ (imperative value) একমাত্র বেদেই লক্ষণীয়, যথা— পর্ষি (√পৃ), ক্ষেসি (√ক্ষি 'শাসন করা'), নক্ষি (√নশ্,) শ্রোষি (√শ্রু) ইত্যাদি।

আত্মনেপদ প্রথম পুরুষ একবচনে অনুজ্ঞায় -তাম্ এবং -আম্ এই উভয় বিভক্তিরই ব্যবহার, যথা—দুহাম্, ব্রিদাম্, শয়াম্। মধ্যমপুরুষ বহুবচনে কর্তৃবাচ্য-অনুজ্ঞার বিভক্তি -ত বেদে অনেক সময় -ন যোগে হত -তন। -তন বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় অবশ্য অন্যত্রও। যথা—অনুজ্ঞায় (ইতন, য়াতন, ধত্তন, নহ্যতন, ভজতন), সম্ভাবকে (স্যাতন), এবং লঙ্-অতীতে (অয়াতন, অদত্তন/অদদাত) ইত্যাদি। এছাড়া ক্ষীণক্রমের স্থলে ধাতুর গুণক্রমের প্রয়োগ—কর্তৃবাচ্যে মধমপুরুষ বহুবচনে (স্তোত, এত), মধ্যম পুরুষ দ্বিবচনে (য়ুয়োতম্, তিনোতম্), এবং মধ্যমপুরুষ একবচনে (য়ুয়োধি, পুনাহি)।

৭। বর্তমান কালের সম্ভাবক ভাবে (optative mood) বৈদিক বৈচিত্র্য বিশেষ নেই। ম পু বহুব কর্তৃবাচ্যে লোট্ বিভক্তির স্থানে -তন যোগ (স্যাতন, তিরেতন) এবং প্র পু বহুব আত্মনেপদীতে র্-যুক্ত বিভক্তির প্রয়োগ (ভরেরত, জুষেরত)। দুহ্ ধাতুর কতকগুলি বিশেষ পদ, যথা—দুহ্যাৎ-এর স্থলে ঋগ্‌বেদে দুহীয়াৎ (প্র পু ১ব পরস্মৈপদ) এবং বহুবচনে পববর্তী দুহ্যুঃ-এর স্থলে দুহীয়ন্ ইত্যাদি।

৮। সংস্কৃতে র্-যুক্ত বিভক্তির প্রাচীন প্রয়োগ (দ্র: ২.৪০।৬চ) দেখা যায় আত্মনেপদী লিট্ প্র পু বহুবচনে -রে (চক্রিরে), সম্ভাবক ভাবে আত্মনেপদী প্র পু বহুব—রন্ (ভরেরন্)। এছাড়া -উস্=উর্ বিভক্তি (আবে *-aro* লা *-ere*) পাওয়া যায় প্র পু বহুবচনে পরস্মৈপদী বিধিলিঙ্-এ (ভরেয়ুঃ) অথবা লিটের প্র পু বহুবচনে (চক্রুঃ)। লঙ্—আত্মনে প্র পু ১বচনে (অশেরত) এবং কিছু কিছু লট্-এর প্র পু বহুবচনে (শেরতে) ছাড়াও বেদে এই -র্ যুক্ত বিভক্তির আরও ব্যপকতা ছিল। যথা—প্র পু বহুব আত্মনে লট্ -রে (এবং -ইরে) এবং -রতে [শেরে (অথ বেদেও), শেরতে, ব্রিদ্রে;

দুহতে, দুহ্রে, দুহ্রতে], লট্ (এবং লুঙ্) সম্ভাবক প্র পু বহুব আত্মনে—-রত (ভরেরত, জুষেরত), লট্ অনুজ্ঞার প্র পু বহুব -রাম্, -রতাম্ (অন্তাম্ ও অতাম্-এর স্থানে) [তু: দুহ্রাম্ (অথ বে), দুহ্রতাম্ (= দুহতাম্)] এবং লুঙ্/লঙ্ -রন্ত, -রন্, -রম্, -র [অশেরন্ (ঋ বে), অশেরত ; অদুহ্রন্ (/অদুহন্, অদুহুঃ), অদুহ্র (মৈত্রা সং)], লিট -রিরে (দদ্রিরে), সংভূত লিট্ -রম্ (অসসৃগ্রম্)। ১৬

৯। কর্তৃবাচ্যে শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদের গুণিত স্থানে ক্ষীণ ক্রমের ব্যবহার (ওহান, য়োধান, স্তরান) সহজলভ্য ; স্ত্রীলিঙ্গেও এইরূপ ক্রমের অনিয়ম দেখা যায় (সিঞ্চতী, তুদতী, যন্তী ইত্যাদি)।

৮.৫২.২ লিট্-পর্যায় (perfect system)॥

বেদে লিট্-পর্যায় ছিল অনেক সুসংগত এবং পূর্ণাঙ্গ। লিট্-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল লিট্মূল ধাতু (perfect stem) এবং তার বিভিন্ন 'ভাব' (mood), অতীতকালে (preterites) সংভূত লিট্পদ (pluperfect) এবং কৃদন্ত পদ (participle)। সংস্কৃতে কিন্তু লিট্-পর্যায়ে আছে কেবল নির্দেশক ভাবের লিট্পদ এবং লিট্মূল কৃদন্ত (অর্থাৎ ক্বসু-কানচ্)।

লিট্মূল পর্যায়ের সঙ্গে অন্যান্য পর্যায়ের পার্থক্য হল—ক) ধাতুর অভ্যাস (reduplication)। খ) লিটের বিশেষ বিভক্তি (endings) এবং গ) লিটের অর্থগত ব্যবহার। লিট্-পর্যায়ের অন্যান্য বৈদিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখি—

১। অর্বাচীন বৈদিকেই লিট্মূলের বিভিন্ন রূপ যথা, অভিপ্রায়, সম্ভাবক, অনুজ্ঞা এবং নির্বন্ধ ভাবের এবং সেইসঙ্গে অতীতকালের সংভূত (pluperfect) পদগুলি লুপ্তপ্রায়। সংস্কৃতে এগুলি একেবারেই অজ্ঞাত। কর্তৃবাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্যের (middle voice) কৃদন্ত পদের অবস্থাও তাই। সুতরাং সংস্কৃত ও বেদের শুধু নির্দেশক ভাবেরই তুলনা চলে (দ্র: ৯.৩১।৭)।

২। বহুপদিক বা যৌগিক লিট্ (periphrastic perfect) বেদের প্রাচীন

---

১৬ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 550 d, 629, 635, 799 ; *B. K. Ghosh* : LIS pp. 163-164 ; *Burrow* : SL. pp. 308-309, 311-312 ; *Thumb* : HBS (ii) ff 427 (II), 435 (III)

অংশে অজ্ঞাত। কেবল অথর্ববেদে একবার মাত্র এইজাতীয় পদগঠন দেখা গেছে, যথা—গময়াং চকার। ব্রাহ্মণ যুগ থেকে এর প্রচলন আরও বেড়ে গেছে (দ্র: ৯.২৪।১২, ৩১।৬)।

৩। বৈদিক ছন্দঃ সূত্রানুযায়ী অভ্যস্ত ধাতুর স্বরবর্ণের দীর্ঘীকরণ আর একটি বৈদিক বৈশিষ্ট্য যথা, কন্—চাকন্, জু—জূজু, তু—তূতু; দাধার, জাগার, মামৃজে, পীপায় অথবা কৃদন্ত—রারধ্বাংস্, রারসান ইত্যাদি।

অনেক সময় অভ্যস্ত অক্ষর (syllable) সংস্কৃত থেকে পৃথক্ যথা, রচ্—ররাচ (সং উবাচ), য়জ্—য়েজে (সং ইয়াজ, ঈজে), শী—শশী-(সং শিশ্যে)। অথবা অভ্যস্ত অক্ষরের ব্যঞ্জনবর্ণও ভিন্ন যথা, ভৃ—জভার, (সং বভার), চি—চিকেত (সং চিচেত)। অভ্যাসের সময় অনেক ধাতুর অনুনাসিক ব্যঞ্জন লুপ্ত যথা, ক্রন্দ্—চক্রদ (সং চক্রন্দ), রম্ভ্—ররভ। (তু: সং আ-রেভে)। আবার কয়েকটি বৈদিক ধাতুর ক্ষেত্রে অব্যুৎপত্তিগত ন্-এর আগম হয়। যথা—বৈ আনৃঋচুঃ, ঋ বে আনৃঋচে<√অর্চ্; অথ বে আনৃঋধুঃ, ঋ বে, শ ব্রা আনৃঋধে <√ঋধ্ ; তৈ সং আনৃঋহুঃ <√অহ্ । এগুলি √অংশ্, √অঞ্জ্ ধাতুর সাদৃশ্যে (তু: আনংশ, আনঞ্জ) ক্রমশ গঠিত হতে লাগল।[১৭] অনেক সময় অভ্যস্ত ধাতুর লঘুস্বর অ-এর লোপ যথা, পন্—পপ্ন; তন্—তত্ন (তু: সং পেনে; তেনে, ততান /তেনুঃ)।

অভ্যাসহীন লিটের (unreduplicated perfect) প্রয়োগ বেদে অনেক বেশি। সংস্কৃতে এবং বেদে যেমন 'বেদ' (<√বিদ্) ঋগ্‌বেদে তেমন এই জাতীয় পদগুলি হল—তক্ষুঃ (√তক্ষ্), স্কম্ভুঃ (√স্কম্ভ্) চেততুঃ, য়মতুঃ, নিন্দিম, অর্হিরে ইত্যাদি। কৃদন্ত পদেরও (perfect participles, ক্বসু-কানচ্) অভ্যাসহীন রূপ দেখা যায়, যথা—দাশ্বাংস্, মীঢ্বাংস্, সাহ্বাংস্, রারসান ইত্যাদি।

৪। উ পু ১ব, এবং প্র পু ১বচনের রূপে হ্রস্ব/দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য, যথা—চকর/চকার, ততপ/ততাপ ইত্যাদি।

ধাতু এবং আদি-ব্যঞ্জন যুক্ত বিভক্তির মধ্যে সংযোজক স্বরবর্ণ -ই-

---

১৭ দ্র: *Whitney*: Skt Gr ff 788 a এবং RVS

(union-vowel) পরবর্তী যুগের সুলভ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বেদে এর প্রয়োগ সীমিত, যথা—জগৃভ্্ম, যুযুজ্্ম, দধ্রে, মুমুচ্্রে ইত্যাদি।

কর্মকর্তৃবাচ্যক (medio-passive) র্-যুক্ত বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় প্র পু বহুব আত্মনেপদে যথা—চিকিত্রিবে, ৱিৱিদ্রিবে, অথবা অনুজ্ঞায় দদৃশ্রাম এবং সংভূত কালে (pluperfect) অৱৱৃত্রন্ত ইত্যাদি (দ্র ৮.৫২.১।৮)।

ধাতুর গুণিত ক্রমের স্থলে ক্ষয়িত ক্রম অথবা বিপরীত প্রক্রিয়া বেদে লক্ষণীয়। ক্ষীণক্রমের স্থলে গুণক্রম, যথা—যুয়োপিম, বিনেশুঃ এবং গুণক্রমের স্থলে ক্ষীণক্রম, যথা—তিতিকুঃ, ততুর্যাৎ ইত্যাদি। সময় সময় অভিপ্রায় ভাবে ভাব-বিকরণের অনিয়মিত দ্বিত্ব প্রয়োগ (অর্থাৎ অ+অ=আ) দেখা যেত, যথা—ৱাৱৃধাতি, পাপৃচাসি। বলা বাহুল্য, এগুলি 'অ'—বিকরণ-যুক্ত গণের প্রভাবে গঠিত (তু: ভরাতি/ভরাসি ইত্যাদি)।

৫। লিট্ মূলের আগম-যুক্ত ভূতকাল অর্থাৎ সংভূত কাল (pluperfect) দেখা যায় কিছু কিছু উদাহরণে, যথা—অজগ্রভম্, অচিকিতৎ, অচক্রৎ। পরবর্তী যুগে এই জাতীয় রূপ দু'-একটি উদাহরণে মাত্র মেলে। যথা—আনচ্ছ্র্ৎ (মহাভারত), আনর্ষৎ (তৈ আ)।[১৮]

৮.৫২.৩ লুঙ্-পর্যায (aorist system) ॥

লুঙ্সিদ্ধ পদ সংস্কৃতে লঙ্ বা লিটের মতই অতীতকালবাচক। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই লুঙ্সিদ্ধ পদগুলি লুঙ্-পর্যায়ের অন্তর্গত (aorist system) একটি অঙ্গমাত্র। বেদে এই লুঙ্-পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। মূলভাষা এবং বেদে এই লুঙ্-পর্যায়ের অন্তর্গত ছিল—ক) লুঙ্মূল বর্তমান (aorist present)। খ) আগম-যুক্ত ভূত লুঙ্ (augmented preterite)। গ) বিভিন্ন 'ভাব' (mood)। ঘ) কৃদন্ত বিশেষণ (participles)। লুঙ্মূলেরও বৈচিত্র্য ছিল, যেমন, বেদে প্রধানত সরল লুঙ্মূল (simple aorist, second aorist অর্থাৎ *a*-aorist, orot-aorist), অভ্যস্ত লুঙ্মূল (reduplicated aorist), শিশ্-লুঙ্ (sigmatic aorist, first aorist অর্থাৎ *-s, -sa, -is, -sis* aorist)।

বেদে লুঙ্পদ সিদ্ধ হত এই বিচার করে—

---

১৮ দ্র: *Whitney* : Skt Gr ff 817

ক) আগম-উপসর্গের (augment) যোগ—যদিও অনিয়মিত ভাবে।

খ) গৌণ বিভক্তি (secondary endings) অর্থাৎ লঙ্‌-এর বিভক্তি—যোগ।

গ) বিভিন্ন 'ভাব'এর (moods) সংযোগ।

ঘ) কৃদন্ত-বিশেষণ (participles) গঠন-সামর্থ্য।

ঙ) লঙ্‌-সিদ্ধ পদ থেকে এর পার্থক্য হল, লঙের মত এর বর্তমান কালের রূপগুলির অভাব।

চ) অর্থ ও ব্যবহারের পার্থক্য।

সংস্কৃতে সাত রকম উপায়ে লুঙ্‌পদ সিদ্ধ হত। প্রত্যেকটি ধাতুর লুঙ্‌-গঠন ছিল নির্দিষ্ট, কিন্তু বেদে একই ধাতুর বিভিন্ন জাতীয় লুঙ্‌পদ গঠন করা যেত—যথা, অধাম্/ধাসুঃ (√ধা), অয়ুজি/অয়ুক্ষত (√য়ুজ্‌), অবোধি/অবুদ্ধৎ (√বুধ্‌), অভুৎসি/বোধিষৎ (√বুধ্‌) ইত্যাদি।

সংস্কৃতে যে লুঙ্‌সিদ্ধ পদ পাওয়া যায়, তা' আসলে আগম-যুক্ত ভূত লুঙ্‌—যার লুঙ্‌মূল বর্তমান হারিয়ে গেছে, না হয় লট্‌মূল বর্তমানের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে, অর্থাৎ লট্‌-মূল বর্তমানের অতীত হল যেমন লট্‌মূল ভূত লঙ্‌ (তু: গচ্ছতি/অগচ্ছৎ, দদাতি/ অদদৎ), তেমনি লুঙ্‌মূল বর্তমানের অতীত হল লুঙ্‌মূল ভূত লুঙ্‌ (যথা *গমতি, *গন্তি তু: বৈদিক গথ/অগাৎ ; বৈদিক দাতি/অদাৎ)। লুঙ্‌মূল ধাতুর ব্যবহার যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় এবং বৈদিকে ছিল ধাতুর বিশেষ অর্থের ওপর নির্ভরশীল একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র: ২.২০।৯)।

সংস্কৃতে এই লুঙ্‌-পর্যায়ের অন্যান্য ভাগগুলি অনেকাংশে লুপ্ত, যেমন লুঙ্‌-মূল বর্তমান অথবা লুঙ্‌মূলের নানা 'ভাব' বা কৃদন্ত পদগুলি। অতীতের স্বাক্ষর হিসেবে যা' পাওয়া যায় তা' হল—আশীর্লিঙের পদ (precative) এবং নিষেধার্থক 'মা' যোগে আগম-শূন্য নির্বন্ধের রূপগুলি (মাঙি লুঙ্‌)।

সরল লুঙ্‌মূল অর্থাৎ অ-যুক্ত লুঙ্‌ (a-aorist) এবং মৌল বা ধাতু লুঙ্‌ (root aorist) [নির্দেশক ভাব] যথাক্রমে লট্‌মূল তুদাদি গণ এবং অদাদি গণের সঙ্গে মিশে গেছে (তু: অরুহৎ/অতুদৎ ; অকর্/অহন্)।[১৯]

১৯ দ্র: *Burrow* : SL pp 294-295

কিন্তু প্রাচীন বেদে কিছু কিছু লুঙ্‌মূল বর্তমানে নির্দেশক ভাবের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—কর্ষি, কৃথঃ, কৃথ, কৃষে (√কৃ), গথ (√গম্), চেত্তি (√চি), দাতি, দাতু (√দা), ধাতি (√ধা) পাথঃ, পান্তি (√পা), ভর্তি (√ভৃ), মুচন্তি (√মুচ্), রুর্তি (√রুৎ) ইত্যাদি। এগুলি সম্ভবত বর্তমানকালের লুঙ্‌মূল প্রয়োগ।[২০] কর্মকর্তৃবাচ্যে (middle voice) উত্তম পুরুষ একবচনে আত্মনেপদী -সে বিভক্তির ঋগ্‌বেদীয় প্রয়োগ সম্ভবত এইরূপ বর্তমানে লুঙ্‌মূল প্রয়োগ (যথা কৃষে, স্তুষে < √কৃ, √স্তু)। লট্‌-মূলেও অবশ্য এই -সে বিভক্তি দেখা যায়, যথা—গৃণীষে, য়জসে, অর্চসে।[২১] বেদে—বিশেষত ঋগ্‌বেদে—ম পু ১বচনে গুণিত ধাতুর সঙ্গে -সি বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়—যেগুলি ছিল অনুজ্ঞার্থক, যথা—পর্ষি (√পৃ), ভক্ষি (√ভজ্) দর্ষি (√দৃ), রক্ষি (√রহ্)। এগুলিও সম্ভবত লুপ্ত লুঙ্‌মূল বর্তমানের স্বাক্ষর।[২২] সংস্কৃতের অনেক ধাতুর মধ্যেও এই শিশ্‌লুঙের অবশেষ রয়ে গেছে। যেমন, সং √শাস্ (<*√শা) তু: প্র. পারসীক *θā-tiy*=সং *śi-s-ti*, সং√শিক্ষ্ < √শক্: সনন্ত **śi-śk-sa-ti*। সংস্কৃতের লট্‌ ও সনন্ত পদ সম্ভবত শিশ্‌লুঙ্ বর্তমানের অর্থান্তরিত রূপ।[২৩] অভ্যস্ত লুঙ্‌মূলের বর্তমান কালের প্রয়োগ রয়েছে আবেস্তায়—যথা, আবে *zizanənti*/সং জীজনতি : অজীজনৎ।[২৪]

১॥ মৌল বা ধাতু লুঙ্ (root aorist)—

ধাতুলুঙের ব্যবহার সংস্কৃতের চেয়ে বেদে অনেক বেশি। সংস্কৃতে ধাতু-লুঙের ব্যবহার √ভূ ধাতু এবং অন্ত্য আ-যুক্ত ধাতুর মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ এবং তাও কর্তৃবাচ্যে। কর্মকর্তৃবাচ্যে (middle voice) এই জাতীয় ধাতুর লুঙ্‌-পদ গঠন করা হয় স্-লুঙ্ বা ইস্-লুঙের সাহায্যে। বেদে কিন্তু কর্মকর্তৃবাচ্যেও ধাতুলুঙের প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা—ঋগ্‌বেদে অক্রি, অকৃথাঃ অকৃত,

---

২০ *Whitney* : *ibid* ff 855

২১ *ibid* : ff 894 d ; SL p. 337

২২ *Whitney* : *ibid* ff 624

২৩ *Thumb* : HBS (ii) ff 459, 485

২৪ *Burrow* : SL p. 336

অক্রত, অয়ুজি ইত্যাদি। সংস্কৃত ও বেদের লুঙ্‌পদ তুলনামূলকভাবে দেখান যায় এই জাতীয় উদাহরণগুলিতে—বৈদিক অগম্, অক্রন্, অতন্ সংস্কৃতে অগমৎ, অক্রমীৎ, অতানীৎ ইত্যাদি। এছাড়া প্র পু বহুব আত্মনেপদীতে -র্‌-যুক্ত বিভক্তি দেখা যায়, যথা—অস্থিরন্, অগৃভ্‌রন্।

ধাতুলুঙের নানা 'ভাব'-এর পদ গঠিত হতে দেখা যায়—সম্ভাবক (optative) ভাবের নিয়মিত পদগুলি ছাড়া (যথা দেয়াম্), আশীর্লিঙের (precative) ব্যবহার পাওয়া যায় (যথা ভূয়াঃ ইত্যাদি; দ্র: ৮.৫২.৩।৯; ৯.২৪।১০)। অনুজ্ঞায় (imperative) -তন যোগ (কর্তন, গাতন); ম পু ১ বচনে -ধি বা -হি-এর যথারীতি সমান্তরাল প্রয়োগ (কৃধি, বোধি; গহি, পাহি); কর্তৃবাচ্য এবং কর্মকর্তৃবাচ্যের কৃদন্ত পদ (aorist participle—active and middle), যথা—ক্রন্ত্‌, ক্রাণ < √কৃ পরবর্তী যুগে অজ্ঞাত।

২ ॥ অ-যুক্ত লুঙ্‌ (a-aorist)—

ধাতুলুঙের তুলনায় অ-যুক্ত লুঙের প্রয়োগ বেদে সীমিত। কিন্তু সংস্কৃতে (এবং অথর্ববেদেও) এর প্রয়োগ অনেক বেশি (প্রায় ১০০)। বেদের মৌল লুঙ্‌ সংস্কৃতে অ-যুক্ত লুঙে পরিণত করা হত (যথা অকর্‌>অকরৎ, অগম্‌> অগমৎ)। কর্মকর্তৃবাচ্যে এর প্রয়োগ সংস্কৃত এবং বেদেও খুবই সীমিত (অহ্বে, অখ্যে)। কর্মকর্তৃবাচ্য গঠন করার সময় এইজাতীয় লুঙ্‌কে -স্ বা -ইস্ যুক্ত লুঙে পরিণত করা হত।

অন্যান্য লুঙ্‌-বর্গের মত অভিপ্রায় ও নির্বন্ধের প্রয়োগ এবং অনুজ্ঞায় -ন-যোগ (রিষাথন), কিছু সম্ভাবক (ভিদেয়ম্‌), অনুজ্ঞা (রিদ) অথবা কৃদন্ত পদের (তৃপন্ত্‌, গুহমান) ইত্যাদির ব্যবহার বেদে সুলভ।

৩ ॥ অভ্যস্ত লুঙ্‌ (reduplicated aorist)—

অভ্যস্ত লুঙের ব্যবহার বেদে যথেষ্ট মেলে (ধাতু সংখ্যা প্রায় ১২০)। এইজাতীয় লুঙ্‌সিদ্ধ পদের অর্থ প্রায়শই প্রেরণার্থক (causative) আর অভ্যস্ত অক্ষর (reduplicated syllable) হত ছন্দোবোধে দীর্ঘস্বরযুক্ত (তু: জনয়তি/অজীজনৎ, বর্ধয়তি/অবীবৃধৎ)। পরবর্তী স্তরের ভাষায় এই লুঙের ব্যবহার একেবারেই অস্বাভাবিক। নল-দময়ন্তী আখ্যান, হিতোপদেশ,

মনুসংহিতা, গীতা—সমগ্র এই সাহিত্যে এর প্রয়োগ মাত্র দু'বার। মহাকাব্য ও সংস্কৃতে এর ব্যবহার ৫০টি ধাতুর বেশি নয়। আর বেদ ও সংস্কৃতের যথার্থ মাত্রা-সাদৃশ্যও দেখা যায় না (ঋ বে দিদীপঃ কিন্তু পরে অদীদিপম্ <√দীপ্)। এছাড়া, সংস্কৃতে অভ্যস্ত লুঙ্ অ-যুক্ত বিকরণ-সমন্বিত (thematic) কিন্তু বেদে অ-কার হীন বিকরণও গ্রহণ করত (অজীগর্ <√গৄ, অশিশ্রেৎ <√শ্রি)। বৈদিক সাহিত্যে অভ্যস্ত লুঙ্ মূলের নির্বন্ধ ব্যতিরেকে বিভিন্ন 'ভাবে'র প্রয়োগ ছিল দুর্লভ। কৃদন্ত বিশেষণের ব্যবহার বেদে মোটেই দেখা যেত না।

৪॥ স্-যুক্ত লুঙ্ (s-aorist)—

স্-যুক্ত লুঙের ব্যবহার বেদ ও সংস্কৃত উভয় সাহিত্যেই মেলে কিন্তু ঋগ্-বেদে ম পু ১ব এবং প্র পু ১ বচন পরস্মৈপদীতে সংযোজক স্বর (union vowel) -ঈ- যুক্ত বিভক্তির ব্যবহার হত না অর্থাৎ -স্, ৎ-এর স্থলে -সীঃ, সীৎ হত না এবং বেদে পদান্ত ব্যঞ্জন এমন কি ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনও লুপ্ত হত (বৈ অভার্ <*abhārṣ-t/অভার্ষম্ <√ভৃ তু. সংস্কৃত অকার্ষীঃ/অকার্ষীৎ, অরাট্ <√রহ্, অচ্ছান্ <*acchānts-t/অচ্ছান্ত <√ছন্দ্, অয়াট্ <√যজ্। প্রাচীন বিভক্তির এইজাতীয় যোগ মেলে সংস্কৃতের ম পু ১ব ভৈঃ (√ভী)—এই পদে (দ্র: ৯.৩১।৮)।

লট্‌মূলের সঙ্গে লুঙ্-বিকরণের সংযোগ মেলে ঋগ্‌বেদের কিছু পদে (গৃণাষে, যজসে—উ পু ১ব)। ঋগ্‌বেদে অভিপ্রায় ভাবের প্রয়োগ অসুলভ নয়। কিন্তু অর্বাচীন বেদে তা' সীমিত এবং ব্রাহ্মণে দুর্লভ বললেই চলে (স্তোষাণি, নেষতি/ নেষৎ, য়োষতি/য়োষৎ) [দ্র: ৯.৩১। ৮]। এছাড়া সম্ভাবক ভাবের প্রয়োগ কর্মকর্তৃবাচ্যেই পাওয়া যায় (ভক্ষীয়, ভক্ষীত <√ভজ্)। অনুজ্ঞার ব্যবহার (যথা নেষ, পর্ষ) এবং কৃদন্ত বিশেষণের প্রয়োগ (দক্ষৎ <√দহ্, মন্দসান<√মন্দ্) অসুলভ নয়।

৫॥ ইস্-যুক্তলুঙ্ (is-aorist)—

ইস্-যুক্ত লুঙ পদ মেলে উভয় সাহিত্যেই। কয়েকটি বিশেষ প্রয়োগ—যথা, উত্তম পুরুষ একবচনের নির্দেশকে একটি দুর্লভ ইস্-বিহীন বিভক্তি -ঈম্ (অক্রমীম্—অক্রমিষম্) প্র পু / ম পু- বিভক্তির সাদৃশ্যে গঠিত

(অক্রমীৎ : অক্রমীঃ)। কৃদন্ত বিশেষণের ব্যবহার পাওয়া যায় না। নির্বন্ধ সুলভ হলেও (রধিষ্ট <√রধ, ম পু বহুব পরস্মৈ) অন্যান্য 'ভাব' তেমন নয়। উদাহরণরূপ—অভিপ্রায়ে বোধিষৎ <√বুধ্; সম্ভাবকে জনিষীষ্ট <√জন্; অনুজ্ঞায় অবিষ্টু <√অব্।

৬ ॥ সিস্-যুক্ত লুঙ্ (sis-aorist)—

সিস্-যুক্ত লুঙ্ আসলে ইস্-লুঙেরই প্রকারভেদ। বেদে এর প্রয়োগ বিশেষ সুলভ নয় —যথা, ঋগ্‌বেদে কেবল √গা 'গান গাওয়া ; √য়া 'যাওয়া' এবং অথর্ব বেদে √হা 'পরিত্যাগ করা', √প্যা 'পূরণ করা', √রন্, 'জয়লাভ করা')। বিভিন্ন 'ভাবে'র প্রয়োগ মিললেও (যথা—অভিপ্রায়ে গাসিষৎ <√গা, সম্ভাবকে রংসিষীয় <রন্ ; নির্বন্ধে হাসিষ্টাম্ <√হা ; অনুজ্ঞায় যাসীষ্ট <√য়া) কৃদন্ত প্রয়োগ মেলে না।

৭ ॥ স-যুক্ত লুঙ (sa-aorist)—

স-যুক্ত লুঙে বেদ ও সংস্কৃতের কিছু পার্থক্য রয়েছে। ধাতু অন্তে -জ্ থাকলেও (সংস্কৃতে কেবল শ্, ষ্, হ্) স-যুক্ত লুঙ [অর্থাৎ সর্বত্র অন্তে ক্ষ] ব্যবহৃত হত বেদে (অমৃক্ষাম <মৃজ্, য়ক্ষতাম্ <য়জ্)। অভিপ্রায় ও সম্ভাবক ভাব এবং কৃদন্ত প্রয়োগ মোটেই মেলে না।

৮ ॥ কর্মবাচী লুঙ্ (passive aorist)—

কর্মবাচী লুঙ্ ব্যবহৃত হয় কেবল কর্মকর্তৃবাচ্যের প্রথম পুরুষের একবচনে। বৈদিকে বহু ধাতুর এইজাতীয় প্রয়োগ দেখা যেত [অকারি, অজনি]। সংস্কৃতে প্রথম পুরুষ একবচনের লুঙ্‌সিদ্ধ যে কোন পদকে কর্মবাচ্যে পরিণত করতে হলে আত্মনেপদী বিভক্তির স্থলে -ই-যোগ করা হত (যথা অজ্ঞায়ি, অশ্রায়ি <√জ্ঞা, √শ্রু)। বেদে অনেক সময়ই আগম যোগ হত না (শ্রায়ি তুঃ আবে *srāvi*)।

৯ ॥ আশীর্লিঙ্ বা লোঙ্ (precative)—

আশীর্লিঙ্ আসলে লুঙ্‌মূল সম্ভাবক পদ (aorist optative) কিন্তু ভাব-বিকরণের শেষে -স্ যুক্ত অর্থাৎ -য়াস্/-ঈস্। আশীর্লিঙের ব্যবহার বেদোত্তর ভাষায় দুর্লভ বললেই চলে। লট্‌মূল বহির্ভূত ক্রিয়ামূল হিসেবে লুঙ্‌মূলের উদাহরণ সংস্কৃতে আশীর্লিঙেই বজায় রয়েছে। তবু

আশীর্লিঙের কর্তৃবাচ্যক প্রয়োগ সংস্কৃতে যদিও বা মেলে, কর্মকর্তৃবাচ্যে তা' প্রায় অজ্ঞাত। বেদে লুঙ্‌মূল আশীর্লিঙেরই বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমন কি একবার লিট্‌মূলের প্রয়োগও দ্রষ্টব্য (সাসহিষ্ঠাঃ ম পু ১ব আত্মনে) দ্র. ৯. ২৪।১০।

৮.৫২.৪ ল৯ট্‌ পর্যায় (future system) ॥

সংস্কৃতে ল৯ট্‌ ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক (future tense)। কিন্তু বেদে ল৯ট্‌মূল [future stem] এবং তার বিভিন্ন 'ভাবে'র (mood) প্রয়োগ দেখা যায়—যদিও তা' খুব ফলপ্রসূ হয় নি।

বেদে ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে সাধারণত অভিপ্রায় (subjunctive) ভাবের প্রয়োগ হত। কাজেই ভবিষ্যৎকাল বেদে খুব স্বাভাবিক ছিল না।

ল৯ট্‌মূলের বিভিন্ন 'ভাব'-আশ্রিত প্রয়োগগুলি অত্যন্ত অল্প যথা—ঋগ্‌বেদে দু/একবার অভিপ্রায় ভাবে করিষ্যাঃ (ম পু ১ব) [দ্র: ৯.৩১।৯], মহাকাব্যে সম্ভাবক ভাবে ধক্ষ্যেৎ, মঙ্‌ক্ষ্যেরন্‌ (মহাভারত), দ্রক্ষ্যেত (রামায়ণ), হরিবংশে অনুজ্ঞায় পৎস্যন্ত ইত্যাদি (দ্র: ১০.৫২)।

ল৯ট্‌মূল কৃদন্ত প্রয়োগ (future participle, কসু/কানচ্‌) সংস্কৃতেও মেলে (দাস্যন্ত্‌, দাস্যমান, করিষ্যন্ত্‌, করিষ্যমাণ); কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃতের কর্তৃবাচ্যক 'অন্তী/অ'তী—এই প্রযোগ স্থলে বেদে -অন্তী-প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গই পাওযা যায় সাধারণত। বেদে বিকরণ -স্য কখনও দ্ব্যক্ষরী -সিঅ-রূপে উচ্চারিত হত না।

ল৯ট্‌মূলের ভূতকাল অর্থাৎ ল৯ঙের (conditional tense) প্রয়োগ বেদে এবং সংস্কৃতে প্রায় দুর্লভ। বেদে মাত্র একটি প্রয়োগ পাওয়া যায় (অভরিষ্যৎ) দ্র: ৯.৩১।৯।

বহুপদিক বা যৌগিক ল৯ট্‌ (periphrastic future) ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগ থেকে সূচিত হয়েছে (যথা—দাতা, দাতারৌ, দাতারঃ/দাতাসি, দাতাস্থঃ, দাতাস্থ/দাতাস্মি, দাতাস্বঃ, দাতাস্মঃ) দ্র: ৯.৩১।৯,১০.৫২।

ল৯ট্‌-পদ গঠনে সংযোজক -ই- (union vowel -i-) স্বরের ব্যবহার সংস্কৃতে দেখা গেলেও বেদে সুলভ নয়। পরবর্তী যুগে ই-যুক্ত ল৯ট্‌ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, যথা—বৈদিক/সংস্কৃত কর্ত্‌স্যামি/কর্তষ্যিামি,

ক্রুংস্যতে/ক্রমিষ্যতি। বিপরীত প্রক্রিয়াও দেখা যায়, যথা—বৈদিক স্বপিষ্যতি/ সংস্কৃত স্বপ্স্যতি।

৮.৫৩ সাধিত ধাতুরূপ (secondary or derivative conjugation)—

সাধিত ধাতুর সঙ্গে লট্‌মূল সিদ্ধ ধাতুর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সাধিত ধাতু মূলত লট্‌মূল ধাতুই, কেবল বিকরণ পৃথক্। কিন্তু বৈয়াকরণরা এগুলি সাধিত ধাতুবর্গে উল্লেখ করেছেন—কারণ, প্রথমত বিকরণযোগে এই ধাতুগুলির অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত সিদ্ধ ধাতুর মতই এগুলি তিঙন্ত-প্রক্রিয়া, কৃদন্ত পদগঠন ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রসারিত হয়েছে। বেদে কিন্তু সাধিত ধাতু সাধারণত লট্-পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৮.৫৩.১ কর্মবাচ্য (passive voice) ॥

কর্মবাচ্য গঠিত হয় দিবাদিগণীয় ধাতুরই মত, তবে স্বরসঞ্চার বা স্বর-পাতনের (accent) পার্থক্য রয়েছে—দিবাদিগণীয়ের ক্ষেত্রে ধাতুর ওপর স্বরপাতন ঘটে কিন্তু কর্মবাচ্যে স্বরপাতন বিকরণের ওপর (*ya* : *ya'*), যথা— 'মন্যতে/ব'ধ্যতে ; 'নহ্যতে 'বাঁধে'/ন'হ্যতে 'বদ্ধ হয়'। অবশ্য দিবাদিগণীয় ধাতুতেও বিকরণে স্বরপাতন দেখা যায়। এর কারণ, এই দুই বর্গ (class) গোড়ায় এক ছিল। ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য স্তর থেকেই এরা পৃথক্ হয়।

বিকরণ যোগের সঙ্গে যে বাচ্যের কোন সম্বন্ধ ছিল না তার আরও প্রমাণ—লুঙ্‌মূলের বা লিট্‌মূলের কর্মবাচ্য গঠিত হয় কেবল আত্মনেপদী বিভক্তি যোগ করেই। কিন্তু লট্‌মূলের বেলায় বিকরণ -য- যোগ করার পর আত্মনেপদী বিভক্তি যুক্ত হয়। কাজেই বিকরণ য-যুক্ত কর্মবাচ্যক পদ গোড়াতে লট্-পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিবাদিগণীয় কিছু অকর্মক ধাতু—যেমন জায়তে, ম্রিয়তে ইত্যাদি আত্মনেপদী ধাতুর প্রয়োগ-বাহুল্যের (frequency) ফলে ভারতীয় আর্যে কর্মবাচ্য এবং তার বিশেষ লক্ষণ—য-বিকরণ যোগ এবং আত্মনেপদী (প্রাচীন স্তরে এমনকি পরস্মৈপদী) বিভক্তির প্রয়োগ—সৃষ্ট হয়েছে।[২৫] যাইহোক্, বেদ ও সংস্কৃতের কর্মবাচ্য গঠনের পার্থক্য এইগুলি—

২৫ দ্র: *Thumb* : HBS (ii) ff 581 ; *Burrow* : SL p. 353

১। বেদে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লট্‌মূলে আত্মনেপদী বিভক্তি যোগ করেই কর্মবাচ্যের ভাব প্রকাশ করা হত, যথা—শৃণ্বে, স্তবতে।

২। কর্মবাচী লুঙ্‌-এর (passive aorist) প্রথম পুরুষ একবচনের ই-বিভক্তি যুক্ত পদে (অদায়ি/অদাসি) অনেক সময় আগম-উপসর্গ ব্যবহৃত হত না (শ্রাবি) [দ্র: ৮.৫২.৩।৮]।

৩। কর্মবাচ্যের লট্‌মূলে বিভিন্ন 'ভাব'-এর প্রয়োগ খুব অল্প, যথা—অভিপ্রায়ের দুটি পদ (প্র পু ১ব উহ্যাতে, ভ্রিয়াতে) এবং একটি নির্বন্ধের প্রয়োগ (প্র পু ১ব সূয়ত <√সূ)। ঋগ্‌বেদ বা অথর্ববেদে সম্ভাবক ভাবের কোন প্রয়োগ পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রথম (দ্র: ৯ ৩১।৫)। অনুজ্ঞার প্রয়োগ এদের তুলনায় অনেক বেশি (প্রায় ৩০টি পদ), যথা—হূয়স্ব, হূয়তাম্, হূয়ন্তাম্ ইত্যাদি। কৃদন্ত পদের উদাহরণও পাওয়া যায় (হূয়মান)। লঙেরও প্রয়োগ প্রায় পাওয়া যায় আটটি ক্ষেত্রে (অ-হূয়ত, অহূয়ন্ত)।

৪। বেদে কখনও কর্মবাচ্যের বিকরণ -য়- দ্ব্যক্ষরী ইঅ-রূপে উচ্চারিত হত না।

৫। মহাকাব্যে অনেক সময় পরস্মৈপদী বিভক্তিও কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হয় (যথা, শক্যতি, শ্রূয়ন্তি) [দ্র: ১০.৬১]। বৈদিকেও এমন উদাহরণ মাঝে মাঝে মেলে, যেমন—আ ধ্মায়তি (শ ব্রা), ভূয়তি (মৈত্রা উ)। বলা বাহুল্য, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসীকেও এইরূপ লক্ষণীয়। যথা—আবেস্তিক *bairyeiti* প্রাচীন পারসীক *θahyāmahiy* = সং ভর্য্যতে, শস্যামসে <√ভৃ, √শংস্।

৮.৫৩.২ পুনরুক্তি বা আতিশয্যবাচক যঙন্ত (frequentative or intensive)।

১। বেদোত্তর যুগে যঙন্ত-পদের ব্যবহার খুবই অল্প—যদিও বৈয়াকরণরা যে কোন ধাতুরই যঙন্ত পদগঠন স্বীকার করেছেন বা যঙন্ত-প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। বৈদিক সাহিত্যেও যঙন্ত পদ স্বল্পপ্রচলিত। তবে তুলনামূলক ভাবে ঋগ্‌বেদে এর প্রচলন বেশি, আর সংস্কৃতের মত লট্‌ মূলের বাইরে এর প্রসার ঘটে নি।

২। যঙন্তের অভ্যস্ত পদ দ্ব্যক্ষরমূলক—যার অন্তে -ই- কার যোগ হয়। বেদে এই -ই-, যুক্ত-ব্যঞ্জনের পূর্বে হ্রস্ব থাকে কিন্তু একক ব্যঞ্জনের পূর্বে দীর্ঘ হয় (যথা, গনীগম্ কিন্তু গনিগ্মতম্ <√গম্)।

৩। বেদে একই ধাতু একাধিক উপায়ে যঙন্তমূল (intensive stem) হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত, যথা—দা'দৃ এবং দর্দৃ', দাধৃ এবং দর্ধৃ', জঙ্গম্ এবং গনীগম্ ইত্যাদি।

৪। লট্‌মূল বর্তমানে আত্মনেপদ বেদে নেই বললেই চলে। অভিপ্রায় ভাবে মৌল বিভক্তি (primary endings) দুর্ল'ভ (জাগরাসি—অথ বে)। গৌণ বিভক্তিরই (sccondary endings) ব্যবহার বেশি (জাগরৎ, চেকিতৎ, বোভবৎ)। সম্ভাবকেরও দু/একটি উদাহরণ মেলে (অথর্ববেদ : রেরিষ্যাৎ)। অনুজ্ঞার ব্যবহার (দর্দৃ'হি, চকৃ'ধি) সম্ভাবকের চেয়েও বেশি। এ ছাড়া কৃদন্ত পদ (বৈদিক কনিক্রদৎ, চেকিতৎ), লঙ্‌সিদ্ধ পদ (বৈদিক ম পু ১ব অজাগর্), লিট্‌মূল পদ (ঋ বে প্র পু ১ব দর্ধার, নোনাব <√ধৃ, নু ; উ পু ১ব জাগর<গৃ) অথবা ব্যাকরণসিদ্ধ লুঙ্ বা লৃট মূলের প্রয়োগও দেখা যায় ক্বচিৎ (লুঙ্‌মূল : অরেরিদিষম্, লৃট্‌মূল : রেরিদিষ্যামি)।

৫। লট্‌পর্যায়ভুক্ত যঙন্তমূলের সঙ্গে বিকরণ 'য় (*ya'*) এবং আত্মনেপদী বিভক্তি যোগ ক'রে পদগঠন দেখা যায় সংস্কৃতে ব্যাপকভাবে (দেদীপ্যতে, <√দীপ্)। অবশ্য কর্মবাচ্যক -য়- যুক্ত হলেও কর্মবাচ্যজ্ঞাপক ছিল না এইজাতীয় পদ। বৈদিক সাহিত্যে কিন্তু এর প্রচলিতি মোটেই সুলভ নয় (ঋগ্ বেদে ৮টি ধাতু এবং অথর্ববেদে আর একটি ধাতু—মোট ৯টি ধাতু), যথা—মর্মৃ'জ্যসে, মর্মৃ'জ্যমান<√মৃজ্।

৮.৫৩.৩ ইচ্ছার্থক বা বিবক্ষাবাচক সনন্ত (desiderative)॥

১। যঙন্ত পদের তুলনায় সনন্ত পদের প্রচলন আরও পূর্ণাঙ্গ এবং ব্যাপক। কিন্তু বেদে বর্তমান বা লট্-পর্যায়ের বাইরে এর ব্যবহার দুর্ল'ভ বললেই চলে।

২। বৈদিক সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে সনন্ত পদ গঠিত হলেও (অর্থাৎ স্বরারূঢ় ই-যুক্ত অভ্যাস এবং -স-এর সংযোগ) পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত

পদও পাওয়া যায়। যথা—ঋগ্‌বেদে ধিৎস/দিধিষ <√ধা, দিৎস/দিদাস <*di-d(ā)-sa <√দা, দিপ্স <*di-dbh-sa <√দভ্‌, শিক্ষ<*śi-śk-sa <√শক, সীক্ষ <সহ্‌, অথর্ববেদে ঈপ্স <√আপ্‌ (ঋগ্‌বেদে অপ্স)—যদিও সংস্কৃতে এইরূপ উদাহরণ আরও মেলে।

৩। ক্রিয়ামূলের পরে সংযোজক -ই-এর ব্যবহার বেদে দুর্লভ, কিন্তু সংস্কৃতে এর ব্যবহার ব্যাপক (তু: রিরিদিষ<√রিদ্‌)। অথর্ববেদে সংযোজক ই-এর উদাহরণ মেলে একবার (পিপতিষ) দ্র: ৯.৩১।১৪।

৪। বেদে লট্‌মূল সনন্তের নানা 'ভাব', লঙ্‌সিদ্ধ ও কৃদন্ত পদও পাওয়া যায়। যথা—সনন্তমূল রিরাস- জাত অভিপ্রায় (রিরাসাৎ <√রন্‌, প্র পু ১ব), নির্বন্ধ (রিরাসৎ), সম্ভাবক (রিরাসেৎ), অনুজ্ঞা (রিরাসতু), কৃদন্ত পদ (রিরাসন্ত্‌, রিরাসমান), লঙ্‌ (অরিরাসৎ) ইত্যাদি।

৫। অন্যান্য পর্যায়ের (system) মধ্যে ঋগ্‌বেদে কেবল মেলে লিট্‌-মূল সনন্ত মিমিক্ষ্‌-জাত পদগুলি (মিমিক্ষতুঃ ইত্যাদি)। অথর্ববেদে ২।১টি ইস্‌-যুক্ত লুঙ্‌মূল সনন্ত পদও মেলে (অচিকিৎসাঃ, ঈর্ৎসীঃ <√চিৎ, √ঋধ্‌)। সংস্কৃতে কিন্তু নতুনভাবে গড়ে উঠেছে লট্‌মূল বহির্ভূত আরও অনেক পদ-গঠন রীতি যথা—সনন্ত যৌগিক লিট্‌ (ঈপ্সাং চকার), ইস্‌-লুঙ্‌ (ঐপ্সিষম্‌), লৃট্‌ (ঈপ্সিষ্যামি) ইত্যাদি। এমন কি 'য়-যুক্ত (*ya*') কর্মবাচ্যও গড়ে উঠেছে (ঈপ্স্যতে) দ্র ৯.৩১।১২।

৮.৫৩.৪ প্রেরণার্থক বা প্রয়োজক ণিজন্ত (causative)॥

১। ণিজন্তের ব্যবহার যঙন্ত (intensive) বা সনন্তের (desiderative) চেয়ে অনেক ব্যাপক। আর ধাতুরূপের পূর্ণাঙ্গ প্রসার ঘটেছে এতেই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে—প্রেরণার্থক অভ্যস্ত লুঙের পদগুলি বাদ দিয়ে—লট্‌মূল ছাড়া এর প্রয়োগ খুব কম।

২। প্রাচীন বেদে বিকরণ, 'অয় ('*aya*) -যুক্ত ধাতু অর্থাৎ অঙ্গ বা ক্রিয়া-মূল (root+root-determinative) সব সময় প্রেরণার্থক নয়। সংস্কৃতের মত বেদে অনেক ক্ষেত্রে ধাতু গুণিতক্রমে ব্যবহৃত হয় নি, আর এই জাতীয় ক্ষয়িতক্রমের ধাতুগুলিই প্রেরণার্থক নয়, বরং পুনরুক্তিবাচক (iterative), যথা—চিতয়/চেতয়, রিপয়/রেপয়, দ্যুতয় 'উদ্ভাসিত হওয়া'

/দ্যোতয় 'কিরণ দেওয়া'। ঋগ্‌বেদের ১৫০টি ণিজন্তমূল ধাতুর মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই প্রেরণার্থক ছিল না। সম্ভবত মূলে ণিজন্ত ধাতু পুনরুক্তিবোধক অর্থই প্রকাশ করত। পরবর্তী স্তরে অ-প্রেরণার্থক ধাতুগুলিই লুপ্ত হয়ে চুরাদিগণীয় বা নামধাতুর সঙ্গে মিশে গেছে।

৩। সংস্কৃতের তুলনায় ণিজন্ত পদগঠনে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যথা—বৈদিকে ধাতুর গুণক্রম কিন্তু সংস্কৃতে বৃদ্ধিক্রম (দ্রবয়/দ্রাবয় ; পতয়/পাতয় ইত্যাদি) অথবা আ-অন্তক ধাতুগুলি অনেক সময় বেদে -প্‌ গ্রহণ করে না, যথা—বৈদিক গায়য়/গাপয় <√গা, পায়য় <√পা ইত্যাদি।

৪। প্রাচীন সাহিত্যে লট্‌মূল ণিজন্তের অভিপ্রায়-ভাবের (subjunctive) প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। লট্‌মূল সম্ভাবকের (optative) ব্যবহার পাওয়া গেলেও (তু: ধারয়েৎ) তা' খুব কম (ঋগ্‌বেদে চারটি, অথর্ববেদে দু'টি); কিন্তু ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এর ব্যবহার সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনুজ্ঞায় (imperative) -তাৎ -এর সংযোগও দেখা যায় (অথর্ববেদ : ধারয়তাৎ)।

৫। লট্‌মূল ছাড়া ণিজন্তের ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে খুবই অল্প, যথা—ঋগ্‌বেদে ল়্‌টমূলে -স্যামি-যুক্ত দু'চারটি পদ (অথ বে ধারয়িষ্যতি), একটি কৃদন্ত পদ (চোদিত), দশটি তুমর্থক -ধ্যৈ-যুক্ত পদ (তু: নাশয়ধ্যৈ) ইত্যাদি। সংস্কৃতে ণিজন্তমূলের কর্মবাচ্যের পদও দেখা যায়—যার সূত্রপাত ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে (স্থাপ্য-)।

৬। ণিজন্তমূল লিট্‌ সাধিত হয় যৌগিক লিটের (periphrastic perfect) সাহায্যে। যৌগিক বা বহুপদিক লিট্‌ আসলে ণিজন্ত সিদ্ধ অর্থাৎ ণিজন্ত মূলকে আ-কারান্ত শব্দে পরিণত ক'রে ২য়ার ১ বচনে সাধিত পদ (√কৃ>কারয়>কারয়া>কারয়া-ম্‌) এবং সহক্রিয়ার (auxiliary verb) সংযোগ, যথা—গময়াং চকার, ধারয়াং চকার ইত্যাদি। ঋগ্‌বেদে এর প্রয়োগ মেলে না। অথর্ববেদে মেলে একবার (গময়াং চকার) [দ্রঃ ৯.২৪।১২, ৯.৩১।৬]।

৭। ণিজন্তমূল লুঙ্‌পদ গঠনে অভ্যস্ত লুঙ্‌ (reduplicated aorist) ব্যবহৃত হয় (জনয়তি/অজীজনৎ, বর্ধয়তি/অবীবৃধৎ)। অভ্যস্ত লুঙে প্রেরণার্থ স্পষ্ট ব'লে একে ণিজন্ত গঠনের মধ্যে ধরা হয়েছে—যদিও

পদগঠনের দিক দিয়ে একে ণিজন্ত বলা চলে না, কারণ এখানে অয়-যুক্ত ণিজন্তমূল ব্যবহার করা হয় না, শুধু ক্রিয়ামূলই হয় ব্যবহৃত। বেদে এর ব্যবহার সুপ্রচুর (অদীধরম্, অদীধরাব্র ইত্যাদি) [দ্র: ৮.৫২.৩।৩]। ইস্-যুক্ত লুঙেরও প্রয়োগ দেখা যায় বেদে ক্বচিৎ (ঋ বে ধ্বনয়ীৎ<ধ্বনয়- ; অথ বে ব্র্যথয়ীঃ<ব্র্যথয়-)।

৮.৫৩.৫ নামধাতু (denominative) ॥

১। ঋগ্‌বেদে নামধাতুর ব্যবহার যথেষ্ট। সংস্কৃতে তো বটেই। ব্রাহ্মণসাহিত্যে অপেক্ষাকৃত কম (দ্র: ৯.৩১।১৫)। লট্-পর্যায়ে সবরকম কাল, ভাব এবং কৃদন্ত পদ পাওয়া যায়—যেমন, অভিপ্রায় (নমস্যাৎ—প্র পু ১ব), নির্বন্ধ (নমস্যন্—প্র পু বহুব), সম্ভাবক (নমস্যেৎ), অনুজ্ঞা (নমস্যতু), কৃদন্ত (নমস্যন্ত্), লঙ্ (অনমস্যৎ) ইত্যাদি।

২। লট্-পর্যায়ের বাইরে সংস্কৃতের মত বৈদিকেও নামধাতুব প্রয়োগ নেই বললেই চলে।. বৈদিক সাহিত্যে লুঙ্-পর্যায়ের পদ চারটির বেশি নয় যথা, ঋগ্‌বেদে ঊনয়ীঃ (নির্বন্ধ ম পু ১ব) <ঊন—ঊনয় ; তৈ সং পাপয়িষ্ট (নির্বন্ধ, ম পু বহুব) <পাপ—পাপয় ইত্যাদি। ব্রাহ্মণে মেলে ল়ৃট্‌মূল নামধাতু (যথা, গোপয়িষ্যতি), কৃদন্ত (কণ্ডূয়িত) ইত্যাদি।

৩। বেদে নামধাতু গঠনে বিচিত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হত। এবং কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রধান হয়ে ওঠে নি। স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত (বিশেষত -স্ কারান্ত) বিভিন্ন শব্দেরই নামধাতু পদগঠন করা যেত (দেব্রয়তি, ভিষজ্যতি, নমস্যতি)। কিন্তু সংস্কৃতে অ-যুক্ত অর্থাৎ অ'য়/আ'য়-যুক্ত (=*a-ya'*, *ā-ya'*) পদগুলিরই প্রচলন বেশি ($\frac{৭}{৮}$ অংশ)।

৪। সংস্কৃতে অয়-এবং আয়-যুক্ত পদের ব্যবহার বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত অর্থাৎ অয়-যুক্ত পদ সকর্মক এবং কর্তৃবাচ্যক আর আয়-যুক্ত পদ অকর্মক বা আত্মকর্মক (reflexive) এবং কর্মকর্তৃবাচ্যক, যথা—কলুষয়তি 'কলুষিত করে' কিন্তু কলুষায়তে 'কলুষিত হয়'। কিন্তু বেদে এইজাতীয় অর্থান্তর বা পদগঠনের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং দু'টিরই প্রচলিতি ছিল পাশাপাশি।

৫। বেদে অনেক নামধাতু পাওয়া যায় যার নাম বা শব্দমূল পাওয়া যায় না, যথা—স্তভূয়, ইষুধ্য ইত্যাদি।

৬। বৈদিক কতকগুলি নামধাতু, নামধাতুর আয়-বিকরণ গ্রহণ করত সেইসব ক্ষেত্রে যেগুলি ছিল ক্র্যাদিগণীয় ধাতুর মত আচরণশীল, যথা— গৃভায়তি/গৃভ্ণাতি, স্কভায়/স্কভ্নাতি, মথায়/মথ্নাতি ইত্যাদি।

৮.৫৪ অসমাপিকা ক্রিয়া (infinite verbs)[২৬]—

৮.৫৪.১ কৃদন্ত বিশেষণ (participles or verbal adjectives) ॥

পদগঠন বিচারে কৃদন্ত বিশেষণের দু'টি ভাগ—

ক ॥ ক্রিয়ামূল (stem)-সিদ্ধ কৃদন্ত বিশেষণ—যেগুলি কর্তৃবাচ্যক (active) বা কর্মকর্তৃবাচ্যক (middle)—যথা, লট্‌মূল (শতৃ/শানচ্ প্রত্যয়ান্ত), ল্‌ট্‌মূল (স্যতৃ/স্যমান প্রত্যয়ান্ত), লিট্‌মূল (ক্বসু/কানচ্ প্রত্যযান্ত) এবং বিশুদ্ধ বৈদিক লুঙ্‌মূল।

খ ॥ ধাতু (root)-সিদ্ধ কৃদন্ত বিশেষণ—যেগুলি কর্মবাচ্যক (passive) যথা—সম্পন্নকালের কৃদন্ত বিশেষণ (নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত) এবং ভবিষ্যৎকালের কৃদন্ত বিশেষণ (কৃত্য প্রত্যয়ান্ত)।

এইজাতীয় কৃদন্ত বিশেষণের বৈদিক বৈশিষ্ট্য হল এইরূপ—

১ ॥ লট্‌মূল কৃদন্ত বিশেষণ (present participle—act./mid. শতৃ/শানচ্ প্রত্যয়ান্ত)—

২ ॥ ল্‌ট্‌মূল কৃদন্ত বিশেষণ (future participle—act./mid. স্যতৃ/স্যমান প্রত্যয়ান্ত)—

(ক) একই পদের বিভিন্ন স্থানে স্বরপাতন (accent) অথবা স্বরস্থানের বিপর্যয়, যথা—স্তরা'ন/'স্তরান, 'পিপান (অথ বে)/পিপা'ন (ঋ বে)।

(খ) অনিয়মিত পদ, যথা—সং আসীন ছাড়াও ঋ বে আসান, পিপান (<√পা, তু: ব্রাহ্মণে হ্বাদিগণীয় পিপীতে)।

(গ) ক্রমের বিকল্প প্রয়োগ, যথা—অথর্ববেদে তুদন্তী/তুদতী, সিঞ্চন্তী/সিঞ্চতী (ঋ বে/অথ বে), স্তরান/স্তরান।

(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যক -মান স্থানে -আন প্রয়োগ, যথা—ঋগ্‌বেদে চারান, প্রথান।

২৬ দ্র: *Thumb* : HBS Band II p. 358 তুলনীয় Das Verbum Infinitum

(ঙ) স্যতৃ/স্যমান প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদগঠনে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী -'অন্তী বা -অ'তী প্রযুক্ত হয়, কিন্তু বেদে 'অন্তী প্রত্যয়েরই প্রয়োগ বেশি (তুঃ কবিষ্যৎ/করিষ্যন্তী)।

৩॥ লিট্‌মূল কৃদন্ত বিশেষণ (perfect participle—act./mid. ক্বসু/কানচ্‌ প্রত্যয়ান্ত)—

(ক) অভ্যস্ত অক্ষরের সাময়িক দীর্ঘীকরণ, যথা—ব্রাব়ৃধ্‌ব্রাংস্‌, ব্রাব়ৃধান সাসহ্‌ব্রাংস্‌ ইত্যাদি (দ্র. ৮.৫২.২১৩)।

(খ) গুণক্রমিত ধাতু হন্‌ ও গম্‌-এর লিট্‌মূল কৃদন্ত পদ বেদে জগন্‌ব্রাংস্‌, জঘন্‌ব্রাংস্‌ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হলেও নিয়মানুসারী পদ হল জগ্মিব্রাংস্‌, জঘ্নিব্রাংস্‌।

(গ) সংস্কৃতে ক্বসু/কানচ্‌ প্রত্যয়ান্ত পদের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত, কর্মমর্তৃবাচ্যক প্রযোগ নেই বললেই চলে (দু'টি একটি ব্যক্তিবাচক নাম ছাড়া, যথা—যুযুধান)। কর্তৃবাচ্যের প্রযোগও সীমিত।

(ঘ) প্রাচীন বেদে কতকগুলি অভ্যাসহীন (unreduplicated) লিট্‌মূল সংযোজক -ই- গ্রহণ করত না—যথা ঋগ্‌বেদের দাশ্‌ব্রাংস্‌, সামবেদে দাশিব্রাংস্‌, ঋগ্‌বেদের দদ্‌ব্রাংস্‌ অথর্ববেদে দদিব্রাংস্‌, দদাব্রাংস্‌ <√দদ্‌ (?) তুঃ বৈ দদতি দ্রঃ ৮ ৫২.২১৩।

৪॥ লুঙ্‌মূল কৃদন্ত বিশেষণ (aorist participle—act /mid.)—

সংস্কৃতে লুঙ্‌মূল কৃদন্ত বিশেষণ না পাওয়া গেলেও বেদে এর প্রয়োগ সুলভ। কর্তৃবাচ্যের মৌল লুঙে (root aorist) কৃদন্ত বিশেষণের প্রয়োগ কর্মকর্তৃবাচ্যের চেয়ে অনেক কম। লুঙ্‌মূল কৃদন্ত বিশেষণ মেলে কেবল মৌল-, অ-যুক্ত এবং স্‌-যুক্ত লুঙে, যথা—

(ক) মৌল লুঙ্‌ (root aorist) : ক্রন্ত্‌, গ্মন্ত্‌ স্থান্ত্‌, পান্ত্‌ (√কৃ, গম্‌, স্থা, পা) /ইধান, ক্রাণ, বুধান, দৃশান ইত্যাদি।

(খ) অ-যুক্ত লুঙ্‌ (a-aorist) : তৃপন্ত্‌, কৃতন্ত্‌, ব্রিদন্ত্‌, ব়ৃধন্ত্‌/গুহমান, ব়ৃধান, নৃতমান।

(গ) স্‌-যুক্ত লুঙ্‌ (s-aorist) : ঋগ্‌বেদের ধক্ষৎ/দক্ষৎ (√দহ্‌), সক্ষৎ (√সহ্‌) /মন্দসান, ব়ৃধসান, সহসান ইত্যাদি।

৫ ॥ অতীতবাচক কৃদন্ত বিশেষণ (past passive participle, নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত)—

(ক) ক্ত-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত বিশেষণ (past participle in *ta'*, *na'*) সংস্কৃতে ও বেদে সমানভাবে পাওয়া যায়। বেদে কিছু কিছু নতুন পদ পাওয়া যায় (যথা, বৈদিক দাত সং দত্ত<√দা, √দদ্-)। অর্বাচীন বৈদিক এবং সংস্কৃত স্তরে এই ক্ত- প্রত্যয়ান্ত পদ পুরোপুরি ক্রিয়া হয়ে গেছে (দ্র: ১১.১৩।১১) অর্থাৎ অতীতকালের তিঙন্ত বিভক্তির (flexion) বদলে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে (যথা, স ময়া দৃষ্টঃ)। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) ক্তবতু বা তবন্ত্-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত বিশেষণ (past participle in *tavant*) বেদে পাওয়া গেলেও কৃদন্ত বিশেষণের অর্থ তা' প্রকাশ করত না। মূলত তা' ছিল অধিকারবাচক প্রত্যয় (possessive suffix) [তু: কেশবন্ত্, পুত্রবন্ত্]। অথর্ববেদের একটি উদাহরণে এই কৃদন্তজ্ঞাপক অর্থ দেখা যায়, যথা—অশিতাবতি অতিথৌ (ভাবে ৭মী) "অতিথির খাওয়া সম্পন্ন হলে"। ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও এইজাতীয় প্রয়োগ দুর্লভ (দ্র: ৯.৩১।১০)। সংস্কৃত যুগ থেকেই এর প্রসার। এখানে তা' পুরোপুরি অতীতকালের অর্থ প্রকাশ করত সমাপিকা ক্রিয়া রূপে এবং সংযোজক ক্রিয়া (copula) থাকত উহ্য (ন মাং কশ্চিদ্ দৃষ্টবান্)।[২৭]

৬ ॥ ভবিষ্যৎবাচক কৃদন্ত বিশেষণ (future passive participle, gerundive, কৃত্য প্রত্যয়ান্ত)—

(ক) -তব্য, -অনীয় ও -য় প্রত্যয়ের মধ্যে য়-প্রত্যয়ের ব্যবহার বেদ ও সংস্কৃতে সর্বত্র পাওয়া যায়। এই য়-প্রত্যয় বৈদিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হত ইঅ-রূপে।

(খ) তব্য প্রত্যয়ের ব্যবহার ঋগ্বেদে মোটেই পাওয়া যায় না। কিন্তু অথর্ববেদে এর দু'টি উদাহরণ মেলে (জনিতব্য, হিংসিতব্য) [দ্র: ৯.২৪।১৪]। আর ব্রাহ্মণে এর ব্যবহার মোটের উপর দুর্লভ নয় (দ্র: ৯.৩১।১১), কিন্তু সংস্কৃত যুগ থেকে এর ব্যবহার হয়েছে প্রসারিত।

---

২৭ দ্র: *Burrow* : SL p. 370 ; *Whitney* : *ibid* ff 960, 1233

(গ) অনীয়-প্রত্যয়ের ব্যবহার ঋগ্‌বেদে মোটেই মেলে না, কিন্তু অথর্ববেদে মেলে দু'টি উদাহরণ (উপজীবনীয়, আমন্ত্রণীয়) [দ্র: ৯.২৪।১৪]। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এর ব্যবহার বারটিরও কম (দ্র: ৯.৩১।১১)। সংস্কৃতে এর প্রয়োগ সুলভ—যদিও তব্য-প্রত্যয়ান্তের তুলনায় কম।

(ঘ) বেদে অন্যান্য কৃত্য প্রত্যয়ান্ত প্রয়োগ হল—ত্ব (=তুঅ) [দ্র: ৯.৩১।১১], -এন্য (=এনিঅ), আয্য (=আয়িঅ)। যথা—কর্ত্ব, বরেণ্য, পন্যায্য। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতে এইজাতীয় গঠন নেই।

৮.৫৪.২ ল্যবর্থক কৃদন্ত অব্যয় (gerund, absolutive) ॥[২৮]

কৃদন্ত অব্যয় -ত্বা (উপসর্গহীন ধাতুর ক্ষেত্রে) এবং -য় (উপসর্গযুক্ত ধাতুর ক্ষেত্রে) আসলে হল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ভাববচন (verbal noun) এবং তৃতীয়া বিভক্তি -আ যোগে গঠিত অব্যয়স্থানীয় কৃদন্ত নামপদ (অর্থাৎ সংজ্ঞা গঠনকারক প্রত্যয় -তু+আ ; -তি,-ই+আ (>অ), যথা—গত্বা, অধিকৃত্য, অধিগম্য)। পূর্বকালিক ক্রিয়া-বোধক ধাতু এবং কর্তার গুণবাচক ব'লে কৃদন্ত ক্রিয়া-বিশেষণ। কিন্তু বিভক্তি স্থিরীভূত (stereotyped) ব'লে অব্যয়-স্থানীয়। ক্ত্বাচ্ এবং ল্যপের ব্যবহার বৈদিক ও সংস্কৃত—উভয় ক্ষেত্রেই মেলে। কিন্তু ঋগ্‌বেদে সর্বাধিক ক্ষেত্রে -য স্থলে -য়া প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, -য়া -যুক্ত ল্যবর্থক অসমাপিকা ক্রিয়াই প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে বেশি।

-য় এবং -ত্বা প্রয়োগের বিশেষ বিধি সর্বত্র রক্ষিত হয় নি, যেমন—অথর্ববেদে পাওয়া যায় প্রত্যর্পয়িত্বা, মহাভারতে সংদর্শয়িত্বা ইত্যাদি ; অপরক্ষেত্রে মহাকাব্যের সুলভ উদাহরণ গৃহ্য, চিন্ত্য, লক্ষ্য ইত্যাদি (দ্র: ১০.৭২)।

এছাড়া সংস্কৃতে লুপ্ত অন্যান্য বৈদিক প্রত্যয় হল -ত্বায় এবং -ত্বী। -ত্বা অপেক্ষা -ত্বী-ই হল ঋগ্‌বেদে অধিক সুলভ কিন্তু অথর্ববেদে এই প্রত্যয় অজ্ঞাত। অন্যত্রও দুর্লভ। -ত্বায় ঋগ্‌বেদে মেলে ন'বার, অথর্ববেদে দু'বার (যথা—কৃত্বী, গত্বী, হিত্বী, গত্বায়, দৃষ্টায় ইত্যাদি) দ্র: ৯.৩১।১২। -ত্বী-এর

---

২৮ *Thumb*-এর নামকরণ অনুযায়ী verbal adverb [HBS (ii) p. 378] এবং *Whitney* ও *Macdonell*-এর মতে indeclinable participle।

প্রয়োগ সংস্কৃতে না মিললেও উত্তর পশ্চিমা, পশ্চিমা প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে মেলে (>-প্পি,-ত্তি)।

সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মতে বৈদিক আরও দু'টি ল্যবর্থক অব্যয় হল -ত্বানম্ এবং -ত্বীনম্। কিন্তু এদের কোন সাহিত্যিক প্রয়োগ দেখা যায় না। মধ্য-ভারতীয় আর্যে (MIA) কিন্তু এদের পরিচয় মেলে (যথা প্রাকৃত -ত্তাণ, তৢ্ণ <-ত্বান : *তৢ্ন ইত্যাদি)।

অ-কারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ভাববচনের (verbal noun) ২য়ার ১বচন সিদ্ধ পদের দ্বারা অনেক সময় কৃদন্ত অব্যয়পদ গঠিত হতে দেখা যায় প্রাচীন সংস্কৃতে। এইজাতীয় পদকে বলা যায় ল্যবর্থক ক্রিয়াবিশেষণ (adverbial gerund in *-am*) যথা—শকুন্তলায় 'বাহূৎক্ষেপম্ ক্রন্দিতুম্ প্রবৃত্তা'। এইজাতীয় বিশেষ পদপ্রকরণ ঋগ্‌বেদ বা অথর্ববেদে মেলে না —যদিও গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে তা' অসুলভ নয় (দ্র: ৯.৩১।১২)। সংস্কৃতে নূতন-সৃষ্ট এই কৃদন্ত অব্যয়েব দ্বিত্ব প্রযোগের দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণের ভাব সূচিত হত (ণমুল), যথা, দশকুমার চরিতে—'নবচূতপল্লবানি দর্শম্-দর্শম্ মধুকরাণাম্ ক্বনিতানি শ্রাবম্-শ্রাবম্ পরিবভ্রাম'।

৮.৫৪.৩ তুমর্থক কৃদন্ত বিশেষ্য বা নামপদ (infinitive, verbal substantive) [২৯]

-তুম্ -যুক্ত কৃদন্ত নামপদ আসলে ভাববাচক বিশেষ্য বা ভাববচন (verbal noun) এবং দ্বিতীয়ার এক বচনের বিভক্তি —ম্-যোগে গঠিত একটি স্থিরীভূত (stereotyped) পদ (অর্থাৎ সংজ্ঞা গঠনকারক প্রত্যয় —তু+ম্ তু: বেদোত্তর প্রয়োগ গন্তুকাম, রক্তু্মন—ইত্যাদি)। সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়েছে অব্যয়স্থানীয় একমাত্র এই তুমুন্ সিদ্ধ পদ। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত বিচারে তুমুন্-প্রত্যয়ান্ত রূপ নামস্থানীয় এবং বেদে এই নামের বিভিন্ন বিভক্তি-সমন্বিত ব্যবহার দেখা যায় যথেষ্ট —যেমন, ২য়া, ৪র্থী, ৫মী/৬ষ্ঠী বা ৭মী বিভক্তিতে।

ঋগ্‌বেদে (এবং বৈদিক সাহিত্যে) ২য়া এবং ৪র্থী বিভক্তি-যুক্ত তুমর্থক প্রয়োগ সবচাইতে বেশি। এদের মধ্যে আবার ৪র্থীর ব্যবহার তুলনামূলক

২৯ তু: Verbal Substantiva [*Thumb* : HBS (ii) p. 374]

সীমিত ভাবে) ; তা' ক্রিয়াপদ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে—তার পূর্বে বা পরে অথবা ক্রিয়াপদ উহ্য রেখে একক ভাবে ব্যবহৃত হত, যথা—প্র ণ আয়ূংষি তারীঃ (ঋ বে), গমদ্‌ ব্রাজেভিঃ আ স নঃ (ঋ বে), পরি মাম্‌ পরি মে প্রজাম্‌ পরি ণঃ পাহি য়দ্‌ ধনম্‌ (অথ বে)।

২ ॥ নামবাচক উপসর্গ (adnominal preposition)—

ক্রিয়ার উপসর্গগুলিই (উদ্‌, নি, পরা, প্র ; এবং ক্বচিৎ অরি, ব্রি ছাড়া) সংশ্লিষ্ট নামের অনুক্ত (oblique) কারক-বিভক্তি (সম্প্রদান বাদে) নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু বেদে এর ব্যাপকতা ছিল আরও বেশি। সংস্কৃতে প্রতি অনু এবং আ ছিল কারক-নিয়ামক সর্বপেক্ষা বেশি। প্রতি, অনু কিন্তু ব্যবহৃত হত অনুসর্গ হিসেবে (অর্থাৎ কর্মপ্রবচনীয়) এবং আ উপসর্গ হিসেবে (তু: আ সমুদ্রাৎ)।

বেদে অধিকরণ নিয়ামক বিশেষ অনুসর্গ (postposition) হল আ এবং অধি (মর্ত্যেষু আ, পৃথিব্র্যাম্‌ অধি ওষধীঃ)। অপি এবং উপ দুর্ল´ভ। সচা 'সঙ্গে' ঋগ্‌বেদে দুর্ল´ভ নয় কিন্তু সংস্কৃতে অজ্ঞাত। অন্তর্‌ এবং পরবর্তী অন্তরা উভয় ক্ষেত্রেই মেলে।

কারণ-কারক নিয়ামক বিশেষ বৈদিক নাম-উপসর্গ হল সম্‌। অবঃ এবং পরঃ—এই উপসর্গ দু'টিকেও করণ এবং বিশেষভাবে অপাদান-কারক নিয়ামক হিসেবে দেখা যায়। অপাদান/করণ-কারক নিয়ামক 'বিনা'—এর উপসর্গস্থানীয় ব্যবহার বেদে মেলে না।

৮.৬২ ক্রিয়াবিশেষণ (adverbs) ॥

১ ॥ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবিশেষণ (adverbs by suffix)—

বেদে কিছু প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবিশেষণের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হত যথা—ত্রা (অস্মত্রা, বহুত্রা), -থা (অথা, ব্রিশ্বথা, সর্ব´থা, এব্রথা), -ব্রা (এব্রা "এইরূপ" সংস্কৃতে নিপাতমাত্র এবং "এইরূপ" অর্থে এব্রম্‌ ব্যবহৃত —যা' ঋগ্‌বেদে দুর্ল´ভ), -ধা (অধা> সংস্কৃতে অথ)।

কিছু বৈদিক ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ, যথা—মত্ত (বেদের একমাত্র উদাহরণ <সর্বনামমূল মৎ-), ব্রিশ্বহ, ব্রিশ্বহা, ব্রিশ্বাহা, উত্তরাহি (শ ব্রা), পশ্চাতাৎ (ঋ বে), ইত্থা, ইদা, অধা/অধ (সংস্কৃতে অথ-স্থানীয়), সমাসবদ্ধ

সধ-(তু: সংস্কৃত সহ) এবং ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় -বন্ত্‌ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ যথা—ত্বাবন্ত্‌ 'তোমার অনুরূপ', মাবন্ত্‌ 'আমার অনুরূপ' ইত্যাদি।

২ ॥ ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় সুবন্তপদ বা বিভক্তি-প্রতিরূপক অব্যয় (adverbial case forms)—

ক্রিয়াবিশেষণ গঠনে সুবন্ত পদের বৈদিক ব্যবহার দেখা যায়—যথা, কর্তৃকারকের প্রশ্নবোধক সর্বনাম কিঃ' (এবং সমাসবদ্ধ নকিঃ, মাকিঃ 'never, by no means) [তু: পরাঙ্‌ (ঐ ব্রা) সংস্কৃত প্রথমম্‌, দ্বিতীয়ম্‌]।৩০ কর্মকারকের কদ্‌, কম্‌, ইদ্‌ (সমাসবদ্ধ চেদ্‌, নেদ্‌, এদ্‌, স্বিদ্‌, কুবিদ্‌) এবং চিদ্‌ (এবং কদ্‌চিদ্‌), স্মদ্‌, সুমদ্‌, ঈম্‌, সীম্‌ এবং -কীম্‌ (সমাসবদ্ধ নকীম্‌, মাকীম্‌, অকীম্‌) তুলনীয় সংস্কৃত নক্তম্‌, দূরম্‌, সায়ম্‌, সত্যম্‌ ইত্যাদি। করণকারকের তিরশ্চতা, দেবতা, বহুতা, সত্রা (সবগুলিই ঋগ্‌বেদের) তুলনীয় সংস্কৃত সহসা, দিবা, অগ্রেণ ইত্যাদি। সম্প্রদানকারকের অপরায় (ঋ বে) তুলনীয় সংস্কৃত চিরায়, অর্থায় ইত্যাদি। অপাদানকারকের আৎ, তাৎ, য়াৎ (বৈদিক), তুলনীয় সংস্কৃত দূরাৎ, পশ্চাৎ। সম্বন্ধে অক্তোঃ 'রাত্রিকালে', বস্তোঃ 'দিবাকালে' (বৈদিক) তুলনায় সংস্কৃত চিরস্য। এবং অধিকরণে আকে, অন্তমীকে (<*añc*) [ঋ বে] তুলনীয় সংস্কৃতের অগ্রে, দূরে, আদৌ ইত্যাদি।

৮.৬৩ সংযোজক ও ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অব্যয় (conjunctive and adverbial particles) ॥

ঋগ্‌বেদে প্রায়-সীমাবদ্ধ এমন কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অব্যয় হল—

অধ "তারপর" : পরবর্তী যুগে অথ (অর্বাচীন ঋগ্‌বেদে বৈকল্পিক প্রয়োগ)।

ঈম্‌ "তাকে (পুং / স্ত্রী), ইহাকে" : সর্বনাম মূল -ই-এর দ্বিতীয়ার একবচন -আগত প্রাচীন একটি স্বরনিপাত (enclitic)। বেদে এর প্রয়োগ পাওয়া গেলেও ঋগ্‌বেদেই সীমিত। এর ব্যবহার পাওয়া যায় কর্মকারকের ১বচনের সমস্ত লিঙ্গে, সময় সময় কর্মকারকের দ্বিবচন ও বহুবচনে। সম্বন্ধবাচক সর্বনামের (relative pronoun) সঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, যথা—য ঈম্‌, ক ঈম্‌ ইত্যাদি।

---

৩০ দ্র: *Whitney : ibid* ff 1117 ; VGS pp. 236-237

কম্ (স্বস্তিবাচক, well) : স্বরবৃত্তি-হীন (unaccented) কম্-এর ব্যবহার ঋগ্‌বেদে সবসময় নু, সু, হি—এইগুলির পূর্বে ব্যবহৃত (নু কম্, সু কম্ ইত্যাদি)।

ঘ (নিশ্চয়ার্থক, indeed) : পূর্বস্থিত পদের বিশিষ্টার্থ বোধক (উশন্তি ঘা অমৃতাস এতৎ—ঋ বে ১০।১০।৩)।

দ্বিতা 'দ্বিগুণিত' : একটি প্রাচীন করণকারকের পদ। তুলনীয় প্রাচীন পারসীক *duvitā*।

ন-কিঃ 'কেহ নয়' (no one, never, by no means) : প্রশ্নবোধক সর্বনাম কি-এর কর্তৃকারকের ১বচন (তু' লাতিন *quis*), ন-কীম্ "আদৌ নয়" (never, not at all), এবং মা- কিঃ, মা-কীম্ 'কাউকে নয়' (none, never) তু: গ্রীক *mē-tis*,—নঞর্থক এই ক্রিয়াবিশেষণগুলি ঋগ্‌বেদেই সীমাবদ্ধ (দ্র: ৮.৪০।৭, ৮.৬২।২)।

সীম্ 'তাহাকে (পুং /স্ত্রী), ইহাকে(ক্লী)' : সর্বনামমূল স-এর কর্মকারকের একবচন আগত একটি অব্যয়। তু: ক-· কীম্। ঈম্ -এর মত এরও ২য়ার ১বচনে সমস্ত লিঙ্গ ও বচনে ব্যবহার দেখা যায় (পরি ষীম্ নয়ন্তি—ঋ বে ১।৯৫।২)।

সাধারণ বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অব্যয়গুলি হল—

অহ (ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণ), ইদ্ (ঋ বে, অথ বে, ব্রা—যদিও ঋগ্‌বেদে ব্যবহার প্রচুর), স্বরবৃত্তিযুক্ত কম্ "well" (তু. শম্), কুবিদ্, খলু (ঋগ্‌বেদে একবার পাওয়া গেলেও অথর্ববেদে মোটেই মেলে না, কিন্তু ব্রাহ্মণে সুপ্রচুর প্রয়োগ), তুলনাবাচক ন (=সং ইব)—যা' ব্রাহ্মণ সাহিত্যে মেলে না, যাদ্, ন-হি ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্যে সুলভ নয় এমন একজাতীয় অব্যয় হল—

অথ (অর্বাচীন ঋ বে), কিল, তর্হি (ঋ বে ১বার), খলু (অথর্ববেদে পাওয়া যায় না, যদিও ঋগ্‌বেদে একবার ব্যবহৃত, ব্রাহ্মণেও সুলভ), ন (ব্রাহ্মণে কেবল নঞর্থক), এবম্ (ঋগ্‌বেদে ১বার) ইত্যাদি।

পরিবর্তিত বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত অব্যয়গুলি হল—

উত (ঋগ্‌বেদের অর্থ 'এবং', ব্রাহ্মণে 'এমনকি'), এব (ব্রাহ্মণে 'এইরূপ'

-অর্থ লুপ্ত এবং এর স্থানে ঐ অর্থে এরম্-এর ব্যবহার ; নিশ্চয়ার্থক নিপাত [emphasizing particle] হিসেবে অর্থ হল—'কেবলমাত্র, যথার্থ'). চ (একটি কর্তা উহ্য), ন (= সং ইব), নূনম্ 'এখন' (ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃতে 'নিশ্চিত'), স্ম 'যথার্থ, নিশ্চিত, এখন এবং পূর্বে' কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থ 'কেবল পূর্বকার' ইত্যাদি।

৮.৭০ নাম গঠন (formation of declinable stem)—

৮.৭১ সমাস-বিচার বা নাম-সংশ্লেষ (compound or combination) ॥

১। বৈদিক সাহিত্যের সমাস প্রকরণে কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। সংস্কৃতের মত দীর্ঘ সমাসবন্ধন এখানে দেখা যায় না। বেদে সাধারণত দু'টি পদেরই সমাসবন্ধন ঘটে। তিনটি পদের সমাস দুর্লভ (তু: প্রাণাপানোদানেষু)।

২। দেবতা-দ্বন্দ্ব সমাস বৈদিক সাহিত্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এইজাতীয় প্রাচীন সমাসের লক্ষণ হল—দেবতাবাচক, ব্যক্তিবাচক বা মূর্ত প্রাকৃতিক বস্তুর যুগ্ম ধারণাবাচক দু'টি পদের (natural pairs) সমাস, যথা—যুগ্ম দেবতা, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি। এবং প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের দ্বিবচনান্ত বিভক্তির ব্যবহার এবং পৃথক্ স্বরবৃত্তির অস্তিত্ব, যথা—মা'তরা-পি'তরা, মি'ত্রা ব'রুণা। ঋগ্বেদে সমাসবদ্ধ পদ দু'টি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকতে পারত (আ নক্তা বর্হিঃ সদতাম্ উষাসা)। ৬ষ্ঠীতেও এর ব্যবহার দেখা যায় (মি'ত্রয়োঃ-'বরুণয়োঃ)। পরবর্তী স্তরে দ্বিবচনান্ত প্রথম পদটি বিভক্তি গ্রহণক্ষমতা হারিয়ে ফেলল—যদিও পৃথক্ স্বরের অস্তিত্ব তখনও বজায় রয়েছে, যথা—৬ষ্ঠীতে মি'ত্রা-'বরুণয়োঃ ; ৩য়ায় মি'ত্রা-'বরুণাভ্যাম্। আরও পরবর্তী যুগে প্রথম পদটির স্বরবৃত্তি লুপ্ত—যদিও দ্বিবচনান্ত বিভক্তি রইল, যথা—সূর্য'া-চন্দ্র'মসা। শেষ স্তরে প্রথম পদটি প্রাতিপদিক রূপে পরিণত হল এবং স্বরের অস্তিত্বও রইল না, আর অন্ত্যপদটি স্বাভাবিক ভাবে দ্বিবচনান্তই রইল। ঋগ্বেদে এইজাতীয় চারটি উদাহরণ পাওয়া যায় (ইন্দ্র-বা'য়ূ)—যদিও অর্বাচীন বৈদিকে এবং ব্রাহ্মণে তা' আরও সুলভ হয়েছে।

৩। আম্রেড়িত সমাস (iterative compound) : এই সমাসে নাম, সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ বা উপসর্গ (এমনকি ক্রিয়া-

পদও) দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধ হত। সংস্কৃতে এইজাতীয় প্রয়োগ থাকলেও বৈদিক প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে বেদে এগুলি সমাসসিদ্ধ পদ। তার কারণ, সমাসসিদ্ধ পদে একটি উদাত্ত স্বরের অস্তিত্ব (শেষ পদে স্বরহীনতা) এবং পদপাঠে সমাসবদ্ধ পদগুলি অবগ্রহের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হতে দেখা যায়। এই সমাসের অপর বৈশিষ্ট্য হল শব্দমূলের পরিবর্তে বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে অপর পদের অলুক-স্থানায় সমাস। সমাসবদ্ধ পদের অর্থ হল— পৌনঃপুনিক কার্যকাল, ঘটনার পারম্পর্য বা অভিব্যাপ্তি, যথা—দি'বে-দিবে, 'দ্যবি-দ্যবি, 'য়দ্-য়দ্ য়ামি, 'পঞ্চ-পঞ্চ, 'উত্তরাম্-উত্তরাম্ সমাম্ (অথ বে), 'য়থা-য়থা, 'প্র-প্র···শম্যতে, ঋগ্বেদের 'পিব-পিব, শতপথ ব্রাহ্মণের 'য়জস্ব-য়জস্ব ইত্যাদি।

৪। পূর্বপদপ্রধান বহুব্রীহি বা নিয়ন্ত্রিতোত্তরপদ সমাস (governing compound) : এই জাতীয় সমাস প্রায় ঋগ্বেদেই সীমাবদ্ধ—একথা বলা চলে। সমস্যমান পদগুলির প্রথমটি ক্রিয়াবাচক নামপদ বা ভাববচন (verbal noun)—যা' পরের পদটির নিয়ামক। গঠনরূপে (form) এবং বিশেষণমূলক স্বভাবে (adjectival character) এই সমাস বহুব্রাহির মতই—তবে প্রথম পদটি সকর্মক শত্রর্থক কৃদন্ত ক্রিয়া (present participle)—যা' পরবর্তী কর্মের নিয়ামক এবং প্রথম পদটির অন্ত্য অক্ষর সর্বদাই উদাত্তস্বর যুক্ত, যথা—জ'মদগ্নি, ধার'য়ৎকবি, ত্র'স-দস্যু ইত্যাদি। এই সমাসে প্রথম পদটি উপসগ হিসেবেও পরেরটির নিয়ামক হতে পারে, যথা—অতিরা'ত্র, অনুকা'ম—তবে এইজাতীয় বিশেষণস্থানীয় সমাস অর্থাৎ উপসর্গ/অব্যয়+বিশেষ্য (prepositional compound) সংস্কৃতেও মেলে কচিৎ (যথা, আপথি, পরোক্ষ, প্রতিকূল—অব্যয়ীভাব)।

৫। ক্রিয়াবিশেষণস্থানায় অব্যয়াভাব সমাসের (adverbial compound) ব্যবহার বেদে ছিল সীমিত (তু: প্রতিদোষম্, য়াবজ্জাবম্, য়থাকৃতম্)। ঋগ্বেদে পূর্বপদ (prior member) হিসেবে "য়থা" ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র চারবার। আর এইজাতীয় নবীন পদের বিশেষণস্থানীয় ব্যবহারও বেদে মেলে না (ব্যতিক্রম : ঋ বে য়াচ্ছেষ্ঠ, অথ বে যারচ্ছেষ্ঠ) [দ্র· ১০.১০ ঘ]।৩১

৩১ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 1310, 1313 , SL p. 216

৬। অলুকসমাসের প্রাচুর্য বেদে দেখা যায়। তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদ বা প্রথম অঙ্গ (member) অনেকক্ষেত্রেই বিভক্তি এবং উত্তরপদ স্বরবৃত্তি রক্ষা করেছে। সচরাচর প্রথম অঙ্গটি ২য়া বিভক্তি গ্রহণ করে থাকে। যথা—ধনঞ্জয়, পুরন্দর (কর্ম-) গিরাবৃধ্ (করণ -) দস্যবে-বৃক (সম্প্রদান-) দিবোরুচ্ (অপাদান -), 'জা'স্পতি, 'গ্না'স্পতি, 'শুনঃ'শেপ (৬ষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত অলুক সমাসের দু'টি পদই স্বরারূঢ়), রথেষ্টা, দিবিক্ষয় (অধিকরণ-) ইত্যাদি।

৭। বেদের প্রাচীন অংশে কর্মধারয় সমাসের ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে কম। বেদের অর্বাচীন স্তরের গদ্যে তার হয়েছে বহুল ব্যবহার। মূলে এইজাতীয় সমস্ত পদ অপেক্ষিত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশেষ কোনও অর্থে ব্যবহৃত হত, অর্থাৎ মূলে সমস্ত পদটি ছিল যোগারূঢ় শব্দ (compounded words of specialised meaning)। পরবর্তী যুগে কর্মধারয় -সুলভ বিশেষণ ও বিশেষ্যের সংযোগে গঠিত হত তার ব্যাসবাক্য, যথা—কৃষ্ণশকুনি (আক্ষরিক অর্থে কৃষ্ণবর্ণ শকুনি) : =দাঁড়কাক ; নীলোৎপল (আক্ষরিক অর্থে নীল উৎপল)=এক বিশেষ জাতের ফুল ; কৃষ্ণসর্প (আক্ষরিক অর্থে কৃষ্ণ সাপ) =একজাতীয় সর্প।[৩২]

৮। বেদে বহুব্রীহি সমাসের অনেক স্থলে প্রথম অঙ্গটি বিভক্তি যুক্ত হত (বিশেষ ক'রে ৬ষ্ঠী বিভক্তি), যথা—রা'য়স্কাম, ভা'সা-কেতু, 'ত্বাং-কাম, দি'বি-যোনি ইত্যাদি।

বেদে বহুব্রীহি সমাসের অন্তে -ঈ বা -ঋ -কার থাকলে সাধারণত ব্রাহ্মণ-সুলভ সমাসান্ত -ক যুক্ত হত না, বরং ব্যবহার ছিল -য়- প্রত্যয়ের, যথা—দশ-মাস্য,মধুহস্ত্য, বিশ্বজন্য, ত্র্যম্বক ইত্যাদি।

৮.৭২ প্রত্যয়-বিচার বা নাম-বিশ্লেষ (formative suffixes or derivation) ॥

বৈদিক সাহিত্যে ধাতুমূলক নাম পদের (root noun) ব্যবহার ছিল সুলভ, যথা—দা, ভিদ্, বৃধ্, স্তুৎ, স্পশ্ ইত্যাদি। -মন্ ভাগান্ত ভাববাচক নামপদ বা কারকবাচক নামপদও (action noun or agent noun) ব্যবহৃত হত প্রচুর, যথা—অজ্‌মন্, জনিমন্, ব্রিদ্‌মন্, জেমন্, মন্মন্ ইত্যাদি।

---

৩২ দ্র: *Burrow* : SL p. 209

—তৃচ্ ভাগান্ত কারকবাচক (agent noun) কৃদন্ত হিসেবে ব্যবহৃত হলে কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করত, যথা—'গন্তৃ, 'দাতৃ কিন্তু সম্বন্ধের ৬ষ্ঠীর সঙ্গে গ'ন্তৃ, দা'তৃ . 'তরুতৃ 'বিজয়' কিন্তু তরু'তৃ 'বিজয়ী' ইত্যাদি।

—তাতি এবং -তাৎ প্রত্যায়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ ভাববাচক বিশেষ্যের (abstract feminine nouns) ব্যবহারও বেদে দেখা যায়, যথা—সর্ব'তাতি, সর্ব'তাৎ, জ্যেষ্ঠতাতি, দেবতাৎ। পরবর্তী যুগে পাওয়া যায় কেবল সর্ব'তা, সর্ব'ত্ব ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ ভাববাচক বিশেষ্যের (abstract neuter noun) প্রত্যয়ের মধ্য বিশেষ ধরণের কতকগুলি প্রত্যয় হল—ত্বন (সখিত্বন 'বন্ধুত্ব', জনিত্বন 'বধূত্ব'), -য প্রত্যযান্ত বিশেষণ (পশব্য <পশু, শবর্য <শরু), -ল প্রত্যয়ান্ত ক্ষুদ্রতা-বাচক (diminutive) শব্দ (বৃষল, শিশূল), উপসর্গের সঙ্গে -'বৎ যুক্ত ভাব-বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ (নিবৎ, পরাবৎ, উদ্‌বৎ) এবং -বন্, বিন্, এবং বন্ত্ (খুব সুলভ) -প্রত্যয়ান্ত আধিকারিক বিশেষণ (possessive) যথা—মঘবন্, সমদ্‌বন্, অশ্ব(া)বন্ত্, নৃবন্ত্, উভয়াবিন্ ইত্যাদি।

নামগঠনে বিশেষ কতকগুলি বিভক্তি হল—আকু (মৃডয়াকু),-আন (বসবান), -ঈক (মৃডীক),-উ (চবণ্যু) -ত্নু (হত্নু) -ত্ব (কত্ব'), -রি (জাগৃরি), -স (গৃৎস), -সনি (চর্ষণি) ইত্যাদি। যু- প্রত্যয নামগঠনে বেদে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করত। কেবল কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দগঠনেই নয় (যথা য়জ্যু 'ধর্ম-পরায়ণ'), নামধাতুর তদ্ধিতান্ত শব্দ গঠনেরও সহায়ক ছিল (দেবয়ু, 'দেবভক্ত,' রাজয়ু 'জয়লাভে উৎসুক')। পরবর্তী যুগে পদগঠনের এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হল। মন্যু, দস্যু প্রভৃতি কিছু শব্দ মাত্র রক্ষিত হল।

৮.৮০ শব্দভাণ্ডার (vocabulary)—

ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের বহু শব্দ বৈদিক সাহিত্যে অটুটভাবে রক্ষিত ছিল, কিন্তু সংস্কৃতে সেগুলি হয় লুপ্ত নতুবা বিকৃত অর্থে প্রচলিত হল।[৩৩] বিশিষ্ট বৈদিক শব্দগুলি আবেস্তাতেও বহুল পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। বিশেষ বৈদিক শব্দগুলি হল—

অৎক 'পোষাক' (আবেস্তিক *aδka*), 'অপস্ 'কাজ', অন্ধস্ 'সোমলতার

---

৩৩ দ্র: SL pp. 39-41

রস', অম 'শক্তি' (আবে *ama*), অর্বন্ত্ 'অশ্ব' (আবে *aurvant* 'দ্রুত',) আদ্র 'নীচ' (আবে *ādra*), আপি 'বন্ধু', ক্রবিষ্ 'কাঁচা মাংস', গাতু 'পথ' (আবে *gātu*) গ্না 'দেববধূ' (আবে *gənā*), তিতউ 'ছাঁকুনী', ত্বক্ষ্ 'কর্মক্ষম' (আবে *θwaxš*), দম 'গৃহ', দাশ্বস্ 'পূজাকারী', পন্ 'প্রশংসা করা', পিতু 'খাদ্য' (আবে *pitu*), মর্য 'যুবক', মীঢ 'উপহার' (আবে *mižda*) য়োস্ 'মঙ্গল' (আবে *yaoš*), রোদসী 'স্বর্গ ও পৃথিবী' (আবে *raodah*), রত্ন 'মূল্য', রাজ 'পুরস্কার' ইত্যাদি।

বেদে অনেক সমরূপ শব্দ (homonym) যুগ্ম ভাবে ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করত। সংস্কৃতে হয়ত একটি অর্থই রক্ষিত হয়েছে, যথা— অসুর 'প্রভু' ও 'রাক্ষস' (সংস্কৃতে পরবর্তী অর্থ রক্ষিত), অরি 'মহৎ' ও 'শত্রু' (সংস্কৃতে শত্রু), কারু 'গায়ক, <কৃ, কিন্তু সংস্কৃতে কারু 'কারু-শিল্পী' <কৃ, রজস্ 'আকাশ' ও 'অন্তরীক্ষ' কিন্তু সংস্কৃতে 'ধূলা, ময়লা'। এইরূপ পরুষ 'হাল্কা ধূসর রং' এবং 'গ্রন্থিবহুল, কর্কশ', পায়ু 'রক্ষাকর্তা' ও 'গুহ্যদ্বার', ফল্গু 'রক্তিম' ও 'ফাঁকা—যেগুলির প্রথম অর্থটি সংস্কৃতে আর ব্যবহৃত হত না।

শব্দার্থেরও পরিবর্তন (semantic change) ঘটল যথা—বহ্নি বৈদিক অর্থে 'বাহক' যা' অগ্নির বিশেষণ। পরবর্তী যুগে অর্থ সম্প্রসারণের (extension of meaning) ফলে 'বহ্নি'র অর্থ অগ্নি। দস্যু 'আর্যেতর জাতি' কিন্তু পরে তার অর্থ 'দস্যু' ; এইরূপ 'দাস' 'একটি উপজাতির নাম' কিন্তু পরে দাস অর্থে 'ভৃত্য' ; শূদ্র 'উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি উপজাতি' কিন্তু সংস্কৃতে 'সম্প্রদায়, বর্ণ'।

শব্দার্থের স্বাভাবিক পরিবর্তনের স্থানে ব্যুৎপত্তিগত ভুলের ফলেও অনেক নতুন অর্থ প্রবর্তিত হয়েছে, যথা—ক্রতু 'যজ্ঞ' কিন্তু বৈদিক 'ক্রতু'র অর্থ 'জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি', সংস্কৃত 'মাতরিশ্বন্'-এর অর্থ 'বায়ু' যার মূল অর্থ ছিল 'কাষ্ঠ-সংঘর্ষণের যারা অগ্নির আবিষ্কর্তা' এবং 'অগ্নিদেবতা' (তু:* মাতরিশ্ 'অগ্নি-শলাকা' তু: লাতিন *matrix*)। বৈদিক কীলাল শব্দের অর্থ ছিল 'একজাতীয় সুস্বাদু পানীয়' কিন্তু সংস্কৃতে ভুল ব্যাখ্যার ফলে অর্থ হল 'রক্ত'।

লোকনিরুক্তির (folk etymology) ফলেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটল, যথা—অসুর 'রাক্ষস' এবং অসিত 'কৃষ্ণবর্ণ'—এই দুই শব্দের অনুষঙ্গে গঠিত হল দু'টি নতুন শব্দ। এই দু'টি শব্দের আদি অ-কারকে নঞর্থক ধ'রে (অ+সুর, অ+সিত) সৃষ্টি করা হল সুর অর্থে 'দেবতা' এবং সিত অর্থে 'শ্বেত' ইত্যাদি।

৮.৯০ পদক্রম বা বাক্যরীতি (syntax)—

১। বেদে দ্বিবচনের অপ্রতুলতা দেখা যায়। কেবল স্বাভাবিক যুগ্ম শব্দেই (natural pairs) দ্বিবচন লক্ষ্য করা যায়, যথা—পিতরা, দ্যাবাপৃথিবী, মিত্রাবরুণৌ ইত্যাদি (দ্র: ৮.৩১ খ)।[৩৪]

২। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি প্রাচীন পদ্ধতি বেদে দেখা যায়। কর্তা ক্লীবলিঙ্গের বহুবচন হলেও ক্রিয়া একবচন হয়, যথা—ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনা "সাহসীর কাছেই ধন পৌঁছয়" (ঋ বে ১।৮১।৩)।[৩৫]

৩। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ব্রূ বা রূচ্ ধাতুর মত কয়েকটি আত্মনেপদী ধাতু বিধেয়-কর্তৃকারক (predicative nominative) নিয়ন্ত্রণ করে, যথা—ইন্দ্রো ব্রাহ্মণো ব্রুবাণঃ "নিজেকে ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত করে যে ইন্দ্র"।[৩৬]

৪। কারক-অনুষঙ্গের (case-attraction) প্রভাবে অনিয়মিত কারকের ব্যবহার, যথা—বৃত্রায় হন্তবে (=বৃত্রম্ হন্তুম্), সূর্যায় দৃশে (=সূর্যম্ দ্রষ্টুম্)।[৩৭]

৫। সহার্থক ৩য়া বিভক্তি উপসর্গ বা সহার্থক শব্দ ব্যতিরেকেই প্রায়শ যুক্ত হয়, যথা—দেবো দেবেভির্ আ গমৎ (ঋ বে ১।১।৫)।[৩৮]

৬। অনেক ক্রিয়া কর্মের ২য়া বিভক্তির স্থলে ৬ষ্ঠী বিভক্তি (objective genitive, কর্মণি ৬ষ্ঠী) গ্রহণ করে, যথা—জগতঃ নিবেশনীম্ (ঋ বে ১।৩৫।১)। বেদে অনেকসময় স্বরারূঢ় ধাতুর (accented) -তৃচপ্রত্যয়ক পদ কর্ম গ্রহণ করে,

---

৩৪ দ্র: VGS ff 193

৩৫ দ্র: *ibid* p. 289

৩৬ দ্র: *ibid* ff 196 α

৩৭ দ্র: *ibid* ff 200 B4 (p. 315)

৩৮ দ্র: *ibid* ff 199 A1, B3

যথা—'দাতা 'ব্রসু 'ধনদানকারী' তু: রা'য়ো দা'তা।[৩৯] ব্রাহ্মণে ৬ষ্ঠী স্থানে ৪র্থীর ব্যবহারও সুলভ (দ্র: ৯.৩১।১)।

৭। বেদে ভাবে ৭মীর (absolute case) প্রয়োগ দেখা গেলেও ভাবে ৬ষ্ঠীর প্রয়োগ মেলে না। কিন্তু ব্রাহ্মণে তা' মেলে, যথা—তস্মাদ্ অপাম্ তপ্তানাম্ ফেনো জায়তে (শ ব্রা)।[৪০]

৮। বেদে প্র, সম্ ইত্যাদি কতকগুলি উপসর্গের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায় (প্রপ্রাস্থে য়ন্তি)। ক্রিয়া থেকে উপসর্গগুলির বিযুক্ত ব্যবহার (প্র ণ আয়ূংষি তারীঃ, আ ত্বা ব্রিশন্তু) অথবা ক্রিয়াপদের পরে তাদের স্থিতি (গমদ্ বাজেভিঃ আ স নঃ, অব্‌ণোদ্ অপ) হতে পারে। ক্রিয়া উহ্য থাকলেও উপসর্গের উল্লেখের দ্বারা (আ তূ ন ইন্দ্র) অথবা উপসর্গের পুনরাবৃত্তির দ্বারাও ক্রিয়া সূচিত হতে পারে (অথ বে : পরি মাম্ পরি মে প্রজাম্ পরি ণঃ পাহি য়দ্ ধনম্)। উপসর্গগুলি বিশেষ্যের সঙ্গেও ব্যবহৃত হতে পারে উপপদ বা উপসর্গ (preposition) অথবা অনুসর্গ (post-positon) হিসেবে (অব দিবঃ, ক্রতুম্ পরঃ, দেবেষ্ব আ)। প্রাচীন পারসীকের মত অন্তর্ নিগৃহীত (governed) শব্দের পূর্বে বসে, যথা—কদা নু অন্তর্ বরুণে ভুবানি। (ঋ বে ৭।৮৬।২)।[৪১]

৯। তিঙন্ত সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ বেদে সুলভ। সংস্কৃতের মতন এখানে মুখ্যত নামবাচক (nominal) নয় [দ্র: ৬.৫৮,৭.৬৫ক]। কর্তৃবাচ্য ও কর্মকর্তৃ-বাচ্যের (middle voice) সঠিক পার্থক্য কেবল নয়, কৃদন্ত প্রত্যয় ও তুমর্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রাচুর্য এবং খাঁটি উপসর্গগুলির পূর্ণাঙ্গতা এবং তাদের সচল ব্যবহার বেদে অনেকাংশে রক্ষিত। বিপরীত পক্ষে, সংস্কৃতের মত কর্মবাচ্যের (passive) এবং ল্যবর্থক অসমাপিকার (gerund) প্রয়োগ বেদে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি।[৪২]

১০। অতীতকালের বিভিন্ন ব্যবহার কার্যকালের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করত

৩৯ দ্র: *ibid* pp. 320-321

৪০ দ্র: *ibid* ff 205. 2 (p. 328)

৪১ দ্র: *ibid* ff 191 f ; HPHS p. 12

৪২ দ্র: VGS ff 190

যথা—আখ্যানমূলক কার্যকালে লঙ্‌, সদ্যকার্যকাল বা অচিরসম্পন্ন কালে লুঙ্‌ এবং সম্পন্ন কার্যকালে লিট্‌ প্রযুক্ত হত। আর ভবিষ্যৎকাল সাধারণত বোঝান হত অভিপ্রায়ের সাহায্যে (দ্র: পৃ: ১৩১-১৩২, ৯.৩১।১৮)।

১১। বেদে অনুজ্ঞা, অভিপ্রায় ও সম্ভাবকের অর্থ বিশেষ স্পষ্ট নয় (আশ্রিত বাক্যাংশে তো নয়ই।)। তবে এদের পার্থক্য মোটামুটি নির্ভর করত ইচ্ছার তারতম্য বা তীব্রতার ওপর। অনুজ্ঞা কেবল নির্দেশ- বা আজ্ঞা-সূচক নয়, ব্যাপক অর্থে বক্তার বর্তমান ইচ্ছা-, অনুরোধ- বা উপদেশ- সূচকও বটে। সম্ভাবক হল মৃদু অনুজ্ঞা। কাজেই ইচ্ছা, সম্ভাবনাপূর্ণ কামনা বা প্রার্থনা। কিন্তু অভিপ্রায়ের ইচ্ছা তীব্র ও সক্ষম—যদিও অনুজ্ঞার চেয়েও আদেশের তীব্রতা কম, কিন্তু সম্ভাবকের চেয়েও বেশি। আর নির্বন্ধে তিনটি 'ভাবে'র অর্থই একীভূত। যেমন, উত্তম পুরুষে বক্তার ইচ্ছার সামর্থ্য ও সম্ভাবনা (wish, will, possibility), কিন্তু অন্যান্য পুরুষে নির্দেশবাচক প্রবর্তনা (exhortation)। তবে নির্বন্ধের তুলনায় অভিপ্রায়ে ভবিষ্যৎ-বাচকতা প্রবল। উদাহরণ স্বরূপ,—সংপূষন্বিদুষা নয়/য়ো অঞ্জসানুশাসতি; সমুপূষ্ণা গমেমহি, মাকীনে'শন্মাকীং রিষৎ (ঋ বে ৬।৫৪।১, ২, ৭)।

বিভিন্ন ভাব-এর প্রয়োগও বাক্যরীতির নিয়মের দ্বারা সুনির্দিষ্ট। যেমন নির্বন্ধ ভাবের ব্যবহার প্রধান বাক্যাংশেই (principal clause) দেখা যায়; অপরপক্ষে অভিপ্রায় দেখা যায় যৌগিক বাক্যের প্রধান বা আশ্রিত বাক্যাংশে (dependent clause) সমভাবে।

প্রকৃত অনুজ্ঞা প্রযুক্ত হত অস্ত্যর্থক (positive) প্রধান বাক্যাংশে—নঞর্থক (negative) বাক্যে নয়। 'মা' যোগে নঞর্থ কেবল নির্বন্ধেই মেলে (ব্যতিক্রম: ঋ বে ভুজেম—সম্ভাবক)। বৈদিক নির্বন্ধ অস্ত্যর্থক বাক্যে ব্যবহৃত হলেও ব্রাহ্মণে তা' কেবল 'মা' যুক্ত লুঙ্‌-গঠনেই মেলে—ক্বচিৎ মেলে লঙ্‌-এ (মা বিভীত—ঐ ব্রা), বা লিট্‌-এ (মা সুষুপ্থাঃ—শ ব্রা)।

১২। যৌগিক ক্রিয়ার (periphrastic verb) ব্যবহার বেদের প্রাচীন অংশে অনুপস্থিত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তা' প্রথম দেখা যায় (দ্র: ৮.৫২.২।২; ৮.৫২.৪; ৯.৩১।৬,৯)। এছাড়া ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে দ্র: ৯.৩১।১৭।

॥ ৯ ॥

বৈদিক ভাষার বিভিন্ন স্তরের লক্ষণ

৯.১০ প্রাচীন ঋগ্‌বেদ—

৯.১১ প্রাচীন ঋগ্‌বেদের উপভাষাগত লক্ষণ (dialectal features) পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র: ৬.৩০)। লক্ষণগুলি[১] সংক্ষেপে হল এই—

(ক) স্বরমধ্যগত ড, ঢ ঋগ্‌বেদে ল্., ল্.হ্-এ ($\dot{l}, \dot{l}h$) পরিণত (ঈলে. = ঈড়ে ইত্যাদি)। (খ) ঋগ্‌বেদে ল্-ধ্বনি বিরল কিন্তু পরবর্তী যুগে প্রাকৃতের মত র্/ল্-ধ্বনি ল্-এ পরিণত হয়েছে। ঋগ্‌বেদের প্রাচীন অংশের তুলনায় অর্বাচীন অংশে ল্ ৮গুণ এবং অথর্ববেদে ৭গুণ অধিক ব্যবহৃত হয়েছে।[২] (গ) ঘোষ মহাপ্রাণবর্ণের উষ্মীভবন (deocclu-disation)—যা' পরবর্তী যুগের প্রাকৃত স্তরের লক্ষণ (দ্র: ১১.১১।১১) যথা—হিত/ধিত, গ্রহ্/গ্রভ্ ইত্যাদি। (ঘ) ফর্তুনাতভ্-এর সূত্র (Fortunatov's Law) সর্বত্র প্রযুক্ত হয় নি ঋগ্‌বেদে। এই সূত্রানুযায়ী মূল ই ইউ *l এর পর দন্ত্যবর্ণ বা স্-ধ্বনি থাকলে এই *l লুপ্ত হয় কিন্তু সেই সঙ্গে পরের ধ্বনি মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হয় (দ্র: ১১.১১।১৩); কিন্তু একই পরিস্থিতিতে মূল *r ধ্বনি অপরিবর্তিত থাকে, যথা—সং জঠর তু: গথিক *kilθei* <*gel-t*, সং ভাষতে তু: লিথুয়ানীয় *balsas* <*bhel-s*, *bhēl-s* ; কিন্তু মূল ভাষার *rt অপরিবর্তিত রয়েছে সংস্কৃতের এই শব্দগুলিতে—সং বর্ত্, বর্ষ্ তু: লাতিন *verto* গ্রীক *ersē*। কিন্তু এই সূত্রের ব্যতিক্রমও রয়েছে—যেমন মূল ই ইউ *l+t*, *s* মূর্ধন্যীভূত না হয়ে কেবল *rt*, *rṣ* -এ পরিণত হয়েছে, যথা—সং জতু́/জঠর, কর্ষ্

১ দ্র: *B. K. Ghosh* : Chap XVI in VA (i) ; *Macdonell* : VGS ; *Whitney* : Skt Gr.

২ দ্র: *Wackernagel* : AG (i) ff 191c

(তু: গ্রীক *telson*) ইত্যাদি। সুতরাং প্রাচীন বেদের ভাষা ঠিক এক ধাঁচের (homogeneous) ছিল না। তার মধ্যে উপভাষাগত বৈচিত্র্যও ছিল।

৯.১২ প্রাচীন ঋগ্বেদের প্রাকৃতসুলভ লক্ষণগুলি (prakritisation) পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র: ৬.৩০)। লক্ষণগুলি সংক্ষেপে— (ক) প্রাকৃতসুলভ মূর্ধন্যীভবন যথা—র্ত ;ৃত > ট (ৱিকট < ৱিকৃত, কট < কৃত)। (খ) অন্যান্য প্রাকৃত লক্ষণ, যথা—প্স > ছ (কৃচ্ছ্র < কৃপ্স্র), দ্য > জ্ঝ (জ্যোতিষ্ < দ্যোতিষ্), ঋ > ই, উ (শিথির < *শৃথির, বুস < বৃশ। (গ) অথবা সন্ধিতে পদান্ত -অঃ > এ তু: সূরে দুহিতা (১।৩৪।৫) কিন্তু সূরো দুহিতা (৭।৬৯।৪)। (ঘ) প্রাক্-বৈদিক যুগের লক্ষণগুলিও দ্রষ্টব্য (নীড < *ni-zd-a*, দূল.ভ < **duz-dabh-a*), ষোডশ < **ṣaṣ-daśa*)• ইত্যাদি।

৯.১৩ লিপিবিধি বা ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য (orthographical or metrical features) : বৈদিক ছন্দের সূক্ষ্ম নিয়ম থেকে ঋগ্বেদের অনেক ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের (দ্র: ৮.২১) সন্ধান মেলে। পববর্তী যুগের সংকলন-কর্তারা ব্যাকবণ-গত নিয়মবন্ধনে সেগুলি উপেক্ষা করেছেন। যেমন—পাৱক (উচ্চারণে পৱাক), ছর্দিস্ (উচ্চারণে ছদিস্), ৱিরাষাট্ (=ৱীরষাট্), দুক্ষত (=ধুক্ষত) ইত্যাদি। অথবা ছন্দের নিয়ম থেকে বোঝা যায়, পদ বা চরণের অন্ত্য ও আদি বর্ণের মধ্যে সন্ধি হত না কিন্তু পরবর্তী সংহিতায সেগুলিকে সম্ভব হলেই সন্ধি করা হত। ঋগ্বেদে অভিনিহিত সন্ধি বিশ্লিষ্ট ক'রে উচ্চারিত হত, কিন্তু সংহিতায় সেগুলিকে সর্বত্রই সন্ধি করা হত। -য়্/-র্-যুক্ত পদ অথবা ষষ্ঠীর বহুবচনের -আম্ বিভক্তি অনেকক্ষেত্রেই দ্ব্যক্ষরী রূপে উচ্চারিত হত। স্বরভক্তিও প্রাচীন বেদে দেখা যায় (ইন্দ্র > ইন্দর) ইত্যাদি।

৯.১৪ ঋগ্বেদে অনেক প্রাচীনত্বের লক্ষণও (archaism) দেখা যাবে, যেমন—(ক) মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের মত ক্লীবলিঙ্গ বহুবচনের কর্তা হয়েছে একবচনান্ত, যথা—ধ্ ষ্ণরে ধীয়তে ধনা (দ্র: ৮.৯০।২)। (খ) উত্তম পুরুষ একবচনের অভিপ্রায়-ভাবের বিভক্তি -আ (< *ō̄) ঋগ্বেদে ১৩টি স্থানে দেখা যায়—যদিও ইন্দো-ইরাণীয়সুলভ -নি যোগও দেখা যায় (তু: ভরা/ভরাণি)

[দ্র: ৮.৫২.১।৫]। (গ) মূল ই ইউ *mes-জাত বিভক্তি -মঃ (উ পু বহুব কর্তৃ-) ঋগ্‌বেদে মেলে, কিন্তু অধিক মেলে ইন্দো-ইরাণীয় নবীন -মসি (৫:১)। অথর্ববেদে -মসি বিভক্তির চেয়ে প্রাধান্যলাভ করেছে -মঃ বিভক্তি। আর সংস্কৃতে -মসি হয়েছে লুপ্ত (দ্র: ৮.৫২.১।৪)। (ঘ) আগম-উপসর্গের (augment) স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হত। তার প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা ছিল না। প্রসংগ অনুযায়ী তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হত (দ্র: ৮.৫১ জ, ৮.৫২.১।৪)। (ঙ) ঋগ্‌বেদে অভিপ্রায় ভাবের সুপ্রচুর ব্যবহার সংস্কৃতে হয়েছে লুপ্ত। অপরদিকে সম্ভাবকের প্রয়োগ ঋগ্‌বেদে ততটা জনপ্রিয় ছিল না (দ্র: ৮.৫২.১ ।৫,৭। (চ) ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার বেদে সীমিত ছিল। কেবল ১৫টি ধাতুর ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার পাওয়া যায়। সাধারণত অভিপ্রায় ভাবের দ্বারা তা' সিদ্ধ হত (দ্র: ৮.৫২.৪)।

এছাড়া আরও অনেক প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ঋগ্‌বেদে মেলে—যথা, এ/ও ধ্বনির দ্বিস্বর রূপে উচ্চারণ (দ্র: ৮.২৫) অন্তর্গত বা বহির্গত সন্ধিতে মূর্ধন্যীভবনের প্রভাব (দ্র: ৮.২৮।খ), ধাতুমূলক নামপদের প্রাচুর্য (দ্র: ৮.৩৩.১, ৮.৭২), তুমর্থক কৃদন্ত নামপদের বৈচিত্র্য (দ্র: ৮.৫৪.৩) ইত্যাদি। এছাড়া নূতন-আবির্ভূত ল্যবর্থক অসমাপিকার বৈচিত্র্যও মেলে (দ্র: ৮.৫৪.২)।

৯.২০ অর্বাচীন বৈদিক যুগ—

৯.২১ ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডল ॥

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ভাষা অন্যান্য মণ্ডলের তুলনায় অনেকটা অর্বাচীন —একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে (দ্র: ৫.২০)। দশম মণ্ডলের ভাষার অর্বাচীনত্ব[৩] দেখা যাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে—

১। সন্ধির কঠোরতা (rigidity) প্রাচীন বেদে ছিল না। ফলে সন্ধির স্থলে স্বর-সংযোগ (hiatus) বেদে অসুলভ ছিল না। কিন্তু দশম মণ্ডলের ভাষায় সন্ধি অনেক নিয়মতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে

২। স্বরারূঢ় (accented) ই, উ সন্ধির নিয়মে -য়্ বা -র্ -এ পরিণত হত না ঋগ্‌বেদের প্রাচীন অংশে, কিন্তু এখানে তা' সম্ভব।

৩। প্রথমার বহুবচনের -আসস্ বিভক্তি -আস্ বিভক্তির মতই বহুল

৩ দ্র: VA (i) pp. 343-344

প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে -আসস্ বিভক্তির ব্যবহার অনেক কমে এসেছে।

৪। ল্যবর্থক অসমাপিকা (absolutive) -ত্বায় প্রত্যয়ের ব্যবহারই এখানে মেলে।

৫। 'রৈ' শব্দের শব্দরূপ প্রথম নয়টি মণ্ডলে যেভাবে করা হত, দশম মণ্ডলে তা' অন্যভাবে করা হত।[৪] এইরূপ 'দ্যৌ' শব্দের রূপ-প্রকরণে প্রাচীন মণ্ডলগুলিতে গুণ ও ক্ষীণ-ক্রমের ব্যবহার যথেষ্ট নিয়মিত ছিল।

৬। প্রাচীন বৈদিক কৃণু- স্থলে কুরু- ক্রিয়ামূলের বিকল্প ব্যবহার প্রথম দেখা গেল ১০ম মণ্ডলে (২বার লোট্ ম পু ১ব : কুরু এবং একবার লট্ উ পু বহুব : কুর্মঃ)।[৫]

৭। অনেক প্রাচীন শব্দ ও শব্দের ব্যবহার ১০ম মণ্ডলে লুপ্ত, যথা—প্রাচীন ৭মীর পদ পৃৎসু, বিশেষণ গির্বণঃ, বিচর্ষণি এবং নামপদ রীতি প্রভৃতি ১০মণ্ডলে দেখাই যায় না। সীম্ পদের ব্যবহার প্রথম নয়টি মণ্ডলে ৫০বার ব্যবহৃত হতে দেখা যায় কিন্তু দশম মণ্ডলে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র একবার। আবার কিছু শব্দ, যথা—আজ্য, কাল, লোহিত, ব্রিজয় প্রভৃতি ১০ম মণ্ডলেই প্রথম পরিলক্ষিত হল। লভ্ ধাতুর ব্যবহারও ১০ম মণ্ডলেই প্রথম। দশম মণ্ডলের যে বিশিষ্ট শব্দগুলি প্রাচীন অংশে দেখা যায় তা' আসলে প্রক্ষিপ্ত অংশ। এইজাতীয় শব্দগুলি হল—লোক <উলোক (সমাক্ষরলোপের ফলে, haplology)<উরুলোক; মোঘ, বিসর্গ, গুপ্ <গোপ শব্দের বিষমচ্ছেদের (back formation) ফলে। দশম মণ্ডলের কতকগুলি শব্দ—যা' সর্চরাচর ব্যবহৃত হত (যদিও নিরঙ্কুশভাবে নয়)—হল সর্ব, ভগবন্ত্, প্রাণ, হৃদয় ইত্যাদি।

৮। প্রাচীন আশ্রিত সর্বনামমূল (enclitic) -ঈ- যা' সবসময় পদপাঠে ঈম্ বলে উল্লিখিত হয়েছে—১০ম মণ্ডলে কখনই ব্যবহৃত হয় নি। এবং অব্যয়-স্থানীয় ঈম্ ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ছয়বার (দ্র: ৮.৬৩)।[৬]

---

৪ দ্র: *Wackernagel* : AG (iii) p. 214

৫ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 715 ; VGS p. 145

৬ দ্র: *Wackernagel* : *ibid* p. 519

৯। প্রাক্-বৈদিক ধ্বনিসূত্র অনুযায়ী সিদ্ধ কতকগুলি পদের[৭] মধ্যে (যথা—দক্ষি, অদৃক্ষৎ<ধক্ষি, অধুক্ষৎ ইত্যাদি[৮]) একটির মাত্র উদাহরণ পাই দশম মণ্ডলে (যথা দুদুক্ষন্)।

৯.২২ সামবেদ ॥

সামবেদের বৈশিষ্ট্যগুলি[৯] সংক্ষেপে হল এই—

১। প্রাচীন ৬ষ্ঠীর ১বচন (স্ত্রীলিঙ্গ) অব্রাঃ সর্বত্রই অব্র্যাঃ শব্দে (<অব্রি) পরিণত হয়েছে।

২। আশ্রিত সর্বনামপদ -ঈম্ ঋগ্বেদের শেষ স্তরেই অপ্রচলিত হয়ে পড়ছিল। সামবেদেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু সামবেদের পাঠে দেখা যায় যে পাঠগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হচ্ছে যার ফলে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে, যথা—ঋগ্বেদের অভীম্ ঋতস্য সামবেদে অভ্য্ঋতস্য, পয়সেম্ (সামবেদে পয়সেদ্), উতেম্ (= উত + ঈম্) সামবেদে উতিম্।

৩। সামবেদের পাঠে দ্ব্যক্ষরী (dissyllabic) স্বরবর্ণকে বাদ দেওয়ার চেষ্টার ফলে ঋগ্বেদে অক্ষার্ এবং প্রাঃ সামবেদে হয়েছে অক্ষরৎ এবং পপ্রাঃ।

৪। ঋগ্বেদের বহুল ব্যবহৃত অসমাপিকা -ত্বী সামবেদে ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার সেইখানে যেখানে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পুনরুক্ত হয়েছে; কিন্তু এই দুই স্থানেই -ত্বী-কে পরিবর্তিত করা হয়েছে -ত্বা রূপে।

৫। সন্ধির ক্ষেত্রে স্বরারূঢ় (accented) -ই- ঋগ্বেদের প্রথম নয়টি মণ্ডলে কখনও য়্-রূপে পরিবর্তিত হয় নি [বর্ণবিন্যাসে (graphic forms) যাই থাক্ না কেন] কিন্তু এখানে তা' হয়েছে, যথা—ঋগ্বেদের 'ব্রি অশেম দে'ব্রহিতম্ (১।৮৯।৮) সামবেদে পরিণত হয়েছে 'ব্র্যশেমহি দে'ব্রহিতম্ (২।৯.৩.৯.২)। লক্ষণীয়, এখানে সন্ধির ফলে স্বরবর্ণের লোপ হওয়ায় ছন্দঃ অনুরোধে 'অশেম' পদকে 'অশেমহি'-রূপে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

৭ দ্রঃ *B.K. Ghosh* : LIS p. 45

৮ দ্রঃ ঋক্প্রাতিশাখ্যে (৪।৯৮) সংকলিত পদগুলি।

৯ দ্রঃ VA (i) pp. 407-408

৯.২৩ যজুর্বেদ ॥

ভাষাতত্ত্বের বিচারে কৃষ্ণ যজুর্বেদের মন্ত্রাংশগুলি শুক্ল যজুর্বেদের একমাত্র শাখা বাজসনেয়ি-সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখা —কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল কঠ সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা। তৈত্তিরীয় সংহিতার মন্ত্রাংশের ভাষা সম্পর্কে Keith দেখিয়েছেন যে এর ভাষা ঋগ্‌বেদ এবং ব্রাহ্মণগুলির মধ্যবর্তী স্তর নির্দেশ করছে—যদিও ঋগ্‌বেদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশি। Keith-এর মত ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখাই একই যুগে রচিত আর তাদের ভাষার কাঠামোও একই ধাঁচের (homogeneous)।

তৈত্তিরীয় সংহিতার বেদ-বহির্ভূত মন্ত্রাংশগুলির ভাষা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ভাষাদর্শের অনেক নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার কতিপয় বৈশিষ্ট্য[১০] হল—

১। অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার বহুবচনে বৈদিক -এভিঃ স্থলে -ঐঃ ; ৩য়ার ১বচনে -আ স্থলে -এন , ১মার বহুবচনে -আসঃ স্থলে -আঃ এবং ক্লীবলিঙ্গের ১মা/২য়ার বহুবচনে -আ স্থলে -আনি -ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমশই প্রাধান্য পেল (ব্রাহ্মণে এই বৈদিক বিভক্তিগুলি একেবারেই লুপ্ত)।

২। ঋগ্‌বৈদিক ক্রিয়া-বিভক্তি -মসি,-থন, এবং -তন—এইগুলির ব্যবহার ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল।

৩। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বেদ-দুর্লভ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার সুলভ হল।

৪। যৌগিক ভবিষ্যৎ (periphrastic future, লুট্) কালের একটি উদাহরণ মেলে (যথা অন্বাগন্তা)—যদিও অথর্ববেদে এই উদাহরণটি মেলে।

৫। যদিও তৈত্তিরীয় সংহিতায় পরবর্তী যুগের কৃত্যপ্রত্যয়ার্থক -তব্য, -অনীয় প্রত্যয়ের প্রয়োগ মেলে না, কিন্তু প্রাচীন -আয্য এবং -ত্ব -এর প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে।

৬। বিতর্কিত দু'টি ক্রিয়াপদ তৈত্তিরীয় মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে—যার সঠিক ব্যাখ্যা এখনও করা যায় নি, যথা—ধ্বনয়িৎ (তু: ঋগ্‌বেদে ইস্-

১০ দ্র: VA (1) pp. 408-409

যুক্ত লুঙ্‌মূল ণিজন্ত পদ ধ্বনয়ীৎ <*-*is-t*=*īt*) এবং অজয়িৎ (= অজয়ীৎ <*-*is-t*=*īt*—ইস্‌-যুক্ত লুঙ্‌)।[১১]

৭। প্রাচীন -র্‌- ধ্বনির অস্তিত্ব তৈত্তিরীয় সংহিতায় মেলে, যথা—প্রায়তে কিন্তু মৈত্রায়ণী/কাঠক /কপিষ্ঠল সংহিতায় প্লায়তে।

৮। আখ্যানমূলক লিটের (narrative perfect) প্রয়োগ কৃষ্ণ যজুর্বেদের সব কয়েকটি শাখাতেই দুর্লভ। বলা বাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্যটি চারটি সংহিতার সমসাময়িক লক্ষণই কেবল নয়, বৈদিক গদ্যের একটি প্রাচীন লক্ষণও বটে। একদিক দিয়ে এই বৈশিষ্ট্য মূল ই ইউ ভাষার অনেক কাছাকাছি। কেন না, ঋগ্‌বেদে আখ্যানমূলক লিট্‌ থাকলেও তা' নবীন সৃষ্টি—মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সে বৈশিষ্ট্য ছিল না।

৯। অন্যান্য তিনটি শাখার বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) মৈত্রায়ণী সংহিতায় মূল ই ইউ ভাষা-আগত স্তিঘ্‌ ('আরোহণ করা' তু: গ্রীক *steikho*) ধাতুর ব্যবহার। (খ) তিনটি শাখাতেই খ্যা ধাতুর ক্শা-রূপে উচ্চারণ (-য়- সম্ভবত উষ্মীভূত হযে শ-এ পরিণত হয়েছে)। (গ) মৈত্রায়ণী সংহিতায় দেখা যাবে পাণিনি-নির্দিষ্ট যৌগিক ক্রিয়ার বৈদিক ব্যবহার (উৎসাদয়াম্‌ অকর্‌, প্রজনয়াম্‌ অকর্‌, পারয়াম্‌ কুর্য়াৎ)।

বলা বাহুল্য, শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার প্রাচীনতম অংশও (অধ্যায় ১-১৮) তৈত্তিরীয় সংহিতার তুলনায় অর্বাচীন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তুলনায় শুক্ল যজুর্বেদের মন্ত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য অনেক কম এবং তা' মূলত ঋগ্‌বেদানুসারী। এর ফলেই বাজসনেয়ীদের কাণ্ব শাখায় ঋগ্‌বেদের বিশেষ ধ্বনি ল্‌ (ড্‌এর স্থলে) গ্রহণ করতে বাধে নি। ভাষার দিক দিয়ে বাজসনেয়ি সংহিতার ভাষা ব্রাহ্মণের ভাষা থেকে মোটেই পৃথক নয়।

৯.২৪ অথর্ববেদ ॥

বিষয়বস্তুর বিচারে অথর্ববেদ খুব প্রাচীন হলেও তার ভাষা[১২] বেদের প্রাচীনতম অংশ থেকে অনেক পরবর্তী স্তরের। অথর্ববেদের ভাষা সম্ভবত বৈয়াকরণ পতঞ্জলির সংস্কৃত থেকে খুব দূরবর্তী নয়। অথর্ববেদের কুড়িটি

---

১১ দ্র: *Whitney : ibid ff 1048, 904b*

১২ দ্র: VA (i) pp. 410-411

কাণ্ডের মধ্যে উনিশটি কাণ্ডের প্রচুর উপাদান (প্রায় এক-সপ্তমাংশ) ঋগ্‌বেদ থেকে সংগৃহীত। এখানে ঋক্‌-মন্ত্রগুলির পাঠভেদ (variants) মিলছে। বিংশ কাণ্ডটির প্রায় সবটুকুই ঋগ্‌বেদ-সূত্রের সংকলন ; কিন্তু এতে কোন পাঠভেদ মেলে না। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। বরং অন্যান্য কাণ্ডগুলিতে যে বিক্ষিপ্ত ঋক্‌-মন্ত্রগুলি রয়েছে (ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল থেকেই সেগুলি প্রধানত গৃহীত), সেইগুলির ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। কারণ এতে পরবর্তী স্তরের ভাষাগত প্রবণতার সন্ধান মিলছে। যেমন দেখা যায়—

১। ঋগ্‌বেদে 'স্যোন' শব্দ ত্র্যক্ষরী (trisyllabic) কিন্তু অথর্ববেদে তা' পরবর্তী যুগের মত সবসময় দ্ব্যক্ষরী (dissyllabic)।

২। ৩য়ার বহুবচনে -এভিঃ এবং -ঐঃ বিভক্তির ঋগ্‌বেদীয় ব্যবহার মিল সমহারে প্রচলিত ; কিন্তু অথর্ববেদে -ঐঃ বিভক্তির ব্যবহার বেড়েছে প্রচুর (যথা -ঐঃ/ঐভিঃ : ২৬৩/৫৩)।[১৩]

৩। ব্রাহ্মণসাহিত্যে সুলভ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ৫মী/৬ষ্ঠীর ১বচনে -আঃ স্থলে -ঐ অথর্ববেদে দেখা যায় একবার (যথা—স্বপস্তু অস্যৈ জ্ঞাতয়ঃ)।[১৪]

৪। ১মার বহুবচনের সুবন্তপদ পন্থাঃ (<পথিন্) অথর্ববেদে সংস্কৃতের মত পন্থানঃ হয়েছে (অধ্বন্ শব্দের সাদৃশ্যে অধ্বানঃ) দ্র. ৮.৩২।২। এবং সেই অনুযায়ী—এমন কি ছন্দঃপতন ঘটিয়েও— ঋগ্‌বেদ-উদ্ধৃত পাঠকে পরিবর্তিত করা হয়েছে (দ্র: অথ বে ১৪।১।৩৪ ক=ঋ .বে .০ ৮৫.২৩ ক)।[১৫]

৫। ঋগ্‌বেদে -ব্রাংস্ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনের ১বচনে হয় -ব্রস্ (চিকিৎব্রাংস্ : সম্বো ১ব চিকিত্বঃ)। কিন্তু অথর্ববেদে সংস্কৃতের মত হল— -ব্রন্ (চিকিত্বন্)। এইরূপ -ব্রন্ত্ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে সম্বোধনের ১বচনে ঋগ্‌বেদে হয় -ব্রঃ কিন্তু অথর্ববেদে -ব্রন্ (ভগব্রন্ত্ : ঋ বে ভগব্রঃ অথ বে ভগবন্)।

---

১৩ দ্রঃ *Wackernagel* A G (iii) ff 52a

১৪ দ্র. *Whitney* : Skt Gr ff 365d

১৫ দ্র: *Wackernagel* : *ibid* p. 308

৬। আশ্রিত পদ (enclitic particle) সীম্ ঋগ্বেদে পাওয়া গেলেও অথর্ববেদে মেলে না।

৭। গ্রভ্ ধাতুর স্থলে সংস্কৃতের মত গ্রহ্ ধাতুর ব্যবহার (যথা ঋ বে গৃভ্ণামি অথ বে গৃহ্ণামি)।

৮। বর্তমান কালের নির্দেশক ভাবে অর্থাৎ লটের উত্তম পুরুষ বহুবচনের যুগল বিভক্তি -মসি/মস্ -এর প্রয়োগের হার ঋগ্বেদে ছিল প্রচুর (৫:১), কিন্তু অথর্ববেদে -মস্ বিভক্তির প্রাধান্য দেখা গেল (৩:৪)।[১৬]

৯। লোট্ বা অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষ একবচনে বিকল্পে প্রযুক্ত শৃণুহি/শৃণু -জাতীয় পদগুলির মধ্যে -হি (বা -ধি)-যুক্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে ঋগ্বেদে অনেক বেশি (৩:১)। কিন্তু অথর্ববেদে এর প্রয়োগ-বাহুল্য দেখা যায় না (১:৬)।[১৭]

১০। ঋগ্বেদীয় মৌল লুঙে (root aorist) প্রথমপুরুষ একবচনের সম্ভাবক ভাবে অর্থাৎ বিধিলিঙ্ পদের স্থলে আশীর্লিঙের (precative) পদ ব্যবহৃত হত (অর্থাৎ ভূয়াৎ স্থলে ভূয়াঃ <*bhū-yā-s-t*)। অথর্ববেদে প্রথম আবির্ভূত হল ভূয়াৎ।[১৮]

১১। ঋগ্বৈদিক অভিপ্রায় ভাবের অর্থাৎ লেট্-এর মধ্যম পুরুষ এক বচনের আত্মনেপদী বিভক্তি হল -অসে (বর্ধসে), কিন্তু অথর্ববেদে -অসৈ (নয়াসৈ)—যা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সচরাচর সুলভ। এইরূপ প্রথম পুরুষের একবচনে ঋগ্বেদীয় আত্মনেপদী বিভক্তি -অতে স্থলে -অতৈ (ঋ বে শ্রায়তে, অথ বে শ্রায়তৈ)। অথর্ববেদে (এবং ব্রাহ্মণেও) লেটের ভাব-বিকরণ (modal sign) -অ- স্থলে -আ- দেখা যায় সম্ভবত thematic বা অন্ত্য -অ-গণীয় ধাতুর সাদৃশ্যে যথা—অসাৎ, হনাথ, অদান্ ইত্যাদি (দ্র· ৯.৩১।৫)।

১২। যৌগিক লিটের একটি উদাহরণ, যথা—গময়াঞ্চকার (অথ বে ১৮।২।২৭) এবং যৌগিক লৃট্ অর্থাৎ লুটের উদাহরণ, যথা—অন্বাগন্তা (অথ বে ৬।১২৩।১-২ তু: তৈ সং ৫।৭।৭।১) এখানে মেলে (দ্র ৯.৩১।৬,৯)।

---

১৬ দ্র: *Whitney : ibid* ff 548a

১৭ দ্র: *ibid* ff 704

১৮ দ্র: *ibid* ff 838 ; VGS p. 171

১৩। অথর্ববেদে প্রথম অধিকারবাচক প্রত্যয় -বন্ত্ (possessive suffix in *vant*) নিষ্ঠান্ত কৃদন্ত বিশেষণ (past active participle) হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় মাত্র একবার (যথা, অশিতাবতি অতিথৌ—ভাবে ৭মী) দ্র: ৯.৩১।১০।

১৪। কৃত্য প্রত্যয়ার্থ (gerundive) -তব্য, -অনীয় প্রত্যয়ের আবির্ভাব অথর্ববেদে প্রথম দেখা যায়। যথা, হিংসিতব্য (অথ বে ৫।১৮।৬), এবং আমন্ত্রণীয় (অথ বে ৮।১০।৭) দ্র· ৯.৩১।১১।

১৫। ঋগ্বৈদিক ল্যবর্থক অসমাপিকা (gerund) -ত্বায়, এবং -ত্বী প্রত্যয়ের স্থলে সংস্কৃতের মত -ত্বা প্রত্যয়ের ব্যবহার, যথা—ঋ বে হিত্বায় অথ বে হিত্বা, ঋ বে ভূত্বী অথ বে ভূত্বা ইত্যাদি। ঋগ্বেদে সুলভ -ত্বী অথর্ববেদে মেলে না। আর -ত্বায মেলে অথর্ববেদে মাত্র দু'বার (দ্র: ৮.৫৪ ২)।

১৬। কেবল অথর্ববেদেই ব্যবহৃত অথচ খুব প্রাচীন কতকগুলি বিশেষ শব্দ যথা, হ্বযামি, সর্ব (তু: বিশ্ব), বজ্জ্ব ইত্যাদি।[১৯]

৯.৮০ বেদোত্তর বা প্রাক্ সংস্কৃত যুগ—

৯.৩১ ব্রাহ্মণ সাহিত্য ॥

প্রাচীন গদ্য সাহিত্য হিসেবে বিপুল ব্রাহ্মণ সাহিত্যের (এবং অথর্ববেদ ও যজুর্বেদের গদ্যাংশের) মূল্য অপরিসীম। সাহিত্যিক বাচনভঙ্গী সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে বিশেষ ক'রে শতপথ ব্রাহ্মণ ও জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণের ভাষার গড়ন মোটামুটি একই ধরণের (homogeneous)। ব্রাহ্মণের গদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি[২০] সাধারণভাবে হল এইগুলি—

১। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ৫মী/৬ষ্ঠীর ১বচনের -আঃ স্থলে -ঐ বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, যথা—স্ত্রিয়ৈ পয়ঃ (ঐ ব্রা), ধেন্বৈ রেতঃ (তৈ ব্রা)। অথর্ববেদের গদ্যাংশ এবং যজুর্বেদের মন্ত্রে এই -ঐ বিভক্তি পাওয়া গেলেও ব্রাহ্মণে এর ব্যবহার অত্যন্ত সুলভ। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে এই -ঐ বিভক্তি সর্বত্র ব্যবহৃত—যদিও শতপথ ব্রাহ্মণের কাণ্বশাখায় এর প্রয়োগ একেবারেই নেই।

২। সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গবাচক -তৃ ভাগান্ত শব্দের (তু: ধাতৃ) রূপ গঠিত

১৯ দ্র: *Bloomfield* : The Atharvaveda, p. 47

২০ দ্র: VA (i) pp. 420-422

হয়েছে ই/উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের সাদৃশ্যে (তু: ঋগ্‌বেদে·৬ষ্ঠী ১ব স্বাতুঃ/সং ধাতৃণঃ, ঋ বে স্থাতর্/সং ধাতৃ)। আর কারকবাচক (agentative) শব্দের ক্রমশ বিশেষণ হিসেবে (adjectival) ব্যবহার দেখা গেল বলেই -তৃ ভাগান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে হল—ত্রী (১মা বহুব জনয়িত্র্যঃ <জনয়িত্রী (স্ত্রী) <জনয়িতৃ (পুং/স্ত্রী)। বলা বাহুল্য, বেদে এইজাতীয় প্রয়োগ ছিল না। ব্রাহ্মণেই এদের প্রথম আবির্ভাব।[২১]

৩। -অঞ্চ্ ইত্যাদি ভাগান্ত শব্দের (-স্ ভাগান্ত শব্দ বাদে) ক্লীবলিঙ্গ ১মা/২য়ার বহুবচনের পদগুলি ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে পাওয়া যায় না; ব্রাহ্মণেই এদের প্রথম আবির্ভাব (তু: প্রাঞ্চি, বৃন্তি < প্রাঞ্চ্, বৃত্)।[২২]

৪। -অন্ ভাগান্ত শব্দের ৭মীর ১বচনে কোন বিভক্তি সাধারণত প্রযুক্ত হত না ঋগ্‌বেদে। অথর্ববেদেও হত ক্বচিৎ। কিন্তু ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অহন এবং আত্মন্ মাত্র এই দুইটি শব্দেরই বিভক্তিশূন্য ৭মীর পদ পাওয়া যায়।[২৩]

৫। সংস্কৃতের মত এখানেও অতীতকালের আগম বা ভূতকরণ (augment) লুপ্ত হত কেবল নিষেধার্থক 'মা' যোগে। নির্বন্ধ ভাব বা লেট্-বিকারের (injunctive) প্রয়োগও 'মা' যোগে ছাড়া প্রায় লুপ্ত।[২৪] লেট্ প্রয়োগও (subjunctive) সুলভ নয়। লেটের তুলনায় বিধিলিঙ্ বা সম্ভাবক ভাবের (optative) প্রয়োগ বরং বেশি।[২৫] ক্বচিৎ আবার অথর্ববেদের মত লেটের ভাব-বিকরণ (modal sign) অ স্থানে আ দেখা যায় সম্ভবত অন্ত্য অ-গণীয় বা অবিকারী অঙ্গ ধাতুর (thematic) সাদৃশ্যে, যথা—অসাৎ, হনাথ, অদান্। ব্রাহ্মণের লেটে মৌল বিভক্তির (primary endings) প্রয়োগ মোটেই সুলভ নয়।[২৬] লেট্ বিভক্তির

২১ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 375

২২ দ্র: *ibid* ff 408b, 379b ; VGS ff 76b

২৩ দ্র: *Wackernagel* : AG (iii) ff 145d

২৪ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 587b, 563

২৫ দ্র: *ibid* ff 557, 563—564

২৬ দ্র: *ibid* ff 615

প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য হল—প্রাচীন -এ বিভক্তির স্থলে -ঐ বিভক্তির প্রাচুর্য। যথা,—আত্মনেপদী ম পু ১ব : ঋ বে অ-সে কিন্তু ব্রা (এবং অথ বে) অ-ৈস ; প্র পু ১ব : ঋ বে অ-তে কিন্তু ব্রা (এবং অথ বে) এবং পরবর্তী অ-তৈ ; প্র পু বহুব : ঋ বে (এবং অথ বে) -অন্ত কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণে -অন্তৈ।[২৭] দ্র: ৮.৫২.১১৫। ব্রাহ্মণে অভিপ্রায়ের ব্যবহার বর্ণনা- বা আখ্যানমূলক (narrative) নয়, বরং প্রত্যক্ষ ভাষণমূলক (direct speech)।

অনুজ্ঞা ভাব বা লোটের (imperative) একটি বিশেষ প্রয়োগ হল ঋগ্বেদের শৃণুধি (ম পু, ১ ব) ছাড়াও শৃণুহি/শৃণু (ঋ বে ৩: ১, অথ বে ১: ৬)। কিন্তু এই পদগুলির বিকল্প প্রয়োগ ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। এখানে শৃণুহি -জাতীয় প্রয়োগ প্রায় লুপ্ত।[২৮] ব্রাহ্মণে কর্মবাচ্যে বিধিলিঙ্-এর প্রয়োগ মেলে কিন্তু ঋগ্বেদ/অথর্ববেদে তা' মেলে না (তু: ছা উ ধ্মায়ীত : ১ বার)।[২৯]

৬। যৌগিক লিটের (periphrastic perfect) প্রাচীনতম প্রয়োগ দেখা যাবে অথর্ববেদে একবার (গময়াঞ্চকার)। কিন্তু এখানে √কৃ ধাতু সহায়ক ক্রিয়া। ব্রাহ্মণেও তাই—যদিও সহায়ক √অস্ ধাতুর ব্যবহার মোটেই সুলভ নয়। আর সহায়ক √ভূ ধাতুর ব্যবহারও অজ্ঞাত।[৩০] এই ব্যাপারে পাণিনির অনুশাসনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের ভাষার মিল দেখা যায়। পাণিনি সহায়ক √কৃ ধাতুরই অনুমোদন করেছেন—যদিও কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি পাণিনির সূত্রকে ব্যাখ্যার কৌশলে √ভূ এবং √অস্ ধাতুকেও সূত্রের অন্তর্গত করেছেন।

৭। লিট্-পদ বেদ এবং আহ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সমস্ত স্তরেই বর্তমানকাল সূচক। ব্রাহ্মণে এইরূপ আরও কয়েকটি পদের সন্ধান মেলে, যথা—দাধার (বিশেষ ভাবে), বিভায় ইত্যাদি।[৩১]

---

২৭ দ্র: *ibid* ff 561a, 562

২৮ দ্র: *ibid* f. 704

২৯ দ্র: *ibid* ff 771 d, VGS ff 154 *b*

৩০ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 1070, 1073, 1073a

৩১ দ্র: *ibid* ff 821c

৮। স্‌-যুক্ত লুঙ্‌পদের (s-aorist) ম পু/প্র পু ১বচনে (পরস্মৈ) সংযোজক স্বর (union vowel) -ঈ- অথর্ববেদে মেলে ক্বচিৎ কিন্তু ব্রাহ্মণে মেলে সুপ্রচুর—ব্যতিক্রম কেবল অদ্রাক্‌ (=অদ্রাক্ষীৎ), অয়াট্‌, ভৈঃ <√দৃশ্‌, √যজ্‌, √ভী।৩২ স্‌-যুক্ত লুঙের লেট্‌ প্রয়োগ ব্রাহ্মণে দুর্লভ—ব্যতিক্রম কেবল যক্ষৎ, রক্ষৎ <√যজ্‌, √বহ্‌।৩৩

৯। লৃট্‌মূলের অভিপ্রায় ভাব বা লেটে ব্যবহার বৈদিক দু'-একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, যথা—ঋগ্‌বেদে করিষ্যাঃ (ম পু ২ব পরস্মৈ)। ব্রাহ্মণেও কয়েকটি এইজাতীয় উদাহরণ মেলে, যথা—ঐ ব্রা নোৎস্যাবহৈ (<√নুদ্‌); গো ব্রা এষ্যামহৈ, তঙ্‌স্যামহৈ—যদি অবশ্য পাঠগুলিকে নির্ভুল ধরা যায়।৩৪

'কাল' হিসেবে যৌগিক লৃট্‌-এর (periphrastic future, লুট্‌) আবির্ভাব ব্রাহ্মণে নতুন। বেদে এগুলি ঠিক কালবাচক ছিল না, ছিল কৃদন্ত বিশেষণ আর ক্রিয়াও থাকত উহ্য। যথা—'অন্বাগন্তা যজ্ঞপতি র্বো অত্র' (তৈ সং ৫।৭।৭।১, বাজস সং)। ব্রাহ্মণে 'কাল' হিসেবে এর ব্যবহার প্রচুর।৩৫ এছাড়া ব্রাহ্মণে যৌগিক লৃটের আত্মনেপদী পদগুলিকে সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখা গেল। যথা, শয়িতাসে (শ ব্রা) গঠিত হয়েছে পরস্মৈপদী শয়িতাসি-এর সাদৃশ্যে (তু: নৈষধচরিতে নিজন্তমূল দর্শয়িতাহে)।৩৬

লৃটের ভূতকাল (preterite of the future, conditional, লৃঙ্‌) ঋগ্‌বেদে মেলে একবার (অভরিষ্যৎ, ২।৩০।২)। ব্রাহ্মণেও এইজাতীয় লৃটের অতীত দুর্লভ সংস্কৃতের মতই। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে এর প্রয়োগ-বাহুল্য দেখা যায়।৩৭

১০। নিষ্ঠান্ত কৃদন্ত বিশেষণ (past active participle) হিসেবে —তবন্ত্‌ প্রত্যয়ের ব্যবহার ঋগ্‌বেদে ছিল না। তা' ছিল কেবল অধিকার-

৩২ দ্র: *ibid* ff 888

৩৩ দ্র: *ibid* ff 893, VGS p. 162 (footnote)

৩৪ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 938

৩৫ দ্র: VGS ff 152, *Whitney* ; *ibid* ff 946

৩৬ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 947

৩৭ দ্র: *ibid* : 941, VGS ff 153

বাচক (possessive) তদ্ধিত প্রত্যয়। অথর্ববেদের একটি উদহারণে এই কৃদন্ত অর্থ সুস্পষ্ট হল (যথা—ভাবে ৭মীর প্রয়োগ : অশিতাব্রতি অতিথৌ)। ব্রাহ্মণেও কিন্তু এইজাতীয় প্রয়োগ বিরল। অতীত কাল জ্ঞাপক অর্থ এসেছে ব্রাহ্মণোত্তর যুগে।[৩৮]

১১। কৃত্য প্রত্যয়ার্থক (future passive participle, gerundive) -ত্ব মেলে কেবল ঋগ্‌বেদে, কিন্তু ব্রাহ্মণেও এর উদাহরণ মেলে (জেত্ব, স্নাত্ব, হন্ত্ব)। এছাড়া কেবল অথর্ববেদে ব্যবহৃত -তব্য,-অনীয় প্রত্যয়ান্তক পদের ব্যবহারও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।[৩৯]

১২। ল্যবর্থক অসমাপিকার (gerund, indeclinable participle) প্রত্যয়গুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদে বহুল প্রচলিত -ত্বী অথর্ববেদে মেলে না, কিন্তু মেলে ব্রাহ্মণে কমবেশি। -ত্বায় ঋগ্‌বেদে ও অথর্ববেদেব মতই ব্রাহ্মণে মেলে। শতপথ ব্রাহ্মণে ণিজন্তমূলে -ত্বায় প্রত্যয় প্রযুক্ত হতে দেখা যায় একবার (স্পাশয়িত্বায়<√স্পশ্‌)।[৪০]

-অম্‌ যুক্ত ল্যবর্থ প্রয়োগ ঋগ্‌বেদ/ অথর্ববেদে মেলে না [দ্র: ৮.৫৪.২]। এইজাতীয় প্রয়োগ ব্যবহৃত কেবল ক্রিয়াবিশেষণে ২য়ার মত। কিন্তু ব্রাহ্মণে (এবং সূত্রসাহিত্যে) দেখা যাবে এর প্রকৃত ল্যবর্থক ব্যবহার (তু: শ ব্রা : শাখাং সমালম্ভম্‌ 'শাখা ধরিয়া')। সংস্কৃতে এর দ্বিত্ব প্রয়োগ (অর্থাৎ ণমুল্‌) পাওয়া যায় (তু: শ্রাব্রম্‌-শ্রাব্রম্‌, দর্শম্‌-দর্শম্‌)।[৪১]

১৩। তুমর্থক বিভিন্ন প্রত্যয়গুলির (infinitive) মধ্যে -তু মূলক (-তুম্‌, -তবৈ/-তবে,-তোঃ) এবং ধাতুমূলক নামশব্দের [root noun] (-অম্‌,-এ/ঐ, -অস্‌,-ই) পদগুলি বাদে অন্যান্যগুলি অর্থাৎ -অস্‌,-মন্‌,-বন্‌,-তি,-ই,-ধি,-ষি (কেবল ৪র্থী) এবং -সন্‌, -তর্‌ (কেবল ৭মী) ঋগ্‌বেদেই লভ্য—অন্যত্র নয়।

৪র্থীর তুমর্থক প্রয়োগ ২য়ার চেয়েও ব্যাপক ছিল ঋগ্‌বেদে (১২ : ১) এবং কতকটা অথর্ববেদেও (৩ : ১) ; কিন্তু ৪র্থীর তুমর্থ ব্রাহ্মণে প্রায়

৩৮ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 960

৩৯ দ্র: *ibid* : 964-967 ; VGS ff 162

৪০ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 993

৪১ দ্র: *ibid* ff 995

লুপ্ত। ব্যাপক ছিল কেবল—তবৈ (এতবৈ)। এছাড়া পাঁচ/ছয়টি -এ (শ ত্রা আরম্ভে), -তরে (অরিতরে, স্তর্তরে), -ধ্যৈ (সহৈধ্যৈ < √সহ্) ; অপরদিকে ২য়ার তুম্ ঋগ্‌বেদে মাত্র পাঁচবার—অথর্ববেদেও বেশি নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণে প্রচুর (৪র্থীর দু'গুণ) —যদিও -অম্ অসুলভ কিন্তু -তুম্ ব্যাপক। ৭মীর তুমর্থক প্রয়োগ ব্রাহ্মণে লুপ্ত। ৫মী/৬ষ্ঠীর তুম্ (-অস্,-তোঃ) ব্রাহ্মণে ৪র্থীর তুম্-প্রয়োগের মতই সীমিত (দ্র: ৮.৫৪.৩)। তবে 'ঈশ্বর' ('সমর্থ, প্রায়') শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত ৬ষ্ঠীব তুমর্থক প্রয়োগ ব্রাহ্মণেব অপব এক বিশেষ লক্ষণ, যথা—তা (=দেবতাঃ) ঈশ্বরাঃ এনম্ প্রদহঃ (তৈ সং) 'তারা তাকে পোড়াতে পারে' ; তা ঈশ্বরাঃ যজমানং হিংসিতোঃ (মৈত্রা সং)।[৪২]

১৪। সনন্ত পদে (desiderative) সংযোজক -ই- ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে সুলভ নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণে এর ব্যবহার ব্যাপক (জিগমিষ, চিক্রমিষ)। ক্রিয়ামূল হিসেবে সনন্তের ব্যাপক প্রয়োগ ব্রাহ্মণে দেখা যায়। যেমন, সনন্তমূল যৌগিক লিট্ (ঈপ্সাম্ চকার), ইস্-যুক্ত লুঙ্ (ঐপ্সীৎ), লৃট্ (ঈপ্সিষ্যামি), শত্রর্থক (লিপ্সমান) ইত্যাদি।[৪৩] ঋগ্‌বেদে অবশ্য লিট্ প্রয়োগ মেলে ক্বচিৎ সনন্তমূল মিমিক্ষ্-এর। অথর্ববেদেও দু'টি লুঙ্-পদ পাওয়া যায় (ঈর্ৎসীঃ, অচিকিৎসীঃ) দ্র: ৮.৫৩.৩।

১৫। ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে নামধাতুর (denominative) বহুল ব্যবহার দেখা যায় (যথাক্রমে প্রায় ১০০ ও ৫০টি) ; কিন্তু এখানে তা' নয়—ব্যতিক্রম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণেব কিছু পদ (সংখ্যায় যথাক্রমে ২০টি ও ১২টিরও কম)।[৪৪] সংস্কৃতে অবশ্য এর ব্যাপকতা আরও বেড়ে গেছে।

১৬। শত্রর্থক (present participle) -উক প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ ব্রাহ্মণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যথা—নাশুক, রেদুক, শিক্ষুক (ঋ বে শিক্ষু) ইত্যাদি।[৪৫]

---

৪২ দ্র: *ibid* ff 984a, c ; VGS pp. 337-338

৪৩ দ্র: *Whitney : ibid* ff 1031, 1033

৪৪ দ্র: *ibid* ff 1057

৪৫ দ্র: *ibid* ff 1180

১৭। 'হওয়া' অর্থে 'রূপম্-কৃ'—এইজাতীয় প্রয়োগ ব্রাহ্মণ পদক্রমে (syntax) এক বিশিষ্টতা লাভ করেছে (আরও দ্র: ৮.৯০।৩,৭,১১)।[৪৬]

১৮। অতীতকালের প্রযোগ ঋগ্বেদের তুলনায ব্রাহ্মণে সুনির্দিষ্ট। প্রত্যক্ষ ভাষণ (direct speech) ছাড়া লুঙের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। আখ্যানমূলক ভাষণে (in narration) অতীতের ব্যবহার ছিল সাধারণ লঙের—যদিও লিটের প্রয়োগ অসুলভ নয়। দীর্ঘ অভ্যস্ত পদ সমন্বিত লিটের (perfect with heavy reduplication) অর্থ ব্রাহ্মণে বর্তমান কাল জ্ঞাপক, কিন্তু অন্যান্য লিটের পদগুলি প্রায়শই আখ্যানমূলক অতীত কাল জ্ঞাপক। বলা বাহুল্য, আখ্যানমূলক লিটের প্রযোগ অর্বাচীনত্বের স্বাক্ষর। অতীতের প্রয়োগ সম্পর্কে পাণিনির সূত্র ব্রাহ্মণের গদ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতার ব্রাহ্মণ অংশে ব্যবহৃত কিছু আখ্যানমূলক লিট্ পরোক্ষ বা বক্তানিরপেক্ষ ভাষণে ব্যবহৃত হয়েছে—যা' পাণিনীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল।[৪৭]

৯.৩২ উপনিষদ্ ॥

উপনিষদের ভাষাশৈলীর সঙ্গে ক্ল্যাসিকাল্ সংস্কৃতের অনেক নৈকট্য দেখা যায়। তবে ভাষার প্রাচীনত্বের চিহ্নও অবলুপ্ত নয়।[৪৮] যেমন—

১। অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি -অসস্ যথা, জনাসঃ (কঠ উ ১।১।১৯)।

২। অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচনের বিভক্তি -আ যথা, ত্রী চ শতা ত্রী চ সহস্রা (বৃহদ্ উ ৩।৯।১)।

৩। আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের বিভক্তি -আ যথা, দেষা (ছা উ ৬।১৩।১), মনীষা (কঠ উ ২।৬।৯ ; শ্বে উ ৩।১৩)।

৪। ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি -ঈস্ যথা, মানুষীঃ (তৈ উ ৩।১০।২)।

৫। -অন্ ভাগান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে বিভক্তি লুপ্ত, যথা—অক্ষন্

৪৬ দ্র: *ibid* ff 268 a

৪৭ দ্র: *ibid* ff 822

৪৮ দ্র: VA (i) pp. 483-484

(বৃহদ্ উ ২।২।২); আত্মন্ (বৃহদ্ উ ২।৩।৬ ; কঠ উ ২।৪।১); ব্যোমন্ (তৈ উ ২।১)।

৬। সর্বনাম তৎ শব্দের প্রাচীন আর একটি রূপ -ত্যং -মূলের (বৃহদ্ উ ২।৩।১) ব্যবহার (তু: প্রা: পারসীক *tya/sya*) অথবা ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্যবহৃত একবার তস্মাদ্ স্থলে স-মূল সম্মাদ্-এর ব্যবহার (তু: ঋ বে সস্মিন্)।৪৯

৭। আ-কারান্ত বা ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অথবা সর্বনাম তৎ, এতৎ, যৎ শব্দের পঞ্চমী/ষষ্ঠীর স্থলে চতুর্থীর ব্যবহার, যথা—তেষাম্ সংক্লৃপ্তৈ (=৫মী) বর্ষম্ সংকল্পতে (ছা উ ৭।৪।২) ; ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্ (তৈ উ ১।১১।১) ; এতস্যৈ দেবতায়ৈ স যুজ্যং জয়তি (বৃহদ্ উ ১। ৫।২৩) ; জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি (বৃহদ্ উ ২।৪।৫) ; বীণায়ৈ তু গ্রহণেন শব্দো গৃহীতো ভবতি (বৃহদ্ উ ৪।৫।১০) ; তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরম্ (বৃহদ্ উ ১।৫।১১), অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু (বৃহদ্ উ ২।৫।৮) ; যস্য প্রিয়ো বুভূষেদ্ যস্যৈ বা (কৌষ উ ২।৪) ইত্যাদি।

৮। ক্রিয়াগঠনের ক্ষেত্রে প্রাচীন 'ভাব' বা 'বৃত্তি'গুলি (mood) যথা, অভিপ্রায় এবং নির্বন্ধের ব্যবহার ক্রমশই লোপ পেল। শুধু প্রাচীন উপনিষদ্গুলিতেই (বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে) এদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রইল। যেমন—অসৎ (বৃহদ্ উ ৫।৫।১), ইচ্ছাসৈ (বৃহদ্ উ ৬।১।১০), প্রাপম্ (বৃহদ্ উ ৫।১৩।৭), উপ সীদথাঃ (ছা উ ৬।১৩।১) ইত্যাদি।

৯। -তাৎ -যুক্ত অনুজ্ঞার প্রয়োগ প্রথম পুরুষের একবচনে পাওয়া যায় বৃহদারণ্যকে দু'বার। যেমন—অয়ং তস্য রাজা মূর্ধানং বিপাতয়তাৎ (বৃহদ্ উ ১।৩।২৪) ; অভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য (বৃহদ্ উ ৪।২।৪)।

১০। ক্বচিৎ 'মা' যোগেও লুঙ্-পদের আগম লুপ্ত নয় যথা 'মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তৎ' (বৃহদ্ উ ৩।৬।১) তু: ব্যপপ্তৎ (শ ব্রা), অগাঃ (তৈ আ)।৫০

১১। ক্ল্যাসিকাল্ সংস্কৃতের মত আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদীর ব্যবহার বিশেষ কতকগুলির ধাতুর ক্ষেত্রে তখনও সীমাবদ্ধ হয় নি। যথা,—

৪৯ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 495b ; VGS p. 106

৫০ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 579e

অধ্যেতি, অধ্যেষি (ছা উ ৫।১১।২ ৬), অধীহি (ছা উ ৭।১।১), মন্থানি (ছা উ ৮।১২।৫), ঐক্ষৎ (কঠ উ ২।৪।১) ।

১২। কতকগুলি অনিয়মিত বর্তমানের ব্যবহার যথা—ভুঞ্জামঃ (ছা উ ৪।১২।২), কৃণ্বতে (শ্বে উ ২।৭) ; কিছু লিটের পদও অনিয়মিত, যথা—পস্পর্শুঃ (কেন উ ২৭) ; কর্মবাচ্যের (passive voice) প্রয়োগও লক্ষণীয়, যথা—ব্যশীর্যৎ (ছা উ ৫।১৫।২) এবং পরিমুচ্যন্তি (মু উ ৩।২।৬) ।

১৩। প্রাচীন বেদসুলভ ধাতু এবং উপসর্গের বিশ্লিষ্ট প্রয়োগ, যথা—পরা অস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি (বৃহদ্ উ ১।৩।৭), উদ্ অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি (বৃহদ্ উ ২।১।১১) ; অনু মা শাধি (বৃহদ্ উ ৪।২।১) ; আ চ গচ্ছেয়ুঃ উপ চ নমেয়ুঃ (ছা উ ২।১।৪) ।

১৪। লিট্‌পদের উত্তমপুরুষ একবচনে বর্ধিত ক্রম ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে ব্যবহৃত হত না কখনও (চকর ততপ) । কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ধিত ক্রমের প্রয়োগ দেখা যায় (চকার—কিন্তু শ ব্রা চকর) । তুলনীয় চকার, জিগায়—আশ্ব শ্রৌ সূ । ৫১

১৫। উপনিষদের গদ্যের ক্ষেত্রে সন্ধির নিয়ম সংস্কৃতের মতই সুনিয়মিত এবং সুনির্দিষ্ট— যদিও কিছু কিছু অনিয়ম মেলে পদ্যাংশে ।

উপনিষদের রচনারীতির নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দ্রষ্টব্য । যথা—

ক ॥ অতি পরিচিত ঘরোয়া উপমা (similes) এবং রূপকের (metaphor) ব্যবহার ।

খ ॥ স্মরণযোগ্য বিশেষ বিশেষ শব্দ ও ভাব-প্রবচনের পুনরাবৃত্তি ।

গ ॥ প্রহেলিকজাতীয় গূঢ় ও রহস্যমণ্ডিত প্রবচনের ব্যবহার ।

ঘ ॥ ভাবের চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি প্রদর্শনের জন্য অত্যন্ত নিখুঁত ও সূক্ষ্ম বর্ণনার ক্রমবিন্যাস ।

ঙ ॥ দার্শনিক তত্ত্বকে সরস করার জন্য ছোট ছোট আখ্যানের সমাবেশ ।

চ ॥ সাধারণ-গ্রাহ্য ধারণা ও তথ্যের সমাবেশের দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থাপনা—যার ফলে সাধারণের ঔৎসুক্য ও বিশ্বাস সহজেই জাগরিত হয় ।

---

৫১ দ্রঃ *ibid* ff 793d ; VGS p. 149

৯.৩৩ সূত্র সাহিত্য ॥

সূত্র সাহিত্যের ভাষা ব্রাহ্মণের মতই সংক্ষেপিত এবং প্রবচনমূলক। ব্রাহ্মণের ভাষা সাধারণত লিখিত হত ছোট ছোট বাক্যসমবায়ে—সম্বন্ধ বাচক (relative) এবং হেত্বর্থক (conditional) বাক্যাংশের (clause) ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। সূত্র সাহিত্যেও বাক্য-সংক্ষেপের জন্য দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ এবং ল্যবর্থক অসমাপিকা (gerund) ব্যবহার করা হত। বলা বাহুল্য, সূত্র সাহিত্যের ভাষা পাণিনির ভাষাদর্শের খুবই নিকটাত্ম। তবে এখানেও প্রায়শ এমন শব্দ বা পদ পাওয়া যাবে যার প্রচলিতি ছিল কেবল বৈদিক যুগেই। অথবা এখানে মেলে কিছু প্রাকৃতায়িত বা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগ। তবু মহাকাব্যের ভাষার ব্যাকরণগত বন্ধন-মুক্তি এখানে মিলবে না। সূত্র সাহিত্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ৫২ হল—

১। সম্ভবত প্রাকৃতসুলভ ঋ>অ ; যথা—অণিক <ঋণিক ? (আপ ধ সূ ১.৬.১৯.১)।

২। প্রাকৃতসুলভ ন>ণ ; যথা—ণাম (আপ শ্রৌ সূ ১০.১৪.১), এণম্ (আপ শ্রৌ সূ ১৪.২৭.৭), অনুলেপণ (আপ ধ সূ ১.৩.১১.১৩) ইত্যাদি।

৩। স্ এবং শ্ -এর ব্যবহার-বিপর্যয়, যথা—ব্রসীয়ান্ -এর স্থলে ব্রশীয়ান্ (কৌ সূ ৪.১৫) ; পাংসু শব্দের স্থলে পাংশু (কৌ সূ ২৭. ১৮, ১৯.২১)।

৪। কৌশিক সূত্রে প্রায়শই ছ-এর স্থলে -ৎস্-এর ব্যবহার, যথা—অরছাদ্য স্থলে অরৎসাদ্য (কৌ সূ ২৪.১০)।

৫। প্রায়শই জ্ -এর স্থলে য়্-এর ব্যবহার, যথা—য়ুনয়্মি (=য়ুনজ্মি) [কৌ সূ ৩.১]।

৬। আ/ঈ/উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের চতুর্থীর একবচনে -ঐ বিভক্তি, যথা—দক্ষিণায়ৈ (আপ শ্রৌ সূ ২.৮.৩)। 'ব্রিদ্যা' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বিভক্তি লোপ অর্থাৎ—ব্রিদ্যা (আপ ধ সূ ১.১১.৩০.৩)। দার শব্দের একবচনে ব্যবহার (আপ ধ সূ ২.১.১.১৭-১৮)। বিভক্তির পূর্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বীভবন যথা—পত্নিভিঃ (আপ শ্রৌ সূ ১৪.১৫.২), গ্রামণিভিঃ (আপ শ্রৌ সূ

৫২ দ্র: VA (i), pp. 484-485

২০.৪.৩)। প্রথমার বহুবচনে পত্নয়ঃ (বৃহদ্দেবতা ২.৮, ১২; ৩.৯২)। প্রথমার বহুবচনে গাঃ (আপ শ্রৌ সূ ১০.২৬.৭); -অন্‌ভাগান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে বিভক্তিলোপ, যথা—অহন্‌ (আপ শ্রৌ সূ ৯.২.১), আত্মন্‌ (আপ শ্রৌ সূ ৬ ২৮.২০, কৌ সূ ৭২.৪২), ধামন্‌ (বৌধা শ্রৌ সূ ১০.৫৯ ইত্যাদি), চর্মন্‌ (বৌধা শ্রৌ সূ ৬.২৮, ১৫.১৭)।

৭। 'আদত্তে'র স্থলে আদদাতি (এবং দদাতি) পদের ব্যবহার (বৈখানস স্মার্তসূত্র ৯. .৪ ইত্যাদি)। বৃহদ্দেবতায় প্রায়ই অতীতকালে আগম বা ভূতকরণের লোপ যথা—বোধযৎ (৪ ১১৫), সীদৎ (৪.১১১) ইত্যাদি। সম্ভাবক ভাবে (optative)—ঈত বিভক্তির প্রয়োগ যথা—দদ্মীত (আপ শ্রৌ সূ ৫.২৫.১৮), প্রক্ষালযীত (আপ ধ সূ ১.১.২.২৮), ধারয়ীত (মান গৃ সূ ১.১.১০) কাময়ীত (বৌধা শ্রৌ সূ ২.১), উপনয়ীত (কৌ সূ ১৭ ৩১.৭১ ইত্যাদি)। সম্ভাবকভাবের বহুবচনে—ঈরন বিভক্তির ব্যবহার, যথা—উপকল্পয়ীরন (বৌধা শ্রৌ সূ ২৫.১২)।

৮। 'মা' যোগেও কচিৎ লুঙ পদের আগম লুপ্ত নয় (কৌশিক সূত্র অনশৎ)।[৫৩]

৯। ল্যবর্থক অসমাপিকায় (gerund)-ত্বায় প্রত্যয়ের ব্যবহার—যা' ব্রাহ্মণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেও মেলে যথা—অনবক্রম্য (আপ শ্রৌ সূ ২ ১৩ ৭), অভিষেকম (বৌধা শ্রৌ সূ ২ ১), অযুজকারম্ (হিরণ্যকেশি পিতৃমেধ সূত্র ১.) ল্যবর্থক অসমাপিকার অন্য অনিয়মিত ব্যবহার, যথা—শোচ্য (কৌ সূ ৫৩ ১৮) ক্ষিপা (কৌ সূ ৭০ ১৮) ত্যজ্য (আগ্নিবেশ্য গৃ সূ ৩ ১১ ২) সংস্তু (বৃহদ্দেবতা ৪ ৩) সংগৃহীত্বা (বৃহদ্দেবতা ২ ৪৮)।

১০। সন্ধিতেও অনেক ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—সন্ধির দ্বারা বিযুক্ত স্বরের একীকরণ অর্থাৎ সন্ধির দ্বিত্ব প্রয়োগ (removal of hiatus by crasis)। যথা—পত্ন্য ঞ্জলৌ <পত্ন্যাঃ+অঞ্জলৌ (কৌ সূ ৬ ১৭), দৈবতেতি <দৈবত+ইতি <দৈবতে+ইতি (কৌ সূ ৬.৩৪) ইত্যাদি।

৫৩ দ্র: *Whitney* ' *ibid* ff 579 e

॥ ১০ ॥

মহাকাব্যের সংস্কৃত:(Epic Sanskrit)

১০. ১০ মহাকাব্যের (রামায়ণ ও মহাভারত— খ্রী: পূ: ৫ম-৪র্থ শতক) ভাষার সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতাদর্শের বিশেষ পার্থক্য নজরে না পড়লেও পাণিনি-বিরুদ্ধ অনেক প্রয়োগ দেখা যাবে। আর তার কারণও স্বাভাবিক। এই রচনা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা উদ্ভূত নয় অথবা তা' নয় দরবারী সাহিত্য। তার উদ্দেশ্যে ছিল না অভিজাত বা মননশীল সম্প্রদায়ের মন-স্তুষ্টিবিধান। এ হল জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত লোক সাহিত্য (দ্র: ৭.৩১)। এইজন্যই এর ভাষার অনেকাংশ প্রাকৃতাশ্রিত।[১] এমন কি বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতের সঙ্গেও এর যোগ রয়ে গিয়েছে—যেমন লট্ মূল অনুজ্ঞা প্রাকৃতে মেলে না কিন্তু মেলে বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতে (দ্র: ১০.৫২)।[২] অথবা আহ্বাপয়ং -জাতীয় পদের (দ্র: ১০.৬২) সমর্থন মেলে এখানেও।[৩] মহাকাব্যের ভাষার সঙ্গে যে পরবর্তী পুরাণ সাহিত্যের ভাষার নিবিড় সংযোগ রয়েছে তাও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে (দ্র: ৭.৩১)। কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য হল—মহাকাব্যের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ সংগতি নেই (দ্র: ৭.৩১)। বরং ব্রাহ্মণ/উপনিষদ্/সূত্র -সাহিত্যের অর্বাচীন ভাষা-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই ভাষার সাধর্ম্য (প্রভাব নয়) রয়েছে যথেষ্ট। আর প্রায় সমসাময়িক ব'লে তা' থাকা বিচিত্র নয় মোটেই। উদাহরণ-স্বরূপ—

---

১ দ্র: *N. Sen* : The Influence of MIA on the Language of the *Rāmāyaṇa,* IL Vol. 25, p. 200

২ দ্র: *Edgerton :* BHSG p. 152 (ff 31. 37)

৩ দ্র: *ibid* : ff 38. 42

ক ॥ মহাকাব্যে প্রায়ই নিষেধার্থক 'মা' যোগে আগম লুপ্ত নয়। মহাকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের (দ্র: ১০.৫৩।৩) সঙ্গে তুলনীয়—ব্যপপ্তৎ (বৃহদ্‌ উ ৩.৬.১ ; শ ব্রা), অগাঃ (তৈ আ), অনশৎ (কৌ সূ) ।[৪]

খ ॥ অবৈদিক যৌগিক লৃট্‌ বা লুট্‌ প্রয়োগ (periphrastic future) উভয় ক্ষেত্রেই মেলে প্রচুর (দ্র: ১০.৫২) ।

গ ॥ ব্রাহ্মণ সাহিত্যসুলভ 'স্ম হ', 'হ স্ম' বা 'ইতি স্ম হ' বাক্যাংশের ব্যাপক প্রয়োগ মেলে মহাভারতে।[৫] তাছাড়া 'স্ম…পুরা' ব্যবহৃত হত ঋগ্‌বেদে কেবল বর্তমান কালে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও মহাভারতে অন্যান্য 'কালে'ও এর প্রয়োগ দেখা যায়।

ঘ ॥ একজাতীয় অব্যয়ীভাব সমাসের বিশেষণরূপে প্রয়োগ (অপাণিনীয়) ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে মাত্র এক একবার ব্যবহৃত (ঋ বে যাচ্ছ্রেষ্ঠ অথ বে যাবচ্ছ্রেষ্ঠ) [দ্র: ৮ ৭১।৪,৫]।[৬] এর বহুল প্রয়োগ মেলে ব্রাহ্মণে (শতপথ ব্রাহ্মণে অন্তত চারবার)। মহাভারতেও তাই।[৭]

ঙ ॥ ণমুল্‌ প্রয়োগ বেদে দুর্লভ হলেও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মত মহাভারতে দুর্লভ নয় (দ্র: ১০.৭২) ।

মহাকাব্যের ভাষার লৌকিক লক্ষণগুলি[৮] সংক্ষেপে হল এই—

—

৪ দ্র· *Whitney* · Skt Gr ff 579, 579e

৫ দ্র *Kulkarni* : Un-*Pāninian* Forms & Usages in the Critical Edition of the *Mahābhārata* (5 use of sma), BDCRI Vol XI nos. 2-4 p 362 ; VGS pp. 250-251

৬ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 1313d

৭ দ্র: *Gokhale* : Un-*Pāninian* Forms (6 compounds), IL Vol. 17 pp. 121-122, 124 (8)

৮ দ্র আকর গ্রন্থের সংখ্যাবাচক উদ্ধৃতিগুলি সবই প্রামাণিক সংস্করণের (critical edition)—কেবল অন্য পাঠগুলি সূচিত হয়েছে এই ভাবে—বাং=বাংলা পাঠভেদ ; নি=বোম্বাই পাঠভেদ (নির্ণয় সাগর প্রেস) ; উ প=উত্তর পশ্চিমা বা লাহোর পাঠভেদ ।

১০.২০ সন্ধি (euphonic combination) ॥[৯]

বেদের মত পাদমধ্যগত স্বর-সংযোগ (hiatus) মহাকাব্যতেও মেলে। তবে অন্তর্গত সন্ধি (internal Sandhi) বেদের মতই দুর্লভ (তুঃ তিতউ, প্রউগ)—রামায়ণ ও মহাভারতে তা' মেলে সমাসবদ্ধ পদে, যেমন—নারায়ণ-উরোগত ম ১।১৬।৩৫, দেবর্ঋষীণাম্ ম ১।১১৪।৩৬ ; পরমঋষি রা ১।১৮।৫৯ নি। মহাভারতে অপাণিনীয় ব্যঞ্জনসন্ধি বিরল, কিন্তু রামায়ণে তা' অসুলভ নয়। যথা, ভগবান্নাহ রা ১।৬৩।২১ নি, ধারয়নপ্রমেয়ঃ রা ৭।৩৬।৪৪নি। পাদমধ্যগত অনিয়মিত স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে— কন্যা অনুরূপা ম ১।১০৩।৫, প্রবিশতি অপৃষ্টো…ম ৫।৩৩।৩৫, বেদ ইহ ম ১।৩।৮০, স্ম ইতি ম ১।৯৩।৩৪ ; ব্রাহ্মণস্য উপাহৃত্য ম ১।২০৫।২২, ক্ষত্রিয়া উচ্ছিষ্টেন ম ১।৩।১১২, আগতা ইহ ম ১।১৪২।৭, হত্বা একচক্রাং ‥ম ১।৯০।৭৯, তে ঋতবঃ ম ১।৩।১৭৩ ; উপাঘ্রায় ইদম্ রা ৭।২৯।৩১ নি, রাম উৎসাদিতম্ রা ১।২৪।৩২ নি।

বিসর্গসন্ধির ক্ষেত্রে—শ্রেয়ো আত্মবধো…ম ১।১৪৯।৬, রক্ষো অত্তুম্… রা ১।১৬৭।২১। সন্ধির দ্বিত্ব প্রয়োগও (double crasis) মেলে। যথা—অতো নিমিত্তম্ ম ৩।৫৮।৩২, দেবাভবন্ ভীতা (<দেবাঃ+অভবন্) ম ১।২০১।১০ ; সোবাচ রা ১।৫৮।৪ নি, যস্যাহম্(<যস্যাঃ+অহম্) রা ১।২০।৩নি ইত্যাদি।

১০.৩০ শব্দরূপ (declension) ॥[১০]

শব্দরূপের ক্ষেত্রে প্রাকৃতসুলভ প্রবণতা দেখা যাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে—

---

৯ দ্র: *S. K. De* : "A note on hiatus in Epic Sandhi" in IL (Bagchi Memorial Vol) 1957 pp. 12-15, ; *Kulkarni* : Un-*Pāṇinian* Forms....(4. Sandhi) in BDCRI Vol V, 1944 pp. 13-33 ; *S. Vrat* : RLS pp. 179-199 ; *N. Sen* : Some Phonetic characteristics of the *Rāmāyaṇa*, JASB Vol XVIII, nos. 1-3, 1951

১০ দ্র: *N. Sen* : Un-*Pāṇinian* Nominal Declension in the *Rāmāyaṇa*, JOIB Vol 5 no. 2, 1955 ; *Vrat* : RLS pp. 199-201 ; *F. Edgerton* : Epic Studies : second series (*Sabhā Parva*) in BDCRI Vol. V pp. 1-12

১। শব্দমূলের পরিবর্তন (transference of stem) ॥ মহাকাব্য-দু'টিতে সাধারণত ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলির স্বরান্ত শব্দে পরিণতি ঘটেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। যেমন, -অন্, -মন্, -বন্ত্, -ইন্, -অস্, -ইস্, -উস্ ইত্যাদি ব্যঞ্জনান্ত শব্দ পবিণত হয়েছে স্বরান্ত শব্দে—পদান্ত বাঞ্জন লুপ্ত হয়ে অথবা স্বরবর্ণ যুক্ত হয়ে। উদাহরণস্বরূপ—

রামায়ণে -অন্>আ : মহিমাম্ ১।৩৭।১৩নি ; -অন্>-আন : উক্ষাণ ২।•২।৩৮ নি, শ্বান ৬।৯৯।৪নি ; অন্ত্> -অ : জাম্বরেন (=জাম্বরতা) ৬।৮৫।২২নি ; -ইন্ >-ই : তপস্বীনাম্ ৩।৬।২৫নি, পক্ষিম্ ৩।১৪।২নি, রালিম্ ৭।৩৪।২৩নি। -ই এবং-ইন্ ভাগান্ত শব্দের বিভ্রান্তির ফলে একেব উপর অন্যের প্রভাব অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্ত যুগেই দেখা যাবে।[১১] মহাভারতেব সভাপর্বে -ইন্ ভাগান্ত (পুং) শব্দের ২য়ার ১বচনে -ইম্ বিভক্তি দেখা যায়, যথা – প্রাতিকামীং ২।৬০।১। রামায়ণে -অস্, -ইস্, -উস্> অ, ই, উ : অপ্সরাণাম্ ১।৪৫।৩৪নি, তিগ্ম-তেজো ৩।৬৯।২৬ নি, রিমনাঃ (১মা বহুব) ৪।৩০।৪০ নি। -ঋ> -আ : স্বসাম্ বা ৭।১২।২ নি (তু: ম ৬।১১৬।৩ নি, ১৪।৬৬।১২নি ইত্যাদি)।

২। শব্দরূপেব অনিযম (irregular declension) ॥ ব্যাকবণ-বিরুদ্ধ শব্দরূপ সাধাবণত সাদৃশ্যঘটিত (analogical)। যেমন রামাযণে পতিনা (=পত্যা তু: মুনিনা) ১।২।১২নি, ২।১০১।১১নি, স্ত্রিয়ঃ (=স্ত্রিয়াঃ তু: শ্রিয়ঃ, ধিয়ঃ) ৩।৪৯।১৪ নি। মহাভারতে ধর্মরাজানম্ ১।২১৪।২, রথপন্থানম্ ৩।১৬৭।২, পিতৃসখা ২।২৩।২৫।

৩। ক্রম-বিপর্যয় (confusion of grade) ॥ ক্ষয়িত ও গুণিত ক্রমের বিপর্যয় দু'টি মহাকাব্যেই দেখা যায় (দ্র: ১০.৫১।১, ১০.৫৩।২ক, ১০.৭৩ গ)। উদাহরণস্বরূপ, গুণিত ক্রমের স্থলে ক্ষয়িত ক্রম—রামায়ণে কনীয়সম্ ১।৬১।১৮ নি (এবং মহাভারতে ১।৮০।১২নি ইত্যাদি), অস্ত্র-বিদুষঃ (১মা বহুব) ৬।৫৩।২৬ নি, বেদবেদাঙ্গবিদুষঃ (১মা বহুব) ৭।১।৮নি (এবং মহাভারতে জ্ঞান-বিদুষঃ ১।৪৭।১০ নি। এরূপ প্রয়োগ বেদ ও পরবর্তী সাহিত্যেও কিছু কিছু মেলে।[১২]

---

১১ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 441 b

১২ দ্র: *ibid* ff 462 c, 465c

৪। বিভক্তি-বিপর্যয় (confusion of endings) ॥ মহাকাব্যে বিভক্তির বিপর্যয় দেখা যায় সাধারণত ১মা ও ২য়ার এবং ৪র্থী ও ৬ষ্ঠীর ক্ষেত্রে। দাহরণস্বরূপ—২য়া স্থানে ১মা : আপঃ (=অপঃ) রা ৫।১৩।৪১ নি, ওষধয়ঃ (=ওষধীঃ) রা ৬।৭৪।৩২ নি, গাবঃ (=গাঃ) রা ২।৩২।৪০ নি ; আপঃ (১মা বহুব=অপঃ) ম ২।৬৯।৮ নি, রাশয়ঃ (=রাশীন্) ম ২।৪৮।৯ নি। সম্বোধন স্থানে ১মা : হা ভর্তেতি রা ২।৬৫।২৩ নি। ১মা স্থলে ২য়া : ভামিনীঃ (=ভাগিন্যঃ) রা ২।৯১।১৮ নি, ব্রদতঃ (=ব্রদন্তঃ) রা ৪।৫৯।১ নি, গাবঃ (=গাঃ) রা ২।৪৭।১২ নি, ২।৩২।৪০ নি। ৬ষ্ঠী স্থানে ৩য়া : সীতয়া (=সীতায়াঃ) রা ৫।২৫।৯ নি ইত্যাদি।

৫। বচন-বিপর্যয় (confusion of number) ॥ রামায়ণে এইজাতীয় ব্যাকরণ-দুষ্ট প্রয়োগের কয়েকটি হল— বহুব স্থলে ১ব : অক্ষতম্ ৪।২৬।২৭ নি=বাং ৪।২৫।২৫ ; তুলনীয় পুত্রদারেণ ম ১।৪৫।২৫। ১ব স্থলে বহুব : পুত্রকৈঃ (=পুত্রকেন) ১।৬৮।৮ নি। ২ব স্থলে বহুবচনের মাত্র একটি উদাহরণ : ব্রিদ্যুজ্জিহ্ব-দ্বিজ্জিহ্বানাম্ ৫।৬।২৫ নি। লৌকিক প্রয়োগে যে দ্বিবচন স্বাভাবিক ছিল না, তা' মহাভারতেও দেখা যাবে, যথা— চন্দ্রাদিত্যৌঃ ম ১।২৪।৬১, স্ত্রীধূর্তকে—৭মী, ম ৫।৩৯।৭৪, ৭৫ ইত্যাদি।[১৩] অথবা দ্বন্দ্ব সমাসান্ত পদে একবচন : নাভাগেক্ষ্বাকুম্ ১।৭০।১৩।

৬। লিঙ্গ-বিপর্যয় (confusion of gender) ॥ রামায়ণে অনেক স্থানে প্রহরণ, কূল, ভাণ্ড, অভ্র, সৈন্য, অস্ত্র, শস্ত্র ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। অথবা আশ্রম, সন্তাপ, পশু, প্রসর, গ্রাম, ভোগ ইত্যাদি পুংলিঙ্গ শব্দ পরিণত হয়েছে ক্লীবলিঙ্গে।[১৪] যথা, রামায়ণে—গৃহীত্বা ব্রিবিধান্ অস্ত্রান্ ৫।৪৩।৩১নি, ধনধান্যপশূনি চ ৪।৩৫।১৩নি ইত্যাদি। মহাভারতে ক্লীবলিঙ্গ শৃঙ্গ শব্দ পরিণত হয়েছে পুংলিঙ্গে যথা—শৃঙ্গং সুমহান্তং (২য়া ১ব) ২।২৯।১৮। এইরূপ চৈল (ক্লী) পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে ২।৪৭।৩-এ। 'দৈরত' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। আভিধানিক পুংলিঙ্গ হলেও কোথায়ও এর প্রয়োগ মেলে না। কিন্তু এখানে (ম ২।৫০।৯০) তা' সম্ভবত পুংলিঙ্গ।

---

১৩ দ্র: *S. Sen* : Historical Syntax of MIA ff 3 (a)

১৪ দ্র: *Vrat* : RLS pp. 231-233

১০.৪০ সর্বনাম ও সংখ্যাবাচক শব্দ (pronoun & numerals) ॥[১৫]

সর্বনামের ক্ষেত্রে রামায়ণে বেশ কিছু প্রাকৃতসুলভ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, ৬ষ্ঠীর স্থানে ৪র্থীর তুভ্যম্, মহ্যম্ পদের ব্যবহার অথবা ৪র্থী/৬ষ্ঠীর মে, তে পদের ৩য়ায় ব্যবহার। মহাভারতেও ৪র্থীর পদ মহ্যম্ ৬ষ্ঠীর মম স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে, যথা—জীবিতপ্রিয়তাং মহ্যং ধিগ্ ইমাং ক্লেশভাগিনীম্ ২।৭০।২০।[১৬]

সংখ্যাবাচক শব্দেও ব্যাকরণ-দুষ্ট প্রয়োগ মেলে, যথা—রামায়ণে ত্রিংশতম্ (২য়া ১ব) -এর স্থলে ত্রিংশতিম্ ৬।১০৭।৪২নি ('বিংশতি' শব্দের সাদৃশ্যে) বা দ্বাদশ, ষোড়শ পদের স্থলে দ্বাদশম ৬।৫৫।৪নি, ষোড়শম ৪।২২।২৯নি ইত্যাদির ব্যবহার। এইরূপ মহাভারতেও দ্বাদশম ১।১৬২।১৩নি ইত্যাদি বা বিংশতি স্থলে বিংশৎ শব্দের প্রয়োগ মেলে।

১০.৫০ ক্রিয়াপদ (verb) ॥

১০.৫১ লট্ পর্যায় (present system) ॥

১। গণের পরিবর্তন বা ক্রমের বিপর্যয় ॥ ধাতুরূপাদর্শ বা গণের পরিবর্তন দেখা যায় প্রাকৃতের মত প্রায়ই। যথা, রামায়ণে ত্রাহি ৩।৫০।৫, ৩।৫৭।১১ (তু: ত্রাহি ম ১।৪৮।২৩, ১।৭৭।২১ ইত্যাদি); দদ্মি ২।৪৭।২১ (তু: অদদ্মি ম ২।২০।২৫); অন্তরং ২।১০৩।১১ (তু: সমান্তরং ম ১।২৮।২৫); অভিহনং ৫।৪৩।১২, অভ্যহনং ৫।৪৩।১২ (তু: ম ১।৯৬।২৫); বিভ্যসে ৩।৪৪।২৮/বিভেষি ৩।৪৪।২৯ (তু: যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ ন বিভ্যতি ম ১।৬৯৩* ১।১২); এইরূপ রামায়ণের আরও উদাহরণ—জহি (√হন্ লোট্ ম প্র ১ব) স্থলে জহীহি ৪।২৪।৩৩ নি; ক্রমি ২।১৬।৩০, ৩।১২।১৭; অনুশাসামি ২।১০৩।২৫, কুর্মি ২।১২।৩৬ ।

ক্রমের বিপর্যয়ও লক্ষণীয়। যথা—কথিত ক্রম স্থলে গুণিত ক্রম: ব্রবীহি (=ব্রূহি) রা ২।২০।৩৫, ২।১১০।১৫, ম ২।২২।৩৪, অনুশাস্যন্তে (=অনু-

---

১৫ দ্র: *N. Sen*: Un-*Pāṇinian* Pronouns and Numerals in the *Rāmāyaṇa*, JOIB Vol V pt. 3, 1956 এবং IL Vol 25

১৬ দ্র: *Edgerton* : *ibid*

শিষ্যতে) রা ৩।১০।২১নি ; অথবা গুণিত ক্রম স্থলে ক্ষয়িত ক্রম : ক্রমি রা ২।১৬।৩০, ৩।১২।১৭, অদদ্মি ম ২।২০।২৫।

মোটকথা, মহাকাব্যে অন্ত্য -অ -গণীয় বা অবিকারী অঙ্গের (thematic) ধাতুরূপাদর্শের প্রভাব প্রবল। রামায়ণে অদাদিগণীয় √আস্, শী, মৃজ্, হন্, শাস্ এবং জুহোত্যাদিগণীয় √ধা, দা অথবা রুধাদিগণীয় √হিংস্, রুধ্ এবং ক্র্যাদিগণীয় √মৃদ্, বন্ধ্, স্তম্ভ্ প্রভৃতি ধাতুগুলির রূপ ভ্বাদি/তুদাদি -গণীয়ের আদর্শে গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণে তার প্রমাণ দেখা গেছে। এছাড়াও লক্ষণীয়—রামায়ণে উপাসন্তে ৭।৩৭।১৯নি, ৭।৪৩।১নি, হিংসামি ৪।৬৫।১৭, ব্যহনৎ ৫।৫৮।২৭নি, উপরোধতি ৭।৭৪।৭ নি, অন্বজাগ্রৎ ২।৪৪।২৬, সমাশ্বস (=সমাশ্বসিহি) ৩।৪৫।১৯ ইত্যাদি।[১৭] মহাভারতে— অদদৎ ২।৪৮।২২, আদদেয়ম্ ২।৭১।১৭ ইত্যাদি।[১৮]

২। ক্রিয়াবিভক্তির বিনিময়॥ মৌল বিভক্তির (primary endings) প্রভাবজনিত বিভক্তি-বিপর্যয় দেখা যায় অনেকক্ষেত্রে।[১৯] যেমন, অনুজ্ঞার ম পু বহুবচনে—ত স্থলে -থ (গচ্ছত স্থলে গচ্ছথ রা ১।৩৯।১৩-১৪ নি) ; বিধিলিঙের উ পু বহুবচনে -ম স্থলে -মস্ (রা ১।৪৫।১৬নি, ৬।৬৬।২৫ নি)। মৌল বিভক্তির স্থলে কিন্তু গৌণ (secondary) বিভক্তির [এবং লিট্ ও লোট্/লেটের] প্রভাব নজরে পড়ে আরও বেশি। যথা, লট্/লৃটের -বস্ ও -মস্ স্থলে -ব, -ম (পশ্যাম রা ২।১৭।১০ নি, ২।৫১।১৪ নি, ৪।৪৯।২)। মহাভারতে লট্ ও লৃটে -ম : ইচ্ছাম ২।৬।১৭, অর্চাম ২।৩৫।১১ ইত্যাদি। লৃটে ভক্ষয়িষ্যাব ১।১৩৯।১০।[২০] (তুঃ রামায়ণে '‘নৈবায়োধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্’ ২।৮৫।৫৫)। বিপরীত-কোটিতে মহাভারতে -ম স্থানে মঃ—যথা, লিট্ শুশ্রুমঃ ২।১৪।১১, ২।১৬।২, ২।৬৪।১ ইত্যাদি ; বিধিলিঙ্ কুর্যামঃ ২।৫৮।২৭।

---

১৭ দ্র: *Vrat* : RLS pp. 217-218

১৮ দ্র: *Edgerton* : *ibid*, BDCRI Vol V pp. 1-12

১৯ দ্র: *Whitney* : Skt Gr ff 542a

২০ দ্র: *Holtzmann* : Grammatisches aus dem *Mahābhārata* ff 548

৩। অনিট্/সেট্ বিপর্যয় ॥ অনিট্ ধাতুগুলিকে সেট্ ধাতুরূপে ব্যবহার মহাকাব্যে সুলভ, যথা—নয়িষ্যতি, নয়িত, জয়িষ্যামি, দহিষ্যামি, রসিষ্যামি <√নী, জি, দহ্, রস্। রামায়ণে √নী ধাতুর সেট্-প্রয়োগ অস্বাভাবিক রকম বেশি। যথা, রামায়ণে নয়িষ্যসি ২।২৭।১৮/নেষ্যতি ২।৩০।৯ ; মহাভারতে নয়িষ্যামি ১।৬৭।১৮। সেট্-এর অনিট্ প্রয়োগও বিরল নয়। দ্র: ১০.৭১ক,৭২গ,৭৩।

১০.৫২ লৃট্ পর্যায় (future system) ॥[২১]

লৃট্ 'কাল' হিসেবে নয়, 'মূল' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মহাকাব্যে। ফলে লৃট্মূলের বিভিন্ন 'ভাবে'র (mood) প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, সম্ভাবক (optative) : রামায়ণে দ্রক্ষ্যেত (=পশ্যেৎ) ৩।৫৬।২০নি, ৩।১০।৪ * ১।৪। লৃট্মূল সম্ভাবক কিন্তু মহাভারতে বিরল। এর দুইটি উদাহরণ[২২] —ধক্ষ্যেৎ, মঙ্‌স্যেরন্। অনুজ্ঞা (imperative) : রামায়ণে বিনেষ্যন্তু ৩।৫৪।২৪, অপনেষ্যন্তু ৩।৫৬।২৭নি, দ্রক্ষ্যন্তু ৬।৭৩।৭নি, ভবিষ্যধ্বম্ ১।২৭।২৭নি, ১।২৬।২৪ (ম ৩।২১৭।৮), দ্রক্ষ্যধ্বম্ ৪।৬৭।২১নি, ৪।৬৬।১৮ (ম ৯।২৪।৩৯ ইত্যাদি)। মহাভারতে রংস্যধ্বম্ ১।১৫।১৩, ১।১৪৪।১৯, চরিষ্যধ্বম্ ১।২০৮।২১ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, লৃট্মূল অনুজ্ঞার উদাহরণ (তু: গমিষ্যতু) কেবল বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতেই মেলে (দ্র: ১০.১০)।

যৌগিক লৃট্ (periphrastic future, লুট্) বেদে অজ্ঞাত হলেও ব্রাহ্মণসাহিত্যে সুলভ। মহাকাব্যেও এর বহুল প্রয়োগ। অনিয়মিত প্রয়োগ হল উত্তম/মধ্যম পুরুষেও সহায়ক ক্রিয়ার (auxiliary verb) অভাব। যথা, রামায়ণে কর্তা চাহম্ ১।১৮।৫৮নি (ম ১।১৩।২৪), ত্বম্ গন্তা ৭।৭৬।২৯নি, মহাভারতে অহং দ্রষ্টা ১।১।১১৭ ; অহং ভবিতা ১।৮৪।৯ ইত্যাদি। অনেক সময় আবার সহায়ক ক্রিয়া বিযুক্ত। যথা, রামায়ণে তথাস্মি কর্তা ৪।৭।৪নি, কর্তা হ্যসি ৭।৬০।১৮নি, মহাভারতে প্রতিগ্রহীতা তমস্মি ১।৪২।৭, নাধিগন্তা তদস্মি ১।৮৪।৫ ইত্যাদি।

২১ দ্র: *N. Sen* : The Future System of the *Rāmāyaṇa*, IL Vol XII pp.172-181 ; *J. Brockington* : The Verbal System of the *Rāmāyaṇa*, JOIB Vol XIX nos. 1-2, 1969 pp. 15-16

২২ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 938

১০.৫৩ অতীতকাল (the past tenses) ॥

রামায়ণে (এবং মহাভারতে) লঙ্‌, লট্‌ ও লুঙের ব্যবহারগত পার্থক্য দেখা যায় না।[২৩] অর্থাৎ সময়জ্ঞাপক কালের পরিবর্তে কার্যকাল (duration of action or result) বা কার্যভঙ্গীর যে প্রাচীন বৈশিষ্ট্য তা' এখানে লুপ্ত। তাই একই স্থানে লট্‌, লিট্‌ ও লুঙের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—রামায়ণে···রাঘবঃ..../.... শরভঙ্গং উপাগমৎ//···রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণঃ/নিষেদুঃ তদনুজ্ঞাতা···//ততঃ···পর্য্পৃচ্ছৎ স রাঘবঃ ৩।৪।২১-২৩, মহাভারতে··· এরংর্ত্বিরভূন্নৃপঃ/ ··· আসীন্নিয়তবাঙ্‌মনাঃ// ... অভূৎ ···/··· তপস্তেপে···// স্থিতশ্চাসীৎ···/···জগাম·· ১।৮৮।১৫-১৭ বাং। অতীত কাল প্রয়োগের পাণিনীয় অনুশাসনও অনেক সময় গ্রাহ্য হয় নি—যেমন উত্তম পুরুষে লিটের প্রয়োগ। তু: আজগাম তদাশ্রমম্ রা ৩।৩৬।১৩ ইত্যাদি।

১। লঙ্‌পদ (imperfect)।

নিষেধার্থক 'মা' যোগে আগমহীন (augmentless) লঙ্‌পদ মহাকাব্যে মেলে প্রচুর। যথা—রামায়ণে জায়ত ২।১০২।১৪, অববুধ্যত ২।৩২।১৩ (ম ১।১২০।১১), ব্যবতিষ্ঠত ২।৭৭।১৮ (তু: অবতিষ্ঠৎ ম ১।১৮৯।১১), সমভিদ্রবৎ ৩।৪৯।১০ (ম ১।২১৮।২৮)। তবে আগমহীন লঙ্‌পদ মহাভারতে তুলনামূলকভাবে বেশি।[২৪] লঙের বর্তমান কালে প্রয়োগও মেলে রামায়ণের দক্ষিণদেশীয় পাঠে—পুত্রৌ দশরথস্যাস্তাং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ৩।৩৩০*১।২।[২৫]

২। লিট্‌ পর্যায় (perfect system)।[২৬]

লিট্‌পদ প্রয়োগ মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে বেশি।[২৭] অন্যান্য অনিয়মিত প্রয়োগ হল—

---

২৩ দ্র: *Brockington* : JOIB Vol. XIX nos 1-2, 1969 p. 16.

২৪ দ্র: *H. C. Sil* : IHQ Vol. 36 pp. 35-37 ; Vol. 37 pp. 38-47

২৫ দ্র: *N. Sen* · JOIB Vol. I pp 301-307

২৬ দ্র: *N. Sen* : Un-*Pāṇinian* Perfect forms in the *Rāmāyaṇa*, *Vāk* no. 1, 1951

২৭ দ্র: *Brockington* : JOIB Vol XIX nos 1-2, 1969 p. 19 (footnote 3)

(ক) ক্ষয়িত ক্রম স্থলে গুণিত ক্রম ॥ যথা—রামায়ণে দদর্শতুঃ ৩।৬৫।২১, বিসর্জতুঃ ৩।৬৮।১; মহাভারতে ববর্ষুঃ ১।৯৬।২১ (রা ৩।২৬।৩ নি, ৩।৩০।৩০ নি), অরননাম্বিরে ১।১২৪।২৩; বিচকর্ষতুঃ ১।১৪১।২২ (তু: চকর্ষুঃ রা ৬।৪৪।৯ নি), সংববাহতুঃ ১।১৬৪।৫, আবিবেশতুঃ ১।২১৪।২০।

(খ) ক্বসু-প্রত্যয়ান্ত (perfect participle) পদের সমাপিকা ক্রিযা রূপে প্রয়োগ ॥ কযেকটি অপাণিনীয় (৩।২।১০৮-৯) প্রযোগ হল রামায়ণে আপেদিবান্ ২।১০।৩১, এয়িবান্ ২।৫৬।১৭, উপপেদিবান্ ২।৬৬।৪৩। মহাভারতে জঘ্নিবান্ (সাবথিং চাস্য দয়িতমপহস্তেন জঘ্নিবান্— ১।১২৮।৩৬ বাং)।

(গ) অভ্যস্ত অক্ষরের লোপ ॥ সংস্কৃতে যঙন্ত/সনন্ত এবং লিট্‌পদে ধাতুর অভ্যাস বাধ্যতামূলক (√বিদ্ ব্যতিক্রম)। বেদে (এবং মূল ই ইউ ভাষাতেও) অবশ্য অভ্যাস-প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না (তু: তক্ষথুঃ, স্কম্ভথুঃ, নিন্দিম, অর্হিরে, বিদ্‌বে)।[২৮] এইজাতীয় প্রবণতা মহাকাব্যেও সুলভ। যেমন সমাপিকা ক্রিয়ারূপে শংসুঃ (বা ৫।৫১।২০), আশংসিবে (ম ১।১৭৪।৮), প্রবেপাতে (ম ২।১৬।৩৫)। সমাসবদ্ধ পদে এই প্রবণতা রামাযণের চেয়েও মহাভারতে প্রবল, যথা—অপ্রিয়শংসিবান্ (রা ২।১৬।৬০), প্রত্যক্ষ-,ধর্মার্থ-, ধর্ম-দর্শিবান্ (ম ১।৫৪।১৮, ১৩৩।১৮, ১৪৬।১৫) ইত্যাদি।

(ঘ) যৌগিক লিট্-এর (periphrastic perfect) প্রয়োগ-ব্যতিক্রম ॥ পাণিনীয় রীতি অনুযায়ী যৌগিক লিট্ প্রযুক্ত হয কেবল এই ক্ষেত্রে— √কাস্ (কাসাঞ্চক্রে), সাধিত ধাতু (দরিদ্রাঞ্চকার) অথবা চুরাদিগণীয় ধাতু (পূজয়ামাস) এবং যে সকল ধাতুর আদিতে 'আ' ব্যতিরিক্ত দীর্ঘ স্বরবর্ণ থাকে (ঈহামাস); এছাড়া বিশেষ কয়েকটি ধাতু, যথা—অয়্, দা, আস্ ইত্যাদি (পলায়াঞ্চক্রে, দয়াঞ্চক্রে, আসাঞ্চক্রে)। কিন্তু রামায়ণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন যৌগিক স্থলে মৌল লিট্ ঈহতুঃ রা ৭।৩৪।১৯নি, পুপূজে ৬।১৬।৯১ উ প; অথবা মৌল স্থলে যৌগিক লিট্: আনয়ামাস (√নী) ২।৫৫।৩১ নি, আহ্বয়ামাস (√হ্বে) ৭।৬৯।১২ নি।

২৮ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 790b

৩। লুঙ্‌ পর্যায় (aorist system)।[২৯]

রামায়ণে শিশ্‌-লুঙ (sibilant aorist) দেখা যায় প্রচুর। কিন্তু সেই তুলনায় অভ্যস্ত লুঙ্‌ বিরল বললেই চলে। মহাকাব্যের বিশেষ লুঙ্‌-প্রয়োগগুলি এই—ব্যাকরণসিদ্ধ নিষেধার্থক 'মা' যোগে আগম বা ভূতকরণের (augment) লোপ। যথা—রামায়ণে মা কৃথাঃ—৩।৩৬।২৭, মা ভৈষীঃ ৩।২০।৫, মা ভৈঃ ৩।৫০।৩২। মহাভারতে অতিগাৎ ১।১১১।৯, অব্রমংস্থাঃ ১।৭৩।৩, ১।৮৮।৭, ১।১৮৯।২১।

নিষেধার্থক 'মা' যুক্ত নয় কিন্তু আগম লুপ্ত হয়েছে এমন লুঙ্‌ পদের প্রয়োগও মেলে, যথা, মহাভারতে—রায়ুরেকোঽতিগাদ্‌ যত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ১।১১১।৯ ইত্যাদি। রামায়ণে—অভ্যুপগমৎ ২।৪।২১ নি, প্রত্যনুজ্ঞাসীৎ ২।৮৭।১৬ নি।

'মা' যোগে আগম লুপ্ত নয়, এমন ব্যাকরণ-দুষ্ট প্রয়োগও মেলে। যেমন রামায়ণে—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ ১।২।১৪=১।২।১৫ নি ; মা বালিপথং অন্বগাঃ ৪।২৯।৪৮=৪।৩০।৮১ নি। মহাভারতে—মা মন্যুবশং অন্বগাঃ ৫।৯৩।৫২, ১২২।৩১, ১২৫।২, মা নঃ কালোঽত্যগাদ্‌ অয়ম্‌ ১।৩৩।৭।

অনুজ্ঞায় লুঙ্‌পদ ব্যবহার পরবর্তী সাহিত্যে দুর্লভ। রামায়ণে এর কয়েকটি প্রয়োগ— রুদ ৫।৩৯।৫২ নি, আরুহ, নিমুক্ষ, প্রতিগৃহীষ্ব (৬।১০৩।৩৬, ১।৪৯।১৬, ২।১২৩।৩১ উ প)।

রামায়ণ ও মহাভারতে ক্বচিৎ লুঙ্‌পদ ও সম্ভাবক (optative) পদের মিশ্রণ দেখা যায়।[৩০] এই পদ অতীতকালের অর্থবোধক। যথা মহাভারতে—সরিতাস্তম্‌ ইয়াদ্‌ গিরিম্‌ ১।৪৩।১৪, সূতপুত্রশ্চ রাধেয়ো

২৯ দ্র: *N. Sen* : The Aorist system of the *Rāmāyaṇa, Vāk* no 1, 1951; *Kulkarni* : Un-*Pāṇinian* Forms & Usages in the Critical Edition of the *Mahābhārata* (1 Use of *mā & na*), ABORI Vol. 24 p. 83-97

৩০ দ্র: *Katre* : "Epic *iyāt &* blends of Aorist and Opatative forms", JOAS Vol LVII, 1937 pp. 316-317 এবং NIA Vol. 1 p, 536

গুরুং দ্রোণম্ ইয়াৎ তদা ১।১২২।৪৭। রামায়ণে—তৌ গৃহীতায়ুধৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ/রাজমার্গং সমেয়াতাং সীতয়ানুগতৌ তদা ২।৩৩।৩ বাং, ২।৩৬।৩ উ প।

রামায়ণে শিশ্-লুঙের একটি অনিয়মিত প্রয়োগ দেখা যায়—যেখানে প্রথম পুরুষ দ্বিবচন গঠিত হয়েছে এক বচনের সাদৃশ্যে, যথা—অগ্রহীষ্টাম্ স্থলে অগ্রহীতাম্ / অগৃহীতাম্ ১।৪।৪ নি। দ্র: ৮.৫২.৩।৫।

১০.৬০ সাধিত ধাতুরূপ (secondary conjugation) ॥

১০.৬১ বাচ্য (voice) ॥[৩১]

মহাকাব্যদ্বয়'টিতেই বাচ্যের ব্যবহার অনেকক্ষেত্রেই ব্যাকরণ-সম্মত নয়। যেমন রামায়ণে পরস্মৈপদী (active voice) স্থলে আত্মনেপদীর (middle voice) ব্যবহার অধিক—বিশেষত কৃদন্ত পদে। আত্মনেপদের আত্মকর্মক ভাবও (reflexive sense) রক্ষিত হতে দেখা যায়। একই ধাতু পরস্মৈপদী বা আত্মনেপদী রূপে ব্যবহৃত হতে পারে অর্থান্তর না ঘটিয়েও—তবে মহাভারতে এই প্রবণতা আরও প্রবল। উদাহরণ স্বরূপ—রামায়ণে নাভ্যনন্দন্……নাভ্যনন্দত ৪।৪২।৪, বসামহে……বসামো ২।৪৪।৪-৫, অবেক্ষন্তৌ ৩।৬৫।১ (এবং মহাভারতে), বীক্ষৎ ৩।৩৪।৭, ১০।২ (এবং ম), কাঙ্‌ক্ষমানঃ ৩।৬৫।১৪ (এবং ম), রমতঃ ৩।১০।২৫ (এবং ম), বর্ততাম্ ৩।৬৭। ২১ (এবং ম), অভিপতমান ৩।২৫।৭ (এবং ম) নর্দমান ৩।২২।১৬, ২৪।৪ (এবং ম)।

রামায়ণে এইরূপ যুধ্, সহ্, বুধ্ ইত্যাদি ধাতুর পরস্মৈপদী ব্যবহার এবং বৃষ্, বদ্, অর্হ্, পত্ ইত্যাদি ধাতুর আত্মনেপদী ব্যবহার দেখা যাবে প্রচুর। উপসর্গযুক্ত ধাতুর বিশেষ বিধানও লঙ্ঘিত হয়েছে। যথা—আহ্বয়ৎ, পরাজয়েৎ ; সনন্ত পদ—জিজ্ঞাসন্তঃ, দিদৃক্ষন্ ইত্যাদি।

কর্মবাচ্য (passive voice) অনেকক্ষেত্রে দিবাদিগণীয় ধাতুর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে (তু: তপ্যেৎ রা ২।৪০।১০, তপ্যতে তপস্ রা ২।৬৯।১০)। এবং সেগুলি প্রকৃত কর্মবাচ্যক না অকর্মক তা' পরিষ্কার নয়—অর্থাৎ 'দৃশ্যতে'

---

৩১ দ্র: *Vrat* : RLS pp. 205-211, *Whitney* : Skt Gr ff 529 a *Brockington* : JOIB Vol X1X nos 1-2, 1969 pp. 4-5

পদের অর্থ 'দৃষ্ট' (be seen.) স্থলে 'প্রতিভাত' (appears)। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি·অকর্মক বা স্বকর্মক।[৩২] তু: রামায়ণে—অধর্মম্‌ তু সুসূক্ষ্মেণ রিধিনা প্রাপ্যতে (begets, প্রাপ্নোতি) মহান্‌ ৩।৯।২ নি। বহু-বর্ষসহস্রাণি তপ্যতাম্‌ (=তপতাম্‌) পরমম্‌ তপঃ ১।২৩।৬ নি। সময় সময় কর্মবাচ্যে পরস্মৈপদী বিভক্তিও লক্ষণীয়, যথা, রামায়ণে—উপরুধ্যন্তি ৩।৬৪।১১, অদৃশ্যতাম্‌ (২ব) ৪।৩৮।২৩; মহাভারতে—দহ্যন্তি ২।২৮।২২, দৃশ্যামি ২।৬২।৫।

১০.৬২ ণিজন্ত (causative)।

ণিজন্ত ধাতুর পদগঠন দেখা যায় সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে[৩৩]—অয়-স্থানে দিবাদিগণায় -য়-: রামায়ণে প্ররাহয়ন্তি, আদীপয়ন্ত, কুৎসয়তি ইত্যাদি স্থলে প্ররাহ্যন্ত ২।৫২।৪৭ নি, আদীপ্যন্ত ৫।৫৮।১৫৩ নি, কুৎস্যতি ৭।৪৩।১৮নি। মহাভারতে এইরূপ -অয়- স্থানে -অ-: ত্বরন্তি ১।৮৭।৬=ত্বরয়ন্তি, প্রোৎসাহতি ১।৫৫।৩=প্রোৎসাহয়তি।

ণিজন্তের অতিরিক্ত প্রয়োগ বা অণিজন্ত অর্থ-প্রয়োগ প্রাচীন আর্যের সব স্তরেই মেলে। যথা, রামায়ণে—কারয়িষ্যসি ২।১২।৭১ নি=করিষ্যসি, অকারয়ৎ ২।৭১।১, ইচ্ছ্যামি ৭।৫৯।২৫ নি=ইচ্ছামি, বন্ধয়িষ্যতি ২।৭৮।৩= বধ্নয়তি। মহাভারতে—ভ্রাময়-, ভ্রাময়তি ইত্যাদি তু: ১।১৬।২১, ক্ষাম্‌-, ক্ষাময়ে তু: ১।৩।১২৯=ক্ষময়তি।

পালি/প্রাকৃতের মত -পয়- বিকরণের ব্যাপক প্রয়োগও লক্ষণীয়। যথা, রামায়ণে—তর্জাপয়তি, ভর্ৎসাপয়তি ৬।৩৪।৯ নি, ক্রীডাপয়তি ৭।৩২।১৮ নি; কৃদন্ত জীরাপিত ৭।২৬।২৭ নি; মহাভারতে—আহ্বাপয়ৎ ১।১৫৫।৩৪=আহ্বয়ৎ ইত্যাদি।

---

৩২ দ্র: *Brockington : ibid* pp. 4-5, 30, *Gonda* : Remarks on Sanskrit Passive p. 78; *Roussel* : Archaisms du *Rāmāyaṇa*, Journal Asiatique, Tome XV, 1910

৩৩ দ্র: *H.C.Sil* : The Un-*Pāṇinian* Causative Verb-forms in the *ādi parvan* of MBh, BPSC Vol 6 pp 28-39

১০.৭০ অসমাপিকা পদ (non-finite forms) ॥

১০.৭১ তুমর্থক অসমাপিকা (infinitive) ॥[৩৪]

তুমর্থক অসমাপিকার ক্ষেত্রে অনিয়মিত প্রয়োগ সাধারণত দেখা যায়—(ক) সেট্ ও অনিট্ ধাতুর বিপর্যয়ে। (খ) ণিজন্ত (causative) ও মৌল বা সরল (simplex) ক্রিয়ামূলের বিপর্যয়ে এবং (গ) অভিনব পদগঠনে। উদাহরণ স্বরূপ—

(ক) অনিট স্থানে সেট্ প্রয়োগ : রামায়ণে—কর্ষিতুম্ ৪।৫৪।১১ নি (ম ১।১৪৮।১, ৫।১৬৬।২৩ ইত্যাদি), সমানয়িতুম্ ২।৩৯।২৮ নি (তু: নয়িতুম্, (ম ১।১৬৫।২৯), আনয়িতুম্ ২।৪।৪নি (ম ১।৭৩২।৪)। মহাভারতে—ভজিতুম্ ১।৭২।৫= ভক্তুম্। এইরূপ সেট্ স্থানে অনিট্ : চর্তুম্ রা ৭।৭৮।৮ নি, (ম ৩।১৯৩।১৪=চরিতুম্) , তর্তুম্ রা ৩।৪৫।৩৭, ম ১।১৪৫।৪০, ৪।১৩।১৯ ; রেক্তুম্ রা ৭।৩৫।১০ নি, ম ১।৭৮।৫, ৩।৩৪।৪৮ ইত্যাদি।

(খ) ণিজন্ত স্থলে মৌল ক্রিয়ামূল : রামায়ণে নিবর্তিতুম্ ৪।১৬।৯ উ প =নিবর্তয়িতুম্ (ম ৫।১৮৭।১৭)। মৌল স্থলে ণিজন্ত ক্রিয়ামূল : রামায়ণে যোধয়িতুম্ (=যোদ্ধুম্) ৬।৫১।৫৫বাং, সংস্পর্শয়িতুম্ (=সংস্প্রষ্টুম্) ৬।১২০(১১৮)।১৭ নি ; মহাভারতে কারয়িতুম্ (=কর্তুম্) ১।৮০।২৭ ইত্যাদি।

(গ) লট্ মূল-অন্তক -তুম্ প্রয়োগ (দ্র: বেদেও—ধ্যৈ, -আসে, -সনি প্রভৃতির মূল লট্ মূলের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, যথা—পিবধ্যৈ, গৃণীষণি ইত্যাদি। দ্র: ৮.৫৪.৩৮ পৃ: ১৫৯)। রামায়ণে মেলে দুটি, যথা—অবসীদিতুম্ (=অবসত্তুম্) রা ৫।১।৪৭ নি, ৫।১।৭৭, ম ৪।২৭।৬ এবং বিষীদিতুম্ ২।১০৬।৫ নি, ২।৯৮। ৪৩নি। এইরূপ মেলে নিষ্ঠান্তমূল : বদ্ধুম্ বা ৩।৫৫।২৪ নি, ৫।৫০।১৬ নি, ৩।৫৩।২৪, ম ১।৩।২১, ম ৩।১৩৫।৩৭ ইত্যাদি। অথবা ণিজন্ত/চুরাদিগণীয় ধাতুর লুপ্ত অক্ষরে -তুম্ প্রয়োগ : রামায়ণে—নিবেদিতুম্ (=নিবেদয়িতুম্)

---

৩৪ দ্র: *N. Sen* : Un-*Pāṇinian* Infinitive forms in the এ৭. *Rāmāyaṇa*, IL Vol XII pp. 201-204 ; *Kulkarni* : এবং সেগু। Un-*Pāṇinian* Forms .. (3. non-finite forms), NIA ৩১ দ্র: Vol. VI pp. 130-139

৫।৪২।১১ নি, ধারিতৢম্ ৩।৫৩।২২ নি, ৩।৫১।২০ (= ধারয়িতৢম্)। অন্য ধাতৢর সাদৃশ্যে গঠিত কয়েকটি নতুন তুমর্থক পদ মেলে। যথা—রামায়ণে, সংধয়িতৢম্ ৬।১৩০ (১০২)।৩৮ নি = সংধাতুম্ (সম্ভবত নয়িতৢম্ পদের সাদৃশ্যে)। অসিতৢম্ (= ভরিতৢম্) পদের প্রয়োগ মেলে কেবল মহাভারতে (৩।২১৯।১২, ৫।১১১।২৩ ইত্যাদি)।

১০.৭২ ল্যবর্থক অসমাপিকা (gerund) ॥

মহাকাব্যে ক্ত্বাচ্ ও ল্যপের ব্যবহার-বিধিও অনেকক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়েছে।[৩৫] যেমন—(ক) -য় স্থলে -ত্বা : প্রাপয়িত্বা ম ১।৭১।৫২, রা ৪।৫৮।৩৫নি, নিরর্তয়িত্বা ম ২।২।২০, রা ২।৭৩।২৭, নি ; পেশীকৃত্বা ম ১.৭০০.১১৬, রা ৩।৬৪।৩৩ ; নমস্কৃত্বা ম ১।৫৮।৩। (খ) -ত্বা স্থলে -য় : গৃহ্য ম ১।২।৯৩, ২।৩।৩ ইত্যাদি, রা ৩।৬৯।৩২, ৫।৭৪।১ (মহাভারতে এর প্রচলিতি ব্যাপক, যেমন আদিপর্বে ১৩বার [৩৬]); পূজ্য ম ২।৪২।৩৮, রা ৬।৫৯।৫০ নি ; দৃশ্য ম ১।২১৮।২২ রা ১।৪৮।১১ নি ; উষ্য (মহাভারতে ব্যাপক) ম ১।৭১।৫৮, রা ১।১৭।১ নি ইত্যাদি।

মহাভারতে অন্যান্য বিশেষ প্রয়োগগুলি হল[৩৭]—(গ) অনিট্ স্থলে সেট্ (স্ময়িত্বা ৩।২২৪।১৭) অথবা সেট্ স্থলে অনিট্ (জপ্ত্বা ৫।১৪২।৩০)। (ঘ) ণিজন্ত স্থলে মৌল ক্রিয়ামূল (ব্রিস্তীয়´ ১।১।৪৯=ব্রিস্তায়´) ; অথবা মৌল স্থলে ণিজন্ত (আজ্ঞাপ্য ৩।১০১।১১, প্রতিগ্রাহ্য ৩।৪৫।২৬, ক্রীডয়িত্বা ১।১৫৯৩ × ।১) ; (ঙ) পরিবর্তিত ক্রিয়ামূল (অসিত্বা ৩।২২৪।১ = ভূত্বা) ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অসমাপিকা -অম্ যুক্ত পদ (adverbial gerund in *-am*, ণমুল্) ব্রাহ্মণ ও সূত্রসাহিত্যে পাওয়া গেলেও বৈদিকের মত এখানে দুর্লভ।[৩৮] কিন্তু মহাভারতে এর কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়, যথা—সংক্ষেপম্ ১।১।৪৯, আধ্যায়ম্ ১।৯১।৮, আনদ´ম্ ৫।১৩৯।৪৭।

৩৫ দ্র: *Whitney : ibid* ff 990a, *Vrat* : RLS pp. 228-231

৩৬ দ্র: *M.A.Mehendale* : BDCRI Vol. I pp. 71-73

৩৭ দ্র: *Kulkarni* : Un-*Pāṇinian* Forms....(3. non-finite verbs), NIA Vol. VI pp. 130-139

৩৮ দ্র: *Whitney* : *ibid* ff 995a

১০.৭৩ কৃদন্ত বিশেষণ (participles) ॥

কৃদন্ত বিশেষণপদের ব্যাকরণবিরুদ্ধতা সাধারণত দেখা যায়—সেট্/অনিট্, পরস্মৈপদী/আত্মনেপদী ও ণিজন্ত/মৌল ক্রিয়ামূলের বিপর্যয়ে।[৩৯]

লট্মূল কৃদন্তের (present participle, শতৃ/শানচ্) ক্ষেত্রে যেমন (ক) -মান স্থলে -অৎ : প্রেক্ষন্তঃ ম ৩।১৮০।৪৯, -নিরীক্ষন্ ম ৩।২৬৪।৬৯, অনুবর্ততাম্ রা ৪।৪২।২৪, মৃগয়ন্তিঃ রা ৪।৪০।২৪। অথবা (খ) -মান স্থলে -আন : কাময়ান রা ২।৯৪।২২, ম ৩।২১৩।৪৮, চিন্তয়ান রা ২।১১০।৩৭ কিন্তু চিন্তয়মান ২।৫৬।২, দর্শয়ান ম ১।১।১১৯। (গ) শত্রর্থক স্ত্রীলিঙ্গ পদে -অন্তী স্থলে -অতী বা বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ ক্রমবিপর্যয় : গচ্ছতী রা ২।৩২।৮ নি (ম ৩।৮০।১১৮), অপশ্যতী রা ৩।৫০।৪২ ম ১।২২৪।৪, রুদন্তী রা ১।৩৩।৪ নি (ম ২।১৮।১৬), ক্রুরন্তী ১।৫৪।৭ নি (ম ২।৮।৬)। (ঘ) সনন্ত কৃদন্ত পদেও (desiderative participle) -মান স্থলে -অৎ প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—জিজ্ঞাসন্তঃ ম ৫।৭৫।৫ শুশ্রূষন্ ম ৩।২৩৮।৪৭, প্রদিধক্ষমাণঃ < √দহ্ রা ৩।১১৩।১৫।

নিষ্ঠান্ত পদের (past passive participle ক্ত/ক্তবতু) অনিয়ম সাধারণত সেট্/অনিট্ বিপর্যয়ে (শকিতাঃ ম ৫।২০।৭, রুষিতাঃ ম ৫।১৫৯।২, পবিভাষ্টঃ ম ৩।১২৬।১৮ = পরিভাষিতঃ)। অথবা ক্বচিৎ ক্রিয়ামূল বিপর্যয়ে (য়াজিতাঃ ম ৩।১২৮।১১ = ইষ্টাঃ)।

কৃত্যপ্রত্যয়ার্থ কৃদন্তের (gerundive, তব্য/অনীয়/ য) অনিয়ম সাধারণত তব্য প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেই—তাও সেট্/অনিট্ বিপর্যয়ে (জাগর্তব্যো ম ১।১৩৮।৩০ ক্রোধিতব্যঃ ম ৪।১৮০।১৫২)।

লৃট্মূল কৃদন্তপদ (future participle, স্যতৃ/স্যমান) মহাভারতে দুর্লভ।[৪০] তু: আদাস্যন্ ম ১।১৪।২৩, পরিহরিষ্যন্ ম ১২।১৩৮।৫৪, এষ্যৎ রা ৫।১৪৯।৩৩, পতিষ্যমাণে রা ১।১৫।১৬।

লিট্মূল কৃদন্ত পদের (perfect participle, ক্বসু/কানচ্) অনিয়ম সাধারণত

৩৯ দ্র: *ibid* : ff 1043f ; *Kulkarni* : Un-*Pāṇinian* Forms (2. Participles), BDCRI Vol IV pp. 227-245

৪০ দ্র: *Holtzmann* : *ibid* ff 939

অভ্যস্ত অক্ষরের লোপে, যথা—এয়িব্রৎ ম ৩।৪১।২৩, ধমদর্শিব্রান্ ম ১।১৪৬।১৫, অপ্রিয়শংসিব্রান্ রা ২।১৬।৬০ (দ্র: ৮.৫২.২।৩) ।

১০.৮০ পদক্রম বা বাক্যরীতি (syntax) ॥

পদক্রম-বৈশিষ্ট্যের[৪১] কয়েকটি উদাহরণ হল—

(ক) আশ্রিত পদ (enclitic)-এনম্ পাদ-প্রারম্ভে প্রযুক্ত (ম ২।১৭।১৫) ।

(খ) কর্তা দ্বিবচনে হলেও ক্রিয়া একবচনান্তক । যথা—দীয়তে মধুসর্পিষী ম ২।৫।১০৬, রাঘবৌ প্রত্যপদ্যত রা ৬।৪৮।১৬ নি ।

(গ) কর্তা বহুবচনে কিন্তু ক্রিয়া একবচনান্ত। যথা—শ্রূয়তাম্…সভাঃ ম ২।৬।১৮, য়স্মাদ্ ভাগিরথিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে সুরাঃ রা ১।৬৬।১০ নি ।

(ঘ) কারক-বিপর্যয় : ৫মী অর্থে ৬ষ্ঠীর ব্যবহার যথা—স্বপুরং শূরসেনানাং প্রয়য়ৌ ম ২।১৩।৪৩ ।[৪২] অথবা ৫মী স্থলে ৩য়া : আত্মপ্রাণৈঃ প্রিয়তমঃ ম ১।৭২।৭ তব্র পুত্রৈঃ মহত্তমঃ ম ১।১।১৮০, প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যম্ রা ১।১৮।৫৩ নি ।

(ঙ) ভাবে ৬ষ্ঠী (দ্র: ৮.৯০।৭)[৪৩] যথা—অস্য ধর্মপ্রবৃত্তস্য পার্থিবত্বং চিকীর্ষতঃ/করান্ অস্মৈ প্রয়চ্ছামঃ সোঽয়ম্ অস্মান্ ন মন্যতে ॥ (ম ২।৩৪।১৩) । অথবা—তথা বিলপতঃ তস্য পরিভ্রমিতচেতসঃ/অস্তম্ অভ্যাগমৎ সূর্যো রজনী চাভ্যবর্তত। রা ২।১৩।১৪-১৫ নি ।

(চ) রামায়ণে সমাসের অনিয়ম কম । মহাভারতের কয়েকটি ব্যাকরণ-দুষ্ট প্রয়োগ[৪৪] হল—ধর্মরাজানম্ ১।১২১৪।২ (তু: রা যুবরাজানম্ ২।৪।১৮ নি, মহারাজা ১।৬৮।৫ নি), রথপন্থানম্ ৩।১৬৭।২, দৃঢধন্বিনম্ ৩·৪০.১১ ইত্যাদি । এছাড়া সমস্যমান পদের বিপর্যয় (পুষ্পবিকচৈঃ ৩।১৪৮।২), শিথিল সমাস-বন্ধন (তস্য দর্শনতৃষ্ণাম্ ৩।১৪১।৪) ইত্যাদি ।

---

৪১ দ্র: *Speyer* : Vedische und Sanskrit-syntax ; *N. Sen* : On the Syntax of the cases in the *Rāmāyaṇa*, JOIB Vol. 2 p. 118-129, 311-326 ; *Edgerton* : *ibid*

৪২ দ্র: *Speyer* : *ibid* ff 73

৪৩ দ্র: *Speyer* : *ibid* ff 212

৪৪ দ্র: *Gokhale* : Un-*Pāṇinian* Forms....(6. compounds), IL Vol. 17 pp. 121-128

॥ ১১ ॥

কথ্য সংস্কৃত (Spoken Sanskrit)

১১.১০ সাধু বা শিষ্ট সংস্কৃত ভাষাব যে পরিমিত আদর্শ (standardisation) গডে উঠেছিল পাণিনি এবং তাঁব পববর্তী যুগে, তার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা পূর্বেই কবা হয়েছে (দ্র ৭.৬৫)। কিন্তু মনে রাখা দরকার—প্রাচীন ভাবতীয় আর্যভাষাব (OIA) অ-সংস্কৃত কথ্য উপাদান ও উপভাষাগুলিই হল মধ্য ভাবতীয় আর্যভাষাগুলির (MIA) প্রকৃত জননী (দ্র ৩.৫৩)। এই কথ্য বা জানপদ সংস্কৃতের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয না মিললেও এর অনুমান কবা চলে নানা উৎস থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন উপাদান থেকে। এইজাতীয় উপাদানেব স্বরূপ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা পূর্বেই উপস্থাপিত করা হয়েছে (দ্র ৬.৩০)। বর্তমানে আলোচ্য হল, ভাষাতাত্ত্বিকেব দৃষ্টিতে এই অনুমানভিত্তিক কথ্য সংস্কৃতের নিবীক্ষা এবং মূল্যায়ন।[১] এই অনুমানের ভিত্তি হল—প্রথমত, সাধাবণ সংস্কৃতে প্রাকৃতেব বিপুল প্রভাব—যার ফলে একদিকে যেমন সংস্কৃতেব বহু শব্দ প্রাকৃতায়নের প্রভাব এড়াতে পাবে নি ; অপবদিকে তেমনি বহু প্রাকৃত শব্দকে সংস্কৃতায়িত করে নেওয়া হযেছে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতের মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদান মেলে যা' বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষাব দ্বাবা ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ অধিকতর

১ দ্র *Sen* . HPHS pp. 36-51 ; "Three Lectures on MIA" in JOIB Vol. XI no 3 pp. 200-207 ; *Katre* : PL pp. 61 69 , *Burrow* : SL pp. 45-47 , *M. Mayrhofer* : KEWA (1) pp. 5-9 , *L. Renou* : Introduction in AG (1) pp. 29-31 , *Thumb* HBS (1) pp 103-104 , *M. Shahidullah* "The Indo-Aryan Parent-Speech", IL (Turner Jubilee Vol. II)

প্রাচীন উৎস থেকে বিবর্তিত এইজাতীয় উপাদানগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কাজেই প্রয়োজন কথ্য ভাষার পুনর্গঠন (reconstruction)। সুতরাং আমাদের আলোচনার মানদণ্ড নির্ধারিত হচ্ছে এই তিনটি উপায়ে—

ক ॥ সংস্কৃতে প্রাকৃতায়নের (prakritisation) স্বরূপ।

খ ॥ প্রাকৃতের সংস্কৃতায়নের (hyper-sanskritisation) স্বরূপ।

গ ॥ কথ্য সংস্কৃতের পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অ-সংস্কৃত বা অ-বৈদিক সমান্তরাল প্রাচীন বৈশিষ্ট্যগুলির আহরণ।

আর এই আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির উৎস নির্ধারণ করা যেতে পারে এই ভাবে—

১ ॥ প্রাচীন বেদ থেকে সংস্কৃত-যুগ পর্যন্ত ভাষা-পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রবণতা।

২ ॥ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (বেদ ও সংস্কৃত) ধ্বনিতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন শব্দাবলী বা প্রয়োগ।

৩ ॥ প্রাচীন বৈয়াকরণদের ভাষা সম্পর্কীয় নিরীক্ষা।

৪ ॥ প্রাচীন ইরাণীর ভাষার সমান্তরাল বিবর্তন ও বিকাশের স্বরূপ।

৫ ॥ বৌদ্ধ সংস্কৃতের উপাদান—যা' আসলে কথ্য সংস্কৃতেরই প্রাকৃতায়ন।

৬ ॥ রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুইটি মহাকাব্যের ভাষাদর্শ—যা' কথ্য সংস্কৃতেরই পরিশীলিত রূপ।

৭ ॥ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (MIA) শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তিগত পুনর্গঠন (reconstruction)।

৮ ॥ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার (NIA) শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তিগত পুনর্গঠন ইত্যাদি।

১১.১১ সংস্কৃতে প্রাকৃতায়ন (prakritisation) ॥

১। প্রাকৃতসুলভ ধ্বনিপরিবর্তন, যথা—ঋ>অ, ই, উ, এ। উদাহরণ: সং ভট <ভৃত 'সৈন্য'; বৈদিক ব্রিকট সং উৎকট <বৈ -কৃত <√কৃ; বৈ শিথিল : বৈ শ্রথ্ <শৃথ্—তু: প্রাকৃত সিঢিল (ঋ-কারের প্রভাবে থ্-এর ঠ্ > ঢ্-এ পরিণতি); সং ক্রোষ্টু <বৈ ক্রোষ্টৃ 'শৃগাল'; সং গুচ্ছ

(<* গৃহ্ন-) ; সং মাতুল <*মাতৃ-ল তু: বৎস-ল ইত্যাদি। বৈ গেহ 'গৃহ', গেহ্য<বৈ গৃহ ; সং এধ্ : ঋধ্ ।

২। উচ্চারণ এবং লিপিবিধিতে (orthography) প্রায়শই ব এবং ব[২] (*b/v*) -ধ্বনির বিপর্যয় এবং -ষ- স্থলে -খ-[৩] দেখা যায়। প্রাকৃতসুলভ স্বর-সংগতি (vowel harmony) বা বিপ্রকর্ষজনিত[৪] (anaptyxis) পরিবর্তনও অসুলভ নয়। যথা—বাণ/বাণ, বৃহ্/বৃহ্ ; সং অঙ্গার>সং ইঙ্গাল 'জ্বলন্ত কয়লা' ; সং পুরুষ <*পূর্ষ তু: পালি পোস, পুরিস, পোরিস, প্রাকৃত পুরিস মাগধী প্রাকৃত পুলিশ ; সং ইন্দিরা<ইন্দ্র ; বৈদিক ও সংস্কৃত রুধির<*রুধ্র তু: গ্রীক *eruthros* ; বৈদিক রুদর <রুদ্র। অথবা মধ্যস্বরলোপ (syncopation)—উর্বশী < উরু+বশী ; পর্ষদ্ < পরিষদ্ ; এবং সমাক্ষবলোপ (haplology), যথা—বৈ মমৎ <মম+মৎ।

৩। প্রাকৃতসুলভ ঐ, ঔ> এ, ও এবং ই, উ। যথা—ঋ বে গমধ্যৈ তৈ সং গমধ্যে ; বাজস সং কেবর্ত, তৈ ব্রা কৈবর্ত ; তৈ সং ঔষধীষু মৈত্রা সং ওষধীষু ইত্যাদি।

৪। প্রাকৃতসুলভ অয়, অব> এ, ও। যথা—ঋ বে ত্রেধা (ত্র্যক্ষরী) <*ত্রইধা <*ত্রয়ধা ; শ্রেষ্ঠ (ত্র্যক্ষরী) <*শ্রইষ্ঠ <*শ্রয়িষ্ঠ তু: আবেস্তিক *sraēsta* ; শ্রেণি (ত্র্যক্ষরী)<শ্রয়ণি ইত্যাদি ; ধাতুপাঠে ওণতি <সং অপন্নতি ; লোণতৃণ <লবণতৃণ ; বৈ শ্রোণ, সংহিতা শ্লোণ 'খঞ্জ'<শ্রবণা তু: ব্রাহ্মণ শ্লবণ ; বৈ বোধি (লোট্, ম পু ১ব) <*ভবধি ইত্যাদি।

এইরূপ অন্তর্গত স্বর-সংযোগের (vowels in contact) অস্তিত্বও বেদে মেলে, যথা—ঋ বে প্রউগ, তিতউ, গঅম্ (=গাম্) <*গাবম্, ইত্যাদি (দ্র: ৮.২৮ ক)।

৫। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের -ঋ- বর্ণ রি/রু -রূপে উচ্চারিত হত কথ্য সংস্কৃতে নিশ্চয়ই। এর প্রমাণ মেলে লিপিবিধিতে (orthography) ; যেমন—ত্রিতীয় স্থলে তৃতীয় তু: ঋ বে ত্রিত, প্রা: পারসীক *çitiya*

২ দ্র: *Wackernagel* : AG (i) ff 161

৩ দ্র: *ibid* ff 118

৪ দ্র: *ibid* ff 53c

আবেস্তিক *θritya* <প্রা ভা আর্য (OIA) **tritya* ; অথবা শ্রুণোতি-স্থলে শৃণোতি (<√শ্রু) তু: বৈ শ্রুধি গ্রা *kluthi* ম ভা আর্য (MIA) সুনামি (পালি) সুনই (প্রা) ইত্যাদি ।

এইরূপ ঋ (*ṛ*)-ধ্বনির উচ্চারণ বিকৃত হয়েছিল এবং তা' সম্ভবত দ্বি'ভাবে : -ঈর্ এবং -উর্ (সংস্কৃতের -ঋ- আসলে সাদৃশ্যজাত, analogical, অগ্নিভিঃ : অগ্নীন্ : অগ্নীনাম্ = শত্রুভিঃ : শত্রূন্ : শত্রূনাম্ = দাতৃভিঃ : দাতৄন্ : দাতৄণাম্)। সংস্কৃতে কেবল -ঈর্ রক্ষিত হয়েছে, যথা—সং জীর্ণ প্রা জুন্ন <*জৄর্ণ, *জৢর্ণ, জীর্ণ), সং তীর্থ প্রা তুহ (<* তৄথ, *তুর্থ, তীর্থ), অথবা সং গুরু, পালি/প্রাকৃত গরু তু: সং গরিষ্ঠ গ্রীক *barus* (<**gʷṛru*) ইত্যাদি ।

৬। ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, পদাদি স্-যুক্ত ব্যঞ্জনের স্-এর লোপ, যথা—সং পশ্যতি <স্পশ্ তু: স্পষ্ট ; চন্দ্র <শ্চন্দ্র তু: হরিশ্চন্দ্র ; তায়ু <*স্তায়ু তু: স্তেন, স্তেয় , প্রাকৃতেও সমীভবনের (assimilation) পর এইজাতীয় স্-এর লোপ দেখা যায়, যথা—পালি থুব <স্তুপ, ফাসু <স্পৃশ্-ইত্যাদি ।

৭। অঘোষ একক ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা (তু: সং গত>শৌ প্রা গদ ইত্যাদি) যথা—বৈ কর্ত সং গর্ত, সং তড়াগ ব্রাহ্মণ তটাক (তু: সং তট 'তীর') ; সং লগুড, লকুট ; বৈ নাধিত, সং নাথ ; পতঞ্জলি উল্লিখিত মধুরা : মথুরা; শৃঙ্খাণিকা পরবর্তী সং শিঙ্ঘাণিকা ইত্যাদি । অবশ্য ঘোষবর্ণের অঘোষবত্তাও মিলবে (তু: রাজা >পৈশাচী প্রাকৃত রাচা) যথা—বৈ ব্রিভাদক সং ব্রিভীতক ইত্যাদি ।

৮। -অঃ> -এ (তু: মাগধী প্রাকৃত নরঃ>নলে) তু: বৈ সূরে দুহিতা (ঋ বে ১।৩৪।৫) কিন্তু সূরো দুহিতা (ঋ বে ৭।৬৯।৪) ।

৯। পদাদি য়্>জ্ অথবা জ্>য়্ (তু: মাধবী প্রাকৃত জধা <য়দা) যথা প্রাচীন য়াতুধান> জাতুধান, য়ভ্> জোভ্- 'ভবিষ্যৎ' ; প্রাচীন জামাতৃ> পরবর্তী য়ামাতৃ, জামি> য়ামি ইত্যাদি ।

১০। প্রাকৃতসুলভ -য়্- এবং -ব্- অথবা -ম্- এবং -ব্- -এর স্থানবিপর্যয় (metathesis)। যথা—যজুর্বেদের আততায়িন্ : আততাবিন্ ; মনায়ী : মনাবী এবং বৈদিক শ্মশ্রু : তৈ আ শ্মশ্রু, ধমনী : ধবনী (ম্ <ব্) ।

১১। পদমধ্যগত একক ঘোষ মহাপ্রাণবর্ণের (intervocal single voiced plosive) হ্-এ পরিণতি। যথা—ধ্>হ্ : হিত <ধিত (√ধা) ; সহ- (বৈ সধ-) ; রোহিত, লোহিত : লোধ 'একজাতীয় লাল জন্তু', অথ বে রুধির 'লাল' (তু: গ্রীক *eruthros*) ; গাহতে, গাহ : গাধ ; রোহস্ : রোধতি ; সং ইহ : পালি ইধ ইত্যাদি। ভ্>হ্ : বৈ গৃভ্‌ণাতি : গৃহ্ণাতি, হস্ত-গৃহ্য ; (: গ্রভ্), ককুহ : ককুভ্। ঘ্>হ্ : অহ´ : অর্ঘ্। অথবা খ্> হ্ : বৈ সখায়ম্ 'বন্ধুত্ব' : সহায়, বৈ সুখ্ : ধাতুপাঠে সুহ্ 'সুখী হওয়া' ; সং সিংহাণক : শৃঙ্খাণ ইত্যাদি (দ্র: ৮.২২)।

১২। মাগধী প্রাকৃতসুলভ র্-এর ল্-এ পরিণতি সংস্কৃতের অনেক শব্দে দেখা যায়। যথা—বৈ রোহিত : লোহিত, বৈ শ্রীব : সং শ্লীল, বৈ রোচন লোচন ইত্যাদি (দ্র: ৮.২৪)।

১৩। প্রাকৃতসুলভ মূর্ধ´ন্যীভবন (cerebralisation) : -ঋ- অথবা -র্-এর প্রভাবে পদমধ্যগত দন্ত্যবর্ণের মূর্ধ´ন্যবর্ণে পরিণতি হল সাধারণ প্রাকৃত (MIA) ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এব উৎপত্তি এবং প্রসার আরও প্রাচীন প্রাক্-ভারতীয় আর্য-স্তরে দেখা গিয়েছিল (দ্র: ৮.২৬)। Fortunatov-এর সূত্রানুযায়ী মূল ভাষার (IE) দন্ত্যবর্ণ অথবা স্-ধ্বনির পূর্ববর্তী *ল্-ধ্বনি ভারতীয় আর্যে লুপ্ত হয় কিন্তু সেই সঙ্গে পরবর্তী দন্ত্য-বর্ণকে মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত করে।[৫] যথা—বৈ কটুক সং কটু লিথু *kartus*, সং কুঠার লাতিন *culter* ; সং ভাষতে তু: লিথু *balsas* : সং খণ্ড গ্রীক *kladaros*, লিথু *skeldeti* ; সং জতু´, জঠর তু: গথিক *kilθei* ইত্যাদি (দ্র ৯.১১ ঘ)।

সম্ভবত এই ধ্বনি-পরিবর্তনের ধারা সংস্কৃত ভাষায় লুপ্ত হলেও কথ্য সংস্কৃতে অব্যাহত ছিল। তাই সাধারণ প্রাকৃতে (MIA) এই মূর্ধ´ন্যীভবনের এত ব্যাপকতা। পরে এইজাতীয় শব্দাবলী সংস্কৃতেও নতুন ক'রে গৃহীত হতে থাকল। এইজাতীয় কতকগুলি শব্দ হল— বৈ বিকট, নট, ভট (<বিকৃত, নৃত, ভৃত), বৈ কত´ 'গত´' : কাট, বৈ ঋধ্ : সং আঢ্য, বৈ প্রথতি, মহাকাব্যে প্রথতে : সং পঠতি <*পৃথতি

৫ দ্র: *ibid* ff 146, 172 b, 208 b α

গুণ্ঠয়তি <*গৃন্থতি তু: গ্রথ্নাতি, গ্রন্থতি ; কুট্টয়তি : কৃন্ততি, কর্ততি ; আ'ভিধানিক গডয়িত্নু : গদ'য়িত্নু ইত্যাদি।

১৪। যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে—

(ক) প্স> চ্ছ : যথা—বৈ কৃচ্ছ্র <*কৃপ্স্র ; গুচ্ছ <*গৃপ্স (পরবর্তী যুগে সংস্কৃতায়িত আভিধানিক গুৎস), তু: সং গ্রপ্স-, গ্লপ্স-'তোড়া, গুচ্ছ'।

(খ) ক্ষ > চ্ছ : যথা—সং ছুরিকা (দশকুমারচরিত), বৈ ক্ষুর ; সংস্কৃত (এবং মহাকাব্যে) কচ্ছা ও কক্ষা, আভিধানিক অছ 'ভল্লুক' এবং ঋক্ষ, সং লক্ষণ এবং লাঞ্ছন।

(গ) ৎস>চ্ছ : যথা—সং উচ্ছন্ন এবং উৎসন্ন ; সং মচ্ছ এবং বৈ মৎস্য ; সং রচ্ছ এবং বৈ রৎস ; আভিধানিক উচ্ছ্র : প্রাচীন উৎসূর ; সং রচ্ছল এবং রৎসল।

(ঘ) জ্য > জ্জ : যথা—সং সজ্জ- 'প্রস্তুত' : সং সজ্য ; লজ্জ্- : রজ্যতে 'রক্তিম হওয়া'।

(ঙ) দ্য> জ্য : যথা—সং উজ্জানক : উদ্যান ; বৈ জ্যোতিষ্ : √দ্যুত্ তু: জ্যোতয়তি, জ্যোততি।

(চ) শ্য> চ্ছ : যথা—সং কশ্যপ এবং কচ্ছপ।

(ছ) ল্য, ল্ব > ল্ল : যথা—শল্যক (বাজস সং) এবং সং শল্লক ; মহাকাব্যের মল্ল 'ক্রীড়াবিদ্'<*মল্য ; সং পল্বল এবং পল্লল।

(জ) দ্র > *দ্ল > ল্ল : যথা—সং ক্ষুল্লক <*ক্ষুদ্ল তু: সং ক্ষুদ্র ; আভিধানিক ভল্ল <*ভদ্ল তু: ভদ্র ; সং পল্লর <পদ্-লর ইত্যাদি।

(ঝ) পদাদি যুক্ত ব্যঞ্জনের স্ বা র্-ধ্বনির প্রভাবে উষ্মীভবন (spirantisation) প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য (তু: সং স্তূপ> প্রা থূপ, স্পর্শ >প্রা ফংস)। সংস্কৃতে এইজাতীয় উদাহরণ—সম্ভবত সং খেলতি তু: সং ক্রাডতি, কেলিঃ, ক্ষেলতি (দ্র: ১১.১২)।৬

রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে—

১৫। প্রাকৃতের মত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্ত শব্দে অথবা আ-কারান্ত শব্দের (পুং) অ-কারান্ত শব্দে পরিণতি, যথা—নক্ত্ >নক্ত, স্পশ্ > স্পশ, নিশ্>

৬ দ্র: *Mayrhofer* : KEWA (i) pp. 296, 312

নিশা, বৃষন্ > বৃষ, মাস্ > মাস, পুর্ > পুর, দ্বার্ > দ্বার, বাচ্ > বাচা, নৌ > নাবা, নৌকা, গো > গাবী (স্ত্রী), গোন (পুং), দিশ্ > দিশা, য়োষন্ > য়োষা, বার্ > বারি, দেবর্ (দেবৃ) > দেবর, পদ্ > পদ, নপ্তর্ (নপ্তৃ) > নপ্তি, ক্ষুধ্ > ক্ষুধা, যুধ্ > যুধা, মুদ্ > মুদা, বাসর্ > বাসর, *পামর্ (পামন্) > পামর, আ-কারান্ত ধাতুনাম গোপা > গোপ ইত্যাদি।

১৬। সাধারণ সংস্কৃতের ধাতু ও বিকরণ সমীভূত হয়ে প্রাকৃতে নতুন ধাতু গঠিত হয়, যেমন, √যুধ্ + য > প্রাকৃত √জুজ্ঝ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যথা—ঋ বে জিন্বিত < √জিন্ব্ < জি + নু; অর্বাচীন বৈদিক পিন্বিত < √পিন্ব্- < √পি/পী + নু (দ্র: ৮.৫২.১।২), ঋ বে শিক্ষ-√শক্ + স (সনন্তমূল); অর্বাচীন বৈদিক ভক্ষ- < ভজ্ + স (দ্র: পৃ: ১৪২)।[৭]

১৭। প্রাকৃতের মত ধাতুর বিভিন্ন গণকে অ-বিকরণযুক্ত (thematic) ধাতুতে পরিণত করার প্রবণতা। যথা—ঋ বে মথ্নাতি > অথ বে মথতি, ঋ বে যুধ্যন্তি > অথ বে য়োধন্তি ; ঋ বে শ্বসিতি > অথ বে শ্বসতি, শ্বসতে। এছাড়া তুলনীয় সং ছিন্দতি/ ছিনত্তি, বন্ধয়তি /বধ্নাতি, *গ্রন্থতি/ গ্রথ্নাতি ইত্যাদি।

১১.১২ প্রাকৃতের সংস্কৃতায়ন (hyper-sanskritisation) ॥

সংস্কৃতের বহু শব্দ প্রাকৃত তদ্ভব শব্দ থেকে পুনর্গঠিত হয়েছে। এই সংস্কৃতায়ন ঘটেছে সংস্কৃতজাত প্রাকৃত পরিবর্তনের সূত্র অবলম্বন ক'রে। বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতে এইজাতীয় প্রাকৃতের সংস্কৃতায়ন দেখা যাবে প্রচুর। সংস্কৃতায়িত প্রাকৃতের কয়েকটি উদাহরণ হল—

প্রাকৃত গুচ্ছ (< *গৃৎস) > সং গুৎস।

প্রাকৃত মসিণ (< সং মৃৎস্ন) > সং মসৃণ।

প্রাকৃত রুক্ষ (< সং বৃক্ষ) > সং রূক্ষ।

প্রাকৃত লডহ 'সুখাবহ' (< সং ?) > সং লটহ, লটভ 'সুন্দর'।

প্রাকৃত হেট্ঠা (তু: সং অধস্তাৎ) > সং হেষ্টা (বৌদ্ধ সংস্কৃত)।

প্রাকৃত ণিব্ভর 'পূর্ণ' (< সং ?) > সং নির্ভর।

---

৭ দ্র: *Thumb* : HBS (ii) p. 232

প্রাকৃত উচ্ছুক <*ইচ্ছুক (তু: সং ইচ্ছতি, ইচ্ছু)>সং উৎসুক।

প্রাকৃত *মুত্তা (<সং মূর্তা)> সং মুক্তা ।

প্রাকৃত চোর >সং চোর়, চৌর ।

প্রাকৃত *অক্খোহিণী পালি অক্খোভনী (<সং *অ-ক্ষোভিণী, √ক্ষুভ্) > সং অক্ষৌহিণী ।[৮]

প্রাকৃত *গোবিন্দ (<সং গোপেন্দ্র)>সং গোৱিন্দ (সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী গো-ৱিন্দ 'গরু-লাভকারী') ।

প্রাকৃত ঝাম (<সং ক্ষাম)> সং ধ্যামঃ 'কৃষ্ণবর্ণ' কিন্তু তুলনীয় সং ঝামক 'ঝামা' ।[৯]

সংস্কৃত অদস্ (ক্লীবলিঙ্গ) [<সর্বনামমূল *অদ্ = সর্বনাম -অ- + ক্লীবলিঙ্গের -দ্- < ই ইউ *e-d] এসেছে পালি দেৱো <সং দেৱঃ এইজাতীয় ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র ধ'রে *ado থেকে—যার ইন্দো-ইরাণীয় মূল হল *adau <ই ইউ *ed–au [তু: অসৌ (পুং/স্ত্রী) <ই ইউ e-so-au (পুং) *e-sā-au (স্ত্রী) =*e-sōu] ।[১০]

প্রাকৃত খেল- (<সং ক্রীড্-, কেলিঃ ?   ) >সং ক্ষেলতি ।[১১]

প্রাকৃত *কীডতি (<*কীর্দতি তু: সং কূর্দতি) >সং ক্রীডতি ।[১২]

১১.১৩ অবৈদিক ও অসংস্কৃত বৈশিষ্ট্যের পুনর্গঠন (reconstructed features) ॥

১। সংস্কৃত 'ইহ' শব্দের প্রাচীনতর রূপ 'ইধ' রক্ষিত হয়েছে পালিতে তু: আবেস্তিক *iδa* ; সংস্কৃতে -হ প্রত্যয়ান্ত আর একটি পদ হল কুহ এবং বেদের ৱিশ্বহ-জাতীয় পদ। কথ্য সংস্কৃতে সম্ভবত এইজাতীয় পদগুলি ছিল *ইধ, *তধ, *যধ, *কধ, *কুধ ইত্যাদি।

অধিকরণকারকের অর্থে -ধি প্রত্যয়ের ব্যবহার সাধারণ সংস্কৃতে মেলে

---

৮ দ্র: *Mayrhofer* : KEWA (i) pp. 16-17

৯ দ্র: *ibid* (ii) pp. 114-115

১০ দ্র: *ibid* (i) pp. 29, 66

১১ দ্র: *ibid* p. 296

১২ দ্র: *ibid* p. 279

কেবল সর্বনামমূল -অ-এর সঙ্গে অর্থাৎ অধি এই অনুসর্গে (তু: গ্রীক *-thi*) কিন্তু প্রাকৃতে অন্যান্য সর্বনামমূলের এমন বহু পদ মেলে যাদের উৎস হল এই -ধি যুক্ত সর্বনাম পদ (তু: পালি সব্বহি <*সর্ব-ধি)। সুতরাং কথ্য সংস্কৃতের এইজাতীয় পদগুলি সম্ভবত ছিল *যধি, *কধি, *তধি ইত্যাদি।

২। ইন্দো-ইরাণীয় বৈশিষ্ট্য সমান্তরাল ভাবে রক্ষিত হয়েছে সাধারণ সংস্কৃতে (OIA) এবং প্রাকৃতে—এমন একটি ধ্বনিপরিবর্তন হল. সংস্কৃত *kṣ*= প্রাকৃত *jh, jjh, ggh* তু: আবেস্তিক *γž* । উদাহরণস্বরূপ, সং ক্ষর্ আবেস্তিক *γžar* পালি পগ্ঘরতি (=সং প্রক্ষরতি) প্রাকৃত ঝরই <ই ইরা **gžhar* <ই ইউ **gðher* তু: গ্রীক *phtheirō* ।[১৩]

৩। ইন্দো-ইরাণীয় *'z* সংস্কৃতে লুপ্ত হয় কিন্তু তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীকরণে (compensatory lengthening) অথবা পূর্ববর্তী স্বরের স্বরূপগত পরিবর্তনে (qualitative change) ; এবং সেইসঙ্গে অ/আ-ভিন্ন স্বরের পরবর্তী *z* -ধ্বনির (অর্থাৎ মূর্ধন্য *ẓ̌*) প্রভাবে পরের দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হয়। প্রাকৃতেও এই *z*-ধ্বনির অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষ ভাবে। সুতরাং কথ্য সংস্কৃতে সম্ভবত *z*-ধ্বনি একেবারে লুপ্ত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ—

সংস্কৃত দেহি ঋগ্বেদ দদ্ধি <* *daz-dhi* <**ded-z-dhi* (দু'টি দন্ত্যবর্ণের মধ্যে *z* শ্রুতির আগম ইন্দো-ইরাণীয় লক্ষণ তু: আবেস্তিক *dazdi*); সংস্কৃত কিয়েধা <**kiyaz-dhā* <**kiyad-z-dhā* <*kiyad-dha* ;[১৪] সংস্কৃত উড্ডীন <**uẓ-dīna* <**ud-z-dīna* <ই ইউ **ud-dīno*। অথবা সংস্কৃত বিড্‌ভিঃ <**viž-bhis* <**viś-bhis* <ই ইউ **wik̂-bhis* ; এইরূপ পালি নিড্ড সং নীড <ই ইরা **nižda*<ই ইউ *ni-sd-os* (<**ni*+√*sed*); প্রাকৃত ব্রেঢ<*vṛždha* তু: সং ব্রুজ্, ব্রুজন্ ; প্রাকৃত কড্‌ঢ-<**kṛždha* <**kṛṣ-dha*, তু: সং কৃষ্, কর্ষ ইত্যাদি।

১৩ দ্র: *Wackernagel* : AG (i) p. 241

১৪ দ্র: *ibid* p. 178

৪। স্বরের বিভিন্ন ক্রম (vowel gradation) সংস্কৃত ও প্রাকৃতে সমান্তরালভাবে রক্ষিত হয়েছে, যথা—সংস্কৃত শত্রর্থক -মান প্রত্যয় স্থলে অর্ধমাগধী -মীণ ; অথবা ব্যাকরণসিদ্ধ বৈদিক ল্যবর্থক -ত্বান প্রত্যয়ের স্থলে প্রাকৃত -উণ (<**lūna*)। গুণিতক্রমে সংস্কৃত 'স্বপ্ন' স্থলে প্রাকৃতে ক্ষয়িত ক্রমে 'সুপিন' মেলে (তু: গ্রীক *hupnos*<**supnos*)। এইরূপ প্রাকৃতে 'গরু' (গুণক্রম) : সংস্কৃত গুরু (*g*ʷ*ṛru*, ক্ষীণক্রম), প্রাকৃত তুরিত, থীন (<**stīna*) : সংস্কৃত ত্বরিত, স্ত্যান ; প্রাকৃত মাহাণ 'ব্রাহ্মণ' : বৈদিক মহিণ ইত্যাদি।

ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদগঠনে বিভিন্ন ক্রমের প্রয়োগ দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন, সাধারণ সংস্কৃত (OIA) দাত (তু: ঋ বে ত্বাদাত) /*দিত/-ত্ত (তু: দেব়-ত্ত, আত্ত) /*দিন্ন /দত্ত>প্রাকৃত দাত (প্রাচীন প্রাকৃত উসভদাত) /দিতগ (নিয়া প্রাকৃত) /-ত্ত (পালি) /দিন্ন /দত্ত ইত্যাদি।

৫। দ্বিবচনের প্রয়োগ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এবং বৈদিকে দেখা যেত কেবল স্বভাব-জ যুগ্ম ধারণার (natural pairs) ক্ষেত্রে। যথা, যুগ্ম দেবতা, চক্ষু, যানচক্র ইত্যাদি। দ্বিবচনের এই সীমিত প্রয়োগ প্রাচীন ইরাণীয় ভাষায়ও লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতে দ্বিবচনের ব্যবহার কৃত্রিম। প্রাকৃতে দ্বিবচন-লোপ প্রাচীন ধারারই স্বাক্ষর। সুতরাং কথ্য সংস্কৃতে দ্বিবচনের ব্যাপক ব্যবহার ছিল না নিশ্চয়ই।

৬। সর্বনাম -ইম- -মূলের প্রয়োগ সংস্কৃতে পাওয়া যায় ইদম্ শব্দের ২য়ার ১বচনে (পুং-ও স্ত্রী-) এবং ১মা ও ২য়ার দ্বিবচন ও বহুবচনে (তিন লিঙ্গেই)। কিন্তু সাধারণ প্রাকৃতের (MIA) প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় কথ্য সংস্কৃতে -ইম- মূল ধ'রে সর্বনামপদও গঠিত হত, যথা—*ইমৎ, ইমেন, ইমিনা, *ইমিস্য, *ইমেষাম্, ইমিনাম্ ইত্যাদি [তু: বৈ ইমস্য, ইমস্মৈ, ইমথা (দ্র: ৮. ৪০।৮)]।

এইরূপ -অর- -মূল সর্বনাম সংস্কৃতে না মিললেও বেদে একবার মাত্র পাওয়া যায়, যথা—ঋ বে অরোঃ (৬ষ্ঠী ২ব) [দ্র: ৮.৪০।৫]। কিন্তু প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার মানদণ্ডে বলা চলে যে অর্বাচীন প্রাকৃতের -ওই- জাতীয় পদের উৎস হল কথ্য সংস্কৃত *অরে (১মা বহুব) তু: প্রাচীন পারসীক *aviy* ; এইরূপ প্রাকৃত -ওহ- <*অরস্য (৬ষ্ঠী ১ব) তু: প্রা: পারসীক *ava-hyā*।

প্রথমার একবচনে (পুং ও স্ত্রী) সংস্কৃত সর্বনাম-মূল -স- (*sa*)-এর প্রয়োগ দেখা গেলেও এর ব্যবহার ছিল আরও ব্যাপক—কেবল ইন্দো-ইরাণীয় বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় নয়, প্রাকৃতেও। এর উদাহরণ বেদেও কিছু মেলে, যথা—ঋগ্‌বেদে তস্মিন্‌ ছাড়াও সস্মিন্‌ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উদাহরণ সস্মাৎ (=তস্মাৎ) [দ্র: ৮.৪০।৯]।

৭। সংস্কৃতে ধাতুর দশটি গণ স্বীকার করা হলেও মূল ই ইউ ভাষার অন্যান্য গণের পরিচয়ও প্রাকৃতে মিলছে। সুতরাং কথ্য সংস্কৃতেও অন্যান্য গণের অস্তিত্ব ছিল নিশ্চয়ই। উদাহরণস্বরূপ—

ছ-গণ (ই ইউ *skо*) : তু: সং গচ্ছতি, যচ্ছতি, পৃচ্ছতি, ঋচ্ছতি, ইচ্ছতি ইত্যাদি। প্রাকৃত অচ্ছই <কথ্য সংস্কৃত *অচ্ছতি তু: বাংলা আছে ইত্যাদি। প্রাকৃত পহুচ্ছই <*প্র- ভু-চ্ছ-তি তু: বাংলা পহুঁছান ইত্যাদি। এইরূপ কথ্য সংস্কৃতে *জ্ঞা-চ্ছ-তি তু: প্রা: পারসীক *xšnāsātiy* (অভিপ্রায় ভাবে) ; *কৃ-চ্ছ-তি তু: অশোকানুশাসন কচ্ছতি ইত্যাদি।

স-গণ (ই ইউ **so*) : কথ্য সংস্কৃত *দৃক্ষতি তু: অশোকানুশাসন দক্‌খতি সাধারণ প্রাকৃত (MIA) দেখই বাং দেখে ইত্যাদি তু: ঋ বে দৃক্ষসে (=পশ্যসি) ; *কর্ষতি তু: অশোকানুশাসন কস্‌সতি (=করোতি)।

ধ-গণ (ই ইউ **dho*) : কথ্য সংস্কৃত কৃষ্‌-ধ-তি>পালি কড্‌ঢতি প্রাকৃত কড্‌ঢই ; *বৃ্জ্‌-ধ-তি>প্রাকৃত বেঢই ইত্যাদি।[১৫]

দ-গণ (ই ইউ **do*) : কথ্য সংস্কৃত *বৃষ্‌-দ-তি> প্রাকৃত বুড্‌ডই , *কৃষ্‌-দ-তি >প্রাকৃত কড্‌ডই (অর্বাচীন সংস্কৃত কড্‌ডতি) তু: সং ক্রীড্‌- <**krīz-d-*<ই ইউ **(s)kri-z-d* তু: প্রা: নর্স *hrista*।[১৬]

৮। সংস্কৃতের সেট্‌ ধাতুর প্রয়োগ ব্যতীত অনিট্‌ ধাতুর ব্যবহারও প্রাকৃতে এবং কথ্য সংস্কৃতে মেলে, যথা—সং করিষ্যামি পালি কাহামি <*কাসামি <*কস্‌সামি <কথ্য সংস্কৃত *কর্ষ্যামি।

৯। প্রথম পুরুষের বহুবচনে -র্‌-যুক্ত বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্ট প্রাচীন

১৫ দ্র: *Sen* : CGMIA (2nd edition) p. 146

১৬ দ্র: *Thumb* : HBS (ii) ff 462

(তু: বৈদিক দুহ্রে, শেরে ইত্যাদি দ্র: ৮.৫২.১।৮)। সাধারণ সংস্কৃতে এর প্রয়োগ না মিললেও প্রাকৃতে মেলে, যথা—প্র পৃ বহুব আত্মনে বর্তমান ও ভবিষ্যতের -অরে -বিভক্তির প্রয়োগ মেলে অশোকানুশাসনে (গির্ণার) তু: আরভরে (=আলভ্যন্তে), অনুবৃতিসরে (=অনুবৎ্স্যন্তে), এবং পালিতে তু: দিস্সরে (=দৃশ্যন্তে), রিজ্জরে (=*রিদ্যরে, রিদ্যন্তে) ইত্যাদি।

১০। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত অতীত গঠনে সংস্কৃতে অনেকসময় -ন- বা -র-প্রত্যয় গ্রহণযোগ্য হলেও সাধারণ প্রাকৃতে এর ব্যবহার ছিল আরও ব্যাপক। তু: প্রাকৃত রুণ্ণ<*রুদ্-ন, মুক্ক <*মুক্-ন, *মুক্-র), দিণ্ণ<*দা-ন (সং রুদিত-, মুক্ত, দত্ত) ইত্যাদি।

১১। নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত পদকে সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার সংস্কৃতেরই বৈশিষ্ট্য। বেদের প্রাচীন অংশে এইজাতীয় প্রয়োগ মেলে না। ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশেই প্রথম এইজাতীয় ব্যবহার দেখা যায়, যথা—ন ত্বাবাঁ ইন্দ্র কশ্চন ন জাতো ন জনিষ্যতে—১।৮১।৫ ; শ্রদ্ধিতং তে মহত ইন্দ্রিয়ায় —১।১০৪।৬।[১৭] বলা বাহুল্য, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাতেও এই ধর্ম উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। আধুনিক ভাষায় অতীতকাল গঠনে এই নিষ্ঠান্ত প্রয়োগের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক (তু: বাংলা গেল <সং গত+-ইল্ল প্রা গঅ +ইল্ল)। সুতরাং কথ্য সংস্কৃতে এর প্রয়োগ-বাহুল্য (frequeney) সহজেই অনুমেয়।

১২। সনন্ত-প্রকরণে সংস্কৃত ধাতুতে অনেকসময় অভ্যস্ত উ-অক্ষর দেখা যায় (ধাতুস্থিত উ-কারের প্রভাবে) ; কিন্তু স্বাভাবিক ই-ধ্বনিযুক্ত অক্ষরের অভ্যাস প্রাকৃতে রক্ষিত হয়েছে, যেমন—সং জুগুপ্সতে পালি জিগুচ্ছতি <কথ্য সংস্কৃত *জিগুপ্সতে তু: আবেস্তিক *cixšnuša* 'অনুগ্রহ করার ইচ্ছা'।

১৭ দ্র: JOIB Vol. XI no. 3 p. 203 ; *Macdonell* : VGS ff 208

॥ ১২ ॥

সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)

১২.১০ ভারতীয় আর্যভাষায় আর্যেতর প্রভাব[১] ঘটেছিল ভারতে নানা জাতি ও তাদের ভাষার সহাবস্থানকে কেন্দ্র ক'রে। এই প্রভাব একদিনেই ঘটে নি—তা' ঘটেছিল পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং জাতিগত সংমিশ্রণের ফলে। বস্তুত, বহুযুগব্যাপী পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমেই তা' সম্ভবপর হয়েছিল।

১২.১১ প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড় সংস্কৃতির ব্যাপকতা ছিল নিঃসন্দেহে নিবিড়। কেবল দক্ষিণ ভারতে নয় (তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্, কানাড়ী, তোডা, কোতা, কোডগু, তুলু), উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশেও যে তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব ছিল তার প্রমাণ বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষা। উত্তর ও মধ্যভারতেও রয়েছে বহু দ্রাবিড়-কথ্য ভাষা—যাদের সাহিত্যিক নিদর্শন বিশেষ মেলে না (কুরুখ, মাল্তো এবং কোলমি/পর্জী, গোণ্ডী/কুই)। ব্রাহুই ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে যে এককালে দ্রাবিড় ভাষা প্রসারিত ছিল আরও উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ড জুড়ে। আর্যভাষার অনুপ্রবেশের ফলে

---

১ দ্র: *Burrow* : SL pp. 373-388 , *Mayrhofer* : KEWA (i) pp. 10-12 , *S. K. Chatterji* : "Race-Movements and Prehistoric culture" in VA (i) chap. VIII ; *S. Levi*, *J. Przyluski* and *J. Bloch* : Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India (Translated form French by *P. C. Bagchi*, C. U. 1929) ; *S. K. Chatterji* : "Non-Aryan Elements in Indo-Aryan", JGIS, Vol II, p. 42 ; "Integration in Linguistic Pattern in India", BPSC, Vol. I pt. i, 1953

এদের সম্পর্ক হয়েছে শিথিল এবং অসংলগ্ন।[২] শুধু তাই নয়, সংস্কৃতে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবও দ্রাবিড় সংস্কৃতির গভীরতার সূচক।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় (OIA) দ্রাবিড় শব্দাবলীর ব্যাপকতর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সম্ভবত অর্বাচীন বেদ এবং ক্ল্যাসিকাল্ বা ধ্রুপদী সংস্কৃত -যুগের মধ্যবর্তী স্তরে। ঋগ্বেদেও কিছু দ্রাবিড় শব্দ মেলে, যথা—ময়ূর, কটুক, কুণ্ড, খল, দণ্ড, পিণ্ড, বল, বিল, উলূখল ইত্যাদি। পরবর্তী সংহিতা যুগেও কিছু নতুন শব্দ মেলে, যথা—অথর্ববেদে তূল-, বিল্ব, মুসল-ইত্যাদি; বাজসনেয়ি সংহিতায় কঙ্ক, শূর্প ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেও এইজাতীয় অনুপ্রবেশ অসুলভ নয়, যথা—শতপথ ব্রাহ্মণে অর্ক, অলস, পণ্ডিত, মঙ্কু, শর ইত্যাদি।[৩] বৈদিক ভাষায় এইরূপ আরও দ্রাবিড় শব্দ দেখা যাবে, যথা—অণু, অরণি, কপি, কর্মার, কাল, কলা, কিতর, কূট, কুণর, গণ, নানা, নীল, পুষ্প, পুষ্কর, পূজা, √পূজ্, ফল, বিল, বীজ, রাত্রি, সায়ম্; অর্বাচীন বেদ ও ব্রাহ্মণেও মেলে আরও কিছু নতুন শব্দ। যথা—অটবী, আডম্বর, খড্গ, তণ্ডুল, মটচী, রলক্ষ, বল্লী।[৪] তবে অধিকাংশ শব্দই পাওয়া যায় ক্ল্যাসিকাল্ সংস্কৃতে—যদিও এদের প্রাচীন নিদর্শন চিহ্নিত হয়ে আছে পাণিনি ও পতঞ্জলির রচনায়, মহাভারতে ও শ্রৌতসূত্রে।

পালি ভাষায়ও দ্রাবিড় শব্দের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। আরও আশ্চর্য, মহাকাব্যদ্বয়ে যে দ্রাবিড় শব্দগুলি হয়েছে প্রথম ব্যবহৃত, তার অধিকাংশ আবির্ভূত হয়েছে পালি সাহিত্যেও প্রথম। সুতরাং ৫০০-৩০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দেই এদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে নিশ্চয়। পরবর্তী যুগের সংস্কৃত রচনায় আবার এই প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং অনুমান করা চলে, দ্রাবিড় শব্দাবলীর ঋণগ্রহণ পর্ব খ্রীষ্টাব্দ শুরু হবার পূর্বেই

---

২ দ্রাবিড় ভাষার আঞ্চলিক অবস্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্র: *S. Bhattacharya* : JASB Vol. IX no. 2, 1967 p. 155

৩ দ্র: *Burrow* : SL p. 386

সমাপ্ত হয়েছে। প্রাকৃত যুগেও নতুন ক'রে দ্রাবিড় শব্দের আগমন লক্ষিত হলেও তা' অপ্রচুর।

কেবল শব্দাবলীর ক্ষেত্রেই নয়, দ্রাবিড় প্রভাবের ফলে সম্ভবত সাধারণ সংস্কৃতে (OIA) মূর্ধন্য বর্গের (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্) আবির্ভাব ঘটেছিল। মূর্ধন্যবর্ণের উদ্ভব অবশ্য ইন্দো-ইরাণীয় যুগ থেকে ভারতীয় আর্যের বিকাশের ধ্বনিসূত্র অবলম্বন ক'রে ব্যাখ্যা করা চলে (যেমন আর্য *nižda > *nịẓḍa > সং nīḍa অথবা সং ব্রিকৃত > ব্রিকট)। কিন্তু সবক্ষেত্রেই এই ধ্বনিসূত্রের প্রয়োগ চলে না—বিশেষত, শব্দের আদিতে যদি মূর্ধন্যবর্ণ থাকে (যথা—টীকা, ডমর, ঢক্কা ইত্যাদি)।

সংস্কৃতে ল্যবর্থক অসমাপিকার (gerund) প্রয়োগ-পদ্ধতি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্যান্য শাখায় পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক বিদ্বান্‌দের মতে, এই বিশেষ প্রয়োগ দ্রাবিড় প্রভাবের ফল। সাধারণ সংস্কৃতে অনুপ্রবিষ্ট কতকগুলি দ্রাবিড় শব্দ হল[৫]—

বর্ণবাচক :—কাল, কজ্জল ইত্যাদি।

প্রাণী-সংক্রান্ত :—ঘোট, মান, পল্লা, হালিনী, হেরম্ব, এড, উলুপিন্, কঙ্ক, কাক, ঘূক, ঘুণ, মটচী, নক্র, বক, বিডাল/বিরাল, ময়ূর, সীমিকা ইত্যাদি।

জল অর্থে :—নীর, তোয় (দ্র: ১২.১৩) এবং সম্ভবত অম্বু।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবাচক :—হালু 'দাঁত', কুন্তল ইত্যাদি।

পুষ্প-সংক্রান্ত :—কুবলয়, কেতক, কোরক, তামরস, মল্লিকা, মুকুল ইত্যাদি।

সংস্কৃতিবাচক :—মালা, হেম, কলা, হুডুক্ক, পণ্ডিত, পূজা, মুক্তা, বলয়, কুণ্ডল, চূডা, মুকুট ইত্যাদি।

---

৫ দ্র: *S.K. Chatterji* : "Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilisation", MR, December, 1924 ; *Caldwell* : CGDL pp. 567-579 ; *Thumb* : HBS (i) pp. 122-123

ব্যক্তিগুণবাচক :—অলস, আরভট, কলুষ, কুটিল, খল, চতুর, নিবিড, বল, শঠ, পণ্ড ইত্যাদি।

দ্রব্যগুণবাচক : —চিক্কণ, কটু, কঠিন, তলিন ইত্যাদি।

ফল, বৃক্ষ, দ্রব্যবাচক :—চন্দন, তাল, তূল, হিন্তাল, অগুরু, অর্ক, উলপ, করীর, কানন, কুলথ, বল্লী, পটোল, তুবরী, কচু/কচ্বী, বিল্ব ইত্যাদি।

দৈনন্দিন-জীবন-সংক্রান্ত :— উলূখল, কাচ/কাজ, কাঞ্চিক/কাঞ্জিক, অনল, কুট, কুটি, কুণ্ড, কুদ্দাল, কোটর, কোণ, খল, চপেটা, তাডক/তাল 'তালা', দণ্ড, পল্লী, পিটক, পিণ্ড, পুঙ্খ, পুট, বিল, মষি, শর, শূর্প, গণ্ড, গুড ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক :—কুট্ট্ 'কোটা', কূর্দ্ 'লাফান', চুম্ব্, পণ্ 'দর করা' (তু: পণ্য) ইত্যাদি।

বাদ্য-সংক্রান্ত :—মুরজ, মুরলী ইত্যাদি।

দ্রাবিড়ীয় ব'লে অনুমিত অনেক শব্দই অবশ্য বিতর্কের বিষয়। যেমন —কজ্জল, দণ্ড শব্দ দু'টি Kuiper এর মতে অষ্ট্রিক।[৬] অথবা দ্রাবিড় তোয় হল মতান্তরে ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীভুক্ত (দ্র: ১২. ১৩)। Paul Thieme এইরূপ কতকগুলি শব্দের দ্রাবিড় ভাষায় অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে। যথা—অলস (<অ-রস তু: ব্রিষম্ অরসম্, ঋ বে ১।১৯১।১৬), উলূখল (<**urū-khara*, ঋ বে ১।২৮।৬), ময়ূর (ঋ বে), অনল, শর (<√শৄ 'স্ফীত হওয়া' তু: শৃব), বল (<ই ইউ **belo, balo*), মুক্তা (দ্র: ১১.১২) ইত্যাদি।[৭]

১২.১২ ভারতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা নিষাদ ভাষা-গোষ্ঠীর প্রধান কেন্দ্র হল ছোটনাগপুর অঞ্চল (সাঁওতালী, মুণ্ডারী) এবং উড়িষ্যা ও উড়িষ্যা-মাদ্রাজের সন্নিহিত অঞ্চল (জুয়াঙ্, শবর, গড়ব), মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রদেশ (কুর্কু) ইত্যাদি। এই ভাষাগুলিকে একত্রে বলা হয় কোল বা মুণ্ডা শাখা। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্য শাখা

---

৬ দ্র: *F. B. J. Kuiper* : Proto-Munda Words in Sanskrit, Amsterdam, 1948, pp. 28-29, 75-83

৭ দ্র: Language, Vol. 31 no. 3 pp. 436-448 (*Burrow* : SL reviewed by *Paul Thieme*)

ভঙ্গ মোন্-খ্মের (Mon-Khmer)—যার প্রচলিতি আসামে (খাসি), বর্মা ও ইন্দোচীনে ; এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে (নিকোবরী)।

সংস্কৃতে মুণ্ডা বা কোল ভাষার প্রভাব চোখে পড়লেও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এখনও গবেষণাসাপেক্ষ। বৃহত্তর অস্ট্রিক শাখার অঙ্গ হিসেবে মোন্-খ্মের এবং কোল-মুণ্ডা-শাখার তুলনামূলক আলোচনা ক'রে আধুনিক বিদ্বানগণ সংস্কৃতে এদের প্রভাব নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, অস্ট্রিক ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উপসর্গ যোগে পদগঠন। সংস্কৃতেও এইজাতীয় পদ দেখা যায়, যথা—দোলা, দোলায়তে কিন্তু আ-ন্দোলয়তি, হি-ন্দোল, হি-ন্দোলয়তি [তু: সং হি-ঙ্গু (মোন্ *ngu*) ; সং হিডিম্ব : ডিম্ব], মে-খলা, শৃ-ঙ্খলা (<প্রাক্ মুণ্ডা *ser-ṅkala*), অ-ঙ্গদ এবং উপসর্গহীন খাদি 'অঙ্গুরীয়'<√প্রাক্-মুণ্ডা *kaḍ, gaḍ* 'বাঁধা'। সংস্কৃতের ম(া)তঙ্গ (মালয়ী *tang* 'হাত' *maintoṅg* 'হস্তী' তু: সং হস্তিন্)। সং অঙ্গনা তু: সারঙ্গ, কুরঙ্গ—অন্যান্য অস্ট্রিক ভাষায়ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক অঙ্-উপসর্গ দেখা যায় ; তু: খ্মেব *kan* মোন্ *k'nā*, নিকোবরী *en-kāna* ইত্যাদি। সং কুলিঙ্গ 'একজাতীয় পাখী' (তু: খাসী *khlīṅ* 'চিল, ঈগল', খ্মেব *khleṅ*)। কোথাও কোথাও বহির্ভারতীয় সূত্র থেকেও অস্ট্রিক উপাদানের সন্ধান মেলে, যথা সং লবঙ্গ (যবদ্বীপীয় *lawaṅ* ইত্যাদি)। মোটকথা, পদগঠনে উপসর্গের প্রয়োগ, একই ধাতুতে বিভিন্ন উপসর্গের বিনিময় এবং ধাতুর আনুনাসিক উপাদান ইত্যাদি—এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই হল অস্ট্রিক প্রভাবের ফলশ্রুতি।[৮]

ঋগ্‌বেদে দ্রাবিড় শব্দ খুব বেশি না পাওয়া গেলেও অস্ট্রিক শব্দ বেশ কিছু মেলে। যথা, ইন্দ্রারি "শম্বর"—অস্ট্রিক শম্বর 'হরিণ' সম্ভবত অস্ট্রিক টোটেম্। এবং অন্যান্য অসুর—সৃবিন্দ, অর্বুদ। ঋগ্‌বেদে প্রাপ্ত 'দণ্ড' শব্দটিও সম্ভবত অস্ট্রিক। আর অ(া)ণ্ড 'শব্দটিই তাই (তু: কু-বণ্ড)। কিন্তু অনেকে মনে করেন, 'দণ্ড' কথাটির -ণ্ড- এসেছে -ন্দ্র- থেকে যার উৎস মূল ইন্দো-ইউরোপীয় *delndo, dolndo : olndo* তু: গ্রীক *dendron* ; কিন্তু এই মূর্ধন্যী-ভবনের কারণ অজ্ঞাত, বিশেষত -ন্দ্র- প্রাচীন ভারতীয় আর্যে অসুলভ নয়

৮ দ্র: *Kuiper* : *ibid* pp. 5-9 ; *Thumb* : HBS (i) pp. 123-124

(তু: ইন্দ্র, চন্দ্র)। তাই আধুনিক সুধীজন মনে করেন, কথাটি এসেছে প্রাক্-মুণ্ডা থেকে। সম্ভবত প্রাক্-আর্যে সমজাতীয় শব্দগুলি ছিল *তণ্ডক 'বৃক্ষমূল', রণ্ডক 'অফলা গাছ' তু: সংস্কৃত কোদণ্ড, প্রাকৃত পেদণ্ড, সাঁওতালী ডন্টি, ডন্ট 'কাণ্ড'। সংস্কৃতের অ(া)ণ্ড 'ডিম্ব, 'জননেন্দ্রিয়' শব্দটিরও অষ্ট্রিক পরিচিতি মেলে : তু: সাঁওতালী <u>end</u> 'জননেন্দ্রিয়', শবর *adre* 'ডিম'। এইরূপ সংস্কৃত পিণ্ড, পণ্ড 'নপুংসক', বুন্দ 'তীর' ইত্যাদি।

সাধারণ সংস্কৃতে (OIA) অনুপ্রবিষ্ট কতকগুলি অষ্ট্রিক শব্দ হল—

প্রাণী-সংক্রান্ত :—কৃকবাক, *কুর্কুট >কুক্কুট, মাতঙ্গ, গজ, উন্দুরু, পতঙ্গ, ডুণ্ডুভ, মেণ্ঢ, শকুন্তি-, ডিম্ব (*ḍimba*)/ডিম্ভ, বাতুলি- (>বাংলা বাদুড়) ইত্যাদি।

জল অর্থে :—জল (মহাকাব্যে প্রথম আবির্ভূত)[৯]—যদিও অনেকের মতে ই ইউ -জাত (তু: সং গলতি, লাতিন *gelu*)।[১০]

বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবাচক :—পঙ্গু, লঙ্গ 'খোঁড়া', কুব্জ, লিঙ্গ, বণ্ড, খোর/খোট 'খোঁড়া'।

পুষ্প-সংক্রান্ত :—পুণ্ডরীক (ঋ বে ১০।১৪২।৮) তু: পাণ্ডু(র) প্রাকৃত পড্ড 'শ্বেত'—সম্ভবত ই ইউ ***pel-do, *pel-ndu** জাত নয়।

ব্যক্তিগুণবাচক :—লম্পট, আটোপ 'অহঙ্কার', কুণ্ঠ 'নির্বোধ', লোল ইত্যাদি।

দ্রব্যগুণবাচক :—তিমিত, কবল 'গ্রাস', চিপিট, পেলব, ফল্গু 'রক্তিম', গণ 'সমূহ'<প্রাক্-মুণ্ডা **ga-ḍa* তু: সং ঘটা—সম্ভবত ই ইউ **ger-* (তু: গ্রীক *ageirō*) -জাত নয়।

ফল, বৃক্ষ, দ্রব্যবাচক :—কদলী/কন্দলী, নারিকেল, তাম্বূল (*tāmbūla*), বাতিঙ্গন, অলাবু, নিম্বুক (*nimbuka*), জম্বু (*jambu*), উদুম্বর (*udumbara*), কর্পাস/কর্পট, শাল্মলী/শিম্বলী (*śimbalī*), দাড়িম, মরিচ, সর্ষপ, ডাল 'শাখা'।

সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবন-সংক্রান্ত :—কোকিল 'কয়লা', হল, অর্গড, শৃঙ্খল, ল(া)ঙ্গল, লকুট/লগুড, জম্বাল (*jambāla*) 'কাদা', বাণ 'তীর', বড়িশ, কনক, কবরী, দণ্ড, মুকুর, শৃঙ্গার, ঘট 'কলসী' ইত্যাদি।

---

৯ দ্র: *Kuiper* : *ibid* p. 138 (ff 8)

১০ দ্র: *Wackernagel* : AG (i) p. 219

ক্রিয়াবাচক :—জেম্‌-/জেমতি 'খাওয়া' (তু: হিন্দী জেবনা, জিমনা, মারাঠী জেবণে), ঘট্টয়তি/ঘট্টতে, ললতি 'খেলে', লোরায়তি ইত্যাদি ।

বাদ্য-সংক্রান্ত :—দুন্দুভি, পটহ ।

গ্রহ-নক্ষত্র-সংক্রান্ত :—রাকা 'পূর্ণিমা', কুহু 'অমাবস্যা' ।[১১] মাতৃকা 'কৃত্তিকা, the pleiades' তু: পলিনেশীয় *matariki* ।

১২.১৩ ভোট-চীনীয় বা কিরাত ভাষাগোষ্ঠীর (Sino-Tibetan) প্রভাব সংস্কৃতে নেই বললেও চলে। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের সীমানাতেই আর্যভাষী এবং ভোট-চীনীয় ভাষা-ভাষীদের যোগাযোগ ঘটেছিল ব'লে তাদের প্রভাব ছিল আঞ্চলিক ধরণের। তাছাড়া ভাঙা-গড়ার পর্ব চুকিয়ে যখন সংস্কৃত স্থির পরিমিত আদর্শ ভাষা-রূপে আবির্ভূত হয়েছে, তখনই ঘটেছে ভোট-চীনীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। কাজেই ভোট-চীনীয় প্রভাব-বিস্তারের সুযোগ তেমন ঘটে নি। বুদ্ধদেবের সময়ে তিব্বতে তিব্বতীয়দের আবির্ভাব ঘটলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে পর্যন্ত ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। সুতরাং ভোট-চীনীয় প্রভাব ভারতীয় আর্য ভাষার নবীন স্তরে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের—যেমন বাংলা, আসাম বা নেপালের—ভাষাতে আবির্ভূত হওয়াই স্বাভাবিক।

যাই হোক্‌, আধুনিক বিদ্বান্‌দের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃতেও চীনাভাষার প্রভাব—যদিও খুব স্বল্প—আবিষ্কার করেছেন।[১২] কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। চীনা সংস্কৃতি-প্রভাবিত এমন গুটি কয়েক শব্দ হল—

সং চীনাঃ (তু: চীনাংশুক ইত্যাদি) এসেছে চীনদেশের সিন্‌ (*Ts'in*) রাজবংশের (খ্রী: পূ· ২৪১-২০৭) নাম থেকে।[১৩]

সং কীচক 'ফাঁপা বাঁশ' এসেছে—সিল্‌ভ্যাঁ লেভির মতে চীনা *ki-cu,-cok* শব্দ থেকে।[১৪]

১১ দ্র: *P. Mitra* : "A Vedic Night of the Moon in Polynesia" Calcutta Oriental Journal, Vol. 1 July, 1934

১২ দ্র: JASB, Vol. 1 no. 1, 1959 pp. 96-97

১৩ দ্র: *Mayrhofer* : KEWA (i) p. 392

১৪ দ্র: *ibid* p. 214

সং তসর 'ক্ষৌমবস্ত্র' কথাটি—সুনীতি বাবুর মতে—চীনা তাই-সস্ বা তাই-সেসর্ শব্দ থেকে জাত। কিন্তু তংস্-ধাতু জাত এই শব্দটি ঋগ্‌বেদে এবং ইন্দো-ইউরোপীয় জার্মানিক শাখাতেও মেলে।[১৫]

সং ম্লেচ্ছ <* *mltśe* (?) দ্র: ১৬.৪৩।৪।[১৬]

সং সিন্দূর।

সং শয়ঃ (কাগজ অর্থে) [?]—কেবল চীনা-সংস্কৃত অভিধানে উল্লিখিত।

সং মসার/মুসার 'মূল্যবান্ প্রস্তরবিশেষ'।[১৭]

সং তোয় (দ্র: ১২.১১ পৃ: ২২২)।[১৮]

১২.২০ এছাড়া অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা (যেমন গ্রীক, ইরাণীয়) বা ভারত-বহির্ভূত অন্য ভাষাগোত্রের (যেমন সেমেটিক, তুর্কী) শব্দাবলীর অনুপ্রবেশও সাধারণ সংস্কৃতে (OIA) ঘটেছে। কিন্তু তাদের প্রভাব খুব নিবিড় নয়। এইজাতীয় ঋণগ্রহণ প্রধানত সাংস্কৃতিক বিনিময় অথবা রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন মাত্র। সম্ভবত আর্য-গোষ্ঠীভুক্ত ইরাণীয় ভাষার প্রভাবই প্রাচীনতম এবং প্রতিবেশী ভাষা হিসেবে তা' স্বাভাবিকও বটে। প্রাচীনতম উদাহরণ ধরা যায়—সং অথর্বা 'অগ্নি-পুরোহিত' শব্দের -থ- ধ্বনি (তু: আবেস্তিক *āθravā* <* *ātravā* (: আবেস্তিক আতর্ 'অগ্নি'। বাংলার আতশ্ (বাজী) এসেছে নব্য পারসীক থেকে)। রণনীতি-ঘটিত আর একটি শব্দ হল ক্ষত্রপ (তু: গ্রীক *satrapēs*) 'শাসক, satrap' (তু: সং ছত্রপ)। ইরাণীয় মারফৎ সম্ভবত কিছু মোঙ্গলীয় তুর্কী শব্দও এসে থাকতে পারে।

১৫ দ্র: *ibid* p. 491

১৬ দ্র: *ibid* (ii) p. 699

১৭ দ্র: *ibid* pp. 604, 660

১৮ দ্র: *N. Sen* : "An Etymology of *toya*" IL Vol. 17, p. 50 ; কিন্তু সম্ভাব্য দ্রাবিড়ীয় উৎস সম্পর্কে দ্র: KEWA (i) p. 527 ; এবং জলবাচক বিভিন্ন সমার্থক শব্দগুলির জন্য দ্র: *Kuiper* : *ibid* p. 138 (ff 8)।

সেমেটিক গোষ্ঠীভুক্ত আরবী ভাষা থেকে শব্দাগম প্রধানত ঘটেছে গ্রীকভাষার মাধ্যমে এবং সেগুলি প্রধানত জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত।

এছাড়া সংস্কৃতে প্রাকৃত বা তদ্ভব এবং দেশী শব্দের প্রভাবও একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। সংস্কৃতে বিভিন্ন উৎসাগত শব্দগুলির কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল—

১২.২১ গ্রীক শব্দাবলী[১৯]—

সং হৃদ্‌রোগ তু: গ্রীক *hudrookhos*

সং হেলি 'সূর্য' তু: গ্রীক *helios*

সং হরিমন্থ তু: গ্রীক *erebinthos*

সং হোরা তু: গ্রীক *hora*

সং জামিত্র তু: গ্রীক *diametron*

সং কেন্দ্রম্ তু: গ্রীক *kentron*

সং খলীনম্ 'বল্গা, রাশ' তু: গ্রীক *khalīnos*

সং সুরুঙ্গা 'সুড়ঙ্গ' তু: গ্রীক *surigks* (*gk*=*nk*)

সং জিতুম 'মিথুন রাশি' তু: গ্রীক *didumoi* (লোকনিরুক্তির ফলে জি-ধাতুর প্রভাব)

সং জূক 'তুলা রাশি' তু: গ্রীক *zugon*

সং কোণঃ 'শনিগ্রহ' তু: গ্রীক *kronos*

সং তাবুরিঃ 'বৃষরাশি' তু: গ্রীক *tauros*

সং দ্রম্য তু. গ্রীক *drākhmē*, বাংলা দাম

সং সমিতা তু: গ্রীক *semidalis* 'ময়দা' বাংলা সিমুই

সং দীনার 'সুবর্ণমুদ্রাবিশেষ' তু: লাতিন *dēnārius* (গ্রীক ও ইরাণীয় মাধ্যমে)

সং কম্পন 'সৈন্য' তু: লাতিন *campus*, গ্রীক *kampon*-এর মাধ্যমে।

সং তৌক্ষিক 'ধনু রাশি' তু: গ্রীক *toksotēs*

---

১৯ দ্র. *Mayrhofer* KEWA (i) ff 10 ; *Thumb* : HBS (i) p. 105

১২.২২ সেমেটিক শব্দাবলী (গ্রীক মাধ্যমে)—

সং বর্বর গ্রীক *barbaros*, সুমেরীয় *barbar*, ব্যাবিলোনীয় *brabaru*

সং ক্রমেলক 'উট' গ্রীক *kamēlos*-এর মাধ্যমে তু: হিব্রু *gāmāl*

সং পরশু 'কুঠার' ব্যাবিলোনীয়-অ্যাসীরীয় *pilaqqu*।[২০]

সং গো 'গরু' তু: সুমেরীয় *gu* < প্রাচীন সুমেরীয় *gud*।[২০]

সং কংর্‌লম্ 'জ্যোতির্বিদ্যার অষ্টম যোগ' < আরবী *qabūl*

সং ইক্কবাল < আরবী *iqbālun*

সং ইন্দুবারঃ < আরবী *idbār* (: *dabara*)

সং তরব্বী 'পদসংস্থান, quadrature' < আরবী *tarabīc* (: *arbac* '4')

সং তশ্‌লী 'ত্রিকোণ, trigon', < আরবী *taθliθ* (: *θalaθ* '3')

সং তস্‌দী 'ষট্‌কোণ, haxagon' < আরবী *tasdīs* (: *s-d-s* তু: *sādis* '৬ষ্ঠ')

সং তম্বীর 'যোগ' < আরবী *tamvīr*

১২.২৩ তুর্কী শব্দাবলী (মোঙ্গলগোষ্ঠীভুক্ত)— ইরাণীয় শাখার মারফৎ—

সং ঠক্কুর তু: তুর্কী *Tigir* (কিন্তু Sten Konow অনুসারে সম্ভবত সং স্থবির (: √স্থা) -জাত)।

সং তুরুষ্কাঃ তু: প্রা তুরুক্কু বাং তুরুক (-সওয়ার) তু: গ্রীক *Tourkhoi* (সংস্কৃত -ষ্ক- এসেছে সম্ভবত কণিষ্ক, হুবিষ্ক, হুষ্ক প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে)।

১২.২৪ ইরাণীয় শব্দাবলী[২১]—

সং লিপি তু: অশোকানুশাসন দিপি, লিপি, প্রাচীন পারসীক *dipī*

সং বারবাণ 'বর্ম, কবচ' তু: প্রাচীন ইরাণীয় **varopāṇa* 'বক্ষ রক্ষক'

সং খোলম্ 'শিরস্ত্রাণ' তু: আবেস্তিক *xaoδa* প্রাচীন পারসীক *xauda* পুস্তু *xōl*

সং অশ্ববার 'অশ্বারোহী' তু: প্রাচীন পারসীক *asabāra*

---

২০ দ্র: *Thumb* : *ibid* p. 44 (footnote 10) ; KEWA pp. 213-214 (Vol. i), 351 (Vol. ii)

২১ দ্র: *Thumb* : *ibid* pp. 98, 105

ঋ বে তিতউ 'ছাঁকনী' [?] < *titmsu, tamsayati < ইরাণীয় titahu

সং মিহির তু: আবেস্তিক *miθra* সং মিত্র। সংস্কৃতে এসেছে মধ্য পারসীক থেকে (তু: নব্য পারসীক *mihr*)

সং চষক 'কাপ, cup' তু: আর্মেনীয় *čašak* < ইরাণীয় *čašaka* মধ্য ও নব্য পারসীক *čāst*

সং বর্ধন 'নগর' তু: প্রা: পারসীক *vardana*

সং মুদ্রা 'মিশরদেশীয় শীলমোহর' < প্রা: পারসীক * মুদ্রা তু: *Mudrāya* মধ্য ও নব্য পারসীক *muhr*

সং কার্ষাপণ 'মুদ্রাবিশেষ' তু: প্রা: পারসীক কর্শ (= বস্তুমানবিশেষ)

সং ক্ষত্রপ 'প্রাচীন ইরাণীয় শাসক, satrap' তু: গ্রীক *satrapēs* প্রা: পারসীক *Xšaša-pāvan*

সং সাহ, সাহি 'রাজা', নব্য পারসীক *šāh*

সং পুস্তক তু: প্রা: পারসীক *pavastā*, মধ্য ও নব্য পারসীক *pōst*

সং তীরী 'একজাতীয় তীর' তু: মধ্য ও নব্য পারসীক *tīr* আবেস্তিক *tiγri*

১২.২৫ প্রাকৃত শব্দাবলী—

উদাহরণ স্বরূপ—পঠতি (< প্রথ্), ইচ্ছুক (< উৎসুক), নট (< নৃত্), বিকট (< বিকৃত), কুঠার, শিথিল (< *শৃথ-), পুরাণ (< পুরাতন), অচ্ছ (< ঋক্ষ), ভট্ট, ভট্টারক, ভট্টার (< ভর্তৃ), উড 'তারকা' (< ঋতু) তু: সং উডুরই 'চন্দ্র' (< ঋতুপতি), গোবিন্দ (< গোপেন্দ্র) ইত্যাদি (দ্র: ১১.১১)।

১২.২৬ সংস্কৃতায়িত প্রাকৃত শব্দাবলী—

উদাহরণস্বরূপ—সং গুৎস, মসৃণ, রূক্ষ, উৎসুক, অক্ষৌহিণী ইত্যাদি (দ্র: ১১.১২)।

১২.২৭ দেশী শব্দ—

দেশী শব্দের উৎস অজ্ঞাত, যথা—সং ঢালম্, ঢৌকতে (বাং ঢোকা) ইত্যাদি।

১২.২৮ ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলী—

উদাহরণস্বরূপ—সং টঙ্কার, ঢক্কা, ঝর্ঝর, ঝল্লরী 'বাদ্যযন্ত্র বিশেষ', ঝগঝগায়তে, ঝঙ্কার, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি।

॥ ১৩ ॥

ধ্বনিবিজ্ঞান বা উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics)

১৩.১০ স্বরবর্ণ (the vowels)—

সংস্কৃতের স্বরবর্ণগুলি হল অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ [*a, a:, i, i:, u, u:, e:, ai, o:, au*]।

সংস্কৃতে এইগুলি হল বিশুদ্ধ (pure) স্বরবর্ণ। এগুলি ছাড়া আরও তিনটি অর্ধ-ব্যঞ্জন (sonant, vocalic liquids) ছিল, যথা—ঋ, ৠ, ঌ [*ṛ, ṛ:, ḷ*]। এই স্বরবর্ণগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জনবর্ণজাত কিন্তু স্থানবিশেষে এরা স্বরবর্ণের মত অক্ষর (syllable) সৃষ্টি করতে পারত। অর্থাৎ, ঋ, ঌ+স্বরবর্ণ>র্, ল্+স্বরবর্ণ কিন্তু ঋ, ঌ+ব্যঞ্জনবর্ণ>ঋ, ঌ+ব্যঞ্জনবর্ণ। তুলনীয় সং পিতৃদত্ত কিন্তু পিত্রাদেশ- ইত্যাদি।

উপরের বিশুদ্ধ স্বরবর্ণগুলির পরে অনুস্বার বা বিসর্গ যুক্ত হতে পারত। স্বরবর্ণগুলির মধ্যে এ, ঐ, ও, ঔ—এই চারটি স্বর হল সন্ধ্যক্ষর বা যৌগিক স্বর (diphthong)। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের স্বরবর্ণগুলিকে মৌলিক স্বরধ্বনির (cardinal vowels) উচ্চারণ-মানদণ্ডে পরের পৃষ্ঠায় দেখান হয়েছে।

১৩.১১ স্বরবর্ণের আলোচনা—

অ [*a*] : অ [*a*]-এর উচ্চারণ প্রাচীন সংস্কৃতে ছিল দু'রকমের—[ʌ] এবং [*α*]—প্রথমটি সংবৃত, দ্বিতীয়টি বিবৃত। পাণিনি এবং অন্যান্য বৈয়াকরণদের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, [*a*]-এর সংবৃত উচ্চারণ (অর্থাৎ -ʌ-) তদানীন্তন উত্তর ভারত ও দক্ষিণদেশেও প্রচলিত ছিল এবং আজও প্রচলিত আছে। উত্তর প্রদেশের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণাঞ্চলেও এই সংবৃত উচ্চারণ সহজলভ্য। ইংরাজী শব্দ son বা sun যেভাবে উচ্চারিত হয় (অর্থাৎ

সংস্কৃত স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থান

	পুরোগত ও প্রসৃত (front & spread or retracted	কেন্দ্রিক (central)	পরাগত ও আবৃত্ত (back & rounded)
উন্নত (high) বা সংবৃত (closed)	ঈ, ই [*i*:, *i*]		ঊ, উ [*u*:, *u*]
অর্ধোন্নত (high mid) বা অর্ধ সংবৃত (half closed)	এ [*e*:]	ঌ [ə]	ও [*o*:]
অর্ধানত (low mid) বা অর্ধ বিবৃত (half open)		অ ʌ	
আনত (low) বা বিবৃত (open)			অ, আ [*α*, *α*:]

যৌগিক স্বর (diphthong)—দীর্ঘ ঐ, ঐ [a:*i*, *α*:*u*] বা [ʌ*i*, ʌ*u*]

[*sʌn*]), এর উচ্চারণের ধরণও ছিল অনুরূপ। কিন্তু বৈদিকে সম্ভবত [*a*] -এর উচ্চারণ ছিল [*α*] যার দীর্ঘ উচ্চারণ মিলবে ইংরাজী father শব্দে অর্থাৎ [*fα:ðə*])। পাণিনির বিবরণে (শেষ সূত্র) এই বিবৃত উচ্চারণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

স্বরসঞ্চার বা শ্বাসাঘাতের অভাবে [*a*] -ধ্বনি সম্ভবত অতিহ্রস্ব স্বর [*ə*]-য় পরিণত হত। তুলনীয়, সং তে+অলংকৃতাঃ> তেঽলংকৃতাঃ; সং অলংকার>পালি লংকার; সং অনুমতি>পালি নুমতি।

বর্তমানে অ-এর বিভিন্ন উচ্চারণ উপরোক্ত ঐ প্রাচীন উচ্চাবণ-পদ্ধতির বৈচিত্র্য থেকেই হয়েছে উদ্ভূত। আধুনিক আঞ্চলিক উচ্চারণে ভেদ-বৈচিত্র্যের জন্য সাধারণ বা ব্যাপক ধ্বনিলিপি (broad transcription) [*a*]-কে সর্বভারতীয় উচ্চারণ-মান হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই [*a*]-এর আধুনিক উচ্চারণগুলির সংকীর্ণ ধ্বনিলিপি (narrow transcription) হল— [*a*, ʌ, ɔ, ɒ, ə]। আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিহারের অনেকাংশে ইংরাজী law, ball [lɔ:, *b*ɔ:l] -এর অনুরূপ [ɔ]-উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ও আসামে আবার এই [ɔ] ক্ষেত্রবিশেষে [*o*] হয়ে যায় (তুঃ বাংলা ভাল, ভালো)। মারাঠীতে এই অ-এর একটি বিশেষ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য হল [a=ʌ]-কে অকুঞ্চিত বা অনাবৃত্ত (unrounded) [*o*]-রূপে উচ্চারণ করা—যার ধ্বনিলিপি হল [*a*=ɒ]।

আ [*a:*]: এই ধ্বনির স্বরূপ হল—পশ্চাৎকণ্ঠ্য বা পরাগত এবং বিবৃত (back open) ও দীর্ঘ। এর উচ্চারণ হল ইংরাজী [*α:*]-এর অনুরূপ (যথা father, half)। বর্তমানে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয় আরও কেন্দ্রীয় স্থানে। গ্রহণযোগ্য ধ্বনিলিপি [*α:*] অথবা সাধারণভাবে [*a:*]।

ই [*i*]: এই ধ্বনি স্বরূপত উন্নত, পুরোগত এবং সংবৃত (high, front, close) এবং সম্ভবত মৌলিক (cardinal) ই-ধ্বনির কাছাকাছি। প্রাকৃতে যুগ্ম-ব্যঞ্জনের (double consonant) পূর্ববর্তী ই-এর হ্রস্ব এ-তে [ĕ] পরিণতি দেখে মনে হয়, সংস্কৃতের অর্বাচীন স্তরে এই ধ্বনি উচ্চারিত হত শিথিলভাবে (lax)।

ঈ [*i:*]: মূলত এই ধ্বনি মৌলিক [*i*]-ধ্বনির অনুরূপ ছিল। প্রাকৃতে

ঈ-ধ্বনির ক্ষেত্রবিশেষে হ্রস্ব -ই- বা এ-ধ্বনিতে [ĕ] পরিণতি দেখে মনে হয়, সাধারণ সংস্কৃত যুগের অর্বাচীন স্তরে ই-ধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে শিথিলভাবে উচ্চারিত হত।

উ [*u*] : মৌলিক (cardinal) স্বর [*u*]-এর মতই সম্ভবত ছিল সংস্কৃত [*u*]—যার উচ্চারণ-স্থান উন্নত ও পরাগত (high back)। প্রাকৃতে উ-এর ক্ষেত্রবিশেষে হ্রস্ব ও-এ [ŏ] পরিণতি দেখে মনে হয়, যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী উ-এর উচ্চারণ ছিল শিথিল (lax)।

ঊ [*u:*] : হ্রস্ব [*u*]-এর মতই উচ্চারণ কিন্তু দীর্ঘ। যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘ ঊ [*u:*] হ্রস্ব উ-কারে পরিণত হত।

এ [*e:*] : সংস্কৃতে এ [*e:*]-ধ্বনি সর্বদাই দীর্ঘ। স্কটিশ্ ইংরাজী gate, raid [*ge:t, re:d*]—এইজাতীয় উচ্চারণ হল এর ধ্বনিগত স্বরূপ। সংস্কৃত বৈয়াকরণরা এই ধ্বনির নাম দিয়েছেন সন্ধ্যক্ষর। মূলত এ ছিল দুইটি হ্রস্ব-ধ্বনির সমবায়ে একটি যৌগিক ধ্বনি অর্থাৎ [ăĭ]—অন্তত প্রাচীন বৈদিক যুগে। পাণিনির যুগে এই ধ্বনি, [*e:*]-রূপে উচ্চারিত হলেও আরও পূর্ববর্তী যুগে নিশ্চয়ই উচ্চারিত হত [ɛ:] রূপে (তুঃ ফরাসী père [*pɛ:r*])। অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক থেকে পাণিনির যুগ পর্যন্ত বিবর্তনক্রম দাঁড়াল—ăĭ>*ɛ:*>*e:*। [*e:*]-ধ্বনির যৌগিকত্ব বোঝা যাবে এই ধ্বনির একটি বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্রে, যথা—ব্যঞ্জনের পূর্বে এ-ধ্বনি রক্ষিত কিন্তু স্বরের পূর্বে এ -ধ্বনি অয়্-তে রূপান্তরিত তু: √জি—জেতা কিন্তু জয়ঃ (<*jai-aḥ*), √নী—নেতা কিন্তু নয়ঃ ইত্যাদি। বৈদিক এবং আবেস্তাতেও এ-কারের যৌগিকত্ব বজায় আছে (তু: সং শ্রেষ্ঠ—বেদের উচ্চারণে ত্র্যক্ষরী *sraiṣṭha*- আবেস্তিক *sraěšta*-)।

ঐ [*ai*] : পাণিনির যুগে ঐ-কারের উচ্চারণ হত কেবল হ্রস্ব যৌগিক ধ্বনি হিসেবে। কিন্তু মূলত এর উচ্চারণ ছিল দীর্ঘ যৌগিক ধ্বনি রূপে অর্থাৎ [*ɑ:i*(=a:*i* ?)] অথবা সাধারণভাবে [*a:i*] -রূপে—যার প্রথম ধ্বনিটি হল দীর্ঘ এবং সম্ভবত ই-এর প্রভাবে পুরোগত [a]। সংস্কৃতে নায়ক, গায়ক ইত্যাদি শব্দকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম স্বরটির দীর্ঘত্বের প্রমাণ মেলে, যথা—নৈ+অক, গৈ+অক=*nāi*+*aka*, *gāi*+*aka* ইত্যাদি।

ও [*o:*] : [*e:*]-র মতন এই ধ্বনিও দীর্ঘ তু: স্কটিশ ইংরাজী bone, oak [*bo:n, o:k*]। সংস্কৃতে এটিও সন্ধ্যক্ষর। মূলে এ ছিল দুইটি হ্রস্বধ্বনির সমবায়ে গঠিত একটি যৌগিক ধ্বনি অর্থাৎ [*au*] বা সাধারণভাবে [ăŭ] —অন্তত বৈদিক যুগে। পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ প্রাক্-পাণিনি যুগে এই ধ্বনি নিশ্চয়ই উচ্চারিত হত [*ɔ:*] -রূপে। সংস্কৃতের [*o:*] তারই চূড়ান্ত পরিণতি।

সংস্কৃতের ও-ধ্বনি যে যৌগিক ধ্বনি ছিল তার প্রমাণ হল এর একটি বিশেষ প্রয়োগ-ভূমি—যথা, ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত -ও- রক্ষিত কিন্তু স্বরের পূর্বে তা' অব্-এ রূপান্তরিত। যথা, √স্তু—স্তোতা কিন্তু স্তবঃ <*stau-aḥ* ; √ভূ—ভবঃ <*bhau-aḥ* ইত্যাদি।

ঔ [*au*] : ঐ [*ai*]-ধ্বনির মতই পাণিনির যুগে এর উচ্চারণ ছিল হ্রস্ব যৌগিক কিন্তু মূলত তা' ছিল দীর্ঘ যৌগিক ধ্বনি অর্থাৎ [*au*]-এর মূল উচ্চারণ ছিল [*α:u*] বা সাধারণভাবে [*a:u*]—যার প্রথম ধ্বনিটি হল দীর্ঘ এবং উ-এর প্রভাবে পরাগত [*α*]। সংস্কৃতের নাবিক, গাবঃ প্রভৃতি শব্দের বিশ্লেষণ করলে এর দীর্ঘত্বের প্রমাণ মিলবে, যথা—নৌ+ইক=*nāu*+*ika*>নাবিক, গৌ+অস্=*gāu*+*as*>গাবঃ ইত্যাদি।

উপরোক্ত দুইটি যৌগিক স্বরের [*ai, au*] আধুনিক উচ্চারণে আঞ্চলিক ভেদ ঘটেছে। সংস্কৃতের ঐ, ঔ -ধ্বনিদ্বয়ের আধুনিক উচ্চারণ হল যথাক্রমে —হিন্দীতে [ɛ, æ] এবং [ɔ] অথবা [æĕ] এবং [ɔŏ] ; বাংলা ও আসামীতে [*oi*] এবং [*ou*] ; ওড়িয়াতে [*ɔi*] এবং [*ɔu*]।

ঋ, ৠ, ঌ [*r̥, r̥:, l̥*] : সংস্কৃতে ঋ, ৠ, ঌ—এই তিনটি ধ্বনি স্বরূপত অন্য কোন স্বরধ্বনির সাহায্য না নিয়ে স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত র্ এবং ল্-ধ্বনি। সুতরাং স্বরধ্বনির মত ব্যঞ্জনবর্ণের বাহক হয়ে অথবা স্বয়ং এরা অক্ষর (syllable) সৃষ্টি করতে পারত। ব্যঞ্জনের আশ্রয়ীভূত স্বরস্থানীয় ব'লে এগুলিকে বলা হয় অর্ধ-ব্যঞ্জন (sonant)। এদের যথার্থ উচ্চারণের সাদৃশ্য মেলে স্কটিশ্ ইংরাজী thunder, chamber ইত্যাদির উচ্চারণ-পদ্ধতিতে অর্থাৎ [*θʌndr̥, tʃe:mbr̥*] অথবা little, able প্রভৃতির উদাহরণে অর্থাৎ [*litl̥, eibl̥*]।

দীর্ঘ ৯-কারের [$\bar{l}$:] উদাহরণ সংস্কৃতে মোটেই মেলে না। সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্যই বর্ণমালায় (alphabet) এর স্থান হয়েছে নির্ধারিত।

আধুনিক ভাষাগুলিতে অর্ধ-ব্যঞ্জনের যথার্থ উচ্চারণ রক্ষিত হয় নি—প্রাকৃতেও তাই। উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র (পাঞ্জাবী, হিন্দী, বিহারী, রাজস্থানী ইত্যাদি) এবং বাংলা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে এই ঋ-কারের উচ্চারণ হয়েছে -রি- [*ri*] ধ্বনিতে পরিণত। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতে তা' হয়েছে রু [*ru*]।

হিন্দীভাষা-ভাষী অঞ্চলে ৯-কারের উচ্চারণ হয়েছে—ল্‌রি [*lri*] ; কিন্তু বাংলা ও আসামে তা' হয়েছে -লি- [*li*] এবং উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে -লু- [*lu*]। অবশ্য সংস্কৃতেই ৯-ধ্বনি বিরল (দু/একটি উদাহরণ বাদ দিয়ে, যথা, ক্‌৯প্‌)।

১৩.১২ অযোগবাহ বর্ণ —

অনুস্বার (ং) [*ṁ*]: সংস্কৃতে -ং- যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে (বা পরে) এসে বসত, সেই স্বরবর্ণকে এই বর্ণ আংশিকভাবে সানুনাসিক করত। অনুস্বার হল স্বরধ্বনির আনুনাসিক এবং অঘোষ বিস্তার। স্বরধ্বনির অব্যবহিত পরেই অনুস্বার যুক্ত হতে পারে (অনু+স্বর)। পাণিনির সময়ও অনুস্বার ছিল পদমধ্য বা পদান্ত স্বরধ্বনির আনুনাসিক প্রলম্বন (prolongation)। আর এই অনুস্বারের অবস্থান ঘটত এই ধ্বনিগুলির পূর্বে—যথা, উষ্ম অঘোষ শিশ্‌ধ্বনি (sibilants) অর্থাৎ শ্‌, ষ্‌, স্‌ ; কণ্ঠনালীয় উষ্ম ঘোষবর্ণ -হ্‌- ; এবং অন্তঃস্থ বর্ণ (য্‌, র্‌, ল্‌, ব্‌)।

সংস্কৃতের মূল উচ্চারণ বর্তমানে কোথাও রক্ষিত হয় নি। উত্তর ভারতের সর্বত্র (পাঞ্জাবী, হিন্দী, কোশলী, রাজস্থানী, বিহারী) অনুস্বার (ং) হয়েছে -ন্‌-। দক্ষিণ ভারতে (তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম্‌) হয়েছে -ম্‌-; এবং মারাঠা ও গুজরাট অঞ্চলে সানুনাসিক -ব়ঁ- [*w*—] ; আর বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় -ঙ্‌- [*ṅ*]। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত [*saa—skṛta*] >হিন্দী, পাঞ্জাবী, বিহারীতে [*sʌnskrit*], দক্ষিণ ভারতে [*sʌmskrutʌ*] ; মারাঠী ও গুজরাটীতে [*saw—skrut*]। আর বাংলায় [ʃ *ɔṅ*(*ɔ*) ʃ *kritɔ*। ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনুস্বারের ধ্বনিলিপির সাধারণ প্রতিরূপ গ্রহণ করেছেন

[$\hat{w}$]। কিন্তু আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে (IPS) একটি নতুন প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে [*ŋ*]।

বৈদিক মন্ত্রপাঠের সময় -ং-এর বিশেষ একটি স্বীকৃত উচ্চারণে -ং- হয়েছে একটি পুরোপুরি অক্ষর, যথা [*gwum*] বা [*gwəm*] অর্থাৎ সংস্কৃত হংস [*ɦaa͡sa, haa͡sa*] উচ্চারিত হয় [*ɦʌgwəmsə*]-রূপে।

বিসর্গ (ঃ) [*h*]: বিসর্গ হল স্বরধ্বনির অঘোষ বিস্তার—যার অবস্থিতি স্বরবর্ণের অব্যবহিত পরেই ঘটে থাকে। শ্রুতি-সংস্থানের (acoustics) দিক দিয়ে এই অঘোষ স্বরবর্ণ হল অঘোষ হ [*h*]। [*a*], [*i*], [*u*]—পরাগত, পুরোগত এবং আবৃত্ত এই স্বরবর্ণগুলির পরেই এর উচ্চারণ কিঞ্চিৎ উষ্মীভূত হয় অর্থাৎ যথাক্রমে [*χ*], [*ç*], [*ɸ*]। শিশ্‌-উষ্মের (sibilants, *ś, ṣ, s*) পূর্বস্থিত বিসর্গ সমীভূত হয় (যথা নমঃ শিবায়=*namaççivāya*); এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বরবর্ণের পরে অবস্থিত বিসর্গ র্‌ [*r*]-এ পরিণত হয় —যে র্‌ [*r*] উদ্ভূত হয়েছে প্রাচীন মূর্ধন্য *ẓ* থেকে (যথা গুরুঃ+উবাচ> *gururuvāca*)। আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে (IPS) বিসর্গের প্রতীক *h*] লেখাই শোভনীয়।

বাংলা এবং আসামেই বিসর্গের যথার্থ উচ্চারণ রক্ষিত হয়েছে। ভারতের বৃহত্তর অঞ্চলে বিসর্গের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটেছে। সেখানে বিসর্গ হয়েছে ঘোষবর্ণ [*ɦ*] এবং তা' পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের সাহায্যে নতুন অক্ষর সৃষ্টির হয়েছে সহায়ক (অর্থাৎ রামঃ=*ra:məɦə*, হরিঃ=*ɦʌriɦi* ইত্যাদি)।

সংস্কৃত বৈয়াকরণরা বিসর্গের দুইজাতীয় উচ্চারণ লক্ষ্য করেছেন—একটি হল জিহ্বামূলীয় (tongue-root sound)—ক্‌ ও খ্‌-এর পূর্বস্থিত বিসর্গের উচ্চারণ এইজাতীয়:অঘোষ কণ্ঠ্যোষ্ম [*χ*] (.voiceless velar spirant)। অপরটি হল উপধ্মানীয় (blown-upon sound)। প্‌ ও ফ্‌-এর পূর্বস্থিত বিসর্গের উচ্চারণ এইজাতীয় অঘোষ ওষ্ঠ্যোষ্ম [*ɸ*] (unvoiced bilabial spirant)। যথা—সং ততঃ কিম্‌ [*tatah kim=tataχkim*], পুনঃ পুনঃ [*punah punah=punaɸpunah*]।

অনুস্বার ও বিসর্গকে অযোগবাহ বর্ণ বলে। কারণ, অন্য স্বর ও ব্যঞ্জনের সঙ্গে এদের যোগ কল্পিত হয় নি। এরা যেন স্বর ও ব্যঞ্জনমালার বাইরে

অবস্থান করে ; তথাপি এই দুইটি, উচ্চারণের নানারূপ পরিবর্তনে সাহায্য করে। এছাড়া বিসর্গ পূর্বস্থিত স্বরধ্বনিকে অবলম্বন ক'রে উচ্চারিত হয়। পূর্ব স্বরের উচ্চারণ-স্থান-অনুসারে এর পরিবর্তন হয় ব'লে এর নাম 'আশ্রয়স্থান-ভাগী'।

১৩.২০ ব্যঞ্জনবর্ণ (the consonants)—

সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্বরূপ পরের পৃষ্ঠায় দেখান হয়েছে।

১৩.২১ ব্যঞ্জনবর্ণের আলোচনা—

১। ক-বর্গ : কণ্ঠ্যবর্ণ (velars) [*k*, *kh*, *g*, *gh*, *ṅ*]—

সংস্কৃতে এই ধ্বনিগুলি কণ্ঠজাত। জিহ্বার মূল বা পশ্চাদ্‌ভাগ কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশে (soft palate) স্পর্শ ক'রে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। বর্তমানে সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষাতে এই উচ্চারণ অবিকৃত আছে। গুজরাটের অঞ্চলবিশেষে (সুরাট) এই ধ্বনিগুলি তালব্য স্পৃষ্ট এবং উষ্মধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

সংস্কৃতে এই বর্গের নাসিক্যধ্বনি -ঙ্‌- [*ṅ*] কেবল সমধর্মী বা সবর্গীয় (homo-organic) কণ্ঠ্যবর্ণের সঙ্গে অবস্থান করতে পারে। দু/একটি ক্ষেত্রে স্বরমধ্যগত -ঙ্‌- ধ্বনির দ্বিত্ব ঘটে (যথা, প্রত্যঙ্‌ঙ্‌মুখা)। বৈয়াকরণদের পরিভাষায় কিন্তু ঙ্‌-ধ্বনির পদাদি, পদমধ্য বা পদান্ত অবস্থান ঘটতে দেখা যায়—যথা, ঙীষ্‌, তিঙ্‌, তিঙন্ত, মাঙি লুঙ্‌ ইত্যাদি। এই ঙ্‌-ধ্বনির উচ্চারণ ইংরাজী sing শব্দের *-ng-* [*ṅ*]-এর মত।

২। চ- বর্গ : তালব্যবর্ণ (palatals) [*c*, *ch*, *ɟ*, *ɟh*, *ñ*]—

সংস্কৃতে এই তালব্য ধ্বনিগুলির উচ্চারণ কিন্তু আধুনিক উচ্চারণ থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক্‌। প্রাচীন উচ্চারণে এগুলি বিশুদ্ধ স্পর্শবর্ণ ছিল—জিহ্বার মধ্য ভাগ তালুর কঠিনাংশের (hard palate) ঊর্ধ্বভাগ স্পর্শ করত মাত্র। বিশুদ্ধ স্পর্শধ্বনি ক্ষণস্থায়ী—একে প্রলম্বিত করা যায় না। তাই চ-বর্গের উচ্চারণ ছিল কতকটা ক্য্‌, খ্য্‌, গ্য্‌, ঘ্য্‌-এর মত। এই উচ্চারণ ফরাসী [*c*]-এর উচ্চারণের অনুরূপ, যথা tiens [*cjɛ̃*]। পাণিনির পরবর্তী যুগে—খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনায়—এই ধ্বনিগুলি সম্ভবত ঘৃষ্টধ্বনিতে (affricates) পরিণত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাকৃত বৈয়াকরণদের

উচ্চারণ-প্রকৃতি (manner of articulation)	উচ্চারণ-স্থান (point of articulation)						
	ওষ্ঠ্য (bi-labial)	দন্ত্য (dental)	দন্তমূলীয় (alveolar)	তালব্য (palatal)	মূর্ধন্য (retroflex)	কণ্ঠ্য (velar)	কণ্ঠনালীয় (glottal)
স্পৃষ্ট—অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ (occlusives—pure & aspirated)	প্ ব্ ফ্ ভ্ *p, b, ph, bɦ*	ত্ দ্ থ্ ধ্ *t, d, th, dɦ*		চ্ জ্ ছ্ ঝ্ *c, ɟ, ch, ɟɦ*	ট্ ড্ ঠ্ ঢ্ *ṭ, ḍ, ṭh, ḍɦ*	ক্ গ্ খ্ ঘ্ *k, g, kh, gɦ*	
নাসিক্য (nasals)	ম্ *m*		ন্ *n*	ঞ্ *ñ*	ণ্ *ṇ*	ঙ্ *ṅ*	
পার্শ্বিক (laterals)			ল্ *l*		(ল়্, ল়্হ) (*ḷ, ḷɦ*)		
কম্পিত (trilled)			র্ *r*				
উষ্ম (spirants)	(*ɸ*)		স্ *s*	শ্ *ç*	ষ্ *ṣ*	(*χ*)	ঃ, হ্ *h, ɦ*
অর্ধস্বর (semi-vowels)	ব্ *w* (=ŭ)			য্ *j* (=ĭ)			

সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান

আলোচনায় অথবা গ্রীক ও চীনা শব্দ ও নামের প্রতিবর্ণীকরণে (transcription)।

এই বর্গের ঞ্ [*ñ*]-ধ্বনির উচ্চারণ ছিল ফরাসী ও ইতালীয় *gn*-এর মত। সংস্কৃতে সাধারণত সবর্গীয় স্পৃষ্ট বর্ণের সঙ্গেই এর যুক্ত ব্যবহার দেখা যায়, যদিও ব্যাকরণের পরিভাষায় এর পদাদি, পদমধ্য ও পদান্ত অবস্থান লক্ষ্য করা যাবে, যথা—ঞি, নঞ্, তৎপুরুষ, ঘঞ্ ইত্যাদি।

আধুনিক উচ্চারণে চ-বর্গ স্পৃষ্ট ধ্বনি নয়, তা' ঘৃষ্ট অর্থাৎ জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরেই, উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনি (affricates)। দক্ষিণ উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গ, নেপাল, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে চ-বর্গ রূপান্তরিত হয়েছে দন্ত্য ঘৃষ্টধ্বনিতে (dental affricates) অর্থাৎ [*ts, tsh, dz, dzɦ*]। অসমীয়ায় আরও বিকৃতি ঘটেছে অর্থাৎ চ্/ছ্ ও জ্/ঝ্=[*s, z*]। বাংলায় চ-বর্গ হয়েছে তালব্য ঘৃষ্ট [*c ʃ , c ʃ h, ɟʒ. ɟʒɦ*] এবং কোথাও কোথাও তালু-দন্ত্যমূলীয় ঘৃষ্টধ্বনি (alveolo-palatal affricates) [*t ʃ , dʒ*] ইত্যাদি।

৩। ট-বর্গ : মূর্ধন্যবর্ণ (cerebrals) [*ṭ, ṭh, ḍ, ḍɦ, ṇ*]—

এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণে, জিহ্বার অগ্রভাগকে উল্টে বা প্রতিবেষ্টিত ক'রে মূর্ধা অর্থাৎ তালুর শীর্ষদেশের সন্নিকটে, তালুর কঠিনাংশে স্পর্শ করতে হয় ("জিহ্বাগ্রম্ প্রতিবেষ্টিতম্")। মূর্ধন্ বা মূর্ধা দেশে স্পর্শ হয় ব'লে এগুলিকে মূর্ধন্য বর্ণ বলা হয়।

দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণ ভারত, রাজস্থান এবং পাঞ্জাব ব্যতীত সর্বত্র আধুনিক উচ্চারণে এদের উচ্চারণ-স্থান তালুর সম্মুখভাগে আরও এগিয়ে এসেছে—উত্তর ভারতের উচ্চারণে যা' প্রায় দন্তমূলীয় বর্ণে (alveolar) পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতের স্বরমধ্যগত ড্, ঢ্ [*ḍ, ḍɦ*] আধুনিক উচ্চারণে তাড়ন-জাত বা তাড়িত (flapped) মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হয়েছে—অর্থাৎ ড়, ঢ় [*ṛ, ṛɦ*] যথা—সং পীডা > পীড়া, দৃঢ > দৃঢ় ইত্যাদি। এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সম্ভবত খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনা থেকেই শুরু হয়েছে (বিন্দু যুক্ত ড়, ঢ় বাংলায় নতুন—প্রাচীন বাংলা বা তার আগের বর্ণমালায় নেই)।

বৈদিকে স্বরমধ্যগত ড্, ঢ্ উচ্চারিত হ'ত ল্., ল্.হ [*ḷ, ḷh*]-রূপে। যথা—মীডে [*mi: ḍe:*]>মীলে. [*mi:ḷe:*] ইত্যাদি। নব্য ভারতীয় ভাষায় অনেক স্থলেই—যথা উড়িয়া, মারাঠি, রাজস্থানী এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায়,—দন্তমূলীয় ল্ [*l*] উচ্চারিত হয় ল্. [*ḷ*] রূপে।

মূর্ধন্য নাসিক্য ধ্বনি [*ṇ*] এখনও ব্যবহৃত হয় ওড়িয়া, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও মারাঠিতে—কিন্তু হিন্দী, নেপালী, বিহারী, বাংলা, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় মূর্ধন্য ণ্ পরিণত হয়েছে দন্ত্য-ন্-এ। বিশুদ্ধ মূর্ধন্য-ণ্-এর ধ্বনি কানে কতকটা -ড়্ঁ-এর মত শোনায়।

৪। ত-বর্গ : দন্ত্যবর্ণ (dentals) [*t, th, d, dh, n*]—

জিহ্বার অগ্রভাগকে পাখার মত প্রসারিত ক'রে এবং তার দ্বারা ওপরের দন্ত-পংক্তির পশ্চাদ্দিকের নিম্নভাগ স্পর্শ ক'রে ত-বর্গের উচ্চারণ হয়। দন্ত স্পর্শ ক'রে উচ্চারিত হয় ব'লে এগুলির নাম দন্ত্যবর্ণ (dentals)। কেবল ন্-এর উচ্চারণে সাধারণত জিহ্বাগ্রভাগ দন্ত-পংক্তির একটু উর্ধ্বে কোনও স্থলে ঠেকে অর্থাৎ ন্-এর প্রকৃত উচ্চারণস্থান দন্তমূলীয় (alveolar)। কিন্তু ত্, থ্, দ্, ধ্-এর পূর্বে থাকলে (যথা ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ) ন্-কারের উচ্চারণ দন্তোপরি জিহ্বার স্পর্শ হয়।

সংস্কৃতে তথা আধুনিক উচ্চারণে এগুলি বিশুদ্ধ দন্ত্যবর্ণ—যেমন ইতালীয় [*t, d, n*]। কিন্তু প্রাতিশাখ্যকারদের বিবরণ অনুযায়ী প্রাক্-সংস্কৃতে তথা বৈদিকে এদের উচ্চারণ ছিল দন্ত্য নয়, দন্তমূলীয় (alveolar) অর্থাৎ ইংরাজী [*t, d*]-এর মত। বর্তমানে বহু ভাষাঞ্চলে—যথা, আসামে, হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে, গুজরাটের অঞ্চল বিশেষে মূর্ধন্যবর্ণ অর্থাৎ ট-বর্গ এবং বিশুদ্ধ দন্ত্যবর্ণ একাকার হয়ে নতুন দন্তমূলীয় বর্গের সৃষ্টি করেছে।

৫। প-বর্গ : ওষ্ঠ্যবর্ণ (labials) [*p, ph, b, bh, m*]—

এগুলির উচ্চারণে ওষ্ঠ ও অধর পরস্পরের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, এইজন্য এইগুলিকে বলা হয় ওষ্ঠ্যবর্ণ (labials)। সংস্কৃতে এই ওষ্ঠ্যবর্ণগুলির যথার্থ উচ্চারণ রক্ষিত ছিল। সম্ভবত সোষ্ম ওষ্ঠ্যবর্ণ (bilabial fricative) [*ϕ*]-ও অজ্ঞাত ছিল না (তু: পুনঃ+পুনঃ=*punaϕpunah*, দ্র: ১৩.১২)।

বর্তমানে উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই মহাপ্রাণ ফ্, ভ্-এর স্পৃষ্ট উচ্চারণ স্থলে সোষ্ম ওষ্ঠ্যবর্ণ (bilabial fricative) অথবা দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ (labio-dental fricative) উদ্ভূত হতে দেখা যায়। স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ -ফ্, ভ্-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্+হ্, ব্+হ্ (তুঃ ইংরাজী loop-hole, club-house-এর *p-h*, *b-h*), অর্থাৎ বাংলা প্রফুল্ল, প্রভা শব্দগুলিকে প্রপ্হুল্ল, প্রব্হা -রূপে উচ্চারণের মত। শুদ্ধ স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ফ্, ভ্-কে প্রলম্বিত করা যায় না, এগুলি ক্ষণস্থায়ী ধ্বনি। বলা বাহুল্য, বাংলায় এবং অন্যত্র ফ্/ভ্ আর বিশুদ্ধ স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনি নয়্ তা' উষ্ম-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে—কতকটা ইংরাজী [*f*, *v*]-এর মত। এইজাতীয় সোষ্ম ওষ্ঠ্যবর্ণ ও দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণের ধ্বনিলিপি হচ্ছে যথাক্রমে [*ϕ*, *β*] এবং [*f*, *v*]।

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ : য়্, র্, ল্, ব্ [*j*, *r*, *l*, *v*]—

এই ধ্বনি-চতুষ্টয়ের নাম 'অন্তঃস্থ বর্ণ। কারণ এই ধ্বনিগুলি স্পর্শবর্ণ এবং উষ্মবর্ণের মধ্যে অথবা (পাশ্চাত্যমতে) স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে অবস্থান করে। প্রাচীন যুগেই 'অন্তঃস্থ' শব্দের বিসর্গের লোপ হওয়ায় পরবর্তী ভাষ্যকাররা এই শব্দের অর্থ করেছিলেন 'অন্ত্যবর্ণ'।[১]

য়্ [*j*] : ই-কারের উচ্চারণের মত যদি জিহ্বাগ্র অধিক উচ্চ স্থানে ক্ষণিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী অধিক বা সমান স্পষ্ট (prominent) স্বরে মীড়ের মতন (glidic) চলে আসে তখন হয় এই অর্ধস্বর (semi-vowel) -ধ্বনির উৎপত্তি। এই ধ্বনির তুলনা ইংরাজী yard [*jard*, j*a*:*d*]-এর *y*-ধ্বনি।

উত্তর ভারতের অঞ্চলবিশেষে, বিশেষত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে এই [*j*]-ধ্বনির উচ্চারণ ঘোষ তালব্য ঘৃষ্ট বা দন্তমূলীয় তালব্য ঘৃষ্ট ধ্বনি -জ্- [ɟʒ, *dʒ*] রূপে (voiced palatal or alveolo-palatal affricate)। আসাম, পূর্ববঙ্গ এবং অন্যত্র এর উচ্চারণ ঘৃষ্ট দন্ত্য-ধ্বনি রূপে অর্থাৎ [*dz*, *z*]। বাংলা ও আসামে স্বরমধ্যগত [*j*]—যা' আসলে

১ দ্রঃ *K. C. Chatterji* : Technical Terms and Techniques of Sanskrit Grammar, pp. 271-273 ; *Allen* : Phonetics in Ancient India, 1961, p. 29

ব্যঞ্জনীভূত [ĭ]—উচ্চারিত হয় ব্যঞ্জনীভূত [ĕ]-রূপে, যথা—দয়া, মায়া [dʌja:, ma: ja:] পরিণত হয় [d ɔ ĕ α, m α ĕ α]।

র্ [r] : জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত ক'রে, তার দ্বারা একাধিক বার দ্রুত আঘাতের ফলে এই র্-ধ্বনির উৎপত্তি। জিহ্বাকে কম্পিত করা হয় ব'লে এই ধ্বনি কম্পন-জাত (trilled)। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় -র্-এর উচ্চারণে একবার বা দু'বার এই আঘাত (tap) দেখা যায়। বর্তমানে না মিললেও প্রাতিশাখ্যের বিবরণ থেকে প্রমাণিত আর একজাতীয় কণ্ঠ্য অথবা কণ্ঠমূলীয় (velar or uvular) র্-ধ্বনির অর্থাৎ [*R*] ব্যবহার মেলে সংস্কৃত ভাষার আঞ্চলিক ভেদে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে।

ল্ [*l*] : জিহ্বাগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে (teeth-ridge) ঠেকিয়ে রেখে, জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবরজাত বায়ু নিষ্কাশিত ক'রে ল্-কারের উচ্চারণ হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিষ্কাশিত হয় ব'লে একে পার্শ্বিক (lateral) ধ্বনি বলা হয়।

সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌রা ল্-ধ্বনিকে বর্ণনা করেছেন দন্ত্যবর্ণ রূপে। কিন্তু আসলে তা' দন্তমূলীয় (alveolar)। এই ল্-ধ্বনি সবসময় বিশুদ্ধ (pure) -রূপে উচ্চারিত। ইংরাজী milk, well ইত্যাদি শব্দে সুলভ অস্পষ্ট বা মূর্ধন্য ল্ (dark -*l*-) কখনও অতীতে বা বর্তমানে ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু আধুনিক উচ্চারণে সংস্কৃত বা ভারতীয় ল্-কারের পর ত্, থ্, দ্, ধ্ বা ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ থাকলে এগুলির উচ্চারণস্থান ঈষৎ পরিবর্তিত হয়—দন্ত্য বর্ণের পূর্ববর্তী ল্ হয় দন্ত্য এবং মূর্ধন্যবর্ণের পূর্ববর্তী ল্ হয় মূর্ধন্য -ল-।

ব্ [*v* / *w*] : উ-কারের উচ্চারণের মত যদি জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ অধিক উচ্চ স্থানে ক্ষণিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অধিক বা সমান স্পষ্ট (prominent) স্বরে মীড়ের মতন (glidic) চলে আসে তখন হয় এই অর্ধ-স্বর (semi-vowel)-ধ্বনির উৎপত্তি। এই ধ্বনির তুলনা ইংরাজী word [*wə:d*] শব্দের *w*-ধ্বনি। বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য-অর্ধস্বর (bi-labial semi-vowel) [*w*]-এর উচ্চারণে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বর-সন্নিহিত [*u*]-ধ্বনি অত্যন্ত হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয় [=ŭ]। কিন্তু পাণিনির বিবরণে এই ব্-কার হয়েছে

দন্তৌষ্ঠ্য (labio-dental) এবং নিশ্চয়ই সোষ্ম (fricative) ঘোষধ্বনিও বটে—অর্থাৎ ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে উচ্চারণ। ইংরাজী *v*-ধ্বনি হল এইরূপ উচ্চারণ। বিশুদ্ধ অর্ধ-স্বর [*w*] ছাড়া সোষ্ম ওষ্ঠ্য (bi-labial fricative) [β]-ধ্বনিও ছিল নিশ্চয়ই।

আধুনিক ভারতীয় ভাষায় বিশুদ্ধ [*w*]-ধ্বনির স্থলে অধিকাংশ স্থানে—যথা পাঞ্জাবী, হিন্দী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী, কানাড়ী, তেলুগু, তামিল ও মালয়ালম্-ভাষাভাষী অঞ্চলে—সোষ্ম ওষ্ঠ্য (bi-labial fricative) [β] লক্ষিত হয় পদাদি বা একক ব্যবহারে, কিন্তু ব্যঞ্জনের সন্নিহিত র্ উচ্চারিত হয় [*w*]-রূপে। আবার উত্তর প্রদেশেব পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে, বিহার, আসাম, ও উড়িষ্যায় অন্তঃস্থ র [*w*] পদাদিতে—সচরাচর পদমধ্য ও পদান্তেও—স্পৃষ্ট -ব্- [*b*]-এ পরিণত হয়। মারাঠীতে সোষ্ম ওষ্ঠ্য [β] এবং সোষ্ম দন্তৌষ্ঠ্য [*v*]-এর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য যথাক্রমে ব্যবহার করা হয় দেবনাগরী -ব্- এবং -ভ্হ- [*wh*, βh]। হিন্দী-তে বর্গীয় ব্ [*b*] এবং অন্তঃস্থ র [*w*]—এই ধ্বনির ধ্বনি- ও রূপগত পার্থক্য বক্ষিত আছে (যথাক্রমে ব, ব), আসামীতেও তাই (যথাক্রমে ব, র)।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সংস্কৃতে একক, স্বরমধ্যগত বা স্বর-পূর্ববর্তী -র্-ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া উচিত দন্তৌষ্ঠ্য [*v*]; আর ব্যঞ্জন-পরবর্তী র্-ধ্বনি অর্ধ-স্বর [*w*] -রূপে উচ্চার্য।

৭। সোষ্ম শিশ্‌ধ্বনি (sibilants) [ç, ṣ, *s*]—

Sibilants-এর কোন প্রতিশব্দ সংস্কৃতে নেই। তবে শিশ্-দেওয়ার ধ্বনির সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য আছে ব'লে সুনীতিবাবু এগুলির নাম দিয়েছেন শিশ্-ধ্বনি'।২ ঋক্ প্রাতিশাখ্যে অবশ্য অতিরিক্ত সীৎকারকে (sibilation) বলা হয়েছে 'ক্ষেডনম্' 'শীশ্‌শব্দ, whistling'।৩ প্রাচীনকালে এগুলির পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ ছিল—এমনকি ভাবতের মধ্যযুগেও এদের উচ্চারণ-

২ দ্র: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, ২য় সংস্করণ পৃ: ৫৮

৩ দ্র. *Allen* : Phonetics in Ancient India, 1961 ff. 1. 111 p. 27

পার্থক্য ছিল। কারণ, চীনা প্রতিবর্ণীকরণে (transcription) -শ্- এবং -ষ্-এর পার্থক্য সবসময় বজায় রাখা হয়েছে।

-শ্- [ç] : সংস্কৃতে তালব্য -শ্- ইংরাজী issue (=ishyu) শব্দের অনুরূপভাবে উচ্চারিত হত অর্থাৎ জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিনাংশের (hard palate) সন্নিকটে আসত। প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই এর উচ্চারণ জার্মান Ich-শব্দের *-ch*-ধ্বনির [ç] ন্যায় ছিল—যদিও পরবর্তী যুগে তার উচ্চারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একজাতীয় তালব্য শ্ বা [ʃ]।

ষ্ [ʂ] : মূর্ধন্য ষ্ ছিল অন্য মূর্ধন্যবর্ণের মত জিহ্বাগ্রকে উল্‌টে নিয়ে উচ্চারিত *sh* [ʃ]-এর অনুরূপধ্বনি—যার উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র কঠিন তালু-শিখরের খুব কাছাকাছি আসত।

আধুনিক ভারতীয় উচ্চারণে [ç] এবং [ʂ]-এর ভেদ রক্ষিত হয় নি ; তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে [ʃ]-ধ্বনি (অর্থাৎ বাংলা শ্ ধ্বনি) । পাঞ্জাবী, হিন্দী, কোশলী ও বিহারী ভাষাভাষীঅঞ্চল, রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশে শ্ [ʃ]-এর উচ্চারণ স্ [*s*] হয়ে দাঁড়ায় মধ্যযুগেই, এবং ষ্ [ʂ] হয় [*kh*]-এ পরিণত।

স্ [*s*] : দন্ত্য স্-এর উচ্চারণ ছিল ইংরাজী sing শব্দের *s*-এর অনুরূপ। ভারতের পূর্বাঞ্চল বাদ দিয়ে এর প্রকৃত উচ্চারণ সারা ভারতে এখনও অটুট আছে। বাংলা, উড়িষ্যা এবং বিহারের অঞ্চলবিশেষে এই [*s*] পরিণত হয়েছে [ʃ] ধ্বনিতে। অসমীয়ায় শ্, ষ্, স্—এই তিনটি ধ্বনিই যখন এককভাবে উচ্চারিত হয় তখন তার উচ্চারণ হয় অঘোষ সোষ্ম ধ্বনি [χ]।

বর্তমানে সংস্কৃত শ্, ষ্, স্-এর উচ্চারণ-বিভেদ দেখান যায় এইভাবে—সং সবিশেষ অসমীয়ায় [*χɔbiχεχ*] বা [*χɔwχiεχ*] ; বাংলায় [ʃ *ɔbi* ʃ e ʃ] এবং উত্তর ভারতের প্রাচীন উচ্চারণে [*sʌbise:kh*] এবং অধুনা [*sʌβi* ʃ *e:* ʃ]।

শ্, ষ্, স্—এগুলি অঘোষধ্বনি, এগুলির ঘোষবৎ রূপ সংস্কৃতে নেই, অন্য ভাষায় আছে—যদিও প্রাক্-সংস্কৃত যুগে তিনজাতীয় *z*-এর (*ž, ẓ, z*) অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। স্-এর ঘোষবৎ রূপ হচ্ছে *z*, যথা—ইংরাজী is, was ইত্যাদির *-s-* ধ্বনি (তু: বাংলা মেজ্‌দা = *mezdā*)। শ্-এর ঘোষবৎ রূপ *zh*-জাতীয় ধ্বনি, যথা—ইংরাজী pleasure, measure ইত্যাদি শব্দের *zh*-

ধ্বনি [3]। ষ্-এর ঘোষবৎ অনুরূপ আর এক প্রকার *zh*- ধ্বনি যা' জিহ্বা উল্‌টে উচ্চারিত হয়। তামিল ও মালয়ালম্ ভাষায় এই [*z*] -ধ্বনি মেলে।

৮। সোষ্ম কণ্ঠনালীয় (glottal spirant) হ্ [*ɦ*]—

কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন হ-কার কণ্ঠনালীয় উষ্ম ঘোষবর্ণ (glottal spirant)। যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ শ্, ষ্, স্,-এর মত এই ধ্বনিকেও প্রলম্বিত করা যায়। ইংরাজীতে সাধারণত যে হ্-ধ্বনি শোনা যায়, তা অঘোষ [*h*]— যদিও কদাচিৎ ঘোষ [*ɦ*] শোনা যায়, যথা behind [*bəɦaind, bəhaind*]। খ্, ছ্, থ্, ঠ্, ফ্ এবং ঘ্, ঝ্, ধ্, ঢ্, ভ -বর্ণগুলির হ্-ধ্বনি যথাক্রমে অঘোষ ও ঘোষ। বিসর্গ (ঃ) হল এই অঘোষ হ্-ধ্বনি (দ্র: ১৩.১২)।

১৩.২২ যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ—

ক্ষ [*kṣ*] : আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ক্ষ [*kṣ*]-এব আদর্শ উচ্চারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে [*k ʃ*]। তবে সমগ্র উত্তর ভারতে—পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত —এর উচ্চারণ হল পদাদিতে তালব্য বা দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট ধ্বনি [*c ʃ h, t ʃ h*] কিন্তু পদমধ্যগত উচ্চারণ হল [*cc ʃ h, tt ʃ h*]। বাংলা, উড়িষ্যা এবং আসামে এর উচ্চারণ পদাদিতে হল [*khj*] এবং পদমধ্যে [*kkhj*]। পশ্চিমা পাঞ্জাবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই [*khj*] শোনা যায়।

জ্ঞ [*ɟñ*] : ভারতের অধিকাংশ স্থানেই জ্ঞ-এর উচ্চাবণ পদাদিতে [*gj*] এবং পদমধ্যে [*ggj*]। বাংলায় [*g(g)j*]-এর উচ্চারণ সানুনাসিক। মারাঠীতে কিন্তু এর উচ্চারণ [*dnj*] বা [*dñ*]। ১

হ্+নাসিক্যবর্ণ বা তরলস্বর অর্থাৎ [*ɦṇ, ɦn, ɦm, ɦl, ɦr, ɦv*] : এদেব আধুনিক উচ্চারণে হ্-এর স্থান-পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ [*ṇɦ, nɦ, mɦ, lɦ, rɦ, wɦ*]। হ্য [*ɦj*]-এর উচ্চারণেও বর্ণ-বিপর্যয় ঘটে। বাংলায় সহ্য শব্দের উচ্চারণে [*saɦja*] স্থলে [*ʃ oɟɟəɦo*]। দক্ষিণ ভারতে উচ্চারণ হল [*χj*] বা [*çj*]।[৪]

৪ সংস্কৃত উচ্চারণ-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র: *Allen : ibid* , *S. Varma* : Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians ; *Chatterji* : ODBL pp. 239-244 ; "The Pronunciation of Sanskrit," IL, Vol. 21, 1960 pp. 61-82 ; *P. C. Majumdar* : HPO pp. xvi-xix 143-146

দ্বিতীয় খণ্ড

মধ্য ভারতীয় আর্য

(Middle Indo-Aryan)

॥ ১৪ ॥

মধ্য ভারতীয় আর্য বা সাধারণ প্রাকৃত

(Middle Indo-Aryan)

১৪.১০ প্রাকৃত ভাষার মূল্যায়ন—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আবির্ভাবে কেবল ভাষা-বিবর্তনের নতুন ইতিহাসই সূচিত হয় নি, জনগণমানসের আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবিও ভাষাগত বৈপরীত্যের প্রতিফলকে ফুটে উঠেছে। একথা সত্য যে ব্রহ্মাবর্ত ও আর্যাবর্ত-কেন্দ্রিক বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম অধিষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলের জীবনাদর্শ ও ধ্যানধারণার পার্থক্য ঘনায়মান হয়ে উঠছিল। কিন্তু এর চেয়ে কম সত্য নয় যে, এই দ্বান্দ্বিক প্রত্যয়ের আকুতি, প্রকাশের আবেগে খুঁজছিল উপযুক্ত মাধ্যম। তাই কোন প্রথাগত ভাষাদর্শকে আঁকড়ে থাকার মত রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যই যেন গ্রহণ করা হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মাধ্যম। স্মরণ রাখা দরকার যে বুদ্ধদেব সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রত্যেকের নিজস্ব মাতৃভাষাকে (সকায় নিরুত্তিয়া—চুল্ল বগ্‌গ ৫.৩৩ ; বিনয় পিটক ২.১৩৯.১=সং স্বকায়-নিরুক্ত্যা) গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর বচন পঠন-পাঠনের জন্য।

সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের একমাত্র বাহক। কিন্তু আচার- ও কর্মকাণ্ড-প্রধান ধর্মচেতনার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার জনগণসংযোগ সম্ভবত হয়ে উঠেছিল ক্রমশ বিচ্ছিন্ন। তাই জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব-প্রসৃতির অনুপ্রেরণায় হয়ে উঠল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাশ্রয়ী। অশোকের অনুশাসন আসলে ধর্মানুশাসন। দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ হীনযান মতাবলম্বীরা গ্রহণ করলেন পালি ভাষা। উত্তর ভারতের বৌদ্ধ মহাযানীরা আশ্রয় করলেন সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত সঙ্কর

ভাষা—বৌদ্ধ সংস্কৃত বা 'গাথা' ভাষা। শ্বেতাম্বরপন্থী জৈনরা গাথাসাহিত্য রচনার জন্য অবলম্বন করলেন প্রথমে অর্ধমাগধী, আর গাথা নয় এমন সাহিত্য রচনার জন্য জৈন মাহারাষ্ট্রী। দিগম্বরপন্থী জৈনদের গাথা-সাহিত্য রচিত হল জৈন শৌরসেনীতে। পরে এই সম্প্রদায়েরই ভাষা-মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল অপভ্রংশ।

একথা সত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়কামী যুগচেতনার যথার্থ পরিচয় জানতে হলে এটাও জানা দরকার যে এই সমন্বয় ঘটেছিল বিভেদকামী মনোবৃত্তির ফলশ্রুতি হিসেবেই। ধর্মগত বৈষম্য, আঞ্চলিক বিভেদ-বাসনা, দ্রাবিড় সভ্যতার মত উৎকর্ষ সংস্কৃতির নিষ্পেষণী সংযোগ এবং তদুপরি ভাষাদর্শের বৈপরীত্যমূলক প্রবৃত্তি—এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন যুগ-ভাবনা নতুন ক'রে গণচিত্তে জাগিয়ে তুলছিল সমন্বয়ের স্পৃহা।

১৪.২০ প্রাকৃত ভাষার সঠিক মূল্যায়নের জন্য অন্যান্য সম্ভাবনাব দিকগুলিও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রথমত, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট অতীত চিত্রটিকে প্রকাশের দিবালোকে উদ্‌ঘাটিত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে প্রাকৃত ভাষার উপাদান। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক উপাদানগুলির উৎস হল তিন জাতীয়—(ক) ব্রাহ্মণ, জৈন এবং বৌদ্ধদেব রচিত সাহিত্যসম্ভার। (খ) নানাজাতীয় প্রত্নলেখ—শিলালেখ, তাম্রলেখ, মুদ্রা ও শীলমোহর। (গ) বৈদেশিক রচনাকর্তাদের বিবরণ—যা' মুখ্যত গ্রীক, লাতিন, বা চীনা ভাষায় লিখিত। বলা বাহুল্য, জৈন ও বৌদ্ধদের সাহিত্য প্রধানত সাধারণ প্রাকৃতেই (MIA) লেখা। অনুরূপ ভাবে খ্রী: পূ: চতুর্থ শতক থেকে চতুর্থ শতাব্দ পর্যন্ত সময়-পরিধির মধ্যে প্রাপ্ত প্রধান প্রত্নলেখ এবং মুদ্রালিপি মুখ্যত এই প্রাকৃত ভাষাতেই লিখিত। স্মরণীয়, প্রাকৃত ভাষার পূর্বে ভারতীয় কোন রচনারই পাঠযোগ্য লিখিত প্রমাণ মেলে না।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত সাহিত্যের বিপুল রচনা-সম্ভারও উপেক্ষণীয় নয়। সময়-পরিধিও কম-বেশি দেড় হাজার বছর। অবশ্য প্রাকৃত রচনা-সমগ্রের সম্যক্ পরিচিতি বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়; কিন্তু তার ব্যাপকতাও যে সংস্কৃত তথা বিশ্বের যে-কোন প্রাচীন সাহিত্যের চেয়ে অপ্রতুল নয়,

এমন কথা জোর গলায় বলা চলে। পালি ভাষাশ্রিত রচনাগুলিকে বাদ দিলেও কেবল প্রাকৃত ভাষায় লিখিত প্রচুর সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যাবে স্বচ্ছন্দে। জৈন আগম সাহিত্য, প্রাকৃত রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ ও চরিতাবলী, মহাকাব্য, সংকলন-সাহিত্য, নীতিমূলক ধর্মকথাকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য, কথাসাহিত্য, নাটক ও চম্পূকাব্য, ব্যাকরণ-অভিধান-ছন্দঃ-আয়ুর্বেদ,-ধনুর্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র এমনকি ভূগোল ও সৃষ্টিতত্ত্ব -বিষয়ক বিভিন্ন রচনারও অভাব নেই প্রাকৃত সাহিত্যে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় সংস্কৃতির বহির্ভারতীয় জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মকেই কেন্দ্র ক'রে। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার বিজয়াভিযান ঘটেছিল আরও পরে। বৌদ্ধধর্মের ভাষা-মাধ্যম পালিও তাই বিস্তৃত হয়েছিল নানা দেশে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম (থেরবাদ) প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পালি হল স্বীকৃত। চীনা-তুর্কীস্থান বা খোটানে মিলল খরোষ্ঠী ধম্মপদ। রাজনীতি ও প্রশাসনের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হল নিয়া প্রাকৃত। ভারতে লুপ্ত হলেও সংস্কৃতে রচিত অনেক বৌদ্ধ রচনা অধুনা পাওয়া গেল মধ্য এশিয়ায়। ভারতবর্ষেও দ্রাবিড়ভাষী দাক্ষিণাত্যে প্রাকৃত ভাষার বিপুল প্রভাব সহজেই দেখা যাবে অন্তত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব পর্যন্ত—সাতবাহন ও পরবর্তী শাসকদের প্রশাসন কার্য সম্পন্ন হত এই প্রাকৃত ভাষাতেই।

চতুর্থত, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সংকলিত উপাদানে মেলে ভাষার উপভাষাগত বিভেদ-বৈচিত্র্যের এক বিপুল ছবি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় (OIA) উপভাষাগত বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। লিখিত উপাদানের অভাবই কেবল নয়, ধ্রুপদী সংস্কৃতের (classical Sanskrit) স্থির পরিমিত আদর্শ এবং রচয়িতাদের অভিজাত মননশীলতা ও প্রকাশভঙ্গীর পরিশীলিত ব্যবস্থাপনা গণসংস্কৃতের চঞ্চল প্রাণ-ভোমরাটিকে যেন একটি কৌটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। প্রাকৃত ভাষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাওয়া গেল ভারতের বিপুল পরিধির অন্তরে ভাষা-তারুণ্যের দুর্দমতা। বিভিন্ন অঞ্চলে উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনগুলি (খ্রী: পূ: ৩য় শতক) এই বৈচিত্র্যের প্রথম পরিচায়ক। সে বৈচিত্র্য কেবল

ভাষার নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের প্রতিরূপেরও বটে। অবশ্য প্রাকৃত সাহিত্যের বিপুল সম্ভারও উপেক্ষণীয় নয়। সংস্কৃত সাহিত্য-সমগ্রের তুলনায় তা' কোন অংশেই ন্যূন নয়। সাহিত্যিক প্রাকৃতের ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বর্গীকরণ তো অনেক সময় পণ্ডিতদের বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে!

পঞ্চমত, ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে প্রাকৃতের ভাষাগত তাৎপর্য আরও গভীর। কেবল উপভাষাগত বৈচিত্র্যানুসন্ধান নয়, সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত ও প্রাকৃতায়নের প্রভাব গবেষণার একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার চুম্বক পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে (দ্র: ১১শ অধ্যায়)। শুধু তাই নয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষার আলোচনার ক্ষেত্রেও সংস্কৃতকে যতখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, প্রাকৃতকে ততখানি নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বোধহয় এইজাতীয় আলোচনার অবকাশ রয়েছে—

ক ॥ সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত ভাষার উপাদান ও প্রভাব এবং প্রাকৃতায়নের স্বরূপ বিচার।

খ ॥ সংস্কৃত ভাষায় দ্রষ্টব্য নয় এমন অনেক শব্দ ও ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র প্রাকৃতে লক্ষণীয়।

গ ॥ আধুনিক ভাবতীয় আর্যভাষাগুলিতে বহু শব্দ রয়েছে যেগুলি সংস্কৃতে মেলে না কিন্তু প্রাকৃতে মেলে।

ঘ ॥ দ্রাবিড়ীয় বা অন্যান্য বিদেশীয় শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ সংস্কৃতে বা প্রাকৃতে কতখানি তার সঠিক মূল্যায়ন।

ঙ ॥ অপভ্রংশ-সমস্যা (দ্র: ১৯.৩০)।

চ ॥ বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতগুলিকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জননী বলে চিহ্নিত করা হলেও তাদের সাধারণ লক্ষণগুলি মোটেই সুলভ নয়—যেমন মাগধী প্রাকৃতকে বাংলা, আসামী, ওড়িয়া ও বিহারীর জননী বলা হলেও মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণ এই ভাষাগুলিতে বিশেষ মেলে না। কাজেই এক্ষেত্রে পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ছ ॥ প্রাকৃতে এমন কিছু ভাষাগত প্রবণতা রয়েছে যা' সংস্কৃতের ক্রমিক বিবর্তনজাত নয় ব'লেই মনে হয়। এইজাতীয় বৈশিষ্ট্যের যাথার্থ্য-নিরূপণ অবশ্যপ্রয়োজনীয়। যেমন, সংস্কৃতের ছন্দ প্রধানত অক্ষরমূলক কিন্তু

প্রাকৃতে মাত্রামূলক। সংস্কৃতের স্বর-রীতির সঠিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও বৈদিকের সঙ্গে প্রাকৃতের স্বরাঘাতের (accentuation) বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। বেদের স্বরাঘাত হল সুরসঞ্চারী (musical) এবং সাধারণত তিন ধরণের—আরোহী উদাত্ত (rising), অবরোহী স্বরিত (rising-falling) এবং স্থায়ী অনুদাত্ত (unaccented or level tone); আর প্রাকৃতের স্বরাঘাত হল শ্বাসস্পৃষ্ট বা শ্বাসাহত (stressed)। এছাড়া বৈদিকের ক্রিয়াগঠন পদ্ধতি মূলত তিঙন্তমূলক (verbal) কিন্তু প্রাকৃতে তা' নামমূলক (nominal)। কাজেই সংস্কৃতের নামমূলক ক্রিয়াগঠন প্রাকৃতের প্রভাবজাত বা অন্য কোন উৎসজাত তা' অবশ্য বিচার্য। ইত্যাদি।

তবে একথাও সত্য, প্রাকৃত ভাষার যথার্থ মূল্যায়নে অনেক বাধাও আছে।[১] প্রথমত, প্রাকৃত (এবং অপভ্রংশ) মুখ্যত সাধু বা শিষ্টজনোচিত ভাষা এবং তা' বহুল পরিমাণে কৃত্রিমও বটে। কথ্য- বা গণপ্রাকৃতের বিবর্তন ধারা থেকে অধিকাংশ সময়ই তা' পিছিয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ নির্ভরযোগ্য তথ্য সবসময় পরিবেশন করতে পারেন নি। তাঁরা ব্যাকরণগত বিতণ্ডায় অংশগ্রহণ করেছেন বেশি। ভাষার উপাদান সংকলনের চেয়ে ভাষার পরিমিত এবং স্থির আদর্শ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ফলে অনেকসময়ে বৈয়াকরণ-নির্দিষ্ট উপভাষার বাহুল্যে বৈপরীত্য, সংশয় বা অস্পষ্টতা সৃষ্ট হয়েছে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন উপভাষাগুলির সংমিশ্রণের ফলে অনেকসময় তাদের সুস্পষ্ট সীমারেখাগুলি ধরা পড়ে নি। ফলে ভাষার ভৌগোলিক সংস্থান বা ক্রমিক বিবর্তন ঠিক স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি।

১৪.৩০ প্রাকৃত ভাষার সংজ্ঞা ও বিষয়-বৈচিত্র্য—

১৪.৩১ 'প্রাকৃত' শব্দটি 'প্রকৃতি' শব্দজাত। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।[২] সাধারণ অর্থে, 'প্রাকৃত' কথাটির আসল তাৎপর্য, 'প্রকৃতি'র অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা (শৌরসেনী পাউদ, মাহারাষ্ট্রী

---

১ দ্র: *Chatterji* : ODBL pp. 20-21

২ দ্র: *Pischel* : GK ff 1-2 ; বিধুশেখর ভট্টাচার্য : পালিপ্রকাশ : প্রবেশক পৃ: ১৮-২১

পাউঅ) যেমন শিষ্টসমাজের 'শুদ্ধ' ভাষা সংস্কৃত। সুতরাং, প্রাকৃত ভাষার অর্থ জনসাধারণের কথ্য ও বোধগম্য ভাষা—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম্" বা "প্রাকৃতজনানাং ভাষা প্রাকৃতম্"। অন্তত নমিসাধু রুদ্রটের কাব্যালংকার-বৃত্তিতে (২.১২) এই মতই সমর্থন করেছেন।

প্রাকৃত বৈয়াকরণ ও সংস্কৃত আলংকারিকগণের মধ্যে অনেকে কিন্তু 'প্রকৃতি' অর্থে বুঝেছিলেন 'সংস্কৃত'—যেমন "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্। তত্র ভবম্, তত আগতং বা প্রাকৃতম্" (সিদ্ধহেমচন্দ্র ৮।১।১) অথবা "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং প্রাকৃতমুচ্যতে" (মার্কণ্ডেয়-প্রাকৃতসর্বস্ব, পৃ: ১)। প্রাকৃতের এই যে সংজ্ঞা তা' বৈয়াকরণ-সম্মত হলেও কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে গ্রাহ্য নয়। অবশ্য 'সংস্কৃত' বলতে ব্যাপক অর্থে যদি বৈদিক এবং কথ্য সংস্কৃতের বিভিন্ন উপভাষাগুলিকে ধরা হয়, তাহলে প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃতজাত এমন কথা বলা যায়। কিন্তু আসলে পাণিনি/পতঞ্জলি -নির্ধারিত ধ্রুপদী সংস্কৃতের (classical Sanskrit) দ্বারা প্রাকৃত শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি সমগ্রভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। একমাত্র শৌরসেনী প্রাকৃতকেই সংস্কৃতের সন্তান বলা চলে, অন্য ক্ষেত্রে নয়।

প্রাকৃত স্তরের ব্যাপকতা সম্পর্কেও নানা মতবাদ দেখা যাবে, যথা৩—

১॥ সংকীর্ণ অর্থে প্রাকৃত হল সাহিত্যিক প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় উপস্তর (II MIA), যেমন—মাহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী ইত্যাদি।

২॥ ব্যাপক অর্থে, প্রাকৃত হল সমগ্র মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ নাম অর্থাৎ খ্রী: পূ: ৬০০-১০০০ অব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল—অশোকানুশাসন, পালি, নিয়া প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত, এমন কি অপভ্রংশ।

৩॥ ব্যাপকতর অর্থ ব্যবহার করেছেন গ্রীয়ার্সন। তার মতে সমগ্র ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন-পর্বই হল প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA), মধ্য ভারতীয় আর্য (MIA) এবং নবীন ভারতীয় আর্য (NIA)—এই তিনটি স্তর হল

৩ দ্র: *A. C Woolner* : IP p. 4

যথাক্রমে প্রাথমিক প্রাকৃত (primary Prakrit), মধ্য প্রাকৃত (secondary Prakrit) এবং অন্ত্য বা তৃতীয় স্তরের প্রাকৃত (tertiary Prakrit)। স্বাভাবিক কথ্যভাষা বা জানপদ প্রাকৃতের এই তিনটি স্তরের পরিমার্জিত শিষ্ট সংস্করণ হল যথাক্রমে—(ক) বৈদিক ও সংস্কৃত। (খ) পালি, সাহিত্যিক প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এবং (গ) আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি।

অবশ্য, শেষের এই মতবাদ আধুনিক বিদ্বান্‌দের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। বর্তমানে 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা'—এই সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রাকৃতের ব্যাপক অর্থটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; আর 'প্রাকৃত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ সাধারণ প্রাকৃতের দ্বিতীয় উপস্তরকে বোঝাতে।

১৪.৩২ ব্যাপক অর্থ ধ'রে প্রাকৃতের বিষয়-বৈচিত্র্য এবং বিভাগ[৪] দেখান যায় এইভাবে—

১॥ ধর্মীয় প্রাকৃত (religious Prakrit) : যথা—পালি (দক্ষিণ-দেশীয় হীনযানী বৌদ্ধদের ভাষা), অর্ধমাগধী (প্রাচীন জৈনসূত্রের ভাষা, অন্য নাম আর্য প্রাকৃত), জৈন মাহারাষ্ট্রী, জৈন শৌরসেনী এবং অপভ্রংশ (জৈন আখ্যান সাহিত্যে অনুশীলিত ভাষা)।

২॥ সাহিত্যিক প্রাকৃত (literary Prakrit) : যথা—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী এবং বিভিন্ন উপভাষাসহ অপভ্রংশ।

৩॥ নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত (dramatic Prakrit) : যথা—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী (এবং তার উপভাষা), প্রাচীন অর্ধমাগধী (অশ্বঘোষের নাটকে ব্যবহৃত) এবং অন্যান্য অপ্রধান উপভাষা (যথা, ঢক্কী বা টক্কী)।

৪॥ বৈয়াকরণ-উল্লিখিত প্রাকৃত (Prakrits described by the grammarians) : সংস্কৃত নাটকে এবং প্রাকৃত কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত এইজাতীয় প্রাকৃত এবং তার উপভাষাগুলি হল—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা পৈশাচী এবং অপভ্রংশ ('ষড্‌ভাষা')।

পুরুষোত্তম (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক) -উল্লিখিত প্রাকৃত/ উপভাষাগুলি[৫]

---

৪ দ্র: *Katre* : PL pp. 9-10

৫ দ্র: *S Sen* : CGMIA ff 25- 37 ; *Katre* : PL pp. 27-31

হচ্ছে—প্রাচ্যা (শৌরসেনীর সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত), আবন্তী ("মাহারাষ্ট্রী-শৌরসেন্যোরৈক্যম্"), বিভাষা শাকারী ("বিশেষো মাগধ্যাঃ"), চাণ্ডালী ("মাগধী-বিকৃতিঃ"), শাবরী ("মাগধী-বিশেষঃ"), টক্কী ("অথ টক্কদেশীয়া বিভাষা ; সংস্কৃত-শৌরসেন্যোঃ....[মিশ্রিতা]), নাগরক (অপভ্রংশের অন্তর্গত প্রধান উপভাষা), ব্রাচডক (অপভ্রংশের অন্তর্গত), উপনাগরক (অপভ্রংশের অন্তর্গত) এবং এর আঞ্চলিক বিভাষা—বৈদর্ভী, লাটী, ঔড্রী, কৈকেয়া, গৌড়ী ; এবং টক্ক, বর্বর, কুন্তল, পাণ্ড্য, সিংহল ইত্যাদি অঞ্চলবিশেষের ভাষা ; কৈকেয় পৈশাচী ("সংস্কৃত-শৌরসেন্যোর্বিকৃতিঃ"), শৌরসেন পৈশাচিক ও পাঞ্চাল পৈশাচিক।

চূলিকা পৈশাচী উল্লিখিত হয়েছে কেবল হেমচন্দ্রে। এছাড়া মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃতসর্বস্বে আরও অনেক প্রকারের প্রাকৃত ভাষা দেখা যায়, যথা—প্রাচ্যা, আবন্তী, শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী, আভীরিকা, ঢক্কী (টক্কী ?), নাগর, ব্রাচড, উপনাগর, কৈকেয়, পাঞ্চাল। এই সমস্ত প্রাকৃতের কমবেশি আলোচনা দেখা যাবে বররুচির (৫ম-৬ষ্ঠ শতক) প্রাকৃতপ্রকাশে, হেমচন্দ্রের (১১শ-১২শ) প্রাকৃত ব্যাকরণে ('সিদ্ধহেমচন্দ্র') এবং মার্কণ্ডেয়ের (১৭শ শতক) প্রাকৃতসর্বস্বে।

৫ ॥ বহির্ভারতীয় প্রাকৃত (extra-Indian Prakrit) : খোটানে আবিষ্কৃত খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত প্রাকৃত ধম্মপদের অংশবিশেষ এবং মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত নিয়া এবং খোটানী প্রাকৃত।

৬ ॥ শিলালেখে উৎকীর্ণ (Inscriptional Prakrits) : ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত মহারাজ অশোক ও তাঁর পরবর্তী যুগে উৎকীর্ণ শিলালেখ পাওয়া যায় সমগ্র ভারতে এবং সিংহলের স্থানে স্থানে। এছাড়া অন্যান্য অপ্রধান প্রত্নলিপিও পাওয়া যায়।

৭ ॥ কথ্য সংস্কৃত (popular Sanskrit) : এর মূলে আছে সংস্কৃতের প্রাকৃতায়ন অথবা প্রাকৃতের সংস্কৃতায়ন। প্রমাণ মিলছে হিন্দুদের মহাকাব্য দু'টিতে, বৌদ্ধদের সঙ্কর বা মিশ্র (Buddhist Hybrid Sanskrit) এবং জৈনদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনায় অর্থাৎ জৈন সংস্কৃতে (দ্র: ১১শ অধ্যায়)।

১৪.৪০ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন উপস্তর (MIA and its substages)—

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ঘটেছে তিনটি স্তর অতিক্রম ক'রে—(১) প্রাচীন (২) মধ্য এবং (৩) নবীন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (OIA) ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা সাধারণ সংস্কৃত বলতে আমরা বুঝি (১) ঋগ্‌বেদের ভাষা। (২) অর্বাচীন বৈদিক। (৩) কথ্য বা জানপদ সংস্কৃত (popular or spoken Sanskrit)—মহাকাব্যদ্বয়ের ভাষার ভিত্তি-ভূমি হল এই গণসংস্কৃত এবং (৪) সাধু ও মার্জিত ধ্রুপদী সংস্কৃত (classical Sanskrit)—পাণিনি, পতঞ্জলি এবং পরবর্তী যুগের কালিদাস ও অন্যান্য লেখকদের চির আদৃত ভাষা (দ্র: ৩.১৩)।

সাধারণ প্রাকৃত বা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (MIA) ব্যাপ্তিকাল খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত—এবং তা' পরিণতি লাভ করেছে সুস্পষ্ট কয়েকটি স্তর অতিক্রম ক'রে। গ্রীয়ার্সন, ডঃ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বান্‌দের মতে এই স্তরবিন্যাস হল[৬]—

১॥ আদি উপস্তর (I MIA): আনুমানিক স্থিতিকাল—খ্রী: পূ: ৬০০ অব্দ থেকে খ্রী: পূ: ২০০ অব্দ পর্যন্ত। নিদর্শন—অশোকানুশাসন এবং খ্রী: পূ: শতাব্দের অন্যান্য প্রত্নলিপি এবং হীনযানী বৌদ্ধদের প্রাচীনতম গ্রন্থে ব্যবহৃত পালি ভাষা; অশ্বঘোষের নাটক (মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত); এবং বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতে রচিত সাহিত্য।

২॥ ক্রান্তিপর্ব (Trasitional MIA): আনুমানিক স্থিতিকাল—খ্রী: পূ: ২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দ পর্যন্ত। নিদর্শন—খরোষ্ঠী ধম্মপদ ও নিয়া প্রাকৃত নিদর্শন।

৩॥ মধ্য উপস্তর (II MIA): আনুমানিক স্থিতিকাল—খ্রীষ্টাব্দ ২০০ থেকে ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।

৪॥ অন্ত্য উপস্তর (III MIA, Late MIA) বা অপভ্রংশ: আনুমানিক স্থিতিকাল—৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নিদর্শন—অপভ্রংশ সাহিত্য।

---

৬ দ্র: *S. K. Chatterji*: ODBL pp. 16-17

১৪.৫০ প্রাচীন আর্যভাষার তুলনায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার উক্ত তিনটি উপস্তরের সাধারণ লক্ষণগুলি হল এই[৭]—

১। সংস্কৃত স্বরধ্বনিগুলির সংখ্যা হ্রাস, ঋ (ঌ), ঋৃ—স্বরধ্বনিগুলির পরিবর্তন - ঋ সাধারণত পরিণত হয়েছে অ, ই, উ বা স্বরবর্ণ যুক্ত র্ ধ্বনিতে। ঐ, ঔ -ধ্বনির পরিণতি ঘটেছে এ, ও -ধ্বনিতে, অয়, অব > এ, ও যুগ্ম ব্যঞ্জনের (double consonant) পূর্বস্থিত হ্রস্ব এ' ও' (ĕ, ŏ) -ধ্বনির নতুন আবির্ভাব, সংযুক্ত বা পদান্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত সংবৃত অক্ষরে (closed syllable) দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

২। পদান্তে—প্রধানত ম-কার, ক্বচিৎ ন-কার-জাত অনুস্বার ছাড়া—ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ। -য এর সাধারণত জ্-এ পরিণতি (কেবল মাগধী ছাড়া, অর্ধমাগধীতে -য্-, শ্রুতি হিসেবে ব্যবহৃত)। বিসর্গের লোপ।

৩। তিনটি শিশ ধ্বনির (শ, ষ, স্) স্থলে একটি স্(দন্ত্য)-ধ্বনির (কেবল মাগধীতে শ) ব্যবহার।

৪। সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির (conjunct) সরলতা (কেবল পদের আদিতে); অথবা পদমধ্যে স্বরভক্তির (anaptyxis) সাহায্যে বিশ্লেষ বা সমীভবন-জাত যুগ্মধ্বনি-প্রবণতা (আদি স্তরে অনেক সময় সংযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত)।

৫। স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের (intervocal single plosive) লোপ—অল্পপ্রাণ হলে সাধারণত লোপ, অল্পপ্রাণ হলে হ -কারে পরিণতি (ব্যতিক্রম: ট্, ঠ, ড্, ঢ > ড্, ঢ়)। এই লক্ষণ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আদি স্তরে ছিল না।

৬। -র- বা -ঋ- ধ্বনির প্রভাবে দন্ত্য ধ্বনির মূর্ধন্য বর্ণে পরিণতি বা মূর্ধন্যীভবন (যদিও আদি স্তরের পশ্চিমা ভাষায় তত প্রবল নয়)।

৭। শব্দরূপের সরলতা। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্তে পরিণতি—বিশেষত অ-কারান্ত শব্দের ব্যাপক প্রভাব। দ্বিবচনের লোপ। ঋ-কারান্ত শব্দরূপের লোপ। নামরূপে সর্বনাম বিভক্তির ব্যবহার—বিশেষত পঞ্চমী ও সপ্তমীর একবচনে ও ষষ্ঠীর বহুবচনে। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ

---

৭ দ্র: *ibid* : pp. 18-19 ; *Woolner* : IP pp. 7-8 , *Katre* : PL pp. 43 57 ; সেন · ভা ই (৭ম সংস্করণ) পৃ: ৮৪

শব্দরূপে অ-কারান্ত শব্দরূপের প্রভাব। বহুবচনে প্রায়ই প্রথমা ও দ্বিতীয়ার রূপ লোপ। চতুর্থী বিভক্তির লোপ—তা' সাধারণত সম্বন্ধ পদের সঙ্গে এক কার হয়ে গেছে। পঞ্চমীর স্থলে তৃতীয়ার ব্যবহার।

৮। ধাতুরূপেও সরলতা। আত্মনেপদী, পরস্মৈপদী ধাতুতে পরিণত (প্রাচীন স্তরের কিছু অবশেষ ছাড়া)। দ্বিবচনের লোপ। সংস্কৃত ধাতুর দশটি গণের পার্থক্য হ্রাস—সাধারণত অ-যুক্ত গণের (thematic) প্রাধান্য। রূপ-গুলের বিচারে রইল বর্তমান কালের নির্দেশক (লট্), অনুজ্ঞা (লোট্), সম্ভাবক (বিধিলিঙ্) এবং ভবিষ্যৎ কাল (লৃট্)। লুপ্ত হল অভিপ্রায় (লেট্) [আদিস্তরের কিছু অবশেষ ছাড়া] এবং নির্বন্ধ—সংস্কৃতের মতই। লিট্ কালের লোপ। লঙ্/লুঙ্ কালের সমাহার ও ক্রমিক লোপ। অসমাপিকার বৈচিত্র্যহ্রাস। নিষ্ঠাও (ক্ত- প্রত্যয়ান্ত) পদকে অতীতকালের অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার।

৯। বিভক্তিলোপের ফলে বাক্যে পদক্রমের (word order) রীতি সাধ্য নয়, সিদ্ধ (stereotyped)। পদগঠন মূলত নামমূলক (nominal), ক্রিয়ামূলক (verbal) নয়। কর্তৃ- ও কর্মকারক ছাড়া অন্য কারকে বিভক্তির স্থলে ব্যবহৃত হতে লাগল বিশিষ্ট শব্দ বা প্রত্যয়—অর্থাৎ অনুসর্গ বা অনুসর্গ-স্থানীয় প্রত্যয় (postposition or postpositional affixes)।

১০। ছন্দঃ-পদ্ধতি মাত্রা মূলক এবং প্রাচীন স্তরে প্রায়ই বিষমমাত্রিক কিন্তু শেষের দিকে তা' বিষমমাত্রিক এবং সমমাত্রিক।

১৪.৬০ উপস্তর বিভাগের কারণ—

১৪.৬১ প্রাকৃতের আদি উপস্তরের সঙ্গে মধ্য উপস্তরের বিভেদজনিত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যই দু'টি স্তর-ভাগ স্বীকৃত হয়ে থাকে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই মধ্যস্তরের ধ্বনিগত পরিবর্তনের সূত্রপাত আদিস্তরেই দেখা যাবে। প্রথমস্তরের প্রাচীনত্ব নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়—

১। মধ্য ভারতীয় আর্যের আদিযুগ থেকে মধ্যযুগের বিবর্তনের প্রাথমিক প্রবণতা হল—স্বরমধ্যগত স্পৃষ্ট একক ব্যঞ্জনের লোপ (অল্পপ্রাণের ক্ষেত্রে) অথবা -হ্-এ পরিণতি (মহাপ্রাণের ক্ষেত্রে)। মহাপ্রাণ বর্ণের হ্-কার-প্রবণতা প্রাচীন ভারতীয় আর্যেই দেখা গিয়েছিল অন্যান্য প্রাকৃত লক্ষণের মতই (তু.

খিত>হিত (√ধা). *ইখি>ইহি (√ই) কিন্তু তু: শাধি, এধি) দ্র: ৮.২২ ১১.১১।১১। অশোকের অনুশাসনেও (পশ্চিমা) -ধ্- >-হ্- এবং -ভ্- > -হ্- —এই পরিবর্তন দুটি মেলে, যথা—ব্রিদহামি<সং ব্রিদধামি, উপদহেবু< *উপদধেয়ুঃ, তেহি<সং তেভিঃ। পালিতেও এইজাতীয় পরিবর্তন অসুলভ নয়, যথা—লহু<সং লঘু, রুহির<সং রুধির। এছাড়া অঘোষবর্ণের ঘোষবত্তা শুরু হল নতুন ক'রে এই স্তরে প্রথম অর্থাৎ ত্>দ্ (উত্তর-পশ্চিমা, এবং প্রাচ্য-মধ্যা) যথা, হিদ<হিত। এছাড়া অশোকানুশাসনে কচিৎ পাই ক্>গ্, ট্>ড্, প্>ব্, যথা—পললোগ<পরলোক-, অংব্রাবডিকা <আম্রবাটিকাঃ, থুবে<স্তূপঃ ইত্যাদি। পালিতেও উপরোক্ত প্রবণতা মেলে কচিৎ, যথা—পটিপচ্ছ<প্রতিকৃত্য, নিয়্য়াদেতি<নির্যাতয়তি, পব্বেধতি<প্রব্যথতে ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, আদিস্তরের শেষের দিকে এই প্রবণতা আরও ব্যাপক, যথা—অশ্বঘোষের নাটকে সুব্রদ<সুব্রত, খারবেল লেখে পধম<প্রথম, রধ<রথ।

অশোকানুশাসনে ও পালিতে ত্>দ্, ক্>গ্, ইত্যাদি ধ্বনিপরিবর্তনের পরবর্তী স্তরের লক্ষণ অর্থাৎ একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের লোপ এবং সেই সঙ্গে শ্রুতির (glide) আগম মেলে, যথা—অশোকের স্তম্ভলিপিতে চাবুদসম্ <চাতুর্দশম্; উত্তর-পশ্চিমা, পশ্চিমা ও প্রাচ্যায় -উপয় <-উপগ; সময় <সমাজ; পালি সুব<শুক, নিয়<নিজ ইত্যাদি।

ক্রান্তিপর্বের নিদর্শনে আমরা আদি থেকে মধ্যস্তরে বিবর্তনের ক্রমিক লক্ষণটির প্রমাণ পাই। স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের লোপ সম্পূর্ণ হয়েছে মধ্যস্তরে; কিন্তু এর বিবর্তন-ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রান্তিপর্বের নিদর্শন থেকে। সেই ধারাটির ক্রম হল—অঘোষবর্ণের ঘোষবত্তা (vocalisation) > উষ্মীভবন (spirantisation) > ব্যঞ্জন লোপ (loss of consonant) এবং লোপ স্থানে শ্রুতি আগম (insertion of glide), যেমন—সংস্কৃত কৃত >কদ >কদ' = *kaδa*>কঅ, কয়। অশোকানুশাসনে, পালিতে বা অন্যান্য প্রথম স্তরের উপাদানে পরিবর্তনের প্রথম ধাপটির সূত্রপাত হয়। ক্রান্তিপর্বে ঘোষবৎ ব্যঞ্জনের উষ্মীভবন পাওয়া যায় খরোষ্ঠী

প্রভৃতি লিপিতে, যথা—নগ'রগ'স < সং নগরকস্য, ভগ'বতো < ভগবতঃ এবং নিয়া প্রাকৃতে অনেগ' < অনেক ইত্যাদি।[৮]

প্রাকৃতের মধ্যস্তর-ভুক্ত সাহিত্যিক উপভাষাগুলির মধ্যে দক্ষিণদেশায় মাহারাষ্ট্রীতেই কেবল সম্পূর্ণ হয়েছে পদমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের লোপ-প্রবণতা অথবা মহাপ্রাণ বর্ণের হ্-এ পরিণতি (ব্যতিক্রম : ট্, ড্/ঠ্, ঢ্ > ড্/ঢ্) ; আর তা' সম্ভব হয়েছে নিশ্চয়ই উষ্মীভবনের স্তর অতিক্রম করার পর। কিন্তু বিপরীত দিকে আবার শৌরসেনী ও মাগধীতে ঘোষবত্তার স্তরটিই দেখা যাচ্ছে (তু: সং গত > মাহা গঅ কিন্তু শৌ, মাগ গদ)। কাজেই মনে হয় ঐ ক্ষ বর্ণলিপিতে (orthography) ঘোষবর্ণ থাকলেও শৌরসেনী/মাগধীতে তা' উচ্চারিত হত উষ্মীভূত রূপে অর্থাৎ মাহারাষ্ট্রীর চেয়ে এই ভাষাগুলি এই ক্ষেত্রে ছিল অনেক রক্ষণশীল। এই অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি হল—(ক) খরোষ্ঠী ধম্মপদ ও নিয়া প্রাকৃতে উষ্মীভূত ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব। (খ) অর্ধমাগধীতে লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে য়-শ্রুতি (নিশ্চয়ই উষ্মীভূত)। (গ) শৌরসেনী প্রাকৃত-আগত আধুনিক ভাষাগুলি, যথা, হিন্দী ইত্যাদিতে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনের লোপ দেখা যায় (যথা, সং গত > শৌ গদ > হিন্দী গয়া)। (ঘ) আধুনিক ভারতীয় বা ইউরোপীয় ভাষায় (যেমন বাংলা, স্পেনীয় ইত্যাদি) স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জন, শব্দের বানানে থাকলেও উচ্চারণে হয় উষ্মীভূত।[৯]

২। -ঋ- অথবা র্-এর প্রভাবে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যীভবন দেখা যায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আদি পর্ব থেকেই—যদিও প্রাচীন ভারতীয় আর্যতেই তার সূত্রপাত (দ্র: ৮.২৬; ১১.১১।১২)। মধ্যস্তরে এই মূর্ধন্যীভবন এমনই সাধারণ ও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রাকৃত বৈয়াকরণরা তার কোন আঞ্চলিক সীমারেখা টানেন নি। কিন্তু আদিস্তরে সম্ভবত এই প্রবণতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি—আঞ্চলিক ব্যত্যয় নিশ্চয়ই ছিল। যেমন অশোকের অনুশাসন-গুলির মধ্যে পশ্চিমায় মূর্ধন্যীভবন বিশেষ মেলে না। অথবা পদাদিস্থিত

---

৮ দ্র: *Mehendale* : HGIP pp. xxii-xxiii, 10-13 ; *Sen* : CGMIA pp. 1-2 ; সেন : ভা ই (৭ম সং) পৃ: ১৬-১৭।

৯ দ্র: *Chatterji* : ODBL pp. 252-256 ; IAH pp. 89-91

-ন-এর ণ্-বর্ণে পরিণতি উত্তর-পশ্চিমা ছাড়া কোথায়ও মেলে না। স্বরমধ্যগত -ন্-, ণ্-এ পরিণত হয়েছে আরও পরে অর্থাৎ চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতকের কাছাকাছি।

পালিতে মূর্ধন্যীভবন দেখা গেলেও প্রাকৃতের মত তা' ব্যাপক নয়, যেমন—পালি মত < সং মৃত কিন্তু প্রাকৃত মট। খরোষ্ঠী ও নিয়াতেও মূর্ধন্যীভবন বৈকল্পিক, যথা—খরোষ্ঠী মুতু < সং মৃত কিন্তু বুঢ < সং বৃদ্ধ, নিয়া কিড', ক্রিত < সং কৃত। সুনীতিবাবুর মতে এই মূর্ধন্যীভবনের প্রবণতা আসলে প্রাচ্যার মূল বৈশিষ্ট্য।[১০]

৩। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব আদি স্তরে প্রায়ই লক্ষিত হয়। মধ্যস্তরে সেগুলি হয় সমীভূত অথবা যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত অথবা স্বর-সংযোগে বিশ্লিষ্ট। র্, স্+দন্ত্যবর্ণ—এই সংযুক্ত ব্যঞ্জন অশোকানুশাসনের উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় রক্ষিত। এইরূপ ব্যঞ্জন+র্-যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জন (যেমন ক্র প্র, ত্র ইত্যাদি) এবং শ, ষ, স্+ব পশ্চিমা, উত্তর-পশ্চিমা ও ক্বচিৎ নিয়া-খরোষ্ঠী নিদর্শনে লক্ষিত। র্-যুক্ত অথব শ, ষ, স্ -যুক্ত ব্যঞ্জনও দেখা যাবে পশ্চিমায় ও নিয়া প্রাকৃতে। প্রাচ্য-মধ্যা ব প্রাচ্যা আরও প্রগতিশীল বলে তাতে পরবর্তী স্তর-সুলভ সমীভবন অনিবার্য হয়েছে। খরোষ্ঠী ও নিয়ার যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি, যথা ব্যঞ্জন র্ (নিয়ায় ব্যঞ্জন ল -ও বটে), ক্ষ, স্ত, ত্ব ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে সমীভূত হয় নি। পালিতেও যুক্তব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত বিশেষ ক'রে স্-যুক্ত ব্যঞ্জন (যথা—সং অস্মি > পালি অমহি এবং অস্মি, সং স্বাগত = পালি স্বগত ইত্যাদি)।

প্রাকৃতে কিন্তু সমীভবন বা বিপ্রকর্ষজনিত পরিবর্তন বাধ বাধকতামূলক। অনেক সময় আদিস্তরের সমীভূত রূপ আরও সমীভূত হয়েছে প্রাকৃতের মধ্য স্তরে। যেমন, সং আত্ম > প্রাকৃত অপ্প কিন্তু এর মূলে ছিল আদিস্তরের ৎপ (পশ্চিমা) তু. উত্তর-পশ্চিমা, প্রাচ্য মধ্যা ও প্রাচ্যা ত্ত; অথবা খরোষ্ঠীতে সং আত্ম > ত্ব, ত (=ত্ত), প (=প্প), এইরূপ ত্ব, দ্ব (=দ্দ্ব) > পশ্চিমায় যথাক্রমে ৎপ এবং দ্ব > প্রা ত্ত এবং ব্ব/দ্ধ ইত্যাদি।

১০ দ্র. *Chatterji* : ODBL p. 483

৪। সমীভূত যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত স্বরের দীর্ঘতা অনেকক্ষেত্রে রক্ষিত—মধ্য প্রাকৃতের মত তা' হ্রস্ব হয় নি। যথা—সং আচার্যিক > আচায়িক (পশ্চিমা) ; সং পরীক্ষা > পলীখা (স্তম্ভলিপি)।[১১]

পালিতেও এইজাতীয় রক্ষণশীলতা মেলে, যথা—পালি স্বাক্খাত < সং সু-আখ্যাত, দাত্ত < সং দাত্র, দাব্বী < সং দার্বী, অ(া)জ্জব < সং আর্জব।[১২]

৫। সং -অয়- এবং -অব- (প্রাকৃত -এ, ও-) রক্ষিত হচ্ছে বিকল্পভাবে অশোকানুশাসনে, খরোষ্ঠী ও নিয়া নিদর্শনে এবং পালিতে। যেমন সং আজ্ঞাপয়তি > অশোকানুশাসনে অণপয (উত্তর-পশ্চিমা), আনপয় (প্রাচ্য), আঞপয় (পশ্চিমা) অনপয় (প্রাচ্য-মধ্যা); সং ভবতি পশ্চিমায় রক্ষিত। খরোষ্ঠী ধম্মপদে বযং, রেয়ং (সং বয়ম্), অবসিষ্ট (অবশিষ্ট); নিয়ায় অবগ'জ' (সং অবকাশ); পালিতে জযতি, জেতি এবং ভবতি, হোতি (সং জয়তে, ভবতি) ইত্যাদি।

৬। শ্, ষ্, স্ + য্ —এই সংযুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত বা স্বরভক্তি দ্বারা বিযুক্ত হয় মধ্যস্তরে যেমন, আদিতেও তেমনি। কিন্তু যুগ্মব্যঞ্জন -স্স-এ সমীভূত হবার পর হ্-এ পরিণতি দেখা যায় সাধারণত মধ্যস্তরেই (অশোকানুশাসনের লৃট্-এর দু'একটি পদ বাদে)[১৩] যথা, মাহা দাহং (< দাস্যামি), হোহিই (< ভবিষ্যতি)। স্বরমধ্যগত একক স্-এর হ্-এ পরিবর্তনও মধ্য স্তর-সুলভ।[১৪] যথা—অর্ধমাগধী বীহণ < সং ভীষণ ইত্যাদি।

৭। অশোকানুশাসনের প্রাকৃতে সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী ও ৬ষ্ঠীর একবচনে -য়া, -য়ে প্রভৃতি বিভক্তির -য্- রক্ষিত। খরোষ্ঠী নিদর্শন ও প্রাকৃতে এই -য়্- উপাদান লুপ্ত। প্রাকৃতে বিভক্তির প্রাচুর্যও (বিশেষ ক'রে অপাদানে) বেশি। যেমন 'দেবী' শব্দের ৩য়া ১ব পালি দেবিয়া, প্রা দেঈঅ, দেঈএ; ৫মী ১ব পালি দেবিয়া প্রা দেঈএ; ৬ষ্ঠী ১ব পালি দেবিয়া প্রা দেঈআ দেঈএ।

১১ দ্র: *Mehendale* : HGIP pp. xxix, 9

১২ দ্র: *Geiger* : PLL ff 7

১৩ দ্র: *Mehendale* : HGIP pp. xxxii ff ii, 16.43

১৪ দ্র: *Chatterji* : ODBL pp. 18-19

৮। ঋ-কারান্ত শব্দে ৬ষ্ঠীর ১বচনের বিভক্তি -উ<সং -উঃ (যথা—পিতুঃ, মাতুঃ) অনুশাসনে রক্ষিত ; প্রাকৃতে তা' অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে নতুন ক'রে গঠিত। পালিতেও এই প্রাচীনতা দেখা যায়। যথা, পালিতে ৫মী/৬ষ্ঠী ১ব পিতু, পিতুনো, পিতুস্‌স তু: শো পিতুণো মাহা পিউণো ইত্যাদি।

৯। অনুশাসনের প্রাকৃতে অনেকক্ষেত্রে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ রক্ষিত কিন্তু প্রাকৃতে তা' স্বরান্ত শব্দে পরিণত, যথা, অন্ত্‌ -ভাগান্ত শব্দ অনুশাসনে হয়েছে ৩য়ার ১বচনে—আ, ৬ষ্ঠীর ১বচনে -ও (এবং -স) কিন্তু প্রাকৃতে -এন, স্‌স ; অন্/ইন্‌ -ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রাকৃতেও প্রাচীনত্ব রক্ষিত আছে। পালিতেও এইরূপ নবীনত্ব ও প্রাচীনত্ব পাশাপাশি রক্ষিত। যথা -অন্ত্‌ ভাগান্ত শব্দে ৩য়া/৫মীর ১ব সীলবতা,-বন্তেন ; -৪র্থী/৬ষ্ঠীর ১ব সীলবতো, -বন্তস্‌স ; ৭মীর ১ব সীলবতি, -বন্তে, বন্তম্‌হি, -বন্তস্মিং ; ইন্‌ -ভাগান্ত শব্দে ৬ষ্ঠীর ১ব হত্থিনো, হত্থিস্‌স ইত্যাদি।

১০। এছাড়া প্রাচীন স্তরে আত্মনেপদী কিছুটা থাকলেও পরে লুপ্ত। গৌণ ধাতুগঠনের ক্ষেত্রে রইল কেবল ণিজন্ত প্রক্রিয়া। তুমর্থক ও ল্যবর্থক অসমাপিকার বৈচিত্র্য না থাকলেও তার ব্যবহার হয়েছিল ক্রমবর্ধনশীল। নিষ্ঠান্ত অতীতের ব্যাপক প্রয়োগও লক্ষণীয়। উপসর্গস্থানীয় প্রত্যয়েব ব্যবহার ছিল স্বল্প। মধ্যস্তরের মত নাম ও সর্বনামের বিভিন্ন কারকে অনুসর্গের ব্যবহার (যথা—কার<কার্য, কঅ<কৃত ইত্যাদি) দেখা যায় না।[১৫]

১৪.৬২ অন্ত্য স্তরের নবীনত্ব—

গ্রীয়ার্সন, ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মধ্য স্তরের প্রাকৃতের অন্ত্য উপস্তরের নাম দিয়েছেন অপভ্রংশ। প্রাকৃত ব্যাকরণে কিন্তু অপভ্রংশকে বলা হয়েছে, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ইত্যাদির মত একটি সাহিত্যিক প্রাকৃত। মধ্য স্তরের এই তথাকথিত অপভ্রংশের আঞ্চলিক ভেদও ছিল (যেমন অপভ্রংশের অন্যান্য বিভাষা—ব্রাচডক, উপনাগরক, বৈদর্ভী, লাটী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, ঢক্কী ইত্যাদি)। তাদের মধ্যে আদর্শ শিষ্টজনোচিত ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছিল নাগরক অপভ্রংশ বা সাহিত্যিক অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশের আদিস্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন বিশেষ না পাওয়া গেলেও

১৫ দ্র: *Chatterji : ibid*

বৈয়াকরণ পতঞ্জলি (খ্রী: পূ: ২য় শতাব্দ) সাধারণ কথ্যভাষা হিসেবে এর উল্লেখ করেছেন। অন্যত্রও এর সার্বজনীন অনভিজাত লোকমহিমার কিছু প্রমাণ রয়েছে। নাগরক বা শৌরসেনী অপভ্রংশকে দ্বিতীয় উপস্তর ধরলে তৃতীয় উপস্তর দাঁড়ায় অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ (<অপভ্রষ্ট) [আ: ৮ম-১৪শ শতাব্দ]—যা' আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জননী এবং যা' আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তির (আ: ১০ম-১১শ শতক) পরেও সাহিত্যের বাহনরূপে প্রচলিত ছিল অনেকদিন (যেমন অন্তিম স্তরে বিদ্যাপতির কীর্তিলতা)। সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুভাষারূপে ধর্মীয় সাহিত্যের লৌকিক বাহন হয়ে তা' অনুশীলিত হত অব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী জৈন-বৌদ্ধ-যোগপন্থী সাধকদের অথবা অসংস্কৃতজ্ঞ শিষ্ট জনগণের ভাষা-মাধ্যম হিসেবে।

সে যাই হোক্, গ্রীয়ার্স'ন যে অপভ্রংশ স্তরের কল্পনা করেছেন তা' আসলে হল অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ (কোন কোন প্রাকৃত বৈয়াকরণ যাকে বলেছেন 'লৌকিক') এবং বৈয়াকরণ-নির্দিষ্ট অপভ্রংশ-প্রাকৃতের বিমিশ্র রূপ। অবশ্য তার কারণ হল, প্রাকৃত-ব্যাকরণের অপভ্রংশ কতক অংশে প্রাচীন, আবার কতক অংশে নবীন।[১৬] (বিশেষ আলোচনা : দ্রষ্টব্য ১৯শ অধ্যায়)।

প্রাকৃতের মধ্য স্তরের তুলনায় অপভ্রংশের নবীন লক্ষণগুলি ভাগ করা যায় এইভাবে—

(ক) মধ্য স্তরের প্রাকৃতের তুলনায় এর নবীনত্ব।

(খ) আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সঙ্গে এর সাধর্ম্য—অবশ্য এই নবায়ন দেখা যাবে ধ্বনিতত্ত্বের চেয়েও রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে অনেক বেশি।

অপভ্রংশের নবীন লক্ষণগুলি হল[১৭]—

---

১৬ দ্র: *Pischel* : GK ff 4-5, 28 : সুকুমার সেন : ভা ই (১০ম সংস্করণ) পৃ: ১২৩-১২৫

১৭ দ্র: *Jacobi* : Bhk ff 5 ; *Chatterji* : ODBL p. 19 ; *Tagare* : HGA ff 11-14 : *Woolner* : IP pp. 6-7, 75-80 ; *S Sen* : CGMIA ff 24 ; *L. Alsdorf* : "The Origin of the New Indo-Aryan speeches", (translated by *S. N. Ghosal*, JOIB Vol X no. 2 1960)

১॥ একাধিক অক্ষর সমন্বিত পদের দীর্ঘ অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয় (প্রাকৃতে কিন্তু দীর্ঘ অন্ত্যস্বর ছিল) অর্থাৎ সং -আ >-অ, -এ> -ই, -ও> -উ (যথা—সং মালা>মাল; অন্ধকারে>অন্ধারি; ত্বয়া>প্রা তএ, তুএ>অপ তই, তুই, স° পুত্রঃ>প্রা পুত্তো >অপ পুত্তু)। কচিৎ পদের আদিস্বরও হ্রস্ব হত। যথা—তেন>অপ তেণ(ং), তিণ(ং), কারণ>করণ, বাণিজ্য> বণিজ্জ ইত্যাদি।

২। পদান্ত দুইটি স্বরবর্ণের স্বর-সংকোচ (contraction) দেখা যায় অথবা শেষের স্বরটি লুপ্ত হয় এবং তার ফলে পূর্ব স্বরটি দীর্ঘ হয়। সুতরাং পদান্ত এইজাতীয় গৌণ দীর্ঘ স্বর হল বিবর্তনের আরও পরের ধাপ। যথা—সং এতদ>প্রা এঅং>অপ -এ- , সং ইন্দ্রিয়>অপ ইন্দি , মৃত্তিকা>প্রা মট্টিআ>অপ মট্টী , পিচ্ছিকা>প্রা পিচ্ছিআ>অপ পিছী।

৩। নবীন আর্য ভাষায় সুলভ পদমধ্যগত উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির সন্ধিও মেলে। যথা, স° অন্ধকার>প্রা অন্ধআর>অপ অন্ধার , ময়ূর>অপ মোর , তাদৃশ >প্রা তইস >অপ তেহ , ভাণ্ডাগার>প্রা ভণ্ড আর>অপ ভণ্ডার।

৪। নবীন ভারতীয় আর্যের মত প্রাকৃতের যুগ্ম ব্যঞ্জন কচিৎ একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয় এবং পূর্বস্বর পূরক দীর্ঘত্ব (compensatory lengthening) লাভ করে। যথা—স দীর্ঘ>অপ দাহ সহস্র>অপ সহাস ভবিষ্য>ভবিস্স >অপ ভবীস।

৫। সম্ভবত অর্বাচীন অপভ্রংশে নতুন ক'রে সূত্রপাত হল পদান্ত স্বরের আনুনাসিকতার (nasalisation)—যা' নবীন ভারতীয় আর্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যথা, অপ হউঁ< অহকম=অহম সইঁ<স্বয়ম। এইরূপ পদমধ্যগত ম পরিণত হয় ব়ঁ (অথবা ব) -ধ্বনিতে যথা—কুমর> কুব়ঁর , কমল> কবঁল।

৬। পদান্ত অ-কারের পর উ/ও-কার থাকলে ব় -শ্রুতির আগম (প্রাকৃতে যেমন য়-শ্রুতি) প্রাকৃতে দুর্লভ হলেও এখানে প্রচুর, যথা—সং সুত>অপ সুব়, সুঅ, সুয়। বিপরীত পক্ষে উ-এর পূর্বস্থিত ব় (<ব়, ব, প)-এর লোপ প্রাকৃতে দেখা গেলেও অপভ্রংশে আরও ব্যাপক। যথা—সং আহব়>আহউ , উৎসব়> উচ্ছউ , স্বভাব়>সহাউ দুর্গম>দুগ্গব়ঁ>দুগগউ, দুগ্গমু।

৭। অনেক উপভাষায় প্রাকৃত -স্- বা -স্স-এর হ্-এ পরিণতি ঘটেছে আরও ব্যাপকভাবে, যথা—সং দ্বাদশ > অপ বারহ, ৭মী ১বচনের বিভক্তি স্মিন > অপ -হী, হি, ৫মী/৬ষ্ঠী ১বচনের -স্য > প্রা -স্স > অপ -হ, পাষাণ > পাহাণ, এষ- > অপ এহ।

৮। প্রাকৃতে সম্প্রদান কারক সম্বন্ধ পদের সঙ্গে একাকার হয়ে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। অপভ্রংশে তা' হয়েছে আরও সম্পূর্ণ। অপাদান কারকও হয়েছে লুপ্ত—তা' সম্প্রদান ও সম্বন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে। কর্তৃকারক ও কর্মকারক প্রাকৃতে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখলেও অপভ্রংশে তা' সমীভূত হয়ে একটি সাধারণ মুখ্য কারকের (direct case) সৃষ্টি করেছে। অপভ্রংশে প্রকৃত পক্ষে তিনটি কারক—(ক) কর্তৃ-কর্ম। (খ) অধিকরণ (কারণকারক সমীকৃত)। (গ) সম্প্রদান-অপাদান-সম্বন্ধ। সময় সময় আবার (স্ত্রীলিঙ্গে) (খ) ও (গ) একাকার হয়ে নবীন ভারতীয় আর্যের মত তির্যক্ বা অনুক্ত কারকের (oblique case) সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ কারক দাঁড়িয়েছে দু'টি—মুখ্যকারক ও তির্যক বা অনুক্ত কারক।[১৮]

৯। অপভ্রংশে অ, ই, উ— এই তিনজাতীয় স্বরান্ত শব্দরূপ দেখা যায়। দীর্ঘস্বরান্ত শব্দ থাকলেও তার রূপ হ্রস্বস্বরান্ত শব্দেরই মত। প্রধানত অপভ্রংশে শব্দরূপ একটিই অর্থাৎ অ-কারান্ত শব্দ—বচন ও লিঙ্গভেদ লুপ্ত হওয়ায় এই সাধারণীকরণ ঘটেছে। উপরন্তু, অনেকক্ষেত্রে -ইন্, বা উ-কারান্ত শব্দের শেষে -অ যুক্ত হয়েছে, যথা—স' মৃদু > মউঅ, বৈরিন্ > বৈরিঅ; গুরু > গরুঅ, স্বামিন > সামিঅ, মন্ত্রিন > মন্তিণ, মন্তি ইত্যাদি।

১০। হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের পার্থক্য না থাকায় প্রাকৃতসুলভ লিঙ্গবিভেদও আর রক্ষিত নয় (যদিও ক্বচিৎ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপের অবশেষ রক্ষিত)।

১১। অনুসর্গের ব্যাপক প্রয়োগ। ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে ব্যবহৃত অনুসর্গ পরে নবীন ভারতীয় আর্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৫মী বিভক্তির অনুসর্গ অপভ্রংশে নতুন ক'রে গঠিত হয়েছে। অনুসর্গগুলি হল মোটামুটি —অপাদান পদমূলে হোন্ত, হোন্তউ, হোন্তি (< √ভূ), ঠিউ (< √স্থা), সম্বন্ধ পদমূলে কেরঅ, কের (<কার্য), করণ পদমূলে -তণ-।

---

১৮ দ্র: *Tagare* : HGA ff 74

১২। কতকগুলি স্বার্থিক প্রত্যয়ের ব্যাপক ব্যবহার, যথা, -অ, -(অ)ড, -উল্ল। প্রাকৃতেও এইজাতীয় অধিকারবাচক প্রত্যয় ছিল (যথা, -আল, -আলু, -ইল্ল, -উল্ল)—যদিও প্রাকৃতে -উল্ল দুর্লভ (তু. প্রা দপ্‌পুল<*দর্পিন্)। -অ (<-ক), এবং -ড (<-ট) অপভ্রংশে খুবই সুলভ (যথা—দেসডঅ<দেশ , দোসড<দোষ ; রন্নডঅ<অরণ্য)। বিশেষণবাচক -ইর প্রত্যয়ের ব্যবহারও অপভ্রংশের একটি বিশেষ লক্ষণ (ক্রন্দির<-ক্রন্দিন্)।

১৩। উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষ -বাচক সর্বনাম রূপের পরিমিত স্থিরত্ব প্রাকৃতের চেয়ে অনেক বেশি।[১৯] বস্তুত, অহ/ম : অম্‌হ, এবং তু/ত/প : তুম্‌হ- —এই হল একবচন : বহুবচনেব সর্বনামমূল—যার রূপও আবার অ-কারান্ত শব্দের মত।

১৪। ধাতুরূপে আরও সরলতা দেখা গেল, যথা—নির্দেশকভাবে বর্তমান (লট্), ভবিষ্যৎ কাল (লৃট্), কর্মবাচ্যের বর্তমান। সম্ভাবকের (optative) ব্যবহারও ক্রমশ সীমিত এবং কর্মবাচ্যের সঙ্গে সমীভূত। তবে অনুজ্ঞার পদ প্রাচুর্য প্রাকৃতের চেয়ে বেশি। লট্ বর্তমানের ওপর তাব প্রভাবও প্রচুর।[২০] অন্যান্য 'ভাব' ও 'কাল' একেবারেই লুপ্ত। শত্রর্থক মূল ব্যবহৃত হত তিনটি কালেই। নিষ্ঠান্ত অতীত ও -মূলের ব্যবহার। অতীতে যৌগিক ক্রিয়ার আবির্ভাব। এবং ক্বচিৎ নবীন আর্যসুলভ ল্-যুক্ত নিষ্ঠান্ত অতীত (দিল্লে < √দা, গহিল্লে< √গ্রহ্)। কৃত্য প্রত্যয়ার্থক -তব্য (>-এব্ব, এব্বা) -অন্তক ৭মীর পদ ব্যবহৃত হত ন্যবর্থক প্রয়োগে, (পুচ্ছির্‌ব্বউ)। ন্যবর্থক [-অণ, -এপ্পি(ণু), -এবি(ণু)] ও তুমর্থক অসমাপিকার প্রায় বিনিময়। নামধাতু (সাধারণত ধ্বন্যাত্মক) -মূলক শব্দকে দ্বিত্ব ক'রে যুক্ত পদগঠন (গম্মাগম্মই 'বারবার যায় আসে')। ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস ও বৈচিত্র্য এবং নতুন নতুন অসংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ।

---

১৯ দ্র: *ibid* : p. 33

২০ দ্র: *ibid* : p. 35

॥ ১৫ ॥

সাধারণ প্রাকৃতের আদিস্তর (Early MIA)

[লেখ্য নিদর্শন]

১৫.১০ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানত নিম্নলিখিত নিদর্শন থেকে—

১। অশোকের অনুশাসনগুলি (খ্রী: পূ: ৩য় শতকের মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় ২য় শতক পর্যন্ত)।

২। অশোকানুশাসনের সমসাময়িক অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রত্নলেখ। যেমন, মহাস্থান শিলাফলক লেখ (খ্রী: পূ: ৩য় শতক), সোহ্‌গৌরা তাম্রফলক লেখ (খ্রী: পূ: ৩য় শতক), হাথিগুম্ফা লেখ (খ্রী: পূ: ১ম শতক), জোগীমারা গুহলেখ (খ্রী: পূ: ২য় শতক) এবং বেসনগর গুরুড়স্তম্ভ লেখ (খ্রী: পূ: ২য় শতক) ইত্যাদি ।

৩। হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের পালিভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রাচীন অংশ (খ্রী: পূ: ৩০০—খ্রী: অ: ২০০)।

৪। বৌদ্ধ (মিশ্র) সংস্কৃতে রচিত সাহিত্য (খ্রী: পূ: ২০০—খ্রী: অ: ৩০০)। উত্তর ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির দ্বারা ব্যবহৃত এই ভাষা মূলত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ।

৫। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতের নিদর্শন অর্থাৎ মধ্য এশিয়া থেকে খণ্ডভাবে প্রাপ্ত অশ্বঘোষের দুইটি নাটক (দুইটি ভগ্নাংশ নাটকের একটির নাম শারীপুত্র প্রকরণ)। আনুমানিক কাল খ্রী: পূ: ১ম শতক। হাতে-লেখা তালপাতার পুঁথির বিচ্ছিন্ন অংশ আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেন ল্যুডর্স (H. Lüders) ।

৬। ভাসের নাটকে (খ্রী: অ: ২য়-৩য় শতক) ব্যবহৃত প্রাকৃতকেও এই স্তরের অন্তর্গত করা যায়।

১৫.২৩ অশোকানুশাসন (Aśokan Edicts)—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সর্বপ্রাচীন স্তরে যে আঞ্চলিক বিভেদ ঘটেছিল তার প্রমাণ অশোকের অনুশাসনগুলি। ঐতিহাসিক তথ্য, সমাজচেতনা, ধর্মীয় মনোভঙ্গী, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্তঃপ্রকৃতির আভাস ও রাজনীতিবোধ, এমনকি ভাস্কর্য রীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ভারত-ইতিহাসের বহু উপাদান এই অনুশাসনগুলি থেকে আহরণ করা যায়। অশোক লিপিও হল ভারতের পাঠযোগ্য আদি লিপি। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এর প্রকৃত মূল্য হল—তদানীন্তন সমগ্র ভারতের কথ্য ভাষার উপভাষাগত বিভেদ-বৈচিত্র্য এতে ধরা পড়েছে।

১৫.৩০ প্রাপ্ত অশোকানুশাসনগুলির শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করা যায় এইভাবে [১]—

১ ॥ গিরিগাত্রে—

চৌদ্দটি শিলানুশাসন (Rock edicts)

দুইটি পৃথক্ কলিংগ অনুশাসন (Separate Kalinga Rock edicts)

২ ॥ শিলাফলকে—

ছোট শিলানুশাসন (Minor Rock edict)

ভাব্রু অনুশাসন (Bhabru edict)

৩ ॥ স্তম্ভগাত্রে—

সাতটী স্তম্ভানুশাসন (Pillar edicts)

সংঘভেদ স্তম্ভানুশাসন (Schism Pillar edict)

রাজ্ঞীর স্তম্ভানুশাসন (Queen's Pillar edict)

লুম্বিনী স্তম্ভলেখ (Lumbini Pillar inscription)

নিগালীসাগর স্তম্ভলেখ (Nigalisagar Pillar inscription)

৪ ॥ গুহাগাত্রে—

দুই বা তিনটি বরাবর গুহালেখ (Barabar Cave inscription)

---

১ দ্র: অমূল্যচন্দ্র সেন: অশোকলিপি, পৃ: ৭-৮ এবং *Katre*: PL p. 34

১৫.৪০ বর্তমানে আলোচ্য কেবল প্রধান শিলানুশাসনগুলি (Rock edicts)। অশোকের অনুশাসনগুলিতে চারটি ভাষাঞ্চলজনিত ভেদ দেখা যায়—(১) উত্তর-পশ্চিমা বা কম্বোজ-উদীচ্য অঞ্চলের ভাষা— বেইলী (H. W. Bailey) যার নাম দিয়েছেন 'গান্ধারী'। (২) পশ্চিমা বা সুরাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষা। (৩) প্রাচ্য-মধ্যা এবং (৪) প্রাচ্যা।

উত্তর-পশ্চিমার বৈশিষ্ট্য হল—শ্, ষ্, স্—এই তিন ধ্বনির পৃথক্ অস্তিত্ব এবং কিছু কিছু যুক্তব্যঞ্জনের অসমীকৃত রূপ। উত্তর-পশ্চিমার মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসনে ক্বচিৎ প্রাচ্যার প্রভাব (Māgadhism) দেখা যায়। পশ্চিমা ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে উত্তর -পশ্চিমার মত প্রাচীনধর্মী (archaic) না হলেও রূপতত্ত্ব ও শব্দসম্ভারের বিচারে যথেষ্ট প্রাচীনত্ব বজায় রেখেছে। বেদের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য রয়েছে প্রচুর। প্রাচ্য-মধ্যায় প্রাচ্যার মত র্-এর ল্-এ পরিণতি দেখা যায়। ধ্বনি-পরিবর্তন ও পদগঠনরীতি (accidence) বিষয়ে প্রাচ্য-মধ্যা প্রাচ্যার মত প্রগতিশীল। প্রাচ্যায় র্-এর ল্-এ পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। শব্দভাণ্ডারের দিক দিয়ে প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যা একই গোষ্ঠীভুক্ত, যথা—পশ্চিমায় √গম্, ভুজ্, উত্তর-পশ্চিমায় √ব্রজ্, অশ্ এবং প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যায় √য়া, অদ্—এই ধাতুগুলি সমান্তরাল ভাবে ব্যবহৃত।[২] দ্র: ১৭.৫৫।১২।

অশোক-প্রাকৃতের (খ্রী: পূ: ৩য় শতক) প্রধান উপভাষাগুলি হল—(১) উত্তর-পশ্চিমার শাহ্‌বাজগঢ়ী (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হাজারা জেলায়) অনুশাসন। (২) পশ্চিমার গির্‌নার (<গিরিনগর, কাঠিয়াবাড়ের জুনাগড় রাজ্যে)। (৩) প্রাচ্য-মধ্যার কালসী (উত্তর প্রদেশের দেরাদূন জেলায় মুসৌরি'র নিকটস্থ) অনুশাসন, তোপরা স্তম্ভলিপি (দিল্লী)। (৪) প্রাচ্যার ধৌলী (উড়িষ্যার পুরী জেলায়, ভুবনেশ্বরের কাছে) এবং জৌগড় (উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায়) অনুশাসন। এবং অন্যান্য ছোট গিরি-অনুশাসন (minor rock edicts) ও গুহালিপি (cave inscription)। উত্তর-পশ্চিমার অনুশাসনগুলি খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ। তাই দীর্ঘস্বরের চিহ্ন দেখান হয় নি। এই বিদেশী লিপি লেখা

---

২ দ্র: *S. Sen* : CGMIA (2nd edition) p. 4

হত ডানদিক থেকে বাঁ দিকে। অন্য অনুশাসনগুলি সমগ্র আধুনিক ভারতীয় লিপির জনক ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা। ব্রাহ্মীলিপি লেখা হত বাঁ দিক থেকে ডানদিকে। স্বরের দীর্ঘত্ব দেখান হত। অশোকানুশাসনে ব্যবহৃত খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী কোন লিপিতেই যুক্ত ব্যঞ্জন দেখান হত না। যেমন *পস্সতি স্থলে পসতি, *দক্খতি স্থলে দখতি। যুগ্ম আনুনাসিক বর্ণ (double nasal) স্থলে কখনও লেখা হত একটি, কখনও বা পূর্বে অনুস্বার যোগ ক'রে। যেমন *রাঞ্ঞা স্থলে রাঞা অথবা হঞ্ঞন্তি স্থলে হংঞংতি।

১৫.৫০ অশোক-প্রাকৃতের তুলনামূলক আলোচনা—

অশোকানুশাসনের উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য[৩] নীচে তুলনামূলক ভাবে দেখান হল[৪]—

১৫.৫১ ধ্বনিগত (phonological) ॥

১। সং ঋ : সং-ঋ- সর্বত্রই স্বরবর্ণ অ, ই, উ অথবা স্বরযুক্ত র্-ধ্বনিতে পরিণত। যথা—সং কৃত > কত (গি), কট (ক), কিট, কিট্র [=ক্রিট] (শা), কট, কিট (মা), কট (ধৌ-জৌ) ; সং মৃগ- > মগ (গি), মিগ (ক), ম্র্গ (শা), ম্রিগ (মা), মিগ (ধৌ-জৌ)।

২। সং ঐ : সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় -এ- তে পরিণত। যথা—তুমর্থক ৪র্থীর প্রত্যয় (dative infinitive) -তবৈ > -তবে।

৩। সং ঔ : সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় -ও-, যথা—সং পৌত্র > পোত্র (গি, মা), পোত (শা, গি, ক, ধৌ-জৌ)।

৪। সং অয়, অব : সাধারণত সর্বত্র -এ, ও- কিন্তু ক্বচিৎ রক্ষিত। যথা—আ-জ্ঞাপয়- > অণপয়-(শা-মা), অনপে- (শা-মা), আনপয়-

৩ দ্র: *M A. Mehendale* : HGIP pp. 1-45 ; *Sen* : CGMIA pp. 7-11 ; *Woolner* : IP pp. 69-71 ; *Hultzsch* : Corpus Inscriptionum Indicarum

৪ দ্র· উপভাষাগুলি সংক্ষেপে ব্যবহৃত হবে এই ভাবে—শা (শাহ্বাজগঢ়ী), মা (মান্সেহ্রা), ক (কালসী), ধৌ (ধৌলী), জৌ (জৌগড়)

(ধৌ-জৌ), আঞপয়- (গি), অনপয়- (ক) ; সং ভবতি>হোতি (সর্বত্র) কিন্তু ভবতি/হোতি (গি) ।

৫। পদান্ত -অঃ>-ও (সাধারণত গি, শা), -এ (অন্যত্র) । যথা—সং জনঃ>জনো (শা, গি), জনে (অন্যত্র এবং শা-মা) । সং -প্রিয়ঃ>প্রিয়ো, পিয়ো (শা-মা, গি), -পিয়ে (সর্বত্র) ।

৬। সং স্বরবর্ণ+একক ব্যঞ্জন : সাধারণত সর্বত্র রক্ষিত—যদিও -উ- উত্তর-পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যায় উ-তে পরিণত । যথা—সং ময়ূর>মজুল (শা-মা, ক) কিন্তু মজূল (অন্যত্র) । সং এ, ও+একক/সংযুক্ত ব্যঞ্জন সর্বত্র রক্ষিত । ক্বচিৎ এ>ই, যথা—রাজানঃ> *রাজানে>রজনি (শা) কিন্তু রজনে (মা), লাজানে (ধৌ-জৌ) । শাহ্‌বাজগঢ়ীতে এই পরিবর্তন অধিক সুলভ । যথা—সং দ্বে>দুবি ; অন্যে>অংঞি ; রাজানঃ>রজনি ।

দীর্ঘ আ, ঈ+সংযুক্ত ব্যঞ্জন : পশ্চিমায় রক্ষিত কিন্তু অন্যত্র হ্রস্বস্বর । যথা—সং আত্যয়িক>আচায়িক (গি), অচয়িক (শা-মা), অতিয়ায়িক (ক, ধৌ-জৌ) ; সং কীর্তি>কীতি (গি), কিতী (মা, ধৌ-জৌ), কিট্রি (শা), কিতি (গি, ক) । কিন্তু -আ+নাসিক্যধ্বনি -যুক্ত ব্যঞ্জনের (nasal conjunct) ক্ষেত্রে পশ্চিমাতেও -আ- হ্রস্বস্বরে পরিণত । যথা—সং তাম্রপর্ণী>তংবপংনী (গি, ক, জৌ, শা), তংবপণি (মা) । স্বরের দীর্ঘত্ব যদি দেখা যায় তবে তা' অনুস্বারের লোপজনিত পূরক স্বরধ্বনি (compensatory lengthening) অথবা তা' সমীভূত যুক্তব্যঞ্জনের ফল শ্রুতি । যথা—সং ক্ষান্তি>ছাতি (গি), ছংতি (শা), খংতি (ক) ; সং আ-জ্ঞাপয় : উদাহরণ উপরে দ্রষ্টব্য (৪) ।

কিন্তু -উ+সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে উ-কার সর্বত্রই হ্রস্বস্বরে পরিণত, যথা—সং -পূর্ব>-পুর্ব, -পুব (গি), -প্রুব (শা-মা), পুলুব (ক, ধৌ-জৌ) ।

৭। পদমধ্যগত একক অঘোষবর্ণের ক্বচিৎ ঘোষবত্তা (অর্থাৎ ক্, চ্, ট্, ত্, প্>গ্, জ্, ড্, দ্, ব্) । যথা—সং হিত>হিদ (শা-মা, ক) ; কিন্তু হিত (শা-মা, গি, ক, ধৌ-জৌ) । সং -লোক>লোগ (জৌ) ; সং অচলা>অজলা (ধৌ) । সাধারণত প্রাচ্যাতেই ক্>গ্—এই ধ্বনিপরিবর্তন সুলভ ।

৮। পদমধ্যগত একক মহাপ্রাণবর্ণের ক্বচিৎ হ্-এ পরিণতি, যথা—সং লঘু>লহু (গি, ক); তয়ার বহুবচনের বিভক্তি -ভিঃ>-হি (সর্বত্র), সং ব্রি-ধা->ব্রি-দহ (স্তম্ভলিপি), *উপদধেয়ুঃ>উপদহেরু।

আদি -ভ্- শাহ্‌বাজগঢ়ীতে সর্বত্র রক্ষিত। যথা—ভোতি (<সং ভবতি, ব্যতিক্রম: একবার ব্যবহৃত হোতি), মান্‌সেহ্‌রায় হোতি (ব্যতিক্রম: একবার ভোতি)। প্রাচ্য-মধ্যায় ও প্রাচ্যায় সবসময় হোতি (ধৌ-জৌ, ক)। কিন্তু পশ্চিমায় দ্বিমুখী প্রবণতা, যথা—ভবতি, হোতি (গি)। ভ্-এর হ্-এ পরিণতি সম্ভবত প্রাচ্যার বৈশিষ্ট্য (তুঃ হোতি, হোতু ইত্যাদি)।

৯। সময় সময় একক ব্যঞ্জনের লোপের ফলে শ্রুতিধ্বনির (glide) আগম। যথা—সং সমাজ>সময় (শা); সং চতুর্দশ>চাবুদস (স্তম্ভলিপি), সং -উপগ>-উপয় (শা-মা, ক, গি, ধৌ) কিন্তু -উপগ (গি), উপক (শা-মা)।

১০। পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমায় -ণ্- রক্ষিত কিন্তু অন্যত্র -ন্-। যথা—সং ব্রাহ্মণ>ব্রমণ (শা-মা), ব্রহ্মণ, বাম্হণ (গি), বাভন (ক, ধৌ-জৌ)। ব্যতিক্রম: সং গর্হণা>গরন (শা), সং ব্রাহ্মণ>বমন (মা)।

১১। -য়্- সাধারণত রক্ষিত কিন্তু একটি উদাহরণে য়্>জ্: যথা—সং ময়ূর>মজুর (শা-মা), মজূল (ক, জৌ), মোর (গি)। সম্ভবত প্রাচ্যায় আদি -য়্- লুপ্ত হতে দেখা যায় কিন্তু উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় তা' সাধারণত রক্ষিত। আর প্রাচ্য-মধ্যায় দ্বিমুখী প্রবণতা, যথা—সং যথা> অথা (ক, ধৌ-জৌ), যথা (শা-মা, গি, ক); সং প্রিয়>প্রিঅ (শা), অন্যত্র কিন্তু প্রিয়- পিয়-। স্বরমধ্যগত -য়্-ধ্বনির লোপ উত্তর-পশ্চিমারই বৈশিষ্ট্য —মান্‌সেহ্‌রায় মাগধীর প্রভাবে তা' রক্ষিত।

আর অন্তঃস্থ ব্ সাধারণভাবে রক্ষিত কিন্তু কেবল পশ্চিমায় পদমধ্যগত -ব্- লুপ্ত, যথা—সং স্থবির>থইর (গি)।

১২। সং -র্- পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমায় রক্ষিত কিন্তু প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যায় সবসময় -ল্-। যথা—সং রাজন্>রাজা (শা-মা, গি), লাজা (ক, ধৌ-জৌ)।

স্বরমধ্যগত ল্ ক্বচিৎ ড্-এ (<*ḷ?) পরিণত। যথা—সং মহিলা> মহিডা (গি); সং কেরল>কেরড (শা), অন্যত্র কেরল।

১৩। সং শ্, ষ্, স্ : উত্তর-পশ্চিমায় তিনটিরই পার্থক্য রক্ষিত কিন্তু অন্যত্র -স্-। প্রাচ্য-মধ্যার কাল্সী অনুশাসনে কচিৎ ষ্, শ্ রক্ষিত (তু: সং যশঃ>য়ষো, য়শো) ; কিন্তু সম্ভবত তা' লিপিবিধিজনিত (graphical)। লক্ষণীয়, প্রাচ্যতেও শ্>স্ -প্রবণতা মিলছে। শ্-প্রবণতা মেলে কেবল জোগীমারা গুহার শুতনুকা লেখে (খ্রী: পূ: ২য় শতক) দ্র: ১৫.৬১। উদাহরণ—সং শুশ্রূষা>সুশ্রূষ (শা-মা), সুসূংসা (গি), সুসূসা (ক, ধৌ-জৌ) ; সং -দশ>দশ (শা-মা), দস (গি, ক, ধৌ-জৌ), সং মনুষ->মনুশ (শা- মা, ক), মনুষ (ক), মনুস (গি, ক, ধৌ-জৌ)। অশোকানুশাসনে কচিৎ স্>হ্ -জনিত পরিবর্তন দেখা যায়। দ্র: ১৫.৫৫।৫।

১৪। সং হ্ : সং হ্ সর্বত্রই রক্ষিত— যদিও উত্তর-পশ্চিমায় উপভাষাগত লক্ষণ হিসেবে স্বরমধ্যগত হ্ দুর্বল ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যথা—সং ইহ>ইঅ (শা-মা) কিন্তু ইহ (শা-মা, ক) ; সং ব্রাহ্মণ>ব্রমণ (শা-মা), বমণ (মা) ;. গর্হণা>গরন (শা) ; সং অহম্>অঅং (মা) কিন্তু অন্যত্র অহং, হকং।

১৫। তালব্যীভবন (palatalisation) : ই-কার বা -য়্-এর প্রভাবজাত তালব্যীভবন সাধারণত উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমার বৈশিষ্ট্য, যেমন দেখা যাবে ক্ষ, ত্য, ৎস, ন্য, ণ্য-এর ক্ষেত্রে (দ্র: ১৫.৫২)। কিন্তু ক্/গ্ -এর তালব্যীভূত রূপ পাওয়া যায় কেবল প্রাচ্য-মধ্যায়, যথা—সং স্থিতিক, কলিঙ্গ> ঠিতিক্য, কলিগ্য (ক) [তু: জোগীমারা গুহার শুতনুকা লিপিতে—দেবদশিক্যি <-দাশিকী]। ই-কার -যুক্ত পদাদি ত্-এর চ্-এ পরিণতি মেলে সাধারণত প্রাচ্যায় (নিম্নে দ্র: সং তিষ্ঠ)—যদিও -ত্য -এর ক্ষেত্রে তা' অন্যান্য অনুশাসনের মত তালব্যীভূত না হয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে তিয়্-তে। দ্য এবং ধ্য কিন্তু সর্বত্রই তালব্যীভূত হয়েছে। যথা—

সং জ্ঞাতিক>নাতিক্য (ক) ; সং স্থিতিক>ঠিতিক্য (ক), অন্যত্র ঠিতিক/থিতিক।

সং তিষ্ঠ>চিঠ (মা, ক, ধৌ) কিন্তু তিঠ (শা), তিস্ট (গি)।

সং আত্যয়িক>অচায়িক (শা-মা), অতিয়ায়িক (ক, ধৌ-জৌ)।

সং অদ্য>সর্বত্র অজ।

সং মধ্যম>মঝম (গি), মঝিম (ক) ; অধ্যক্ষ>(অ)ঝখ (গি), (অ)ঝছ (মা), (অ)ধিয়ছ (শা) কিন্তু (অ)ধিয়খ (ক) ।

১৬। মূর্ধন্যীভবন (cerebralisation) : -ঋ- বা র্‌-এর (কখনও বা স্‌ -এর) প্রভাবে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যীভবন সর্বত্র মেলে, কিন্তু পশ্চিমায় এই প্রবণতা সবচেয়ে কম আর উত্তর-পশ্চিমায় সবচেয়ে বেশি । লক্ষণীয়, -র্দ- কোথায়ও মূর্ধন্যবর্ণে সমীভূত হয় নি (তু: সং চতুর্দশ>স্তম্ভলিপি চাৱ্‌দস) । যথা—

-ৃত- (*ṛt*) : সংস্কৃত কৃত>কত (গি), সর্বত্র কট ।

-র্ত- (*rt*) : সং কর্তব্য>কতব্য (গি) সর্বত্র কটৱ, কটৱিয় । সং কীর্তি >কিটি (মা, ধৌ-জৌ), কিট্রি (শা), কিতি (গি, ক) । ব্যতিক্রম সংবর্ত>সংৱট (গি) ; প্রতি>সর্বত্র পটি কিন্তু প্রতি, পটি (গি) ।

-ৃদ্ধ- (*ṛddh*) : সং বৃদ্ধ>ৱ্‌ঢ (শা, ধৌ-জৌ), ৱ্‌ধ্র (মা), ৱ্‌ধ (ক) ।

-র্দ্ধ- (*rddh*) : সং দ্ব্যর্ধ>দিয়ঢ (মা, ক), দিঅঢ (শা) ।

-স্ত- (*st*) : সং অনুশস্তি>অনুসঠি (ক),-অনুসথি (ক, ধৌ-জৌ), অনুসসৃটি, -অনুসস্তি (গি), অনুশস্তি (মা, গি) ।

-স্থ- (*sth*) : সং -স্থিতিক>ঠিতিক (মা, ক, ধৌ-জৌ), -থিতিক (শা) তু: সং স্থিত>সৃটিত (গি) ।

স্বতোমূর্ধন্যীভবনও (spontaneous cerebralisation) মেলে, যথা— সং দ্বাদশ>দুৱাডশ (ক), দুৱডশ, দুৱদস (মা), দুৱাদস (ধৌ-জৌ) ।

১৭। সাধারণত পদান্ত ব্যঞ্জনের প্রাকৃতসুলভ লোপ, যথা—সং স্যাৎ> সিয়া (ক), সিয় (শা-মা), অস (গি) <*অস্যাৎ তু: পালি অস্‌স ; পরিষৎ> পলিশা (ক, ধৌ-জৌ) ; ভবেৎ>ভৱে (গি) , য়াবৎ>য়াৱ (শা) ; পুনর্‌>পুনা (শা-মা, গি, ক),-পন (শা, মা, ধৌ-জৌ) ।

১৫.৫২ সংযুক্ত ব্যঞ্জন (conjuncts)—

অশোক-প্রাকৃতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হয়েছে প্রাকৃত সমীভবনের সূত্র অবলম্বন করেই (দ্র: ২০.১৩) । ক্বচিৎ স্বরভক্তি বা সম্প্রসারণও ঘটেছে (তু: জ্ঞ, ব্য ইত্যাদি) । উপভাষাগত বিচারে উত্তর-পশ্চিমায় সাধারণত অসমীভূত র্‌- ও স্‌-যুক্ত ব্যঞ্জন প্রায়ই রক্ষিত এবং মূর্ধন্যীভবন অধিক সুলভ । উত্তর-পশ্চিমার মানসেহ্‌রা প্রাকৃতে প্রাচ্যার প্রভাব সহজলভ্য । পশ্চিমা,

উপভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংরক্ষণশীল।. প্রাচ্যায় কিন্তু ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উপভাষাগত বিবর্তন এইভাবে দেখান যায়—

সংস্কৃত	উত্তরপশ্চিমা	পশ্চিমা	প্রাচ্যমধ্যা	প্রাচ্যা
১। র্গ[৭]	গ্র	গ	গ	গ
২। র্ + দন্ত্যবর্ণ[৫]		মূর্ধন্যীভবন দ্রষ্টব্য		
৩। ষ্ঠ[৬]	ঠ	স্ট	ঠ	ঠ
৪। স্ত[৬]	স্ত	স্ত	থ	থ
স্থ[৬]	থ	স্ত	থ	থ
৫। দন্ত্যবর্ণ + য়[৮]		তালব্যীভবন দ্রষ্টব্য		
৬। য়´[৮]	য়/রিয়	য়	য়/লিয়	য়/লিয়
৭। ল্য[৮]	ল	ল	য়	য়
৮। র্য[৮]	র (শা) / রিয় (মা)[৯]	র্য	রিয়	রিয়
৯। শ্য/ষ্য[৮]	শ	স	ষ,(স)	স
১০। স্পর্শবর্ণ | র্[৭]				
ক্র	ক্র	ক্র,(ক)	ক	ক
গ্র	গ্র	গ	গ	গ
ত্র	ত্র	ত্র,(ত)	ত	ত
প্র	প্র / (ও মা, প)[৯]	প্র,(প)	প	প
ব্র	ব্র / (ও মা, ব)[৯]	ব্র,(ব)	ব	ব
ভ্র	ভ্র / (ও মা, ভ)[৯]	ভ্র,(ভ)	ভ	ভ
১১। স্র/ শ্র[৭]	স্র/ শ্র	স্র	স,(ষ)	স
১২। দ্ব	দ্ব	দ্‌ব, (দ্‌ব)	দ্ব	দ্ব
১৩। ত্ব	ত	ৎপ	ত্ত	ত্ত

	উত্তরপশ্চিমা	পশ্চিমা	প্রাচ্যমধ্যা	প্রাচ্য
১৪। র্ট[৭]	র্ট	র্ট	র	র
১৫। স্ব[৬]	স্প	স্ব	স্ব/সুব	স্ব/সুব
১৬। ক্ষ	ছ	ছ	খ	খ
১৭। ৎস	স	ছ	স	স
১৮। র্শ[৭]	র্শ	স,(র্স)	স	স
১৯। জ্ঞ	ঞ, (ণ)	ঞ	ন	ন
২০। ঞ্চ	ংচ	ংচ	ংচ	ংচ
২১। ঞ্জ	ঞ (শা) (ং)জ (মা)[৯]	ংজ	ংজ	ংজ
২২। ণ্য/ন্য[৮]	ঞ/ঞ /ন (মা)[৯]	(ং)ঞ, ন/ঞ	(ং)ন/ন	(ং)ন/ন
২৩। ত্ম	ত	ৎপ	ত	ত
২৪। স্ম	স্প,(স)[৯]	ম্‌হ	স,(ফ)	স,(ফ)
২৫। হ্ম	ম	হ্ম, ম্‌হ	ংভ	ভ

৫ ঋ- বা -র্‌-এর প্রভাবজাত মূর্ধন্যীভবন অথবা স্বতোমূর্ধন্যীভবন উত্তর-পশ্চিমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর পশ্চিমায় এর অভাব সহজদ্রষ্টব্য (দ্র: ১৫.৫১।১৬)।

৬ স্‌-যুক্ত ব্যঞ্জন সাধারণত গির্নারে রক্ষিত। উত্তর-পশ্চিমায় সময় সময় রক্ষিত বা সমীভূত। প্রাচ্যা ও প্রাচ্য-মধ্যায় সর্বত্র সমীভূত। কিন্তু ব্যতিক্রম -স্ব- (সর্বত্র রক্ষিত)।

৭ র্‌-যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জন সাধারণত উত্তর-পশ্চিমায় রক্ষিত, পশ্চিমায় এবং উত্তর-পশ্চিমার মান্‌সেহ্‌রায় দ্বিবিধ প্রবণতাই দেখা যায়। প্রাচ্যা ও প্রাচ্য-মধ্যায় সবসময় সমীভবন। উত্তর-পশ্চিমায় র্গ, র্শ র্ম, ইত্যাদি —এমন কি -র্ত-এর ধ্বনিবিপর্যয় লক্ষণীয় (তু: কীর্তি>কিট্রি, ধর্ম>ধ্রম (শা)—দ্র: ১৫.৫১।১৬)।

৮ য্‌-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন পশ্চিমায় সাধারণত সমীভূত হলেও -র্য- নয়।

৯ উত্তর-পশ্চিমার মান্‌সেহ্‌রা নিদর্শনে প্রাচ্যার প্রভাব অধিক সুলভ।

উদাহরণ :—

১। র্গ : সং স্বর্গ>স্বগ (গি, ক, ধৌ-জৌ), স্পগ্র (শা-মা)।

২। র্+দন্ত্যবর্ণ : মূর্ধন্যীভবন দ্রষ্টব্য (১৫.৫১।১৬)।

৩। ষ্ঠ : সং তিষ্ঠ>তিঠ (শা), চিঠ (মা, ক, ধৌ), তিস্‌ট (গি) : সং শ্রেষ্ঠ>শ্রেঠ (শা-মা), সেঠ (কে), সেস্‌ট (গি)।

৪। স্ত : সং হস্তিন্>হস্তি- (শা-মা, গি), হথি (ক, ধৌ)।

স্থ : সং গৃহস্থ>গহথ (মা, ক), গ্রহথ (শা), ঘরস্ত (গি)।

স্ত এবং স্থ -জাত মূর্ধন্যীভবন : দ্রঃ ১৫.৫১।১৬।

৫। দন্ত্যবর্ণ+য়্ : তালব্যীভবন দ্রষ্টব্য (১৫.৫১।১৫)।

৬। -র্য্য- ; সং মাধুর্য্য>মধুরিয় (শা-মা), মাধুলিয় (ক, ধৌ-জৌ)। সং মর্য্য>ময় (শা-মা, গি, ক, ধৌ)।

৭। ল্য : সং কল্যাণ>কলাণ (শা-মা, গি), কয়ণ (মা), কয়ান (ক, ধৌ, স্তম্ভলিপি)।

৮। র্ব্য : সং কর্তব্য>কটব (শা), কটবিয় (মা, ক, ধৌ-জৌ), কতব্য গি)। সং ব্যঞ্জন>দ্রঃ—১৫.৫২।২১।

৯। শ্য, ষ্য : সং প্রতিবেশ্য>-বেশিয় (শা-মা),-বেসিয় (ক, জৌ); সং মনুষ্য>মনুশ (শা-মা), মনুষ (ক), মনুস (অন্যত্র)। শ্, ষ্, স্-এর আলোচনা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ১৫.৫১।১৩।

১০। স্পর্শবর্ণ+র্ :

ক্র : সং -ক্রম>ক্রম (শা-মা, গি), -কম(ক, ধৌ-জৌ, গি)।

গ্র : সং অগ্র>অগ্র (শা-মা), অগ (ক, ধৌ-জৌ, গি)।

ত্র : সং পুত্র>পুত (গি, ক, জৌ), পুত্র (শা-মা, গি)।

প্র : সং প্রজা>পজা (ক, ধৌ-জৌ), প্রজা (শা-মা, গি) ; সং প্রাণ >প্রাণ (গি, শা), প্রন (মা), পান (অন্যত্র)। কিন্তু ব্যতিক্রম : সং প্রকরণ>পকরণ (গি, মা), পকলন (ক, ধৌ), প্রকরণ (শা, গি)।

ব্র : সং ব্রাহ্মণ>ব্রহ্মণ (গি), ব্রমণ (শা-মা), বংভন (ক), বাভন (ধৌ-জৌ), বমণ (মা), বামৃহণ (গি)।

ভ্র : সং ভ্রাতৃ>ভ্রাত্র (গি), ভ্রত (শা-মা), ভত (ক, ধৌ-জৌ, মা)।

১১। শ্র : সং√শ্রু-ণু->√শ্রুণ (শা-মা), √স্রুণ (গি), √ষুণ, √সু- (ক)।

স্র : সং সহস্র>সহস্র (শা-মা, গি), সহস (ধৌ-জৌ)।

১২। দ্ব : সং দ্বি>দুবি (শা), দুবে (মা, ক, জৌ), দ্বে, দ্বো (গি); সময় সময় দ্ব, দ্ব -এ পরিণত হয়েছে পশ্চিমায়, যথা—সং দ্বাদশ>দ্বাদস (গি) তু: দুবডস (মা), দুবাদস (ধৌ-জৌ), দুবাডস (ক), বদয়-(শা)।

১৩। ত্ব : সং চত্বারঃ>চতুরে (শা), চতালি (ক) <সং চত্বারি, চৎপারো (গি)। ল্যবর্থক অসমাপিকা—ত্বা>-তু (শা-মা, ক, ধৌ-জৌ) কিন্তু -ত্বা (গি)।

১৪। র্ব : সং সর্ব>সব (শা-মা), সর্ব (গি), সব (অন্যত্র)।

১৫। স্ব : সং স্বামিক>স্পমিক (শা-মা), স্বামিক (গি) এবং স্বরভক্তিজাত—সুবামিক (ক, ধৌ-জৌ); সং স্বর্গ>স্পগ্র (শা-মা), স্বগ (অন্যত্র)।

১৬। ক্ষ : সং ক্ষুদ্র>ছুদ (গি), খুদ (ক, ধৌ-জৌ) কিন্তু ব্যতিক্রম খুদ, খুদ্র (শা-মা); সং ক্ষণ>ছণ (শা-মা, গি), খন (ধৌ-জৌ) কিন্তু ব্যতিক্রম ছন (ক)। সং মোক্ষ>মোছ (শা-মা), মোখ (ক, ধৌ-জৌ) [দ্র: ১৫.৫১।১৫]।

১৭। ৎস : সং চিকিৎসা>চিকীছ (গি), চিকিসা (শা-মা, ক, ধৌ-জৌ) [দ্র: ১৫.৫১।১৫]।

১৮। র্শ : সং দর্শন>দ্রশন (শা-মা), দর্সন (গি), দসন (গি, ক, ধৌ-জৌ)।

১৯। জ্ঞ : সং রাজ্ঞা>রাঞা (শা, গি) তু: স্বরভক্তিজাত—রাজিন (মা), লাজিনা (ক, ধৌ-জৌ); সং জ্ঞাতি>ঞাতি (গি), নাতি (ক, ধৌ-জৌ)।

লক্ষণীয়, সং আজ্ঞাপয়->অণপয় (শা-মা), অনপে (শা-মা), আনপয় (ধৌ-জৌ), আঞপয় (গি), অনপয় (ক)।

দ্র:—সমীভূত -ঞ- হয় সাধারণত পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমায় কিন্তু -ন- হয় প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যায়। সমীভূত -ণ- দেখা যায় কচিৎ উত্তর-পশ্চিমায়।

২০। ঞ্চ : সং পঞ্চ>পংচ (সর্বত্র ংচ রূপে রক্ষিত)।

২১। ঞ্জ : সং ব্যঞ্জন>বঞ্‌ঞন (শা), বিয়ঞ্জন (মা), বিয়ংজন (ক, ধৌ-জৌ), ব্যংজন (গি)—উত্তর পশ্চিমায় কেবল সমীভূত।

২২। ণ্য : সং অপুণ্য>অপুঞ্‌ঞ (শা-মা), অপুংঞ (গি), অপুন (ক) ; সং হিরণ্য>হিরংন (গি), হিলংন (ক, ধৌ-জৌ)।

ন্য : সং অন্য>অঞ্‌ঞ (শা-মা, গি), অংন (ক, ধৌ-জৌ) তু: অন-ত্র (মা)।

২৩। ত্ম : সং আত্মন্>অত-(শা-মা, ক), আৎপা (গি)।

২৪। স্ম : ৭মীর ১ব -স্মিন্>ম্‌হি (গি),-স্পি (শা-মা),-সি (অন্যত্র) ; তু: তস্মিন্>তসি (শা-মা, ধৌ-জৌ), তম্‌হি (গি) ; তস্মাৎ>তফা (ক) [কিন্তু লক্ষণীয় তুফ-(ধৌ-জৌ), অফ-(ধৌ-জৌ) < তুষ্ম-, অস্ম-]।

২৫। হ্ম : ব্রাহ্মণ>ব্রমণ (শা-মা), ব্রহ্মণ (গি), বাম্‌হণ (গি), বাভন (ক, ধৌ-জৌ), বংভন (ক)।

১৫.৫৩ শব্দরূপ (declension)—

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার জটিল শব্দরূপ অশোক-প্রাকৃতে অনেকখানিই সরলীকৃত। দ্বিবচন লুপ্ত, যেমন সং দ্বৌ ময়ূরৌ>দ্বো মোরা, দুবে মজুলা। ব্যঞ্জনান্ত শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরান্ত শব্দে পরিণত (যথা সং কর্মণে=*কর্মায় >কম্মায় ; অশ্বতঃ=*অশ্বতস্য>অশতস)। ক্বচিৎ দু'চারটি ব্যঞ্জনান্ত শব্দ রয়েছে, যথা—অন্- ভাগান্ত আত্মন্ ও রাজন্ শব্দ এবং -ইন্ ভাগান্ত শব্দ (যথা ৬ষ্ঠী ১ব রাজ্ঞঃ>রঞ্‌ঞো, রাজিনে, লাজিনে ; ১মার বহুবচনে রাজানঃ> রাজানো, লাজানে)। সাহিত্যিক প্রাকৃতের বিভক্তি-বৈচিত্র্য নেই। শব্দরূপে সর্বনাম বিভক্তির ব্যবহার, যেমন, অ-কারান্ত শব্দের ৭মীর ১বচনে সং -স্মিন্ জাত বিভক্তি। প্রাকৃতসুলভ ৫মীর সর্বনাম বিভক্তি *-স্মাৎ না মিললেও ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় -তস্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ মেলে (তু: মুখ+তস্> মুখতো, মুখতে)—প্রাকৃতের মতই। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পার্থক্য বিশেষভাবে বজায় না থাকায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিভক্তি-বিনিময় ঘটেছে (তু: অথায়, অঠায়ে,<সং অর্থায়, *অর্থায়ৈ).। কারকবিপর্যয়জনিত বিভক্তি-বিনিময়ও দেখা যায়—যেমন আ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার ১বচনে, ৪র্থীর

বিভক্তি -য়ে (যথা, পূজায়ে<-যৈ) ব্যবহৃত। অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে বহুবচনে ১মা ও ২য়া বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গের প্রভেদ লুপ্ত হল ব'লে (অর্থাৎ নরাঃ>নরা, নরান্>নরা, ফলা=ফলানি) পুংলিঙ্গে ২য়ার বহুবচনে প্রায়ই ক্লীবলিঙ্গের ১মা/২য়ার বহুবচন ব্যবহৃত হত। যথা— সং প্রাণাঃ>পাণানি, প্রণনি ; বৃক্ষাঃ>লুখানি, বৃছা ; রাজানঃ>রজনি (=রাজানি), রাজানো, লাজানে।

আদিস্তরেই প্রায়-সীমাবদ্ধ এমন কয়েকটি বিভক্তি দেখা যাবে।[১০] উদাহরণস্বরূপ—

(ক) অ-কারান্ত শব্দের ৪র্থীর ১বচনে -আয় (যথা, গি অথায়< সং অর্থায়)।

(খ) অ-কারান্ত (পুং) শব্দের ৫মীর ১বচনে -আৎ (যথা, ধম্মা<সং ধর্মাৎ)।

(গ) অ-কারান্ত (পুং) শব্দের ২য়ার বহুবচনে -আন্ স্থানে সর্বনামের ১মার বহুবচনের -এ (যথা, গি অথে<সং অর্থান্)[১১]; এবং ক্লীবলিঙ্গে ২য়ার বহুবচনের বিভক্তি -নি এর ব্যবহার (গহথানি, ঘরস্তানি <সং গৃহস্থান্)।

(ঘ) আ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার ১বচনে -য়া প্রাচীন স্তরেই রক্ষিত (পূজায়া, সুসুসায়া<সং পূজয়া, শুশ্রূষয়া)।

(ঙ) ই-কারান্ত (স্ত্রীলিঙ্গ) শব্দের ৪র্থীর ১বচনে ৬ষ্ঠীর ১বচনের বিভক্তি -আঃ (যথা, ধংমানুসথিয়া<-*শস্ত্যাঃ)।

(চ) বৈদিক প্রভাবও দেখা যায় কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন—অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের ১মা/২য়ার বহুবচনে -আনি স্থলে -আ (গি -দর্শণা, ধৌ, ক লোপাপিতা)। অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার বহুবচনে -এহি (<বৈদিক -এভিঃ) যথা, সতেহি (গি, ক)। ক্বচিৎ অ-কারান্ত শব্দের (পুং) ১মার বহুবচনে -আসে (<বৈদিক -আসঃ) যথা, প্রাচ্য-মধ্যায় ব্রিয়াপটাসে।

---

১০ সাহিত্যিক প্রাকৃতে এইজাতীয় বিভক্তিগুলি পাওয়া গেলেও আসলে সেগুলি সংস্কৃতপ্রভাব জনিত। সেগুলি মেলে কেবল অর্ধমাগধীসুলভ সংরক্ষণশীল ভাষায়।

১১ প্রাচীন গ্রীক ও পারসীকেও এই বিভক্তি মেলে।

শব্দরূপের ক্ষেত্রে অশোকনুশাসনের উপভাষাগত এবং ব্যুৎপত্তিগত বিশেষ লক্ষণগুলি হল এই—

১। অ-কারান্ত শব্দ (পুং/ক্লী) ॥

১মার ১বচনে (পুং) পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমায় -ও কিন্তু অন্যত্র -এ, যথা, জনো (গি, শা), জনে (অন্যত্র)। মান্‌সেহ্‌রায় 'জনে' প্রাচ্যার প্রভাব (দ্র· ১৭.৩০।৫)। প্রাচীন পারসীকের মত গি, শা, মান্‌সেহ্‌রায় অ-বিভক্তিরও প্রয়োগ মেলে কচিৎ (শা জন)। তু: প্রাচীন পারসীক *pārsa*<**pārsas* ।

২য়ার ১বচনে (পুং) -এ/ও বিভক্তি (<১মা ১ব) মেলে উত্তর-পশ্চিমায় (শা ধ্রমো, মা জীরে)।

১মা/২য়ার ১বচনে (ক্লী) পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমায় -অং (যথা দানং) কিন্তু অন্যত্র -এ (দানে) <পুং ১মা ১ব -অঃ। গির্নারে -ও বিভক্তিও মেলে (কটব্যো<সং কর্তব্যম্)।

৪র্থীর ১বচনে (পুং) পশ্চিমায় -আয় কিন্তু অন্যত্র সাধারণত -য়ে (<আ-কারান্ত (স্ত্রী) : -আয়ৈ) যথা, অথায় (গি), অঠায়ে (অন্যত্র) <সং অর্থায়, *অর্থায়ৈ (তু: অমা অথায়ে, অট্‌ঠায়ে)।

৫মীর ১বচনে পালির মত সর্বনাম বিভক্তির (-স্মাৎ) প্রয়োগ মেলে না। তু: গি কপা<সং কল্পাৎ। ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় প্রত্যয় -তস্‌ -এর প্রয়োগ প্রাকৃতের মতই মেলে। যথা— মুখতো (শা, গি), মুখতে (ক, ধৌ- জৌ)<সং মুখ+তস্ ।

৭মীর ১ব (পুং) পশ্চিমায় -ম্হি/এ ; উত্তর-পশ্চিমায় -স্পি, -সি, -এ এবং অন্যত্র-সি<সর্বনাম বিভক্তি -স্মিন্, দ্র: ১৫.৫২।২৪।

২য়ার বহুবচনে পশ্চিমায় -এ (<সর্বনাম ১মা বহুব তু: প্রা: পার্ *-daiy*= সং তান্) এবং অন্যত্র -আনি (কচিৎ ১মাতেও ব্যবহৃত) <ক্লীবলিঙ্গ ২য়া বহুব। যথা, অথে (গি), ঘরস্তানি=সং অর্থান্, গৃহস্থান্ ।

১মা/২য়ার ক্লীবলিঙ্গ বহুবচনে সর্বত্রই -আনি। যথা, রূপানি (শা-মা, গি), ল্‌পানি (ক, ধৌ-জৌ)।

৩য়ার বহুবচনে (কচিৎ ৪র্থীতেও ব্যবহৃত) -এহি (<বৈদিক -এভিঃ) প্রায় সর্বত্রই মেলে, যথা, সতেহি (গি, ক)<সং শতেভিঃ।

২। আ-কারান্ত শব্দ ॥

৩য়ার ১বচনে -য়া মেলে পশ্চিমা, প্রাচ্য-মধ্যা এবং প্রাচ্যায় (পূজায়া), কিন্তু -য়ে (<৪র্থীর -য়ৈ) মেলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমায় (পূজায়ে)। -য়া বিভক্তি প্রাচীন স্তরেই কেবল রক্ষিত।

৭মীর ১বচনে -য়ং (<-য়াম্) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমা বাদে সর্বত্র মেলে (গণনায়ং)। -য়ে (<৪র্থীর -য়ৈ) মেলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমায় এবং ক্বচিৎ প্রাচ্যায় (পূজায়ে)।

১মার বহুবচনে সর্বত্র -আ (=শা-মা -অ) কিন্তু গির্নারে বিশেষ বিভক্তি রক্ষিত। যথা—মহিডায়ো (তু: প্রাকৃত -আও<-আয়ো <সখি শব্দের সাদৃশ্যে—সখায়ঃ)।

৩। ই-কারান্ত শব্দ ॥

১মার বহুবচনে পশ্চিমায় -ঈ, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমায় -ও। যথা গি ত্রী; শা-মা ত্রয়ো। -ঈ বিভক্তি এসেছে অ-কারান্ত শব্দের বহুবচনান্ত পদের সাদৃশ্যে (তু: পুত্তা<সং পুত্রাঃ)।

৪র্থীর ১বচনে (স্ত্রী) প্রাচ্যায় -এ (<-য়ৈ), অন্যত্র -য়া (<৬ষ্ঠীর -আঃ)—অন্যত্র ক্বচিৎ প্রাচ্যার প্রভাবও দেখা যায়। যথা—ধৌ-জৌ রঢিয়ে<র্‌দ্ধ্যৈ, শা-মা, ক রঢিয়া<র্‌দ্ধ্যাঃ; ক ধংমানুসথিয়া, গি অনুসসৃটিয়, শা-মা অনুশস্তিয়ে<-*শস্ত্যাঃ।

৪। ঋ-কারান্ত শব্দ ॥

৩য়ার ১বচনে পশ্চিমায় -আ রক্ষিত (গি পিতা<সং পিত্রা), অন্যত্র -না (শা-মা পিতুন, ক-ধৌ-জৌ পিতিনা) <পিতৃ=পিতু/ পিতি+না।

৫। অৎ (=অন্ত্) -ভাগান্ত শব্দ ॥

১মার ১বচনে পশ্চিমায় -উ (ং), -ও কিন্তু অন্যত্র -অং (<অন্) এবং ধৌ-জৌ -অং/এ, যথা—গি করু(ং), করোতো<*করোন্ত, করোন্=কুর্বন্; অন্যত্র সংতং, সত<*সন্ত=সন্; ধৌ-জৌ মহংতে<*মহন্ত=মহান্। অন্ত্ -ভাগান্ত শব্দ অনেক ক্ষেত্রেই অ- কারান্ত শব্দে পরিণত হয়েছে (তু: মা অশতস <*অশ্নতস্য=অশ্নতঃ।

৬। অন্ -ভাগান্ত শব্দ ॥

৬ষ্ঠীর ১বচনে (পুং) পশ্চিমায় -ও, প্রাচ্যায় -এ ; যথা—গি, শা রাঞো< স° রাজ্ঞঃ ; এবং স্বরভক্তিজাত—ক, ধৌ-জৌ লাজিনে, মা রজিনে ।

১মার বহুবচনে (পুং) পশ্চিমায় -ও, প্রাচ্যায় -এ, যথা—গি, শা, ক রাজানো ; ক, ধৌ-জৌ লাজানে<সং রাজানঃ ।

১মার ১বচনে (ক্লী) উত্তর-পশ্চিমায় -অং কিন্তু প্রাচ্যায় -এ (অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে, অঃ=অম্), যথা—ক্রমং (শা-মা), কংমং (ক), কংমে (ধৌ-জৌ, ক)<*কর্ম- ।

৪র্থীর ১বচনে (ক্লী) শা-মা, ক -য়ে, ধৌ-জৌ -নে যথা—শা ক্রংময়ে, ক কংমায়ে, মা ক্রমণে, ধৌ-জৌ কংমনে<সং কর্মণে=কর্ম+য়ৈ (স্ত্রী) ।

৭। অস্-ভাগান্ত শব্দ ॥

২য়ার ১বচনে (ক্লী) সর্বত্রই -ও কিন্তু কচিৎ পশ্চিমা ছাড়া অন্যত্র -এ, যথা—শা-মা য়শো, গি, ক, ধৌ-জৌ য়সো<সং য়শঃ ; গি ভুয়, অন্যত্র ভুয়ে<সং ভূয়ঃ ।

৮। ইন্-ভাগান্ত শব্দ ॥

৬ষ্ঠীর ১বচনে পশ্চিমায় -নো, অন্যত্র -নে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমায় কেবল -সা, যথা—প্রিয়দসিনো (গি), পিয়দসিনে (ক, ধৌ-জৌ), প্রিয়দ্রশিনে (মা) কিন্তু প্রিয়দ্রশিস (শা), পিয়দসিসা (ক) <সং প্রিয়দর্শিনঃ =*প্রিয়দর্শিস্য । এইরূপ ইন্ -ভাগান্ত শব্দের প্রাচীনত্ব অন্যান্য কারকেও রক্ষিত।

লক্ষণীয় ইন্ -ভাগান্ত শব্দই কেবল প্রাকৃতে রক্ষিত—যদিও ই -কারান্ত শব্দের প্রভাবও অসুলভ নয়, কিন্তু প্রাকৃতের আদিস্তরে সে প্রভাব তেমন লক্ষণীয় নয় । উত্তর-পশ্চিমাতে প্রথম অ-কারান্ত শব্দের প্রভাব চোখে পড়ে ।

১৫.৫৪ সর্বনাম (pronoun)—

সর্বনামের ক্ষেত্রে উপভাষাগত লক্ষণ তেমন স্পষ্ট নয় । লক্ষণীয় কেবল উ পু সর্বনামের ১মা ১ব : পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমায় সং অহম্ -জাত অহং (গি, শা-মা) এবং অঅং (মা) ; কিন্তু অন্যত্র হকং (<*অহকম্) । ইতিহাসগত কারণে মূল্যবান হল—অশোকের নিদর্শনেই কেবল ব্যবহৃত বহুবচনের সর্বনামমূল উত্তম পুরুষে অফ-(<*অস্ম) এবং মধ্যম পুরুষে তুফ (<*তুষ্ম) । যথা, ১মা —তুফে ; ২য়া—অফে(নি), তুফেনি ; ৬ষ্ঠী—অফাক-, তুফাক- ; ৭মী—অফেসু, তুফেসু । লক্ষণীয়, এই বিশেষ সর্বনামমূল দু'টিকেবল প্রাচ্যাতেই ব্যবহৃত ।

১৫.৫৫ ধাতুরূপ (conjugation)—

১। ধাতুরূপাদর্শে অনেক সরলতা দেখা যাবে। দ্বিবচন লুপ্ত। আত্মনেপদ কেবল পশ্চিমায় কোনরকমে টিঁকে আছে। যথা—গি করোতে, করোংতে, শা-মা, গি করোতি, ক, ধৌ-জৌ কলেতি। এছাড়াও আত্মনেপদী বিভক্তি হিসেবে প্রথম পুরুষ বহুবচনে র্ যুক্ত বিভক্তির প্রাচুর্য পশ্চিমায় মেলে। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রয়োগ বৈদিকের স্মারক (দ্র: ৮ ৫২.১।৮)। যেমন—লটে (কর্তৃবাচ্য) -রে (গি) কিন্তু অন্যত্র -অংতি : অনুবতরে (গি) কিন্তু অনুবতংতি (ক), অনুবটংতি (শা); কর্মবাচ্যে আরভরে (গি) কিন্তু আলভিয়ংতি (ক)। লোটে -অন্তু ছাড়াও -রু (আত্মনেপদী বিভক্তি জাত) : স্রুণারু (গি)। বিধিলিঙে : সুসুংসের (গি) কিন্তু সুস্রুষেয়ুঃ (ক), সুস্রুষেয়ু (শা-মা)। লৃটে -সরে : অনুবতিসরে (গি) কিন্তু অন্যত্র -অংতি : অনুবতিসংতি (ধৌ, ক), -বটিশংতি (শা-মা) ইত্যাদি।[১২]

২। ধাতুরূপে দশটি গণ পরিণত হয়েছে সাধারণত দু'টি গণে—অ -যুক্ত গণ এবং এ/অয় -যুক্ত গণ (ণিজন্ত বা অণিজন্ত)। অন্যান্য গণের বিকরণযুক্ত প্রাচীন পদও কিন্তু কিছু কিছু মেলে। যথা—সং অস্তি>অথি, *প্রাপ্‌ণাতি>পাপুণাতি, সং করোতি>করোতি, সং মন্যতে>মঞ্‌ঞতে, মঞ্‌ঞতি। একই ধাতুর বিভিন্ন গণে ব্যবহার সময় সময় সংস্কৃতে না মিললেও এখানে মেলে। যেমন—সং করোতি>শা-মা, গি করোতি ; সং *করয়তি> ক, ধৌ- জৌ কলেতি তু: শা-মা করেমি (লক্ষণীয়, এগুলি ছাড়াও পরবর্তী প্রাকৃতে সং *করতি, কুর্ব্তি, *কর্য্তি ও বৈদিক কৃণোতি>প্রাকৃত করতি, কুর্‌বতি, কজ্জতি, কুণই (মাহা)—এইজাতীয় প্রয়োগও মেলে)।[১৩] সং√ভূ -জাত ভবতি ইত্যাদি পদের ঔপভাষিক বিবর্তনও এইপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য (১৫.৫১।৮)।

৩। অশোকের নিদর্শনে প্রাকৃতলক্ষণ হিসেবে ধাতুব সঙ্গে বিকরণ মিশে গিয়ে নতুন ধাতু উৎপন্ন হয়েছে। যথা—সং√শ্রু-ণা>√শ্রুণা-, প্র-সুহো-,-জুহ (√হু)>√প্রজোহি-, পজুহি-।

১২ দ্র: *Pischel* : GK ff 458 ; *Whitney* : Skt Gr ff 550d, 629, 635, 799

১৩ দ্র: *Pischel* : *ibid* ff 508

৪। অশোকানুশাসনের ধাতুরূপাদর্শে মোটামুটি মেলে—বর্তমানকাল ও নির্দেশকভাব (লট্), অনুজ্ঞা (লোট্), সম্ভাবক (বিধিলিঙ্)। অভিপ্রায় (লেট্) ও নির্বন্ধ (injunctive) সংস্কৃতেই লুপ্ত হয়েছিল। তবে লেট্ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন স্তরেও কিছু মেলে। যথা প্র পৃ ১ব : মংঞা (গি) <সং মন্যাৎ ; পাপোৱা<*প্রাপ্নবৎ ; হুৱাতি<*ভূৱাতি ইত্যাদি। তু: পালি ৱিতরাতি, ভৱাথ ইত্যাদি। এছাড়া বিধিলিঙ্-এ গৌণ স্থলে মৌল বিভক্তি উত্তর-পশ্চিমায় দ্রষ্টব্য। যথা— ক, শা-মা সিয়াতি কিন্তু শা-মা, ধৌ-জৌ সিয়া<সং স্যাৎ। পশ্চিমার একটি প্রাচীন পদ হল অস (গি)<*অস্যাৎ তু: পালি অস্স, গ্রীক *ele*<**esyēt*।

৫। লঙ্ ও লুঙের একাকার হওয়ার প্রবণতা এখন দেখা গেল, যেমন—অহো (সর্বত্র)<*অভোৎ, অভৱৎ। কিন্তু অশোকের নিদর্শনে লুঙ্রূপের প্রয়োগই বেশি। অতীতকালে (লঙ্/লুঙ্) ধাতুর তিঙন্ত (flexional) প্রয়োগ তেমন ব্যাপক ছিল না। কাজেই পালি ও অর্ধমাগধীতে তিঙন্ত বিভক্তির প্রাচুর্য নিশ্চয়ই ছিল কৃত্রিম। অশোকলিপিতে মাত্র আটটি ধাতুর লঙ্/লুঙ্ প্রয়োগ মেলে। যথা—√ভূ, য়া (নি-√য়া), নিক্রম্, আলোচয়-, ইষ্, মন্, রুধ্, আরভ্। অতীতকালে আগম-উপসর্গ (augment)-যোগ বিরল। যথা—এয়াসু (গি)<*অয়াসুঃ, অহো (সর্বত্র) <√ভূ, অয়ায়<সং অয়ায়ৎ, √য়া।[১৪]

অশোকের নিদর্শনে লিট্ প্রয়োগ লুপ্ত। ক্বচিৎ লিট্পদ পাওয়া গেলে তার অর্থ বর্তমানকালজ্ঞাপক। অর্থাৎ লিট্পদ হয়েছে ক্রিয়ামূল (stem)। যথা—অহ্তি (শা)। লিট্পদ আহা (=আহ) মেলে সর্বত্র।

ভবিষ্যৎকালবাচক লৃট্পদও মেলে—কেবল বিকরণ -স্য- উপভাষাগত ধ্বনিসূত্রে পরিবর্তিত হয়েছে, যথা—সং আরভিষ্যন্তি>শা-মা অরভিশংতি। তবে প্রাচ্য-মধ্যায় বিশেষভাবে মেলে স্য-এর হ্-এ পরিণতি (দ্র: ১৪.৬১।৬), যথা—প্রাচ্য-মধ্যায় দাহংতি, হোহংতি—সম্ভবত এই হ্-ধ্বনি ই ইউ লট্মূল **so*-জাত (দ্র: ১১.১৩।৭)। সেট্-এর স্থলে অনিট্ প্রয়োগও মেলে, যথা—কষমি

১৪ দ্র: *Sen* : CGMIA ff 145-146

(মা)<*কর্ষ্যামি=করিষ্যামি ; হোসামি (ধৌ-জৌ>*ভোষ্যামি=ভবিষ্যামি। লৃটে গৌণ বিভক্তিও মেলে, যথা—শা কষং<*কর্ষ্যম্=করিষ্যামি।

৬। কৃদন্ত বিশেষণের মধ্যে নিষ্ঠা প্রত্যযার্থক -ত (ক্ত-প্রত্যয়) স্বাভাবিক। তবে অ-সংস্কৃত -ন প্রত্যয়ের দু'একটি ব্যবহার মেলে। যেমন প্রাচ্য-মধ্যায় দিংন (তোপ্‌রা), দিন (ববাবর গুহালিপি)=সং দত্ত। কৃত্য প্রত্যয়ার্থক -তব্য সর্বত্রই মেলে (দ্র: ১৫.৫২।৮)। -অনীয় এইং -য় প্রত্যয়ও অসুলভ নয়। যথা—ৱেদনিয (ক, শা-মা), সক (গি), শক (শা-মা), সকিয় (জৌ)=সং শক্য, কচ (গি)=সং কৃত্য। শত্রর্থক (পবস্মৈ ও আত্মনে) -অন্ত্ (=অৎ) এবং -মান সর্বত্রই পাওয়া যায়। তবে -অন্ত্ হয়েছে অ-কাবান্ত কিন্তু পশ্চিমায় প্রাচীনত্ব বক্ষিত (দ্র: ১৫.৫৩।৫)। -মান প্রত্যয়ের ক্ষয়িত ক্রম -মীন মেলে ক্বচিৎ। যথা—করমীন (শা), কলমীন (জৌ), ৱিপটি-পাদযমীন (ধৌ) [=ৱিপ্রতিপদ্যমান], পায়মীন (স্তম্ভলিপি) [=পায়য়মান]।

৭। কর্মবাচ্যেব প্রয়োগও মেলে। কর্মবাচ্যের বিকরণ -য়- হয়েছে -ইয়- বা ঈয-রূপে পরিণত। যথা—খাদিযতি, অনুৱিধীয়ংতি, আলভিয়ংতি।

৮। ণিজন্ত ও নামধাতুব বিমিশ্রণ প্রাচীন স্তব থেকেই শুরু হয়েছে। সংস্কৃতসুলভ পদগঠন দেখা গেলেও -পয় বিকবণ ধাতুনির্বিশেষে ব্যবহৃত হত। সংস্কৃতে কিন্তু কেবল আ-কাবান্ত একাক্ষরী ধাতুতেই -পয় বিকবণ যুক্ত হত (যথা, জ্ঞাপয়তি, মাপয়তি)। উদাহবণস্বরূপ,—সং ৱর্ধয়তি> গি. মা ৱঢযতি, শা ৱঢেতি। অনিয়মিত প্রয়োগ হল— লেখয়িষ্যামি>শা-মা, লেখাপেশামি, হাবিতানি>হারাপিতানি। নামধাতুর ক্ষেত্রে,—শা দিপয়মি, গি সুখাপয়ামি কিন্তু শা-মা, ধৌ-জৌ সুখয়ামি।

৯। তুমর্থক অসমাপিকার মধ্যে পশ্চিমায় মেলে -তু (<-তুম্) এবং -তৱে (<বৈদিক -তবৈ), কিন্তু অন্যত্র কেবল -তৱে। যথা—গি আরাধেতু ছমিতৱে, ধৌ-জৌ খমিতৱে।

১০। ল্যবর্থক অসমাপিকার ক্ষেত্রে -ত্বা এবং -য় -প্রত্যয় প্রয়োগের বিধি অনেকক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হযেছে। তাই উপসর্গ যুক্ত হলেও -ত্বা প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। -ত্বা হয়েছে গির্নারে—ৎপা (আলোচেৎপা,

আরভিংপা), অন্যত্র -তু, তু (<-ত্বা : *ত্বু) এবং -য় (শা-মা শ্রুতু, ক সুতু ; গি সছায়<সং-ক্ষা = সং-খ্যা, শা-মা সংখয়)। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ ত্বানম্-এর ক্ষয়িত ক্রম -তুনং মেলে বরাবর গুহালিপিতে (অভিরাদেতুনং)। বৈদিক •ত্বী -জাত -তি প্রত্যয় মেলে কেবল উত্তর-পশ্চিমায় (মা দ্রশেতি, শা তিঠিতি)।

১১। পদপ্রয়োগে দেখা যায়, দ্বিবচন লুপ্ত। চতুর্থী ও পঞ্চমীর একবচনও লুপ্তপ্রায়। কেবল তাদর্থ্য-চতুর্থীর এবং পশ্চিমায় কচিৎ পঞ্চমীর একবচন কিছুকাল টি'কে ছিল। দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা চতুর্থীর এবং তৃতীয়া ও সপ্তমীর দ্বারা পঞ্চমীর অর্থ প্রকাশিত হত। যেমন—নাস্তি হি কর্মতরং সর্বলোকহিতত্বাৎ>নাস্তি হি কম্মতরং সর্বলোকহিতৎপা, নথি (=নথি) হি কম্মতলা সর (=সর্ব) লোকহিতেন ; তেভ্যঃ ব্রত্তর্য়াম্> তেষং ব্রতরো (=ব্রত্তর্রো), তেহি ব্রতরিয়ে (=ব্রত্তরিয়ে)। এছাড়া বেদসুলভ ক্রিয়াবিশেষণ বা নামমূলে তুলনাত্মক -তর প্রত্যয়ের (comparative affix) ব্যবহার (কমতরং, গজতমে, ব্রাঢতর)। ৪র্থীর অনুসর্গ হিসেবে 'অর্থ' শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয় (সুপাথায়, সুপাথায়ে, সুপঠায়ে<সং সুপার্থায়, *সুপার্থায়ৈ। [১৫]

১২। উপভাষাগুলির মধ্যে গির্নারের শব্দভাণ্ডারে কিছু নতুনত্ব রয়েছে। যেমন—গি থইর (অন্যত্র বুঢ)<সং স্থবির, বৃদ্ধ ; গি পস্থ (অন্যত্র মগ) <সং পন্থা, মার্গ ; গি পসতি (অন্যত্র দখতি, দেখতি) <সং পশ্যতি, *দ্রক্ষ্যতি ; গি য়ারিস…তারিস (অন্যত্র (য়)াদিস…তাদিস)<সং য়াদৃশ… তাদৃশ। উত্তর-পশ্চিমায় ও পশ্চিমায় কুপ, প্রাচ্যায় উদুপান<সং কূপ, উদপান ; উত্তর-পশ্চিমায় স্পসু, প্রাচ্যায় ভগিনি<সং স্বসৃ, ভগিনী ; উত্তর-পশ্চিমায় অশমণস, অশতস, পশ্চিমায় ভুংজমানস, প্রাচ্যায় অদমানস<সং √অশ্, ভুজ্, অদ্ ; শা ব্রুচেয়ং, মা, ক, ধৌ-জৌ য়েহং, গি গচ্ছেয়ং<সং √ব্রজ্, য়া, গম্ (উ পু ১ব বিধিলিঙ্)। [১৬]

১৫ দ্র: সেন : ভা ই (১০ম সংস্করণ) পৃঃ ১০৮ ; *Sen* : "Three Lectures on MIA" JOIB Vol XI no. 3 p. 206

১৬ দ্র: *Sen* : CGMIA ff 10, 3

এছাড়া নিয় প্রাকৃত ও অশোকানুশাসনের তুলনামূলক আলোচনা অন্য দ্র: ১৭.৩০।

১৫.৬০ আদিস্তরের অন্যান্য লেখ্য নিদর্শন—

অশোক-অনুশাসনের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রী: পূ: প্রথম তিন শতকে—আরও কিছু ক্ষুদ্র এবং খণ্ড শিলালেখের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা, উত্তর বাংলার মহাস্থান প্রস্তরলেখ, মধ্যভারতের জোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত শিলালেখ, উত্তর-পশ্চিম বিহারের সোহ্‌গৌরা তাম্রলিপি, গোয়ালিয়রের বেসনগর (প্রাচীন বিদিশা) গরুড় স্তম্ভলিপি, উত্তর পশ্চিম ভারতে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত শিন্‌কোট পেটিকা লিপি (casket inscription), উড়িষ্যার হাথিগুম্ফা গুহার খারবেল লেখ ইত্যাদি (দ্র: ১৫.১০।২)।[১৭]

১৫.৬১ এদের মধ্যে রামগড় পাহাড়ের (ছোটনাগপুর) মাঝামাঝি জোগীমারা গুহায় ব্রাহ্মী লিপিতে খোদিত তিন-ছত্রের শুতনুকা শিলালিপি (খ্রী: পূ: ২০০) ভাষাতাত্ত্বিকের বিশেষ সম্পদ। এই অনুশাসনের ভাষা মূলত প্রাচ্য কিন্তু অশোকের অনুশাসনে অনুপস্থিত এমন একটি বৈশিষ্ট্য (যথা—স্, ষ্ > শ্) এতে মেলে। পরবর্তী যুগের সাহিত্যিক "মাগধী" প্রাকৃতের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই এখানে পাওয়া যায়। যথা—স্, ষ্ > শ্; র্ > ল এবং পুংলিঙ্গে ১মার ১বচনে -এ বিভক্তি। মধ্যপ্রাচ্যাসুলভ (তোপ্‌রা) তালব্যীভূত ক্ (= ক্য) -এর প্রয়োগও লক্ষণীয়। গুহালেখটি এই—শুতনুক নম দেবদশিক্যি। তং কময়িথ বলনশেয়ে। দেবদিনে লুপদখে। সংস্কৃত রূপান্তর: সুতনুকা নাম দেবদাসী। তং অকাময়িষ্ট বারাণসেয়ঃ (অথব বালানাম্ শ্রেয়ান্?)। দেবদত্তঃ নাম রূপদক্ষঃ। ল্যুডার্স এই প্রত্নলেখের ভাষাকে 'প্রাচীন মাগধী' বলে মনে করেন।

১৫.৬২ উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের সন্নিকটস্থ উদয়গিরি পাহাড়ের হাথিগুম্ফার দ্বার-শীর্ষে প্রাপ্ত কলিঙ্গরাজ খারবেলের ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ অনুশাসনও (খ্রী: পূ: ২য় শতক) সবিশেষ মূল্যবান্। এর ভাষা ঠিক প্রাচ্য নয়, কতকটা

---

১৭ খ্রী: পূ: ৩১০ থেকে খ্রী: অ: ৪০০ সময়-সীমার মধ্যে প্রায় দু'হাজার প্রত্নলিপি (inscription) মেলে—এদের মধ্যে অবশ্য একছত্রের প্রত্নলিপিও রয়েছে। দ্র: *Katre* : PL p. 35

পশ্চিমার মত (যেমন পশ্চিমার মত র্-ধ্বনির অস্তিত্ব ; পদান্ত -অঃ>ও ; শ্>স্ কিন্তু প্রাচ্যাসুলভ স্ত>থ, ক্ষ>ক্খ)। তবে প্রাচীনত্বও লক্ষণীয়—ম'দবস (তু: পালি পন্নরস , পালি, অমা, জৈ মাহা পন্নরস, অপ পন্নরহ) ; —দ্- আগম আধুনিক ভাষাতেও দ্রষ্টব্য। পধম (তু: পালি পঠম, শৌ মাগধি পঢম)। উস্সর (<সং উৎসর) তু: মাহা, শৌ উসর, উচ্ছর, অমা উস্সর, উসঅ। অশোকের গিনর্ণার অনুশাসন এবং বিশেষত পালি ভাষার সঙ্গে এই অনুশাসনের ভাষার খুব সাদৃশ্য রয়েছে (দ্র. ১৬.৩৩)। তবে অশোকানুশাসনের মত এ কথ্যভাষাশ্রিত নয়, বিশুদ্ধ সাধুভাষাশ্রিত। গুরুগম্ভীর, সমাস- কণ্টকিত সংস্কৃত গদ্যরীতি এতে অনুসৃত হয়েছে। প্রাকৃতের ওপর সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রাচীন ও খাঁটি নিদর্শন এখানে মিলছে।

১৫.৭০ ঐতিহাসিক তাৎপর্য—

অশোকের অব্যবহিত পরের যুগের ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। খ্রী: পূ. ২০০ থেকে খ্রী: অ: ৩০০/৪০০—এই সময়-পরিধির মধ্যে তদানীন্তন ভারতের ভাষাগত পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ন তাই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সংস্কৃতের প্রভাবে অশোকযুগের কথ্যভাষাশ্রিত লেখগুলি ক্রমশ সংস্কৃত-ঘেঁষা হয়ে উঠছিল—বিশেষ ক'রে মৌর্য যুগের (খ্রী: পূ: ৩২২—১৮৫) শেষ থেকে। এইজন্য খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দ থেকে যতগুলি প্রত্নলেখ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে দু'চারটি ছাড়া সবই সংস্কৃতে লেখা (যেমন সংস্কৃতে রচিত প্রাচীনতম রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখ—১৫০ খ্রী: অ:)। আর এই দু'চারটি প্রাকৃত প্রত্নলেখও সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পুষ্ট। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য ৪র্থ/৫ম শতক পর্যন্ত প্রাকৃতের গতি ছিল অব্যাহত। যাই-হোক, খ্রীষ্টোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র ও পল্লব রাজাদের অনুশাসন এবং কয়েকটি বৌদ্ধ গুহালিপি ও উত্তরাপথে কুষাণ রাজাদের সময়ে কয়েকটি ছোট ছোট লেখ ছাড়া খাশ ভারতবর্ষে প্রাকৃতে লেখা আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রত্নলেখের সন্ধান মিলছে না। মোট কথা, গুপ্ত যুগের (খ্রী: অ: ৩২০—৫৫০) পর থেকে সংস্কৃতই—তা' অনেক সময় অশুদ্ধ হলেও—জাতীয় ভাষারূপে হয়ে উঠল প্রত্নলেখগুলির একমাত্র ভাষা-মাধ্যম।

শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়—সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। খ্রীষ্টীয় শতকের শুরুতেই বৌদ্ধ এবং আরও পরে জৈনদের সাহিত্যিক ভাষা হয়ে দাঁড়াল সংস্কৃত (দ্র: পৃ: ১৪)। যে যাই হোক, সংস্কৃতের এই প্রভাব-বিস্তৃতির কারণ সহজেই অনুমেয়। ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বিভেদজাত দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। অপরদিকে, খ্রীষ্টপূর্ব শতকগুলিতে আঞ্চলিক বিভেদ তত প্রবল ছিল না। ফলে এইসময় সংস্কৃতের স্থানে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাকে প্রত্নলেখের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার কোন বাধা ছিল না (দ্র: ৭.৫০)।

সংস্কৃত-প্রভাবের মোট ফল হল—পূর্বতন উপভাষাগত বিভেদগুলির সূক্ষ্ম তারতম্য আর রইল না। অশোকযুগের চারটি উপভাষাঞ্চল হয়ে দাঁড়াল সংখ্যায় তিনটি—উত্তর-পশ্চিমা, মধ্যা এবং প্রাচ্যা। উত্তর-পশ্চিমার ভাষাগত বিশিষ্টতা পুরোপুরি বজায় থাকলেও প্রাচ্যা এবং মধ্যা—এই দুই আঞ্চলিক বিভেদ-বৈশিষ্ট্য ক্রমশ একাকার হয়ে গেল—পার্থক্য যা' রইল, তা' কেবল ধ্বনিগত। পালি ভাষার মধ্যে তাই আমরা দেখি প্রাচ্যা ও মধ্যার অকৃত্রিম সমন্বয়—যদিও তাতে মধ্যার প্রভাবই বেশি।

খ্রীষ্টোত্তর যুগের প্রত্নলিপি এবং এবং পালি ভাষার (খ্রী: পূ. ৩০০—খ্রী অ: ২০০) আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, খ্রী: পূ: প্রথম শতকের শেষার্ধেই এক সর্বভারতীয় মধ্য ভাবতীয় আর্যভাষা গড়ে উঠেছিল শাসনকার্য এবং সাহিত্যিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে। এই সাহিত্যিক মধ্য ভারতীয় আর্যই সংস্কৃতের নিবিড় পুটাশ্রয়ে বিবর্তিত হয়েছিল বৌদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃত (খ্রী: পূ: ২০০—খ্রী: অ: ৩০০) ভাষারূপে, গড়ে তুলেছিল বিশাল প্রাকৃত সাহিত্য। এই যেমন একদিকে প্রাকৃত ভাষার অন্ত:স্তলে সংস্কৃতায়ন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল, অপরদিকে তেমনি কথ্য সংস্কৃতের মধ্যে প্রাকৃতায়ন হয়ে উঠল আরও ব্যাপকতর। রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন পুরাণগুলি এইজাতীয় প্রাকৃতায়িত সংস্কৃতের স্বাক্ষর। আর তা' পরিশীলিত, পরিমার্জিত, বৈয়াকরণ-নির্ধারিত অনুশাসন থেকে বিমুক্ত হয়ে লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল। বলা বাহুল্য, ভাষা-প্রবাহের এই দু'টি ভিন্নমুখী স্রোত গণচেতনার বিপরীত ধ্যান-ধারণা থেকে উৎসারিত।

কথ্য সংস্কৃতের ক্রমিক উত্তরণ ঘটেছে অভিজাত মননশীল এবং সাম্প্রদায়িক বেষ্টনীর বাইরে। কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃত নতুন ক'রে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বৌদ্ধদের প্রচার-বাহন হয়ে। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠেছে এক নতুন প্রয়াস—অভিজাত মহিমারোপ, ধর্মীয় পরিমণ্ডল সৃজন এবং মণ্ডন-চাতুর্য। তাই ধ্রুপদী সংস্কৃতের আদর্শে ভাষাকে গ'ড়ে তোলার এক সচেতন প্রচেষ্টা নতুন ক'রে শুরু হল (দ্র: ৭.৩১,৩২)।

এই প্রসঙ্গে পালি ভাষার কথাও স্মরণীয়। উত্তর ভারতীয় মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি যেমন ব্যবহার করতেন বৌদ্ধ সংস্কৃত, তেমনি দক্ষিণ ভারতের হীনযানী বৌদ্ধরা ব্যবহার করতেন পালি। বলা বাহুল্য, পালিও সম্পূর্ণরূপে ধর্মসাহিত্যের ভাষা এবং তা-ও এক ধরণের ধর্মগোষ্ঠীকেন্দ্রিক সার্বজনীন ভাষা। তা' হল পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যার মিশ্রণজাত মধ্য ভারতের সাধুভাষা।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, মহাকাব্য/পুরাণে ব্যবহৃত কথ্য সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি—এই সবগুলিই মোটামুটি জাতীয় আদর্শের প্রতিফলক ব'লে এক হিসেবে জাতীয় ভাষা,—সার্বজনীন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ব'লে লোকাশ্রয়ী। কিন্তু স্মরণীয়, এই ভাষাগুলি সাহিত্যে প্রযুক্ত বলে মূলত সাধু ভাষা (literary)। কথ্য ভাষার ধারা কিন্তু প্রাকৃতকে আশ্রয় করেই বিবর্তিত হয়ে চলছিল —যার প্রমাণ অশোকানুশাসন। পরে অবশ্য, কথ্যভাষাশ্রিত প্রাকৃত আবার সাহিত্যাশ্রিত হয়ে উঠতে লাগল—যার ফলে সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ এবং ভাষার সম্পর্ক কোন-না-কোনো রূপে দেখা গেছে। সে যাই হোক, এদিকে কিন্তু লৌকিক প্রাকৃতের ধারাটি চলমান স্রোতের মত বয়ে চলল। আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, এই লোকাশ্রিত প্রাকৃতই হচ্ছে অপভ্রংশের প্রাচীন বা আদি স্তর—যা' মধ্য ভারতীয় আর্যের মধ্য উপস্তরে আবার সাহিত্যাশ্রিত ও কৃত্রিমধর্মী হয়ে উঠেছে—এবং সম্ভবত এইজন্যই প্রাকৃত বৈয়াকরণদের কাছে অপভ্রংশও হয়েছে, সাহিত্যিক প্রাকৃতের আর একটি নতুন বিভাগমাত্র।

॥ ১৬ ॥

সাধারণ প্রাকৃতের আদিস্তর (Early MIA)

[সাহিত্যিক নিদর্শন]

১৬.১০ পালি (খ্রী: পূ: ৩০০—খ্রী: অ: ২০০)—

দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের (এবং পরবর্তী যুগে সিংহলের) হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত ভাষা হল পালি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, এই ভাষা ধর্ম সাহিত্যের ভাষা কিন্তু এক হিসেবে সার্বজনীন ভাষাও বটে। প্রাচীন স্তরে পালি নাম ব্যবহৃত না হলেও সাধুভাষা হিসেবে সম্ভবত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাইরেও এর প্রচলন ছিল। পতঞ্জলি-উল্লিখিত প্রাকৃত শব্দগুলিও পালির সঙ্গে মেলে, যথা—বট্টতি, বড্‌ঢতি, গোণী, দেৱদিন্ন। কিন্তু এই ভাষার মূলে রয়েছে অশোক-প্রাকৃতের পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যার মিশ্রণ। সম্ভবত উজ্জয়িনী অঞ্চলই ছিল এর আদিভূমি।

'পালি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'শাস্ত্রপংক্তি, পবিত্র শাস্ত্র, মূল শাস্ত্র'।[১] প্রথম যুগে পালি বলতে বৌদ্ধশাস্ত্রের পংক্তি বা মূল শাস্ত্র ত্রিপিটককে (বিনয়-, সুত্ত-, অভিধম্ম পিটক) বোঝান হত ; পরে ক্রমে ক্রমে ত্রিপিটকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে কোন গ্রন্থই পালি নামে অভিহিত হত। সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশের হীনযান বৌদ্ধদের পবিত্র গ্রন্থ এই ত্রিপিটক।

---

১ ড: সুকুমার সেনের মতে পালি কথাটির মূল ছিল সং পরিভাষা : *পারিভাষা>পালিভাষা : পালি। দ্র: *Sen* : "Three Lectures on MIA", JOIB Vol. XI pt 3, p. 208 ; পালি কথাটির ব্যুৎপত্তি-গত অন্যান্য মতগুলি সম্বন্ধে দ্র: বিধুশেখর ভট্টাচার্য : পালিপ্রকাশ : প্রবেশক, পৃ: ১-১০

১৬.২০ পালি ভাষার বিবর্তনে চারটি স্তর দেখা যায়—

১ ॥ গাথা (বা পদ্যাংশ) : এর ভাষা অবিমিশ্র নয়। প্রাচীন এবং নবীন উভয় লক্ষণই এতে মেলে। শুদ্ধ পালি নয় এমন অনেক পদ ও ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার এতে দেখতে পাওয়া যায়। গদ্যাংশের অন্তর্ভুক্তিও এতে কচিৎ দেখা যায়। সম্ভবত বুদ্ধদেবের সমসাময়িক প্রাচীন আখ্যান থেকে গাথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

২ ॥ পিটকস্থ গদ্যের অংশ। এর ভাষাদর্শ কিছু পুরোনো ধরণের হলেও গাথা অংশের তুলনায় বেশ আধুনিক। ভাষাও অনেকটা একস্তরের (homogeneous) এবং ব্যাকরণ-ছাঁচে বদ্ধ (rigid)। ভাষার প্রাচীন রূপ ও লক্ষণগুলিও অনেক কমে গেছে।

৩ ॥ পিটকোত্তর যুগের গ্রন্থের (মিলিন্দ পঞ্‌হ) গদ্য ভাষা, এবং গদ্যে লিখিত টীকা ইত্যাদি। এই পর্যায়ে পালি ভাষা আরও ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি লাভ করেছে। ভাষা তাই কৃত্রিমধর্মী, আর প্রয়োগও পণ্ডিতী ধরণের। আনুমানিক সূত্রপাত (খ্রী: অ· ৫০০—)।

৪ ॥ আরও পরবর্তী যুগের কৃত্রিমধর্মী পদ্যের ভাষা—যদিও ভাষার ধরণ এক ছাঁচের নয়। সংস্কৃত সাহিত্যানুগ ধাঁচটির খুবই কাছাকাছি এর রচনারীতি।

১৬.৩০ উদ্ভবস্থল ও বিমিশ্র উপাদান—

সমসাময়িক ভাষার বিচারে পালি একটি মিশ্র ভাষা (compromise of various dialects)। সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এতে যেমন দ্রষ্টব্য, তেমন অশোকানুশাসনের পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যা এবং উড়িষ্যার খারবেল অনুশাসনের সঙ্গেও এর উপভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে।

অশোকানুশাসনের পশ্চিমার (গির্নার) সঙ্গে এর সাধর্ম্য লক্ষ্য ক'রে Westergaard, E. Kuhn, Franke প্রমুখ বিদ্বজ্জন মনে করেন, উজ্জয়িনী হল পালির আদিভূমি। Sten Konow আবার পৈশাচীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য-ধর্মগুলি উপস্থাপিত ক'রে বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলকেই এদের মূল ভূমি মনে করেছেন। ড: সুকুমার সেনের মতে[২] পৈশাচীই ছিল আদিস্তরের শিষ্টজনোচিত সাধু

২ দ্র: *S. Sen* : *ibid* p. 208

প্রাকৃত ভাষা এবং পরে এই ভাষাই পালি নামে অভিহিত হয়েছে। ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় শৌরসেনী প্রাকৃত ও পালির সাদৃশ্যগুলি তুলে ধ'রে দেখিয়েছেন, পালি হল পশ্চিমা ভাষা এবং তা' শৌরসেনীরই প্রাচীনতর রূপ। আবার খারবেল লেখের ভাষাকে ভিত্তি ক'রে Oldenberg ও Müller কলিঙ্গ দেশকেই পালির উদ্ভবস্থল প্রমাণ করতে চেয়েছেন। Windisch-এর মতে পালি কোশল অঞ্চলের অর্ধমাগধীরই প্রকারভেদ—কারণ এদের সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট। Lüders আবার বলেছেন অর্ধমাগধীর মূল প্রাচীন রূপ থেকে পালি সাহিত্য অনূদিত হয়েছে। Geiger (এবং Windisch) কিন্তু প্রাচীন আগম ও সিংহলী ঐতিহ্যকে স্বীকার করার পক্ষে। তাঁদের মতে, বৌদ্ধধর্মের পীঠভূমি মগধই হল পালির উৎপত্তিস্থল এবং মাগধীই হল মূলভাষা (মাগধী-নিরুক্তি)—যদিও তা বিশুদ্ধ মাগধী নয়—বরং বলা চলে, মাগধী-কেন্দ্রিক কোন লোকভাষা, যা বুদ্ধদেব নিজেই ব্যবহার করতেন। Geiger-এর সিদ্ধান্ত হল—
"....*Pāli* should be regarded as a form of *Māgadhī*, the language in which Buddha himself had preached. This language of Buddha was however surely no purely popular dialect, but a language of the higher and cultured classes which had been brought into being already in pre-Buddhistic times through the needs of inter-communication in India. Such a *lingua franca* naturally contained elements of all dialects, but was surely free from the most obtrusive dialectal characteristics. It was surely not altogether homogeneous'।[৩]

বৌদ্ধরচনার ভাষাবৈচিত্র্য (দ্র: ১৬.৫০ ও পাদটীকা ১৯), ধর্মের ঔদার্য, সর্বোপরি স্থানীয় ভাষায় রচনার জন্য বুদ্ধনির্দেশ বিবেচনা ক'রে Edgerton, Lin Li-Kouang সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মূলশাস্ত্র প্রাচ্যায় রচিত হলেও পঠন-পাঠন চলত স্থানীয় ভাষাতেই। তাই পালি হয়ে উঠেছে বিমিশ্র ভাষা।[৩]

পালি ভাষা যে ঔপভাষিক বিমিশ্র উপাদানে গঠিত তার পরিচয় ভাষাতাত্ত্বিক এই তথ্যগুলি থেকে বোঝা যাবে—

৩ দ্র: *Geiger* : PLL pp. 4-5 ; *Edgerton* : BHSG ff 1.14-30

১৬.৩১ অশোক-প্রাকৃতের পশ্চিমা (গির্নার)-সুলভ—

-অয়, অর- রক্ষিত। র্-ধ্বনির অস্তিত্ব (প্রাচ্যা ও প্রাচ্য-মধ্যায় সর্বত্র -ল্-)। পালিতে ল. (ḷ) -ধ্বনি সম্ভবত গির্নারেও ছিল তু: গির্নার—মহিডায়ো (=মহিলায়ো)<*মহিল.ায়ো ? ভবতি/হোতি এই উভয়ের ব্যবহার (প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যায় সর্বত্র হোতি এবং উত্তর-পশ্চিমায় ভোতি)। মূর্ধন্যীভবন ব্যাপক নয়। শ্, ষ্>স্। পদান্ত -অঃ>-ও (প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যায় -এ)। যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রায়শ স্থিতি। স্ম>ম্হ, জ্ঞ>ঞ্ঞ, ক্ষ>চ্ছ। আত্মনেপদের পদ কিছু কিছু রয়ে গেছে—যেগুলির কোন কোনটি প্রাচীন ভারতীয় আর্যেও নেই। অর্থাৎ এগুলির মূলে সংস্কৃত অপেক্ষা পুরোনো ভাষার চিহ্নাবশেষ রয়ে গেছে (তু: দিস্‌সরে=দৃশ্যন্তে)। আত্মনেপদী পদে বহুবচনে -র্- -উপাদান যুক্ত বিভক্তি উভয় ভাষাতে যথেষ্ট (দ্র: ১৬.৪২।৮) ইত্যাদি।

১৬.৩২ অশোক-প্রাকৃতের প্রাচ্য-মধ্যা সুলভ—

ক্বচিৎ পদান্ত -অঃ>-এ। ক্বচিৎ সং র্>ল্। সং ত্ব, ত্ম>ত্ত (পশ্চিমায় -ৎপ-)। ক্ষ>ক্খ (উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় -চ্ছ-)। স্ত>থ (উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় -স্ত- রক্ষিত)। ণ্>ন্ (উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় ণ্)। র্-যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবন (উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় রক্ষিত) ইত্যাদি।

১৬.৩৩ খারবেল লেখ সুলভ—

পদান্ত -অঃ> -ও। ন্ রক্ষিত আছে। র্, ল্-ধ্বনিতে পরিণত হয় নি। শ্, ষ্>স্। -অয়- রক্ষিত। ক্ষ>ক্খ। পালি পাপুণাতি<*প্রাপ্‌নাতি =সং প্রাপ্নোতি তু: খারবেল লেখ পাপুনাতি, গির্নার প্রাপুণতি। পালি দুতিয়-<সং দ্বিতীয় তু: খারবেল লেখ দুতিয়। পালি ততিয়-<সং তৃতীয় তু: খারবেল লেখ ততিয়।[৪] দ্র: ১৫.৬২।

১৬.৩৪ মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত সুলভ—

স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের লোপ এবং অর্ধমাগধীর মত লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে য়্/ব্ শ্রুতি (যথা, পালি সুব, নিয়, সায়তি<সং শুক, নিজ, স্বাদতে)।

---

৪ * দ্র: *Mehendale* : HGIP p. 184 ; *Woolner* : IP pp. 73, 205-208

অথবা স্বরমধ্যগত একক মহাপ্রাণবর্ণের হ্-এ পরিণতি (যথা, পালি লহু, রুহির, সাহু<সং লঘু, রুধির, সাধু। সং ক্ষ>চ্ছ (যথা, সং ইক্ষু>পা, মাহা উচ্ছু—পালিতে শৌরসেনীসুলভ ইক্খু মেলে না)।

১৬.৩৫ শৌরসেনী প্রাকৃত সুলভ—

স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের কচিৎ ঘোষবত্তা (মাগধী ও অপভ্রংশেও তাই) যথা– পালি পটিগচ্চ, পুর, নিয়্য়াদেতি, পরেধতি, র‍্যাবট (তুঃ প্রা। রারড। <সং প্রতিকৃত্য, পূপ, নির্যাতয়তি, প্রব্যথতে, ব্যাপৃত। সং ত্ম>পা ত্ত কিন্তু মাহা প্প তু: শৌ, মাগ ত্ত, কচিৎ প্প ; দ্র: আত্মন্—২০.৪০।৭।

১৬.৩৬ মাগধী প্রাকৃত সুলভ—

. উপরোক্ত স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা। সং র্ >কচিৎ ল্ (লোম, লোহিত, তলুণ<সং রোম, রোহিত, তরুণ)—যদিও ল্-এর র্-এ পরিণতিও দেখা যায় (পালি কিব<কিল)। এইরূপ প্রাকৃতের জ্জ, মাগধী ও পালিতে য়্য় এবং প্রাকৃতের জ্, মাগধী ও পালিতে য় (তু' পালি অয়্য<সং আর্য, অদ্য)। সং ণ্য, জ্ঞ'>ঞ্ঞ (সং অজ্ঞান, পুণ্য>অঞ্ঞান, পুঞ্ঞ)। পদান্ত -অঃ, অম্>-এ (দুক্খে<দুঃখম্, পুরে<পুরঃ, সুরে, স্ব<শ্বঃ)। ক্লীবলিঙ্গ ১মা/২য়ার একবচনে সে (=তম্), য়ে (=য়ম্)। কর্তৃকারকের পদ সম্বোধনের ১বচনে ব্যবহৃত (যথা, ভেসিকে<ভেষিক 'একটি নাম'। তু: মাগধী পুত্তকে, ভট্টকে।

১৬.৩৭ অর্ধমাগধী সুলভ—

র্-ধ্বনির অস্তিত্ব। পদান্ত -অঃ>ও (তু: মাগধী -এ)। লুপ্ত একক ব্যঞ্জনের স্থলে য়্/ব্ -শ্রুতি (উপরে দ্রষ্টব্য)। প্রাচীনত্ব অনেকাংশে রক্ষিত —যেমন অতীতকালে আগম-উপসর্গের (augment) ব্যবহার। বৈদিক লুঙ্ পদের প্রয়োগ। কর্মবাচী লুঙ্ (passive aorist)-এর ব্যবহার। লিট্ লুপ্ত হলেও প্র পু বহুবচনে আহু ও আহংসু পদের ব্যবহার। তুমর্থক প্রত্যয়ের সাধর্ম্য (তু: অমা গচ্ছত্তএ, পালি পুচ্ছিতায়ে<-*ত্বায়ৈ) অথবা ল্যবর্থক অসমাপিকার প্রত্যয় -ত্বা -এর প্রয়োগের বাহুল্য (তু: অমা গন্তা, পালি গন্ত্বা<-ত্বা)। এ ছাড়া একই বিশেষ গণে কৃ- ধাতুর ব্যবহার (তু: পালি কুব্বতি, অমা কুব্বতি<*কুর্বতি) ইত্যাদি।

১৬.৩৮ পৈশাচী সুলভ—

ঘোষবর্ণের অঘোষীভবন, যথা—ছকল, থকেতি, পাতু, পলিখ, মুতিঙ্ক, কুসাত < সং ছাগল, স্থগয়তি, প্রাদুঃ, পবিঘ, মৃদঙ্গ, কুসীদ।

হেমচন্দ্র-নির্দিষ্ট পৈশাচীব ২২টী লক্ষণ সূত্রের (৩০৩-৩২১) মধ্যে ১৪টি সূত্রের সঙ্গেই পালির সাদৃশ্য মেলে। যথা—জ্ঞ > ঞ্ঞ; ণ্য, ন্য > ঞ্ঞ; ণ > ন্; ল্ > ল়্ (ḷ); শ্, ষ্ > স্; ল্যবর্থক অসমাপিকার -ত্বা > -তূন; র্য > রিয়. স্ন > সিন; ষ্ট > সট (প্রায়শ), কর্মবাচ্যে -ইয়, য্য়, ক্রিয়তে > কিরতে (পালি কিরতি), অস্ ধাতুজাত অচ্ছতি, অচ্ছতে। -এয়্য-যুক্ত ভবিষ্যৎ (তু: পালি হুবেয়্য), নেন (=সং তেন, অনেন), নাএ (=তস্মা, অনয়া)। স্বরমধ্যগত একক স্পর্শবর্ণের সংরক্ষণ।[৫]

১৬.৪০ পালি ভাষার প্রাচীনত্ব—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে পালি প্রাকৃতেরই সমধর্মী। তাই পালি সাধারণ প্রাকৃতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। মধ্য ভারতীয় আর্যের সাধারণ লক্ষণ প্রসঙ্গে তার কয়েকটি সূত্র পূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে (দ্র: ১৪.৫০)। কিন্তু এখন আলোচ্য হল প্রাকৃতেব তুলনায় পালির প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাব আদি ও মধ্য উপস্তরের তুলনা। এই আলোচনার মূল ভিত্তি হবে এইগুলি—

ক ॥ অশোকলেখের প্রাকৃত ও পালির সাদৃশ্য বিচার—কারণ তারা একই আদি উপস্তরের অন্তর্ভুক্ত।

খ ॥ পালিভাষায় বৈদিক প্রভাবের মূল্যায়ন।

গ ॥ পালিতে রক্ষিত অ-সংস্কৃত বা অ-বৈদিক যুগের অর্থাৎ প্রত্ন-আর্যের কিছু প্রাচীনতর লক্ষণ।

ঘ ॥ সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় এর অন্যান্য প্রাচীন লক্ষণ।

১৬.৪১ অশোক-প্রাকৃত ও পালির সাধারণধর্মী প্রাচীন লক্ষণগুলি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র: ১৪.৬১)। এখন আলোচিত হবে পালিতে বৈদিক ভাষার সমধর্মী লক্ষণগুলি। অবশ্য প্রাকৃতেও এইরূপ বৈদিক প্রভাব[৬]—

৫ দ্র: *S. Sen* : *ibid* p. 208

৬ দ্র: *Pischel* : GK ff 6

পালির মত সুপ্রচুর না হলেও—অসুলভ নয় (দ্র: ১৮.১৯)। কিন্তু সেই লক্ষণগুলি হয় সংরক্ষণশীল প্রাকৃতে রক্ষিত অথবা স্থানীয় বিবর্তনে সীমাবদ্ধ।

১৬.৪২ পালি ভাষায় বৈদিক প্রভাব—

১। বৈদিক ভাষার মত স্বরমধ্যগত ড্, ঢ্-এর ল্., ল্.হ (*ḷ, ḷh*) ধ্বনিতে পরিণতি, যথা—সং পেডা, আপীডা, রূঢ়, মীঢ>পালি পেলা., আবেলা., রূল্.হ, মীল্.হ।

২। অ-কারান্ত শব্দের ১মার বহুবচনে (পুং) বিভক্তি -আসে (পালি ধম্মাসে<বৈ ধর্মাসঃ) ইত্যাদি।

৩। অ-কারান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে ১মার বহুবচনে সংস্কৃতসুলভ -আনি বিভক্তির পাশাপাশি বৈদিক -আ বিভক্তি, যথা—পালি রূপা, নেত্তা, ফলা (এবং রূপাণি ইত্যাদি)<বৈ (সং) রূপা(ণি), নেত্রা(ণি), ফলা(নি)। অন্যান্য শব্দের ক্লীবলিঙ্গেও এইরূপ, যথা—অক্খী (এবং অক্খীনি), রত্তী (এবং রত্তীনি)=বৈ (সং) অক্ষী(ণি), রাত্রী(ণি)।

৪। অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার ১বচনে -এন বিভক্তি ছাড়াও বৈদিক -আ বিভক্তি, যথা—সহত্থা (=সং স্বহস্তেন), য়োগা (=য়োগেন), ধম্মা (=ধর্মেণ)।

৫। অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার বহুবচনে -এহি বিভক্তি বৈদিক -এভিঃ বিভক্তিজাত, যথা—ধম্মেহি (=ধর্মৈঃ, বৈ ধর্মেভিঃ)।

৬। 'গো' শব্দের ৬ষ্ঠীর বহুবচনে 'গোনং' পদ বৈদিক 'গোনাম্'-জাত (=সং গবাম্)।

৭। অস্মদ্ সর্বনাম-রূপের ১মা/২য়ার বহুবচনে বৈদিক অস্মে -জাত অম্হে (এবং ২য়া বহুব অস্মে)=সং বয়ম্, অস্মান্।

৮। বেদসুলভ ক্রিয়াপদে র্-উপাদানের প্রাচুর্য (দ্র: ৮.৫২.১৮ ; ১১.১৩।৯)। যেমন—আত্মনেপদী প্রথম পুরুষ বহুবচনের বিভক্তি -অরে (পালি বিজ্জরে <*বিদ্যরে, লভরে <*লভরে, দিস্সরে <*দৃশ্যরে তুঃ বৈ দুহ্রে, শেরে। অথবা লোটের প্রথমপুরুষ বহুবচনের -রুং তুঃ বৈ -রাম্ ইত্যাদি)।

৯। আত্মনেপদী উত্তম পুরুষ বহুবচনে -মসে (যথা—দদামসে, ভবামসে)

—বিভক্তির প্রয়োগ বেদের পরস্মৈপদী বিভক্তি -মসি (যথা বৈ চরামসি) প্রভৃতির সাদৃশ্যে গঠিত।

১০। ভ্বাদিগণীয় জি-ধাতুর স্থলে বৈদিক ক্র্যাদিগণীয় রূপ অর্থাৎ জয়তি পদের স্থলে জিনাতি ইত্যাদি রূপ।

১১। ল্যবর্থক অসমাপিকার (gerund) -ত্বা প্রত্যয়ের স্থলে বৈদিক -ত্বান (বৈয়াকরণ উল্লিখিত) এবং তজ্জাত *-ত্বূন (ক্ষয়িত ক্রম) প্রত্যয়ের ব্যবহার, যথা—পালি গন্ত্বা, গন্ত্বান, গন্তূন (=গত্বা) ইত্যাদি।

১২। লঙ্ ও লুঙ্ প্রাকৃতের মত একাকার হয়ে গেলেও বেদসুলভ বিশুদ্ধ লুঙ্-পদের প্রাচুর্য (অর্ধমাগধীর মত) দেখা যায়। যথা—প্রথম পুরুষ ১বচনে অকা (<বৈ অকঃ), অদা (<অদাৎ); উ পু অগমিং (তু: অক্রমীম্) ইত্যাদি। লুঙ্-পদের আত্মনেপদ প্রথম পুরুষ বহুবচনের বিভক্তি -রে, -রুং (তু: বৈ -রে, -রন্) ইত্যাদির ব্যবহার, যথা—পালি অবজ্ঝরে, অমঞ্ঞরুং<√বন্ধ্, মন্ ইত্যাদি।

১৩। লঙ্ ও লুঙ্ পদে অতীতকালবাচক আগম-উপসর্গের (augment) প্রয়োগ বেদের মতই বৈকল্পিক [(অ)পুচ্ছিংসু]।

১৪। বৈদিক 'ভাব' অভিপ্রায়ের (লেট্) প্রয়োগ গাথা সাহিত্যে মেলে ক্বচিৎ, যথা—কাময়াসি, বিতরাসি ইত্যাদি।

১৫। বৈদিকের মত তুমর্থক অসমাপিকার (infinitive) প্রয়োগ, যথা— -তবে (পালি দাতবে, ম্নাতবে) এবং দুর্লভ প্রত্যয় -সে (পালি এতসে)।

১৬। শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রেও বেদের সঙ্গে পালির সাধর্ম্য দেখা যায়। যেমন একটি উদাহরণ, পালি সিম্বল, -লী (তু: অর্ধমাগধী সিম্বলী) নিশ্চয়ই সং শাল্মলী -জাত নয় (>অর্ধমাগধী সামলী)। শব্দটি আসলে এসেছে বৈদিক শিম্বল থেকে।[৭] অথবা পালি কীব(ং) 'কত পরিমাণ, কতদূর' (তু: পালি কীব-দূরং) এসেছে বৈদিক কীবন্ত্ শব্দ থেকে, সংস্কৃত কিয়ন্ত্ থেকে নয়।[৮]

৭ দ্র: *Geiger* : PLL ff 34 ; *Pischel* : GK ff 109

৮ দ্র: *Geiger* : PLL ff 46

১৬.৪৩ পালিতে প্রত্ন-আর্য উপাদান—

কেবল বৈদিকের সঙ্গে পালির সাধর্ম্য ব'লে নয়, এমন অনেক বৈশিষ্ট এতে দেখা যাবে—যা' সংস্কৃতের চেয়েও প্রাচীন—বিশেষত স্বরধর্মের (vocalism) ক্ষেত্রে। এই প্রাচীন লক্ষণগুলি অনেকাংশে প্রত্ন-আর্য স্তরের আর তার সমর্থন মিলছে কেবল অন্যান্য প্রাকৃতে নয়, অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়ও বটে। এইজাতীয় কয়েকটি উদাহরণ হল—

১। স্বরক্রমের বিভিন্নতা : যেমন পালি গরু = সং গুরু (কিন্তু তুলনীয় সং গরীয়স্, গরিষ্ঠ) আসলে একই শব্দের দুইটি ক্রম (gradation) থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ মূল *g^wṛru (ক্ষীণক্রম) : g^wor (গুণক্রম)। পালি গরু, সং গুরু থেকে উদ্ভূত নয়। এইরূপ সং স্বপ্ন : পালি সুপিন (ক্ষীণক্রম) তু: গ্রীক *hupnos* (< *supnos*)। পালিতে সং স্বপ্ন শব্দজাত রূপও রয়েছে যথা, সোপ্প। সং ত্বরিত : পালি তুরিত (ক্ষীণক্রম)। দ্র: ১১.১৩।৪।

২। প্রত্ন-আর্যে ঋ-ধ্বনির অস্তিত্ব : যেমন পালি সঠিল (এবং সিথিল) = প্রা সিঢিল কিন্তু সং শিথিল। স্পষ্টতই প্রাকৃতে মূর্ধন্যীভবন ঘটেছে পূর্বস্থিত ঋ-এর প্রভাবে—যে ঋ-ধ্বনি প্রাকৃতায়িত হয়েছে বিভিন্নভাবে। সুতরাং মূল শব্দ ছিল *শৃথিল (তু: সং√শ্রথ্)।

৩। বিপ্রকর্ষজনিত পরিবর্তন : যেমন পালি পুরিস, পোরিস, পোস কিন্তু সং পুরুষ—মূল ছিল *পূর্ষ। লক্ষণীয় এই মূল থেকেই পালি পোস-শব্দের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক।

৪। মূল অজ্ঞাত : যেমন পালি মিলক্খ, মিলক্খু = অর্ধমাগধী মিলক্খু কিন্তু সং ম্লেচ্ছ = অর্ধমাগধী মেচ্ছ, মিছ, পালি মিলিচ্ছ। চ্ছ এবং ক্খ -জাতীয় পরিবর্তন প্রমাণ করে, শব্দটি বিদেশী। দ্র: ১২.১৩ পৃ: ২২৭।[৯]

৫। ইন্দো-ইরাণীয় *$\gamma z\check{h}$ > সং ক্ষ কিন্তু পালি গ্ঘ ; যেমন সং প্র-ক্ষরতি কিন্তু পালি পগ্ঘরতি, প্রাকৃত পজ্ঝরই, ঝরই তু: আবেস্তিক *γžar* গ্রীক *phtheirō*।

৬। ইন্দো-ইরাণীয় **zd* পালিতে পরোক্ষভাবে রক্ষিত কিন্তু সংস্কৃতে

৯ দ্র: *Mayrhofer* : KEWA Band II p. 699

z-ধ্বনি লুপ্ত। যথা—পালি নিড্ড কিন্তু সং নীড<ই ইরা *nižda-*<ই ইউ *nisdo* (: *ni-sed*) তু: ইংরাজী *nest* । সংস্কৃতে একটি ব্যঞ্জনের লোপজনিত দীর্ঘ পূরক স্বরের আবির্ভাব (compensatory lengthening) এখানে ঘটেছে (দ্র: ১১.১৩।৩)।

৭। ইন্দো-ইউরোপীয় **dh* পালিতে রক্ষিত কিন্তু সংস্কৃতে হ্-ধ্বনিতে পরিণত, যথা— পালি ইধ 'এখানে' কিন্তু সংস্কৃতে ইহ তু· আবেস্তিক *iδa* প্রা: পারসীক *idā* গ্রীক *iθa-* (তু: *itha-genēs*) । দ্র: ১১.১৩।১ ।

৮। সর্বনাম-মূলের বিভিন্নতা : যেমন প্রশ্নবোধক সর্বনামমূল *কি -জাত পালি কিস্‌স= 'কিস্য, কস্য (৬ষ্ঠীর ১ব) তু. সং কি-ম্ । এইরূপ ৭মীর ১বচনে পালি কিস্মিং, কিম্‌হি (তু: বাংলা কিসের, কীসে), তুলনীয় মাগধী কীশ ইত্যাদি ।[১০] অবশ্য এই কি -মূল সর্বনাম বেদেও ১মা/২য়াব একবচনে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে (দ্র: ৮ ৪০।৭, ৮.৬৩) ।

৯। পালি সামং 'নিজে' শব্দের অনুরূপ সংস্কৃতে মেলে না কিন্তু অন্যত্র সমর্থিত হয়, যথা—আবেস্তিক *hāma* প্রা: শ্লাবিক *samŭ* ।[১১]

১০। সং অস্ ধাতুজাত বিধিলিঙের একটি পদে প্রাচীনত্ব সংরক্ষিত হয়েছে পালিতে, যেমন পালি অস্‌স=সং স্যাৎ (√অস্) <*অস্যাৎ তু: গ্রীক *eie*<**es-yē-t* । অশোকানুশাসনেও (গির্নারে) এই প্রাচীনত্ব রক্ষিত, যথা—অস (=অস্‌স) ।

১১। সনন্ত প্রকরণে সংস্কৃত ধাতুতে অনেকসময় উ-অক্ষর দেখা যায় (ধাতুস্থিত উ-কারের প্রভাবে), কিন্তু স্বাভাবিক ই-ধ্বনি যুক্ত অক্ষরের অভ্যাস পালিতে রক্ষিত হয়েছে, যথা—পালি জিগুচ্ছতি কিন্তু সং জুগুপ্সতে। পালির অভ্যস্ত অক্ষর জি- আসলে প্রাচীন (<*জিগুপ্সতি)। সনন্ত পদগঠনে ই-যুক্ত অভ্যাসই স্বাভাবিক (তু: সং পিপাসতে, আবেস্তিক *cixšnuša* 'অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক')।

১২। পালিতে একটি প্রাচীন ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় বিভক্তি রক্ষিত, যথা—পালি সব্‌বধি 'সর্বত্র' তু: গ্রীক *-thi* -যুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ । দ্র: ১১.১৩।১ ।

---

১০ দ্র: *Pischel-*: GK ff 103 ; *Geiger* : *ibid* ff 34
১১ দ্র: *Burrow* : SL p. 46

১৩। পালিতে বিভিন্ন ক্রিয়াবিশেষণীয় মূল রক্ষিত, যথা—পালি এথ 'এখানে' কিন্তু সং অত্র (মূল ই-, অ-+ত্র) তু: বৈদিক ইত্থা, আবেস্তিক *iθra*।

১৪। পালিতে আত্মনেপদী প্রথমপুরুষ বহুবচনে র্-যুক্ত বিভক্তির প্রয়োগ (রিজ্জরে<*রিদ্যরে) বৈদিক ও অন্যান্য প্রাকৃতেও মেলে (তু: বৈ দুহ্রে, শেরে, গিনর্ণার আরভরে)। দ্র: ৮.৫২.১।৮; ১১.১৩।৯)। হিট্টী, তুখারীয় কেলতিক এবং ইতালিকে এই র্-যুক্ত ক্রিয়াপদ মেলে (দ্র: ২.৪০।৬চ)।[১২]

১৬.৪৪ সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় পালির প্রাচীনত্ব—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ও মধ্যস্তরভুক্ত ব'লে পালি ও প্রাকৃতের পার্থক্য মূলত বিবর্তনগত। আর এই ক্রমিক বিবর্তনজনিত যে বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা' পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র: ১৪.৬১)। সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় পালির প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করা যাবে এমন আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল—

১। পালিতে প্রাকৃতসুলভ অয়, অব>এ, ও—এই পরিবর্তন দেখা গেলেও অনেকক্ষেত্রে অয়, অব রক্ষিত হয়েছে, যেমন—পালি জয়তি/জেতি, লবণ/লোণ ইত্যাদি।

২। স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রাকৃতে লুপ্ত কিন্তু পালিতে রক্ষিত যথা—সং ভবতি>প্রা হোই (পালি হোতি); সং লোক>প্রা লোঅ (পালি লোক), সং হৃদয়>প্রা হিঅঅ (পালি হদয়), সং গজ>প্রা গঅ (পালি গজ) ইত্যাদি। এইরূপ মহাপ্রাণ বর্ণও প্রাকৃতে হ্-ধ্বনিতে পরিণত কিন্তু পালিতে রক্ষিত, যথা—সং মুখ>পালি মুখ, প্রা মুহ।[১৩]

৩। সং ন্, ণ্ এবং য্ পালিতে রক্ষিত কিন্তু প্রাকৃতে সেগুলি পরিণত হয়েছে যথাক্রমে ণ্ এবং জ্ রূপে, যথা—পালি নিয় (প্রা ণিঅ)<সং নিজ; পালি যথা (শৌ জধা, মাগধী যধা)<সং যথা।

৪। পালিতে মূর্ধন্যীভবন দেখা গেলেও প্রাকৃতের মত ব্যাপক নয়, যথা—

---

১২ দ্র: *Gray* : FOL pp. 26, 218-219

১৩ দ্র: *Pischel* : GK ff 186, 188

সং মৃত>পালি মত (প্রা মট), সং কৃত>পালি কত (প্রা কট), সং সংবৃত্ত >পালি সংবুত্ত (প্রা সংবুট্ট) ।

৫। পালিতে অনেকসময় সংস্কৃত যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হয় নি (বিশেষত স্-যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে), যথা—স্ম : পালি অস্মি, অম্হি (√অস্) ; ৫মীর ১বচনের বিভক্তি -স্মা,- ম্হা ; ৭মীর ১বচনে -স্মিং, ম্হি ; সং আয়ুষ্মান্ >পা আয়স্মা। স্ব : যেমন পালি স্বাগত ; স্বে, সুবে<সং শ্বঃ। স্পর্শবর্ণ+র্ : পালি তত্র, তথ; ভদ্র, ভদ্দ ইত্যাদি। স্পর্শবর্ণ+য্, ব্ : পালি আরোগ্য, কচি (=কচিৎ) ; ল্যবর্থক প্রত্যয় -ত্বা, ত্বান ; দ্বে/দুবে। পালিতে -ব্য -ও রক্ষিত হয়েছে, যথা—ব্যাবট প্রা বাবড<সং ব্যাপৃত।

৬। প্রাকৃতের অনেক ধ্বনিপরিবর্তন পালি-উত্তর যুগের বৈশিষ্ট্য, যথা—

ক॥ সং হ্ব>পা ব্‌হ, প্রা ব্‌ভ (সং জিহ্বা>পা জিব্‌হা, প্রা জিব্‌ভা)।

খ॥ সং হ্য>পা য়্‌হ, প্রা জ্‌ঝ (সং মুহ্যতে>পা মুয়্‌হতে, প্রা মুজ্‌ঝই)।

গ॥ সং র্য, দ্য ইত্যাদি জাত প্রাকৃত জ্জ (তু: মাগধী য়্‌য়) কিন্তু পালি য়্‌য় (সং আর্য>পা অয়্‌য়, অরিয়, প্রা অজ্জ ; সং উদ্যান পা উয়্‌য়ান, প্রা উজ্জাণ)।

৭। শব্দরূপের ক্ষেত্রে পালিতে অনেক সময় ৪র্থী বিভক্তি রক্ষিত (বিশেষত প্রাচীন গাথাসাহিত্যে), যথা—সগ্‌গায় গচ্ছতি (<সং স্বর্গায় গচ্ছতি) ।

৮। পালির অনেক বিভক্তিযুক্ত পদ প্রাকৃতের চেয়েও প্রাচীন। যেমন ৫মীর ১বচনে 'দেব' শব্দ পালিতে দেবা, দেবতো (<সং দেবাৎ, দেবতঃ) এবং সর্বনামের বিভক্তিযুক্ত পদ দেবস্মা, দেবম্হা (<*দেবস্মাৎ)। কিন্তু প্রাকৃতে প্রাচীনতর রূপ 'দেবা' থাকলেও নবীন পদগঠন দেখা যায়, যথা—দেবত্তো (<সং দেবাৎ+তস্), দেবাদো, দেবাও (<সং দেবাৎ>দেবা+তস্) এবং এদের পরিণতি দেবাহু, দেবাউ। এছাড়া দেবাহি এবং দেবাহিংতো (<-ভ্যস্+তস্)। এইরূপ তুলনীয় আ-কারান্ত শব্দে ১মার বহুবচনে পালি গঙ্গা, গঙ্গায়ো কিন্তু প্রাকৃতে গঙ্গা, গঙ্গাও, গঙ্গাউ ইত্যাদি। ঋ-কারান্ত শব্দের ৬ষ্ঠীর ১বচনে পালিতে নবীন পদ পিতুনো, পিতুস্স থাকলেও প্রাচীন পদ পিতু

(<সং পিতুঃ) রক্ষিত কিন্তু প্রাকৃতে তা' নয় (তু: শৌ, মাগ পিদুণো, মাহা অমা পিউণো, পিউস্‌স, মাহা পিয়রস্‌স) ।

৯। নির্দেশক সর্বনাম ইম-মূলের প্রসার পালিতে দেখা যায় অনেকস্থলে যেমন, ক্লীবলিঙ্গ ১মা/২য়ার ১ব ইদং, ইমং ; পুং/স্ত্রীলিঙ্গ ১মার ১ব বাদে অন্যত্র যেমন ইমিনা (=অনেন), ইমস্‌স (=অস্য) ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃতে পুং/ স্ত্রীলিঙ্গ ১মার ১বচনেও তা' বিস্তৃত হয়েছে, যথা—পালি অয়ং (পুং) প্রা ইমো ; পালি অয়ং (সং ইয়ং) প্রা ইমা ইত্যাদি ।

এইরূপ যুষ্মদ্‌ শব্দের ১মার ১বচনে পালিতে ত্বং, তুবং (<বৈদিক তুঅম্‌ = তুবম্‌)। কিন্তু প্রাকৃতে ২য়ার ১বচনের সাদৃশ্যে নতুন মূল তুম- এবং আরও অনেক পদ তং, তুং, তুবং, তুহং। ৬ষ্ঠীর ১বচনেও পালির তব, তে, তুয়্‌হং পদের স্থানে প্রাকৃতে মেলে তে, তুহ(ং), তুজ্‌ঝ, তুম্‌হং, তুম্ম, তু ।

১০। সংস্কৃত ধাতুর দশটি গণ প্রাকৃতে অ-যুক্ত গণ এবং এ-যুক্ত গণে পরিণত হলেও পালিতে কিন্তু প্রাচীন ধাতুরূপের অনেকাংশ রক্ষিত, যথা—সং শৃণোতি, করোতি, দদাতি>পালি সুণোতি (শৌ সুণাদি), করোতি, আত্মনে কুর্‌বতে (শৌ করেদি), দদাতি, দেতি (শৌ দেদি) ।

১১। প্রাকৃতের মত কর্মবাচ্যে পরস্মৈপদী বিভক্তির প্রয়োগ পালিতে দেখা গেলেও গাথাসাহিত্যে আত্মনেপদী বিভক্তিও অসুলভ নয়। -মান/-আন -যুক্ত আত্মনেপদী শত্রর্থক প্রয়োগ পালিতে থাকলেও প্রাকৃতে খুব বিরল ।

১২। পালিতেই লভ্য এমন একটি বৈশিষ্ট্য হল অতীতবাচক ভাবষ্যৎ বা লৃঙ্‌-এর (conditional) প্রয়োগ, যথা—পালি অভবিস্‌স (<সং অভবিষ্যৎ) ইত্যাদি। অভিপ্রায় ভাবের (subjunctive mood) কচিৎ প্রয়োগও মেলে গাথা সাহিত্যে (রিতরাসি, কাময়াসি) ।

১৩। লঙ্‌ ও লুঙ্‌ একাকার হয়ে নতুন অতীত কালের পদ পালিতে গঠিত হলেও বিশুদ্ধ লুঙ্‌ পদও (বিশেষত শিশ্‌ লুঙ্‌) মেলে, যথা—অকা (<বৈ অকঃ) ইত্যাদি। অতীতের আগমও রক্ষিত হয়েছে কচিৎ পালিতে (অর্ধমাগধীর মত) ।

১৪। কর্মবাচী লুঙ্‌ (aorist passive) -পদগঠনে প্রথম পুরুষ

একবচনে ই-বিভক্তি পালিতে রক্ষিত (যথা, অভেদি, নিরোধি = সং অভেদি, অরোধি)। এইজাতীয় প্রয়োগ প্রাকৃতের মধ্যে মেলে কেবল অর্ধমাগধীতে।

১৫। প্রাকৃতের অনেক ক্রিয়াপদের বিভক্তি ও রূপ পালি-উত্তর বিবর্তনের ফল। যথা—

ক॥ পালি লোট্ পরস্মৈ ম পু বহুব -থ (<লট্)>প্রা হ (মাগ ধ)।[১৪]

খ॥ নাসিক্যবর্ণ যুক্ত পালি ক্রিয়াপদ (লুম্পতি, মুঞ্চতি ইত্যাদি) প্রাকৃতে নাসিক্যধর্ম সাধারণত হারিয়ে ফেলে।[১৫]

গ॥ লোট্, আত্মনে ম পু ১ব -স্‌স (<সং -স্ব) >প্রা -সু।[১৬]

ঘ॥ পালিতে ইয়/ঈয় -যুক্ত লট্‌মূল কর্মবাচ্যের প্রয়োগ থাকলেও (যথা পুচ্ছীয়তি, পুচ্ছিয়তি) প্রাকৃতে অর্বাচীন -ইয়/ঈয় বিকরণের প্রাধান্য বেড়ে গেছে।[১৭]

১৬.৫০ বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত (খ্রী: পূ: ২০০—খ্রী: অ: ৩০০)[১৮]—

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি এপর্যন্ত চারটি ভাষায় রক্ষিত হতে দেখা গেছে— (ক) সংস্কৃত (যেমন অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, খ্রী: অ: ২য় শতক)। (খ) দক্ষিণ হীনযানী ব্যবহৃত পালি। (গ) উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতে লিখিত খরোষ্ঠী ধম্মপদের ভাষা এবং (ঘ) উত্তর ভারতের মহাযানী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত বৌদ্ধ সংস্কৃত (সংক্ষেপে বৌ সং)।[১৯]

---

১৪ দ্র: *Geiger* : PLL ff 125 ; *Pischel* : GK ff 471

১৫ দ্র: *Geiger* : PLL ff 135 ; *Pischel* : GK ff 485

১৬ দ্র: *Geiger* : PLL ff 126

১৭ দ্র: *Geiger* : PLL ff 176 (2) footnote (2) ; *Pischel* : GK ff 526 ff

১৮ দ্র: *Edgerton* : Buddhist Hybrid Sanskrit এবং Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar

১৯ বৌদ্ধ রচনার ভাষাবৈচিত্র্যই প্রমাণ করছে যে বৌদ্ধ গ্রন্থকাররা 'বুদ্ধবচন'ই অনুসরণ করেছিলেন। "সকায় নিরুত্তিয়া"র (চুল্ল বগ্‌গ ৫।৩৩।১ = বিনয় পিটক ২।১৩৯) অর্থ মাগধী-আশ্রিত

'সংস্কৃত' অভিধা থাকলেও কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃত আসলে প্রাকৃত। আর পালিরই মত এর ভাষায় ঘটেছে উপভাষাগত মিশ্রণ। কিন্তু পার্থক্য হল, এতে সংস্কৃত অপেক্ষা সংস্কৃতায়নের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। পালিতে সংস্কৃত শব্দ কচিৎ মেলে (যেমন আরোগ্য, রাকা, স্বাগত, ক, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি) এবং তা' সংস্কৃত থেকে অনুকৃত (borrowed)। পালির মতই বৌদ্ধ সংস্কৃতের আদিভূমি অথবা মূল উপভাষাগত প্রাচীনতর ভিত্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা' সফল হয় নি।

বৌদ্ধ সংস্কৃতের প্রাচীনতম রচনা হল সম্ভবত মহাবস্তু (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক)। এখানে গদ্য ও পদ্য সমভাবে ব্যবহৃত আর উভয় অংশেই সংস্কৃতায়ন ঘটেছে কিন্তু আংশিক ও অসম্পূর্ণভাবে। পরবর্তীযুগের সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর (খ্রী: অ: ১ম-২য় শতক), গণ্ডব্যূহ, সুবর্ণভাসোত্তমসূত্র, সমাধিরাজসূত্র গ্রন্থগুলির পদ্যের ভাষায় মহাবস্তুসুলভ প্রাকৃতায়ন ঘটলেও গদ্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রায়ই সংস্কৃত ব'লে ভুল হবার সম্ভাবনা—যদিও খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এতে রয়েছে অ-সংস্কৃত শব্দ, প্রাকৃত শব্দ, এবং প্রাকৃত শব্দের সংস্কৃতায়ন অথবা সংস্কৃত শব্দের অর্থবিকৃতি। এমনকি মহাবস্তু ও পরবর্তী রচনায় সংস্কৃত লিপিবিধি (orthography) রক্ষিত হলেও ছন্দঃ-রীতির বিচারে তাদের প্রাকৃতধর্ম বোঝা যায় (যেমন সংস্কৃতের মত আদিতে সংযুক্তব্যঞ্জন অথবা পদান্তে ব্যঞ্জন থাকলেও আসলে সেগুলিতে প্রাকৃত উচ্চারণই অনুসৃত হত)[১]। আরও পরবর্তী স্তরে 'দিব্যাবদান' বা 'অবদানশতক' (খ্রী: অঃ ১ম-২য় শতক) -জাতীয় রচনায় সংস্কৃতায়ন গদ্য ও পদ্য—উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাপক (দ্রঃ ৭.৩২)।

বৌদ্ধ সংস্কৃতে এমন কতকগুলি প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলি সাধারণ প্রাকৃতেও দেখা যায় না—যেমন (বিশেষ ক'রে মহাবস্তুতে লভ্য) কয়েকটি উদাহরণ—

বুদ্ধের ভাষা নয়, তা' হল জনগণের নিজ নিজ মাতৃভাষা। দ্বিতীয়ত, এই ভাষাবৈচিত্র্যই প্রমাণ করছে—বৌদ্ধ সংস্কৃত বা পালির অন্তঃস্তলে যে একটি নির্দিষ্ট স্থানের ভাষাই সক্রিয় ছিল—এমন কোন স্থিরতা নেই।

১। অ-কারান্ত শব্দের ৭মীর ১বচনে -এস্মিং, এস্মিং(তু: লোকেস্মিং)—যদিও পালির মত -অস্মিং, অস্মি প্রয়োগও মেলে ; কিন্তু -অংহি (=পালি -অম্হি, প্রা -অম্মি) দুর্লভ (তু: নিখিলংহি লোকে)।

২। অ-কারান্ত শব্দে বহুবচনেব সম্বোধন পদে -আহো বিভক্তি (বৌ সং কুমারাহো) তু: মাগধী -আহো, অপভ্রংশ -অহো, অহু।

৩। কচিৎ পদান্ত -অঃ>এ (পালির মত), যথা—অন্তে<সং অন্তঃ, পুরে< সং পুরঃ।

৪। আ-কারান্ত শব্দেব ১মা/২য়ার বহুবচনের বিভক্তি -আয়ো, যথা—তায়ো (=সং তাঃ) তু: পালি -আয়ো, প্রা -আও।

৫। ঋ-কারান্ত শব্দের তির্যক কারকে (oblique case) -অরে, -অরি -শব্দমূল ব্যবহার (কেবল গদ্যে) অর্থাৎ শব্দমূল পিতরে- , পিতরি- (যেমন ৩য়া ১ব পিতরেণ তু অশো পিতিনা, প্রা পিদুণা, পিউণা (: পিতি-/পিতু- <সং পিতৃ-)।

৬। আশ্রিত মূল (enclitic) স-এর ৬ষ্ঠীর বহুবচনে -সানং=সং তেষাম, তাসাম্ তু: প্রা সে=তস্য, তস্যাঃ<স-/-ত।[২০]

৭। ক্রিয়াপদে পুরুষ ও বচনের বিভক্তির বিপর্যয় (বিশেষত প্র পু এক বচনের ক্রিয়াপদে) যথা—ত্বং…ভরতি (দিব্যাবদান, ৫০৪।৬)—যা’ প্রাকৃতে মেলে না।

৮। লট্ এবং বিধিলিঙ্ পদেও অ-যুক্ত আগমের ব্যবহার (বিশেষত ভাষ্ ধাতুর ক্ষেত্রে) যেমন, অধ্যভাষতি, অভ্যষিঞ্চেৎ —পালিতে এইজাতীয় প্রয়োগ কচিৎ।

৯। স্থা ধাতুর লট্ রূপে স্থিহতি (=তিষ্ঠতি) তু: পালি ঠহতি=বৌ সং স্থহতি (দুর্লভ)। সম্ভবত স্থিহতি হল মিশ্রণজাত পদ অর্থাৎ স্থহতি+তিষ্ঠতি, স্থিত, স্থিত্বা ইত্যাদি।

---

২০ তদ্-সর্বনামের আশ্রিত মূলের (enclitic) বিকল্প প্রয়োগ (যেমন ত্বর : তে=মম : মে=তস্য : *সে<স-/ত-) খুব প্রাচীন। যেমন আবেস্তায় ৬ষ্ঠীর ১ব *sōi*, *hōi*, *sē*, *hē* ; প্রা: পারসীক *saiy* ; বৈদিক ২য়ার ১ব সীম্ ইত্যাদি দ্র: ৮.৬৩)।

১০। গম্ ধাতুর লৃটে অনিট্ প্রয়োগ, যথা—গংস্যাত ; ভূ ধাতুর লুঙ্-পদে অভুষি—কচিৎ সংস্কৃতায়িত অভূষীৎ তু: অশো প্র পু বহুবচন হুস্, উ পু ১ব হুসং।

১১। রামায়ণ/মহাভারতে সুলভ লৃট্-মূল অনুজ্ঞা (এবং সম্ভাবক) প্রাকৃতে না মিললেও এখানে মেলে (গমিষ্যতু, কারয়িষ্যেৎ) দ্র: ১০.৫২।

১২। লুঙ্ এবং বিধিলিঙ্-এর প্র পু বহুবচনে -এৎসু(ঃ), কচিৎ -অৎসু : (ই)ৎসু=সং -ইষুঃ ; যথা—বৌ সং ভবেৎসুঃ, মন্যেৎসু তু: অশো (শা) -ইসু পালি -ইসুং, পালি/অর্ধমাগধী -ইংসু।

১৩। ল্যবর্থক অসমাপিকার প্রত্যয় -ই <সং -য় ; যথা—বৌ সং পশ্যি <*পশ্য তু: অপভ্রংশ -ই।

১৪। বৌদ্ধ সংস্কৃতে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নি। যথা—

পরিন্দামি ‘হস্তান্তর করা, উপস্থাপিত করা’ তু: সং পরিদদামি ; অনুপরীত্ত ‘হস্তান্তরিত’<অনু-পরি-দা ; অখিল ‘অভদ্র, কর্কশ’, ; অগ্বতি ‘(সে) যায়’, অভিসার ‘দান, সম্মান’, ঋগিতি =ঋগ্-ইতি/রিগিতি ‘ক্ষণমুহূর্তে’ ; ছায়িকা ‘ছাই’ (তু: পালি ছারিকা, অমা ছারিয়া), নির্মাদয়তি ‘ধোয়’ ; পলিকুঞ্চিকা ‘খড়ের ছাওয়া ঘর’ ; প্রতিরহতি ‘বিরুদ্ধাচরণ করা, অমান্য করা’, সুখিল ‘সুখী’, দুঃখিল ‘দুঃখী’ ; সুস্তক ‘পাত্র’ ; উৎপ্লাবয়তি ‘বিপথে চালিত করা’ ; অন্যত্র ‘বিপরীতপক্ষে’ ; অপক্ষাল ‘দোষ’ ; অভিছাদয়তি ‘উপহার দেয়’ ইত্যাদি।

Edgerton পালি ও অপভ্রংশের সঙ্গে বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতের কিছু কিছু সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পালির সঙ্গে এর রূপতত্ত্বের (morphological) পার্থক্য প্রচুর। আর অপভ্রংশের সঙ্গে সাধর্ম্য থাকলেও স্বরূপত বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতের লক্ষণগুলি প্রাচীনতর। তাছাড়া অপভ্রংশের সঙ্গে বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতের সাধর্ম্য দেখে এর আঞ্চলিক ধর্ম বা উপভাষাগত আদর্শ বিচার করা চলে না। মূলত এই সমধর্মী লক্ষণগুলি কথ্য প্রাকৃতের সাধারণ ভূমি থেকেই উদ্ভূত।[২১]

২১ দ্র: *Edgerton* : BHSG ff 1. 105 p. 13

১৪.৬০ অশ্বঘোষের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত[২২] (খ্রীষ্টাব্দ ১ম শতক)—

অশ্বঘোষের নাটকের খণ্ডাংশ আবিষ্কৃত[২৩] হয় মধ্য-এশিয়া থেকে, আর হাতে লেখা তালপাতার পুঁথির বিচ্ছিন্ন অংশ সংকলন ও সম্পাদনা করেন H. Lüders (খ্রী: অ: ১৯১১)। এই নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃতের তিনটি সুস্পষ্ট ভাগ দেখা যায়—(ক) 'দুষ্ট' (rogue) চরিত্রের দ্বারা ব্যবহৃত প্রাচীন মাগধী (বা প্রাচ্য প্রাকৃত)। (খ) গণিকা (courtesan) এবং বিদূষক (jester) ব্যবহৃত প্রাচীন শৌরসেনী (বা পশ্চিমা প্রাকৃত)। (গ) গোভম্ চরিত্র -প্রযুক্ত প্রাচীন অর্ধমাগধী (বা প্রাচ্য-মধ্যা)। এই প্রাকৃতগুলির সঙ্গে অশোক-প্রাকৃতের যথেষ্ট মিল আছে। তবে অশোকানুশাসনের মত ক্বচিৎ স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জন ঘোষবর্ণে পরিণত হয় না (ব্যতিক্রম সুরদ<সং সুরত)।

প্রাচীন মাগধীসুলভ বৈশিষ্ট্য হল—পদমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন রক্ষিত। র্>ল্ (কলোমি<সং করোমি, কালনা<সং কারণাৎ)। সং ষ্, স্>শ্ (*কিষ্য>কিশ্শ)। পদান্ত -অঃ>এ (পদমধ্যে -ও-) [রুত্তে<সং রৃত্তঃ]। অহকম্<সং অহম্। ৬ষ্ঠীর ১বচনে -হো (মক্কটহো)। মাগধী প্রাকৃতের তুলনায় এর প্রাচীনত্ব হল : এখানে অহকম্ কিন্তু মাগধী হগে তু: অশোকানুশাসন হকং ; কিশ্শ (মাগধী কীশ)।

প্রাচীন শৌরসেনীর বৈশিষ্ট্য হল—পদান্ত -অঃ>-ও (আদংসো<সং আদর্শঃ, দুক্করো<সং দুষ্করঃ)। সং ন্য>ঞ্ঞ (হঞ্ঞন্তু)। সং জ্ঞ>ঞ্ঞ (অকিতঞ্ঞ<সং অকৃতজ্ঞ)। সং ঋ>ই (হিদয়েন<সং হৃদয়েন)। সং র্য>র্র (ধারয়িতর্রো)। সং ক্ষ>ক্খ (সক্খী<সাক্ষী, পেক্খামি<প্রেক্ষামি)। কৃদন্ত শানচ্ রক্ষিত (ভুঞ্জমানো)। শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে পার্থক্য হল এর বিশেষ প্রাচীনত্বে, যেমন ন্, ণ্-এ পরিণত হয় না। -য্-, জ্-এ পরিণত হয় না। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল—তুবম্ (সং ত্বম্ তু: পালি তুবং)। ইমস্স (<*ইমস্য তু: পালি ইমস্স, অশো ইমস)। খু<সং খলু (অশো এবং পালি খো), নং (অশোকানুশাসনেও প্রাপ্তব্য) <সং ননু। ভরাং (<সং ভরান্), করোথ (=কুরুথ), করিয় (<*কর্য=কৃত্বা তু: পালি -করিয়)।

---

২২ দ্র: *S. Sen* : CGMIA ff 14 এবং *Woolner* : IP p. 74

২৩ আবিষ্কারক : *Dr. Von Le Coq*

প্রাচ্য-মধ্যার বৈশিষ্ট্য হল—র্>ল্, পদান্ত -অঃ>-এ (ভট্টিদালকে, কলেতি)। -শ্-এর অনুপস্থিতি। স্বার্থিক -ক, -অক, -ইক প্রত্যয়ের প্রাচুর্য (কলমোদনাকং, -পণ্ডুলাকং<পাণ্ডুর+)। এই উপভাষার সঙ্গে অশোকানুশাসনের স্তম্ভলিপির বেশ মিল পাওয়া যায়।

১৬.৭০ ভাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত (খ্রী: অ: ২য়—৩য় শতক)—

ভাসের আবির্ভাবকাল সম্ভবত অশ্বঘোষের পরে কিন্তু কালিদাসের আগে। সুতরাং Winternitz এবং V. Lesny-র মতে তাঁর আবির্ভাবকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি। Lesny এই সিদ্ধান্ত এসেছেন ভাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার বিচার ক'রে। অবশ্য Sten Konow এবং Woolner-এর মতে ভাস আবির্ভূ'ত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের শেষাশেষি। Lesny-র ভাষাতাত্ত্বিক বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হল[২৪]—

১। অশ্বঘোষের প্রাকৃতে স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের লোপ হয় না কিন্তু ভাসে প্রায়শই ক্, গ্, চ্, জ্, ত্, দ্, প্, ব্, র্, য়্-ধ্বনির লোপ হয়—যদিও তা' কালিদাসের প্রাকৃতের মত অত সুলভ নয়। যথা—ভাসে অমুদঅ, ণঅর, মরিঅ, গঅ, চিট্‌ঠই, উদঅ<সং অমৃতক, নগর, মরিচ, গজ, তিষ্ঠতি, উদক ইত্যাদি।

২। পদাদি -য্- অশ্বঘোষে রক্ষিত কিন্তু ভাসে প্রায়ই -জ্-, যথা—জদা, জুগ <সং যদা, যুগ।

৩। একক ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা অশ্বঘোষে মাত্র একবার লক্ষিত (সুরদ< সং সুরত) কিন্তু ভাসে ত্>দ্, ট্>ড্ খুবই সুলভ; যথা—সং অমুদঅ, তডাঅ<সং অমৃতক, তটাক।

৪। অশ্বঘোষে ন্ রক্ষিত কিন্তু ভাসে ন্>ণ্। যথা—ণঅর <সং নগর।

---

২৪ দ্র: *V. Lesny*: ZDMG Vol 72, 1918, pp. 203-208 translated by *S. N. Ghosal*, JOIB Vol XIII no. 1, 1963 এবং *Woolner* : IP pp. 74-75; *W. Printz* : *Bhāsa's* Prākrit, Frankfurt, 1921

৫। সং জ্ঞ অশ্বঘোষের শৌরসেনীতে ঞ্‌ঞ (যেমন পরবর্তী মাগধী ঞ্‌ঞ) কিন্তু ভাসে ঞ্‌ঞ/ণ্ণ। যথা—ভাস : বিঞ্‌ঞাণ, বিণ্ণাণ<সং বিজ্ঞান। লক্ষণীয় শৌ প্রা ণ্ণ।

৬। ণ্য, ন্য অশ্বঘোষে ঞ্ঞ কিন্তু ভাসে পরবর্তী যুগের মত ণ্ণ। যথা—অণ্ণ <সং অন্য।

৭। পদমধ্যগত ছ্‌, জ্‌, ঠ্‌, ঢ্‌ বাদে অন্য ব্যঞ্জনের হ্‌-এ পরিণতি ভাসে প্রচুর কিন্তু অশ্বঘোষে একেবারেই বিরল, যথা—ভাসে অহিমুহ, মেহ, অহিঅ/অধিক, সোহা<সং অভিমুখ, মেঘ, অধিক, শোভা।

৮। সমীভূত যুক্তব্যঞ্জনের একটির লোপজনিত সম্পূরক দীর্ঘত্ব কালিদাসে প্রচুর কিন্তু ভাসে ক্বচিৎ, আর অশ্বঘোষে বিরল। যথা—ভাসে কাদব্‌ব, কত্তব্‌ব<সং কর্তব্য (তু: পরবর্তী প্রা কাদব্‌ব); কাদুং, কত্তুং <সং কর্তুম্; কীস, কিস্‌স<*কিস্য (তু: অশ্বঘোষের মাগ কিশ্‌শ, পালি কিস্‌স, প্রা কীস); দীসই, দিস্‌সদি<সং দৃশ্যতে (অশ্বঘোষে কেবল দিস্‌সদি, কালিদাসে দীসদি)।

৯। স র্য, য্য অশ্বঘোষে য্য, ভাসে য্য, পরবর্তী শৌ প্রাকৃতে জ্জ (তু: পালি য্য) যথা—কয্য, অয্য<সং কার্য, আর্য; সয্যাএ (<সং শয্যায়াম্) মাহা, অমা, জৈন মাহা সেজ্জাএ, মাগ শেয্‌যাএ।[২৫]

১০। অস্মদ্‌ শব্দের ১মার বহুব অশ্বঘোষে বয়ং (শৌ), কালিদাসে অম্হে (শৌ) কিন্তু ভাসে বয়ং, বঅং, অহ্‌মে; ৬ষ্ঠীর বহুব ভাসে অহ্‌মাঅং, অহ্‌মাণং [তু: অশ্বঘোষে তুম্(হ)াক(ং)] কিন্তু পরবর্তী প্রাকৃতে অহ্‌মাণং।

১১। ভাসে ২য়ার বহুব (পুং) -আণি (তু: প্রাচীন অর্ধ-মাগধী) কিন্তু পরবর্তী প্রাকৃতে -এ।

১২। ১মা/২য়ার বহুব (ক্লী) ভাসে -আণি (পালি -আনি), পরবর্তী প্রাকৃতে -আইং।

১৩। ৭মীর ১ব (স্ত্রী) ভাসে -আঅং [পালি আয় (ং)] কিন্তু পরে -আএ।

---

২৫ দ্র: *Woolner* : IP p. 192 footnote 2

১৪। যুষ্মদ্ সর্বনামের ৬ষ্ঠীর ১ব ভাসে তব (অশ্বঘোষেও তাই), পরবর্তী প্রাকৃতে তুহ।

১৫। সং গৃহ্লাতি ভাসে গণ্‌হদি (তুঃ পালি গন্‌হাতি), পরে গেণ্‌হদি।

১৬। কর্মকর্তৃবাচ্যের শত্রর্থক -ইঅমাণ (পালি ইয়মান), কিন্তু পরবর্তী প্রা -ইঅন্ত।

১৭। ল্যবর্থক অসমাপিকা করিঅ, গচ্ছিঅ কিন্তু পরে কদুঅ, গদুঅ <সং কৃত্বা, গত্বা।

১৮। কৃত্যপ্রত্যয়ার্থক পদ ভাসে কাদব্ব্র, কত্তব্ব্র কিন্তু পরবর্তী প্রাকৃতে কাদব্ব্র <সং কর্তব্য।

॥ ১৭ ॥

সাধারণ প্রাকৃতের ক্রান্তিপর্ব

[Transitional MIA]

১৭.১০ মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত খরোষ্ঠী নিদর্শন—

মধ্য ভারতীয় আর্য বা সাধারণ প্রাকৃতের ক্রান্তিপর্বের (খ্রী: পূ: ২০০—খ্রী: অ: ২০০) নিদর্শনগুলি হল[১]—

(ক) মধ্য এশিয়ার খোটানে পাওয়া খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত খরোষ্ঠী বা খোটানী ধম্মপদ। এই পুঁথি **Dutreuil de Rhins manuscripts** নামেও পরিচিত। এর ভাষা আসলে উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত—**H. W. Bailey** যার নাম দিয়েছেন "গান্ধারী প্রাকৃত"। তাই অশোক-প্রাকৃতের উত্তর-পশ্চিমার (খরোষ্ঠীলিপি লিখিত শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী) সঙ্গে এর মিল দেখা যায়। নিয়া প্রাকৃতের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য যথেষ্ট, কিন্তু এর ভাষা নিয়া প্রাকৃতের চেয়ে কিছুটা পুরোনো ধরণের আর ভাষাদর্শও সাহিত্য-ঘেঁষা সাধু। আনুমানিক রচনাকাল খ্রী: পূ: ১০০—খ্রী: অ: ১০০।

(খ) চীনা-তুর্কীস্তানে পাওয়া খরোষ্ঠী নিদর্শন—যা' সাধারণত 'নিয়া প্রাকৃত' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। চীনা তুর্কীস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন শান্‌শান্ (Shan-Shan বা Kroraina) রাজ্যের সীমান্তে নিয়া নামক স্থানের বালুকাস্তূপ থেকে এগুলি আবিষ্কার করেছিলেন Sir Aurel Stein। এই রচনাগুলি মূলত্ শাসনকার্য-বা বিচারবিষয়ক অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রাবলী বা তথ্যপ্রতিবেদন (report)। নিদর্শনগুলি প্রায় ৮৮ বছর সময়-পরিধির মধ্যে লিখিত। আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টাব্দ ৩য় শতক। ভাষাদর্শ এক ধাঁচের। বিবর্তনের চিহ্ন নজরে পড়ে না। এই ভাষারও

১ দ্র: *Burrow* : KhD ; *Katre* : PL pp. 31-33 ; *Sen* : CGMIA pp. 13-18

আদিভূমি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ার অঞ্চল। অশোকোত্তর যুগের উত্তর-পশ্চিমা খরোষ্ঠী প্রত্নলিপির সঙ্গেও এর সাধর্ম্য যথেষ্ট। খরোষ্ঠী ধম্মপদের সঙ্গেও এর মিল কম নয়। আধুনিক কালের দরদীয় ভাষার (বিশেষত তোর্‌ওয়ালী, Torwali) সঙ্গে এর সাদৃশ্য এখনও সুলভ। ভাষার মধ্যে বিদেশীয় ছাপ পড়েছে যথেষ্ট—যেমন ইরাণীয়, তুখারীয় দরদীয় বা মঙ্গোলীয়।

১৭.২০ খরোষ্ঠী নিদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা—

১৭.২১ খরোষ্ঠী নিদর্শন—নিয়া প্রাকৃত (সংক্ষেপে নি প্রা) এবং খরোষ্ঠী ধম্মপদের (সংক্ষেপে ধ) তুলনা করলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নজরে পড়ে—

খরোষ্ঠী নিদর্শনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য—স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা ও উষ্মীভবন। নিয়ায় সং ক্, চ্, ট্, প্ > গ্, জ্, ড্, ব্। সং -ত -ও সম্ভবত -দ- (এবং -δ-) -ধ্বনিতে পরিণত হত। কিন্তু স্থানীয় লিপিবিধিতে (orthography) ত্/দ্ -এর পার্থক্য সবসময় রক্ষিত হয় নি।[২] এই ক্, চ্, ট্, প্, এবং তজ্জাত গ্, জ্, ড্, ব্ হত আবার সময় সময় উষ্মীভূত (spirantised) অর্থাৎ গ্', শ্ (জ্'), ড্', ব্=[γ, ž, ɼ=ড়, υ]। শ্, ষ্, স্ -ধ্বনিও ঘোষবর্ণে পরিণত হত অর্থাৎ শ্>জ্' (=ž), স্>স্, ঝ্ (=z), ষ্>ষ্ (=ž, z ?)। উদাহরণ : নি প্রা অবগ'জ', প্রগুর, কোডি', কিড', অপ্রি<সং অবকাশ, প্রচুর, কোটি, কৃত, অপি ; ধ য়ধ, প্রশঝতি, গোয়রি<সং য়থা, প্রশংসতি, গোচরে ; নি প্রা দঝ, মস<সং দাস, মাস।

লক্ষণীয়, খরোষ্ঠী নিদর্শনে অনেক সময় য় (y) উষ্মীভূত ব্যঞ্জনের স্থানে বসে অর্থাৎ য় স্থানে গ্' অথবা গ্' স্থানে য় ইত্যাদি। খরোষ্ঠী ধম্মপদেও চ্/জ্, ক্/গ্ এবং নিয়ার জ্ ইত্যাদির স্থানে য় ব্যবহৃত হয়েছে। স্বভাবতই য় উষ্মীভূত ব্যঞ্জনের প্রতীক। যেমন, নিয়ায় নিয়, ব্যগ'<সং নিজ, ব্যয় ; ধ উদয়, গোয়রি<সং উদক, গোচরে। চ্, জ্, স্থানে শ্ -এর ব্যবহারও লক্ষণীয় (প্রগুর<সং প্রচুর—পরে দ্রষ্টব্য)। -ড্ ধ্বনি যে -ড়্- ছিল তার

---

২ দ্র: *Burrow* : KhD ff 19

প্রমাণ ড্/র্-এর বিপর্যয়। যেমন—ধ রিসট/রিসর; নি প্রা শড'তংমি <*শরতংমি=সং *শরতস্মিন্।

এই উষ্মীভবনের আগের স্তর হল অঘোষবর্ণের ঘোষবত্তা, আর পরের স্তর হল উষ্মীভূত অঘোষ/ঘোষ মহাপ্রাণবর্ণের -হ্-এ পরিণতি আর অল্পপ্রাণের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের লোপ এবং সেই স্থানে শ্রুতি (glide) আগম। খরোষ্ঠী নিদর্শনে বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াও লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ—

ক ॥ অঘোষবর্ণের ঘোষবত্তা। এই ঘোষবত্তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় নাসিক্যধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে (পরে ·দ্রষ্টব্য), যথা—নি প্রা ঘ্রিদ, গদেমি, গংদরো<সং ঘৃত, গত+অস্মি, গন্তব্য); ধ রুব, দিব্-, যধ, পঢম <সং রূপ, দীপ-, যথা, প্রথম।

খ ॥ অঘোষ বা ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের হ্-এ পরিণতি৩ (প্রাচীন ভারতীয় আর্যে যার সূচনা)। বলা বাহুল্য, উষ্মীভবনের পরই এই পরিণতি সম্ভব। যথা—নি প্রা গোহোমি, লহংতি, প্রহুড', তহ<সং গোধুম, লভন্তে, প্রাভৃত, তথা; ধ ওহ, ওহসেতি, মুহ<সং ওঘ, অবভাসয়তি, মুখ।

গ ॥ সর্বশেষে একক অঘোষবর্ণের লোপ অথবা সেই স্থানে শ্রুতি (glide) অর্থাৎ হ্, য়্-ধ্বনির আগম। যথা—নি প্রা দিতএ/দিতগে', নি/নিয় <সং *দিত-ক=দত্ত, নিজ; ধ ধম্মিহো, সদিই, -ভোহ, চউরি তুঃ নি প্রা চউর (এবং চতু-); নি প্রা সমও/সমহো 'সঙ্গে', মহুলি<সং ধর্মিক-, সন্তিকে, ভোগ, চতুঃ, সমতঃ, মাতুলী।

১৭.২২ খরোষ্ঠী নিদর্শনের অন্যান্য বিশেষ লক্ষণগুলি হল—

১। সং ঋ>অ, উ, রু, রি, যথা—ধ বুঢ, দ্রিঢ, মুতু<সং বৃদ্ধ, দৃঢ, মৃতঃ; ধ কিত, নি প্রা ক্রিত, কিড'<সং কৃত; নি প্রা পগ'ড<সং প্রকৃত, হুডি<সং ভৃতি।

২। পদান্ত -অঃ>-উ/ও (ধ); নিয়ায় লুপ্ত অথবা -উ/ও (কচিৎ -এ, অ) যথা—ধ পনিতো/পনিতু, প্রতু<সং পণ্ডিতঃ, প্রাতঃ; নি প্রা সে, তদো, ইতো/ইতু, অগ্রতু/অগ্রত<সং সঃ, ততঃ, ইতঃ, অগ্রতঃ। নিয়ায় কচিৎ পদাদি এবং ধম্মপদে পদান্ত এ>ই, যথা—নি প্রা ছি'ত্র<সং ক্ষেত্র; ধ ইমি<সং ইমে।

---

৩ দ্র: *Burrow : ibid* ff 27

৩। সং অয়, অব : অয় রক্ষিত বা এ-তে পরিণত, যথা—নি প্রা রয়ং, রেয়ং ; রে=সং রয়ং, স্বয়ং। নি প্রা ত্রেয়, ত্রে<সং ত্রয়-; প্রচে, প্রচেয়<সং প্রত্যয় ; নিয়ায় -এয় সম্ভবত -এ+১মা ১ব -অ। অব কচিৎ ও -ধ্বনিতে পরিণত। যথা—নি প্রা ওহর<সং অবহার ; ওহসেতি, অবসিঠ<সং অবভাসয়তি, অবশিষ্ট।

৪। পদান্ত -য়>ই, যথা—নি প্রা এশ্বারি<সং ঐশ্বর্য, মূলি<সং মূল্য। পদান্ত -আয়>নি প্রা -অএ, অয়ে ; ধ -ই, যথা—নি প্রা করংনএ, করংনয়ে <সং করণায় : ধ সমদই<সং সমাদায়।

৫। -ধ্- (<সং ধ্, থ্) উষ্মীভূত (অর্থাৎ δ) হওয়ার ফলে শিশ্ধ্বনির (sibilant) ব্যবহার। যথা—নি প্রা মস্<সং মধু ; ধ গশন, শিশিল<সং গাথানাম্, শিথিল।

৬। শ্, ষ্, স্ মোটামুটি ভাবে রক্ষিত, তবে স্- ধ্বনিরই প্রাধান্য। এগুলির ঘোষবৎ রূপও রক্ষিত আছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

৭। কচিৎ র্>ম্, যথা—ধ নম; নি প্রা চিমর<সং নারম্, চীবর।

৮। খরোষ্ঠী ধম্মপদে নাসিক্যধ্বনি-যুক্ত অঘোষ ব্যঞ্জন নিয়মিত ভাবে ঘোষবর্ণে পরিণত হয়। নিয়াতে এই প্রবণতা সর্বত্র নয় (চ্-এর ক্ষেত্রে একেবারেই নয়)। শান্-শানের স্থানীয় উচ্চারণে ঘোষবর্ণ অঘোষবর্ণে পরিণত হয় বলেই সম্ভবত উপরোক্ত প্রবণতা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়।[৪] উদাহরণস্বরূপ— ধ পঞ্জ, সিঞ্জ, সঘর<সং পঞ্চ, সিঞ্চ, সংস্কার ; নি প্রা গংদরো<সং গন্তব্যঃ কিন্তু কিংচি, পংচ।

নাসিক্যধ্বনি-যুক্ত ঘোষ ব্যঞ্জন কিন্তু সমীভূত হয় নাসিক্যধ্বনিতে। ধম্মপদে এই প্রবণতা খুবই নিয়মিত। যথা—ধ পনিদো, প্রনোদি<সং পণ্ডিতঃ, প্রাপ্নোতি ; নি প্রা অনতি<সং আজ্ঞপ্তি।

৯। সং -ক্ষ- উভয় ক্ষেত্রেই রক্ষিত কিন্তু বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে।[৫] নিয়ায় -ছ' যে -ক্ষ- -এরই প্রতীক বা তারই কোন বিকৃতি এমন নিশ্চয়তা নেই।

৪ দ্র: *Burrow* : *ibid* ff 46

৫ খরোষ্ঠী নিদর্শনে স্ন, শ্চ, ষ্ণ, ইত্যাদি এইরূপ প্রতীকের সাহায্যে রক্ষিত দ্র: *Burrow* : KhD ff 49

ধম্মপদে কিন্তু ছ এবং ছ' এর কোন বিভেদ রক্ষিত হয় নি। উদাহরণ—নি প্রা ছে'ত্র, ভিছু'<সং ক্ষেত্র, ভিক্ষু ; ধ ছয়<সং ক্ষয়।

-ক্ষ- এর দুটি বিশেষ প্রাকৃতসুলভ বিবর্তনও দেখা যাবে খরোষ্ঠী নিদর্শনে। যথা—

ক ॥ ক্ষ্ (<ই ইরা $k\check{s}>\gamma\check{z}h$)>ঘ্ : যথা—নি প্রা ভিঘু<সং ভিক্ষু তু অশো চঘথ (ধৌ-জৌ) <চক্ষ্ (তু: আবেস্তিক *caš́an*), বৌ সং পঘরতি, পালি পগ্ঘরতি<সং প্রক্ষরতি।

খ ॥ ক্ষ্ (<ই ইরা $\check{s}\check{s}>\check{z}h$)>হ্ : যথা—ধ অবেহ<সং অপেক্ষা ; তুঃ অমা পেহা<সং প্রেক্ষা ; অপ দাহিণ<সং দক্ষিণ তু: আবেস্তিক *dašina*।

১০। র্/ল্ -যুক্ত ব্যঞ্জন সাধারণত রক্ষিত কিন্তু ধম্মপদে ল্-যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত, যথা—ধ ব্রোমি, ধর্ম (ধম); নি প্রা অগ্র, অত্র, অল্প, সর্ব (সর) কিন্তু ধ অপ, সগপ<সং অল্প, সংকল্প।

১১। আদি শিশ্ধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সমীভবন ঘটে কেবল এই এই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে—

শ্র>ষ [*z*] : যথা—নি প্রা মষু<সং শ্মশ্রু ; ধ ষরক<সং শ্রারক।

ষ্ম/শ্ম>নিয়ায় -ম- কিন্তু খরোষ্ঠী ধম্মপদে -স্ব- রূপে রক্ষিত, যথা—ধ অস্বি <সং অস্মিন্, নি প্রা -ংমি<সং -স্মিন্ (৭মী ১ব) [পরে দ্রষ্টব্য]।

ষ্ট, ষ্ঠ>ঠ : যথা—ধ অঠ, নি প্রা অট<সং অষ্ট। নি প্রা অবশিঠ<সং অবশিষ্ট।

স্ত, স্থ>থ : স্থা ধাতুর ক্ষেত্রে -স্থ- ধম্মপদে সর্বদা সমীভূত (>থ) কিন্তু নিয়ায় কচিৎ সমীভূত, যথা—ধ উঠন<সং উৎ-স্থান ; নি প্রা থিদ, স্তিদগ'<সং স্থিত।

সাধারণভাবে শ্, ষ্, স্ -যুক্ত ব্যঞ্জন নিয়ায় সমীভূত হয় না (যেমন, ৎস, শ্চ, ষ্ক, স্ত, ষ্প, শ্ব, ক্ষ ইত্যাদি) কিন্তু ধম্মপদে প্রায়শই সমীভবন দেখা যায়।

১২। ব্যঞ্জনবর্ণ+ব—এই সংযুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে—

ত্ম, ত্ব>র্ত্ব: নিয়া ও ধম্মপদে রক্ষিত, যথা—নি প্রা, ধ ত্মত্বন<সং আত্মনঃ ; কিন্তু নিয়ায় কচিৎ ত্ব>প যথা, নি প্রা চপরিশ '৪০'

<সং চত্বারিংশৎ ; ত্ব>ত—এই প্রবণতাও দেখা যায়। যথা—নি প্রা -তি (রজ্জি'তি 'পাঠ করিয়া')<বৈ -ত্বী ইত্যাদি (দ্র: ১৭.২৩।৬) ।

দ্ব : নি প্রা দ্ব, ব, যথা—নি প্রা বদশ '১২', বিতি '২য়'<সং দ্বাদশ, *দ্বিত্য কিন্তু নি প্রা দ্বদশ, দ্বি ; দ্ব>দ—এই প্রবণতাও দেখা যায়, যথা—দিগুণ <সং দ্বিগুণ ।

ধ্ব . খরোষ্ঠী ধম্মপদে রক্ষিত, যথা—ধ অধ্বন<সং অধ্বানম্ ।

শ্ব : নি প্রা শ্ব, শ্‌প ; ধ শ্‌প, শ (সমীভূত) যথা—নি প্রা অশ্‌প<সং অশ্ব কিন্তু রিশ্বস্ত , ধ রিশ্‌প<সং রিশ্ব কিন্তু অরলশ<সং অরলাশ্ব।

স্ব : নি প্রা স্ব এবং শ্‌প (<শ্ব<স্ব) যথা—নি প্রা স্বেয়, স্বে (<সং স্বয়ম্), কিন্তু শ্‌পসু, শ্বসু (<সং স্বসৃ) ।

১৭.২৩ নিয়া প্রাকৃতের কতকগুলি রূপগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

১ । নিয়া প্রাকৃতে দ্বিবচন রক্ষিত হলেও এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ও কৃত্রিম (কেবল পাদ শব্দের ক্ষেত্রে রক্ষিত) ।

২ । শব্দরূপে লক্ষণীয় বিভক্তিগুলি হল—

একবচনে—১মা/২য়া : -অ (<২য়া ১ব -অম্ -জাত), -অএ এবং -এ (<অএ<-অ+স্বার্থিক -ক-) । ৩য়া : -এন (<-এন) । ৪র্থী দুর্লভ কিন্তু ক্বচিৎ ৪র্থীর পদের সঙ্গে অনুসর্গ -র্থ, -অর্থি শব্দের ব্যবহার (তু: অশো সুপাথায়<সূপ -অর্থায়) । ৫মী : -অদে (<-অ-+তস্ তু: প্রা -আও) । ৬ষ্ঠী : -অস (=*aza*) <-অস্য । ৭মী : -এ এবং সর্বনাম-বিভক্তি -অংসি (<-স্মিন্) । বহুবচন—১মা/২য়া : -এ, অ (=১মা) । ৩য়া/৫মী : -এহি (<-এভিঃ—বৈদিক) ; ৬ষ্ঠী : -অন (<-আনাম্) । ৭মী : -এষু (<-এষু) ।

৩ । কাল তিনটি—বর্তমান (বিকরণ সমীভূত, লট্), অতীত (কৃদন্ত), ভবিষ্যৎ (লৃট্) । এই তিনটি কালের মধ্যমপুরুষ ১বচনে ক্রিয়াপদের অন্তে তু -বিভক্তির বিকল্প প্রয়োগ—যা' সম্ভবত সর্বনামপদ -ত্বম্ -জাত বলে মনে হয় (আরোগে'তু, লিহিতেতু, অগ্ছিশতু, তু: করেসি, জনসি) ।

৪ । প্রাচীন লিট্‌পদ লুপ্ত । সংস্কৃত 'আহ' -পদ ক্রিয়ামূল রূপে ব্যবহৃত ব'লে মৌল বিভক্তি যুক্ত, যথা, অহতি । অশোকানুশাসনের উত্তর-পশ্চিমায়ও এই বৈশিষ্ট্য মেলে (যথা, শা অহতি) ।

৫। আত্মনেপদী ও কর্মবাচ্যের প্রয়োগ দুর্লভ। -অ- এবং -এ- কেবল এই দুই বিকরণযুক্ত গণ মেলে, যথা—হোতি, হোঅতি (=ভবতি); করেমি (=করোমি); জনমি, জনেমি (=জানামি)। ক্বচিৎ অন্যগণের স্বাক্ষর মেলে (শকোম<সং শক্নোমি; নস্তি, অস্তি<√অস্)। লোটের ব্যবহার দুর্লভ (সম্ভবত -তব্য প্রত্যয়ের প্রয়োগের ফলে), যথা—হোতু<সং ভবতু। অশোক-প্রাকৃতের (উত্তর-পশ্চিমা) মত বিধিলিঙে মৌল বিভক্তি (স্যতি<সং স্যাৎ তু: শা-মা সিয়াতি)। শত্রর্থক প্রত্যয় দুর্লভ—কর্মকর্তৃবাচ্যেব -মান যুক্ত পদের ব্যাপক ব্যবহার (অর্ধমাগধীর মত)—যেমন গচ্ছমন। ণিজন্ত বিকরণ হল -এয়তি (<-আপয়তি) যেমন, দর্শয়েতি।

৬। ল্যবর্থক অসমাপিকা বৈদিক -ত্বী -জাত -তি [যেমন উত্তর-পশ্চিমা অশোকানুশাসনে এবং অপভ্রংশে (>প্পি)] যথা—শ্রুনিতি, অপ্রুছিতি=সং শ্রুত্বা, অপৃষ্ট্বা (<*শ্রুণিত্বা, *অপৃচ্ছিত্বা)। খরোষ্ঠী ধম্মপদেও এই প্রয়োগ মেলে (উপজিতি, পরিব্রজেতি)।

৭। তুমর্থক অসমাপিকা হল সংস্কৃত -অন প্রত্যয়ান্ত লট্‌মূল ক্রিয়াবাচক নামের (verbal noun) ৪র্থীর বিভক্তি জাত পদ (গচ্ছংনএ<*গচ্ছনায়=সং গমনায়; দেয়ংনএ<*দয়নায়)। অশোকানুশাসনের উত্তর-পশ্চিমায়ও এইজাতীয় প্রয়োগ মেলে, কিন্তু অন্যত্র (পশ্চিমা ও প্রাচ্যা) -তবে (তু: শা ক্ষমনয়ে, গি ছমিতবে, ধৌ-জৌ খমিতবে)। নিয়ায় তুম্-প্রত্যয়জাত -তু- প্রত্যয়ান্ত পদও মেলে (কর্তু<কর্তুম্) তু: গি আরাধেতু।

৮। নবীন আর্যভাষাসুলভ যৌগিক অতীতের (compound verb) প্রয়োগ অর্থাৎ ক্ত-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত পদের সঙ্গে অস্-ধাতুর যোগে পদগঠন নিয়া প্রাকৃতে দেখা যায়—কিন্তু কেবল মধ্যম ও উত্তমপুরুষের একবচনে। প্রথম পুরুষের বহুবচনে কৃদন্ত পদের সঙ্গে সরাসরি -অন্তি -বিভক্তি যুক্ত হয় (তু: সং দাতা : দাতাস্মি)। যথা—প্র পু : দিত/দিতংতি; ম পু : দিতেসি/দিতেথ; উ পু : দিতেমি/দিতম (*দিত=দত্ত)। কিন্তু কৃদন্ত বিশেষণ হিসেবে প্রথম পুরুষের ক্ত-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত পদ জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে ব'লে ব্যবহৃত হত স্বার্থিক -গ'- -প্রত্যয়ান্ত পদ (<-ক-), যথা—দিতগ', দিতয়ে <*দিত্ত-ক।

১৭.৩০ গান্ধারী প্রাকৃতের তুলনামূলক আলোচনা—

অশোকানুশাসনের (সংক্ষেপে অশো) উত্তর-পশ্চিমার সঙ্গে নিয়া প্রাকৃত (নি প্রা) এবং খরোষ্ঠী ধম্মপদের (ধ) ভাষার তুলনা করলে এই সাধর্ম্য নজরে পড়ে—

১। উভয়ক্ষেত্রে -এ->ই—যদিও খরোষ্ঠী ধম্মপদে এই প্রবণতা অনেক বেশি। যথা—নি প্রা ছি'ত্র<সং ক্ষেত্র ; ধ ইমি <সং ইমে ; তু: শা দুবি <সং দ্বে , রজনি (<*রাজানে <সং রাজানঃ)।

২। পদাদিতে য়্ আগম, যথা—নি প্রা য়িয়ো<সং ইয়ম্ ; য়িম<সং ইমে ; তু: মা, ক, ধৌ-জৌ য়েব (<সং এব), কম্ভ শা, ক, গি এব। সম্ভবত এই প্রবণতা স্থানীয় উচ্চারণজাত।

৩। উ-এর পূর্বে ব্ আগম। এই প্রবণতাও স্থানীয় উচ্চারণজাত। যথা—নি প্রা বুচতি, বুত, বুলসি<সং উচ্যতে, উপ্ত, উল্লাস ; তু: শা-মা, গি বুচ, গি, ধৌ বুত (<উচ্) , শা বুত (<সং উপ্ত) , শা-মা, গি, ক বুঢ (<উঢ)।

৪। উত্তর-পশ্চিমার (শা-মা) মত শ্, ষ্, স্—এই তিনেরই পার্থক্য রক্ষিত। আধুনিক দরদীয় ভাষাতে এখনও এই পার্থক্য বজায় আছে। যথা—নি প্রা দোষ, দশ, সে (<সঃ) , ধ প্রশস্বতি, প্রুষ্কর<সং প্রশংসতি, প্রুষ্কব ; সব্রি/সর্বি< সং সর্ব।

৫। পদান্ত -অঃ>এ। অশোক-প্রাকৃতের উত্তর-পশ্চিমা খরোষ্ঠী-নিদর্শনেও -এ -পরিণতির প্রাধান্য। যথা—শা-মা জনে[৬] (<সং জনঃ), নি প্রা সে (<সং সঃ)। নিয়াতে ৫মীর ১বচনে -তস্ যুক্ত বিভক্তি সর্বদা এ-তে পরিণত (তদে<সং ততঃ)। সম্ভবত উত্তর-পশ্চিমায় -ও এবং -এ এই দ্বিবিধ প্রবণতাই ছিল (যেমন শা -ও , মা -এ)। পরবর্তী খরোষ্ঠী নিদর্শন থেকেও বোঝা যায়, সিন্ধু নদীর পশ্চিমে এই -এ প্রাধান্য লাভ করেছে—যদিও খরোষ্ঠী ধম্মপদে -অঃ হয়েছে -ও, -উ (বা -অ)। কিন্তু তার কারণ সম্ভবত মূল প্রাকৃত ধর্মপদের প্রভাব।[৭]

---

৬ দ্র: *Mehendale* : HGIS ff 53 i (a)

৭ দ্র: *Burrow* : KhD. ff 12

৬। সং ক্ষ্>নি প্রা ছ'; ধ. ছ্। কিন্তু নিয়ার ছ' ক্ষ-এরই প্রতীক কিনা তা' বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, খরোষ্ঠী ধম্মপদের -ছ্- সম্ভবত সমীভবনজাত। তু: নি প্রা ছে'ত্র (<সং ক্ষেত্র), ধ ছয় (<সং ক্ষয়); শা-মা মোছ <সং মোক্ষ, কিন্তু ধৌ-জৌ, ক মোখ। T. Burrow মনে করেন সং ক্ষ উত্তর-পশ্চিমার সমস্ত নিদর্শনেই রক্ষিত—যেমন নিয়া প্রাকৃতে, তেমন উত্তর-পশ্চিমা অশোক-প্রাকৃতে। কারণ বর্তমানে শীণা প্রভৃতি আধুনিক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভাষায় মূল ক্ষ -ধ্বনি ছ্-ধ্বনি থেকে পৃথকরূপে রক্ষিত।[৮]

৭। ষ্য>উত্তর-পশ্চিমা (অশো), নিয়া প্রাকৃত ও ধম্মপদ -শ-, যথা—সং মনুষ্য>শা-মা মনুশ কিন্তু ক মনুষ, অন্যত্র মনুস, নি প্রা মংনুশ, তু: ধ দেৱমনুশন; নি প্রা করিশদি<সং করিষ্যতি।

৮। শ্য, ণ্য>অশো (পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমা) ঞ, কিন্তু অন্যত্র ন; নি প্রা ঞ, যথা—নি প্রা অঞ, পুংঞ<সং অন্য, পুণ্য; ধ পুঞ, শুঞ<সং শূন্য।

৯। শ্ব>ধ, নি প্রা শ্প, স্ব>নি প্রা শ্ব, শ্প। উত্তর-পশ্চিমায় (অশো) এই যুক্তব্যঞ্জন রক্ষিত (স্বামিক -এই শব্দের বিবর্তন দ্র: ১৫.৫২।১৫)। নি প্রা অশ্প<সং অশ্ব; স্বর্ণ, স্পর্ণ< সং স্বর্ণ; ধ বিশ্প<সং বিশ্ব।

১০। জ্ঞ>সমীভূত ঞ, যেমন অশোকানুশাসনের উত্তর-পশ্চিমায় সমীভূত ঞ কিন্তু অন্যত্র ন (দ্র: ১৫.৫২।১৯); তু: নি প্রা বিংঞতি<সং বিজ্ঞপ্তি; ধ প্রঞ<সং প্রজ্ঞা। কিন্তু ব্যতিক্রম: আ-জ্ঞাপয়->অশো অণপ (*অঞপ)। এখানেও তুলনীয়, নি প্রা অনতি<আজ্ঞপ্তি। এই ধ্বনিগত প্রবণতা সম্ভবত অনুকৃত (borrowed)।

১১। ঞ্জ>অশো ংজ, জ কিন্তু উত্তর-পশ্চিমায় সমীভূত ঞ, নিয়াতে এবং বিশেষ ক'রে ধম্মপদে ঞ রূপে সমীভূত, যথা—মা বিয়জন, শা বঞন (<সং ব্যঞ্জন) কিন্তু গি ব্যংজন, ক ধৌ বিয়ংজন; ধ কুঞর<কুঞ্জর, নি প্রা গংঞবর=গঞ্জবর।

১২। ত্ম>ত্ব, যথা—নি প্রা, ধ অত্বন<সং আত্মন্ তু: মা অত্ব (এবং অত), শা অত (সর্বদা)।[৯]

---

৮ দ্র: *ibid* ff 48

৯ দ্র: *Burrow* : KhD ff 44

১৩। স্ম : এর বিবর্তন উত্তর-পশ্চিমায় একধরণের নয়। যেমন ৭মীর ১ব সর্বনাম বিভক্তি -স্মিন্>-স্পি (শা-মা), -মৃহি (গি), -সি (অন্যত্র) কিন্তু ধম্মপদে স্ম>স্ম স্ব, স (অস্মি, অস্বি<সং অস্মিন্), পরস (=পরসি <স পবস্মিন্)। নিয়ায় স্ম>ম (সমীভূত) যথা, অংমি<অস্মিন্ , অথবা রক্ষিত (রিস্মরিদগ' <সং রিস্মৃত-ক)। সম্ভবত এই স্ম>স্ব থেকেই স্প/স্‌স-এর বিবর্তন —যাব প্রমাণ অশোকানুশাসন।[১০]

১৪। উত্তর-পশ্চিমায় যেমন র্-যুক্ত ব্যঞ্জনের র্-এব স্থান-বিপর্যয় এখানেও তাই, যেমন—নি প্রা ধ্রম, ক্রম<সং ধর্ম, কর্ম , ধ ধ্রম, সব্রসি<সং সর্বশঃ।

১৫। উত্তব-পশ্চিমায় ল্-যুক্ত ব্যঞ্জন সমাভূত কিন্তু নিয়ায় তা' বক্ষিত যথা—নি প্রা অল্প কিন্তু ধ এবং উত্তর-পশ্চিমায় অপ।

১৬। বিধিলিঙে মৌল বিভক্তি দ্র. ১৭.২৩।৫।

১৭। তুমর্থক অসমাপিকাব বিশেষ ব্যবহার দ্র: ১৭.২৩।৭।

১৮। ল্যবর্থক -তি (<বৈ -ত্বী) প্রত্যয়ের সাধারণ ব্যবহাব দ্র· ১৭.২৩।৬।

১৯। লিট্‌পদে মৌল বিভক্তির প্রয়োগ দ্র: ১৭.২৩।৪।

১৭.৪০ ঐতিহাসিক তাৎপর্য—

পূর্বেই বলা হয়েছে, খরোষ্ঠী নিদর্শনগুলি ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের একটি লুপ্ত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করেছে। তাই একে বলা হয়েছে ক্রান্তিপর্ব। অশোক-প্রাকৃত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে স্বরমধ্যগত অঘোষ একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা এবং পরবর্তী স্তরে তার লোপ বা হ্-এ পরিণতির প্রবণতা দেখা দিয়েছে। খরোষ্ঠী নিদর্শনে বিবর্তনের এই পর্যায় দেখা তো গেছেই, উপরন্তু, একক ব্যঞ্জনলোপের কারণ যে উষ্মীভবন তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, সং সকল>সগল>সগ'ল (গ'=γ)>স'অল ('=আলিফ-শ্রুতি)>সঅল (দ্র: ১৪.৬১।১)। যাই হোক, মধ্য ভারতীয় আর্যের আদি থেকে মধ্যস্তরের বিবর্তনের কারণ অনেকখানি থেকে যেত অব্যাখ্যাত, যদি না এই ভাষার আবিষ্কার ঘটত।

দ্বিতীয়ত, খরোষ্ঠী নিদর্শনের আলোচনা থেকে এইটুকু নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয়েছে যে সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হলেও এর ভাষা কৃত্রিম নয়—তা'

১০ দ্র: *ibid* ff 49 (p. 20)

পরিবর্তনশীল ও স্বাভাবিক। সবচেয়ে আশ্চর্য, এর ভাষারীতি সাহিত্যিক প্রাকৃতের চেয়ে অনেক প্রগতিশীল—যার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় অপভ্রংশ ও নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির। যথা—(১) নবীন আর্য ও অপভ্রংশের মত কর্তৃ- ও কর্মকারকের পার্থক্যের অবসান। (২) সমস্ত শব্দকে অ-কারান্ত করবার চেষ্টা। (৩) অপভ্রংশ ও আধুনিক ভাষার মত -ঈ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ গঠন। (৪) অপভ্রংশ ও আধুনিক ভাষার মত গমনার্থক ও প্রেরণার্থক ধাতুর কর্মের স্থলে ৭মীর ব্যবহার। (৫) কর্মবাচ্যের ত-প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত অতীত কালের পদগঠন। এই পদ্ধতি এমনকি অপভ্রংশেও পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কেবল নবীন আর্যভাষায় এবং আধুনিক পারসীকে। আর অতীতে পাওয়া গিয়েছিল অর্বাচীন বৈদিকে, রামায়ণ ও মহাভারতে। (৬) আরও বিস্ময়াবহ হল, ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে এই ভাষা রক্ষণশীল অথচ রূপতত্ত্বের বিচারে বিভক্তির অবক্ষয় ঘটেছে এখানে সর্বাধিক। কাজেই প্রশ্ন জাগে, খরোষ্ঠী নিদর্শনের বিবর্তন-রীতি কি অস্বাভাবিক ভাবে প্রগতিশীল (বিদেশী আক্রমণ বা প্রভাব ইত্যাদির ফলে)—অন্তত সেই যুগের তুলনায়, অথবা এইজাতীয় বিবর্তনই ছিল স্বাভাবিক—কিন্তু সাহিত্যিক প্রাকৃতের সংরক্ষণশীলতাই সেই গতিকে করেছে রুদ্ধ।[১]

তৃতীয়ত, অশোকানুশাসনে কথ্যভাষার যে স্বরূপটি পাই, তার অনেকাংশ এই ভাষার সঙ্গে মেলে। অশোক-প্রাকৃতের উত্তর-পশ্চিমা (শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা) এবং খরোষ্ঠী ধম্মপদ ও নিয়া প্রাকৃতের সাদৃশ্যও যথেষ্ট। এইজন্য বেইলী (Bailey) এইগুলিকে 'গান্ধারী প্রাকৃত' বলে উল্লেখ করেছেন। এদের তুলনামূলক আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। মোট কথা, কথ্য ভাষা হিসেবে এগুলির মূল্য অপরিসীম।

১ দ্র: *Burrow* : KhD, introduction; p vi-vii

॥ ১৮ ॥

সাধারণ প্রাকৃতের মধ্যস্তর (II MIA)

[সাহিত্যিক প্রাকৃত]

'সাহিত্যিক প্রাকৃত' (literary prākrits) -স্তরভুক্ত ভাষাগুলির (খ্রীষ্টাব্দ ২০০—৬০০) আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি-অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে রাখা দরকার। তথ্যগুলি হল—

১৮.১০ প্রাকৃত ভাষার প্রাচীন উল্লেখ ॥

পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' (খ্রী পূ: ২য় শতক) 'প্রাকৃত' কথাটির উল্লেখ নেই। উল্লেখ আছে অপভ্রংশের। 'অপভ্রংশ' নামটি অবশ্য ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ লোকের কথ্যভাষার প্রাকৃতসুলভ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই।[১] 'প্রাকৃত' অভিধার প্রথম উল্লেখ মেলে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'[২] (খ্রী: অ: ৩য় শতক)—যদিও সেখানে ভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নি; কারণ নাটকে প্রাকৃতের প্রয়োগ-ঔচিত্যবোধই ছিল ভরতের মূল উদ্দেশ্য। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এ (৭.৯০) অবশ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত—এই দুই রীতির ভাষাদর্শের উল্লেখ[৩] আছে। প্রাকৃত নামটি উল্লিখিত না হলেও শিবোদ্দিষ্ট

---

১ যেমন পতঞ্জলির কাছে দেবদত্ত, বর্ধতে হল শুদ্ধ কিন্তু দেবদিন্ন, বড্‌ঢতি হল অপভ্রংশ-প্রয়োগ। বলা বাহুল্য, এগুলি প্রাকৃতেরই উদাহরণ।

২ "প্রাকৃতস্য তু পাঠ্যস্য সংপ্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্"। ১৬। অথবা
"এতদ্ এব বিপর্যস্তম্ সংস্কারগুণবর্জিতম্
বিজ্ঞেয়ং প্রাকৃতং পাঠ্যং নানাবস্থান্তরাত্মকম্" । ২ ।

৩ "দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্‌ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন ॥" ৭.৯০

'সংস্কার-পূত বাঙ্‌ময়' ভাষা (অবশ্যই সংস্কৃত) এবং পার্বতী-উদ্দিষ্ট 'সুখগ্রাহ্য-নিবন্ধন' ভাষার (প্রাকৃত ভাষা ?) কথা বলা হয়েছে সেখানে। ভাষা হিসেবে প্রাকৃত নামটি প্রাচীনতম প্রাকৃত বৈয়াকরণ বররুচির (খ্রী: অ: ৫০০) ব্যাকরণেও মেলে না। পাণিনির মতই বররুচি তাঁর আলোচ্য ভাষার কোনো নামকরণ করেন নি।[৪] দণ্ডিনের (খ্রী: অঃ ৭ম শতক) 'কাব্যাদর্শে'ই (১.৩২-৩৮) সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রাকৃত ভাষার স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রথম উল্লিখিত হতে দেখা যায়।[৫]

১৮.১১ প্রাকৃত ভাষার কৃত্রিমতা ॥

প্রাচীন বৈয়াকরণ-আলোচিত প্রাকৃত ভাষা ছিল ব্যাকরণের ছাঁচে-পিষ্ট কৃত্রিম সাধুভাষা। প্রাকৃত বৈয়াকরণদের আদর্শও ছিল সংস্কৃত-ব্যাকরণের আদর্শ অনুসরণ। তাই তাদের আলোচনার বাহনও ছিল সংস্কৃত (লক্ষণীয় একমাত্র পালি ব্যাকরণই কিন্তু মূলে পালিতেই রচিত)। অবশ্য মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দৃঢ়মূল লৌকিক ভিত্তি ছিল নিশ্চয়ই। তাই প্রাকৃতের মধ্যে বৈদিকের সক্রিয় প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত নয় (দ্র: ১৮.১৯)। কিন্তু তবু ব্যাকরণগ্রাহ্য বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাকৃতভাষা যখন বৈয়াকরণদের কাছে সমাদৃত হয়েছে (আ: খ্রীষ্টীয় ৫ম/৬ষ্ঠ শতক), তখন তদানীন্তন সেই প্রাকৃতের সাহিত্যিক ভাষাদর্শ নিশ্চয়ই সর্বজনগ্রাহ্য লোকভাষার দ্রুত বহমানতা থেকে অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিল। কাজেই প্রাকৃতের দৃঢ়সন্নদ্ধ ঘনীভূত রূপ (crystallisation) সমসাময়িক ভাষাদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া সংস্কৃতাদর্শের নিছক অনুকৃতি, লোকাশ্রয়ী প্রাকৃতের অতীত ধারা থেকে বিচ্যুতি, উপভাষাগত খুঁটিনাটি অজস্রতাজনিত বিভ্রান্তি[৬]

৪ দ্র: *Sen* : "Three Lectures on MIA", JOIB Vol. XI pt 3 p. 208

৫ যেমন 'মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ (১.৩৪), দ্র: *Pischel* : GK ff 2

৬ যেমন মার্কণ্ডেয় (১৭শ শতক) অপভ্রংশের ২৭টি এবং পৈশাচীর ১১টি উপভাষার উল্লেখ করেছেন। দ্র: *Katre* : PL P. 31

—ফলস্বরূপ, ব্যাকরণসম্মত স্থির আদর্শ-সৃষ্টির ইতস্তত প্রয়াস, ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান ও ক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে অনীহা, মধ্য ও অন্ত্য উপস্তরের প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে একই আদর্শের তুলাদণ্ডে মাননির্ণয়—ইত্যাদি এই সমস্ত শৈথিল্য মিলিয়ে বৈয়াকরণ-নির্দিষ্ট প্রাকৃতভাষা কৃত্রিমধর্মী। আর সম্ভবত এই সমস্ত কারণগুলির জন্যই প্রাকৃত বৈয়াকরণদের বিবৃতির মধ্যে অস্পষ্টতা, সংশয় ও মতবিরুদ্ধতা দেখা দিয়েছে (দ্র: পৃ: ২৫৩)। নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন সবসময় সম্ভব হয় নি বলেই ভাষার পরিমিত ও স্থির আদর্শ তাঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। আর তাই আ: ৫ম শতক থেকে ১৬শ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধ'রে সংস্কৃত নাটকে বা প্রাকৃত রচনায় ব্যবহৃত হলেও এই প্রাকৃত হয়ে রয়েছে সংরক্ষিত আদর্শ ভাষা কিন্তু বিবর্তনরহিত। কথ্য প্রাকৃতের সঙ্গে সম্বন্ধ শিথিল বলেই অশোকানুশাসন বা খরোষ্ঠী নিদর্শনগুলির সঙ্গে এদের নিবিড় যোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন। সংস্কৃতানুগ বলেই এমনকি প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত কিছু প্রাকৃতাংশকে সহজেই সংস্কৃতে অনুবাদ করা যায়। তাই হয়তো সেগুলি মূলত সংস্কৃতেরই ছায়ানুবাদ।[৭]

১৮.১২ সাহিত্যিক প্রাকৃতের উপভাষা ও উল্লেখ ॥

প্রাকৃত বৈয়াকরণ-নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রধান সাহিত্যিক উপভাষা হল—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধ-মাগধী, মাগধী এবং যথাসম্ভব সংস্কৃত প্রভাব-বর্জিত অর্বাচীন স্তরের অপভ্রংশ। প্রাচীনতম প্রাকৃত বৈয়াকরণ বররুচির (খ্রী অ: ৫০০) 'প্রাকৃতপ্রকাশ'-এ যে প্রাকৃতগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি হল—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী। লক্ষণীয়, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (খ্রী অ: ৩০০) মাহারাষ্ট্রী ও পৈশাচীর কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু নাট্যপ্রযুক্তি -সংক্রান্ত উল্লিখিত প্রাকৃতের মধ্যে আছে মাগধী, অর্ধমাগধী, শৌরসেনী এবং আরও কিছু অপ্রধান উপভাষার। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে অর্ধমাগধীর উল্লেখ ('অদ্ধমাগহা ভাসা') শ্বেতাম্বর জৈনপন্থীদের প্রাচীনতম জৈনসূত্রেই উল্লিখিত (কারণ মহাবীরের ভাষাই ছিল অর্ধমাগধী)—যদিও শ্বেতাম্বর -আগমসাহিত্যের প্রাপ্ত নিদর্শন খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের পূর্বে নয়।

---

৭ দ্র: *Jacobi* : Introduction to BhK ff 7.12 ; *Sen* : *ibid* p. 214

এই নিদর্শনগুলি মূলত সংকলন বলেই বিভিন্ন শতকের উপাদান এতে মিশে রয়েছে ; ফলে ভাষাগত পার্থক্য নির্ণয় দুর্ঘট। তবে সংকলনের মধ্যে 'আয়ারাঙ্গ' (আচারাঙ্গ) সূত্রের ভাষা বেশ প্রাচীনধর্মী—যার পর নাম করা যায়—সূয়গডঙ্গ (সূত্রকৃতাঙ্গ) এবং উত্তরজ্‌ঝয়ন (উত্তরাধ্যয়ন) —এই দুই খানি গ্রন্থের। ব্যাকরণে অর্ধমাগধীর নাম আর্ষ প্রাকৃত। হেমচন্দ্রের (১১শ-১২শ শতক) রচনায়ও (সিদ্ধহৈমশব্দানুশাসন) আর্ষ প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায়।

অপভ্রংশের প্রাচীনতম উল্লেখ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রী: পূ: ২০০)—যদিও তা' প্রতিষ্ঠিত ভাষা হিসেবে ততটা নয়, যতটা প্রাকৃতসুলভ ভাষাপ্রবণতা হিসেবে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দ) অপভ্রংশকে বলা হয়েছে আভীরীদের ভাষা। আলঙ্কারিক ভামহের কাব্যালঙ্কার ও দণ্ডিনের কাব্যাদর্শেও (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক) অপভ্রংশের কাব্যোচিত প্রয়োগের কথা আছে। প্রাকৃত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমের প্রাকৃতানুশাসনে (১২শ শতক) এবং হেমচন্দ্রের (১১শ-১২শ শতক) রচনাতে সর্বপ্রথম অপভ্রংশের বিস্তৃত আলোচনাই কেবল নয়, তার উপভাষাগত বিভেদও বর্ণিত হয়েছে।

১৮.১৩ সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ॥

সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের সাহিত্যিক প্রয়োগ প্রথম পাওয়া গেল অশ্বঘোষের নাটকে (খ্রী: অ: ১ম শতক)। সংস্কৃতের পাশাপাশি শৌরসেনী, মাগধী ও অর্ধমাগধীর (যদিও তা' প্রাচীন ধরণের) প্রাচীনতম ব্যবহার এতে পাই (দ্র: ১৬.৬০)। পরে পাওয়া যাচ্ছে ভাসের নাটক (খ্রী: অ: ৩য় শতক)। নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত মূলত শৌরসেনী, ক্বচিৎ মাগধী ও অর্ধমাগধী [দ্র: ১৬.৭০] যেমন একাঙ্ক নাটক 'কর্ণভার'-এ)।[৮] কালিদাসের নাটকে (৪র্থ/৫ম শতক) এবং শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক"-এ প্রাকৃত-প্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে—যেমন শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী ও মাগধী। অর্বাচীন স্তরের অপভ্রংশ-প্রাকৃতের প্রয়োগ সম্ভবত প্রথম দেখা গেল কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে। কিন্তু অশ্বঘোষের নাট্য প্রাকৃতকে বাদ দিলে অধিকাংশ পুঁথিই অর্বাচীন—১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তো নয়ই। আর পুঁথি ও ভাষা অনেকক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রয়োগে

৮ দ্র: *Woolner* : IP p. 75

দৃষ্ট।[৯] কিন্তু সে যাই হোক, খ্রী: পূ: ৩য় শতক থেকে খ্রী: অ: ৪র্থ শতকের মধ্যে পাওয়া প্রাকৃত প্রত্নলেখ বা খরোষ্ঠী নিদর্শনের সঙ্গে সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে অন্তত অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস ও শূদ্রকের রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত কিছুটা রীতিধর্মী (stylised) হয়ে উঠলেও প্রাকৃতের লৌকিক ধারা তখনও একেবারে অপসৃত হয় নি।

১৮.১৪ প্রাকৃতের সাহিত্যিক প্রয়োগ ॥

সাহিত্যিক প্রাকৃত হিসেবে মাহারাষ্ট্রীর মূল্য অপরিসীম। ভাষাদর্শের মানদণ্ডে এই প্রাকৃতকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন দান করেছেন সর্বপ্রথম দণ্ডিন্ (খ্রী: অ: ৬০০)। তাছাড়া শৌরসেনী ও মাগধীতে সংস্কৃত রচনা-বহির্ভূত কোন পৃথক সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন মেলে না। মুখ্যত ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যরচনার প্রধান মাধ্যম হিসেবেও এর মূল্য অনস্বীকার্য। অপভ্রংশেও বিশুদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছিল কিন্তু তাও খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রকের গোড়ার-দিকে[১০]—যেমন ধনপালের 'ভবিসত্তকহা' (খ্রী: অ: ১০০০)। অথবা আবদুর রহমানের (অদ্দহমাণ) দূতকাব্য 'সন্দেশরাসক' (১৩শ শতক)। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের (৪র্থ অঙ্ক) অপভ্রংশ বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যিক রচনা।[১১] হেমচন্দ্রেও (১১শ-১২শ শতক) ধর্ম-বহির্ভূত অপভ্রংশ-কবিতা উদাহৃত হয়েছে। একমাত্র পৈশাচীই ছিল বোধহয় নিরঙ্কুশভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের উপযোগী বাহন (বিশেষত কথাসাহিত্যে)। বৌদ্ধ ঐতিহ্য স্বীকার করলে অবশ্য পৈশাচী নাকি বৈভাষিক কোন সম্প্রদায়েরও সাহিত্য-মাধ্যম ছিল—যদিও সে রকম কোন রচনা এখনও পর্যন্ত হাতে এসে পৌঁছয় নি। অর্ধমাগধী (এবং জৈন শৌরসেনী ও জৈন মাহারাষ্ট্রী) তো পুরোপুরিই ছিল জৈনদের ধর্মসাহিত্যের ভাষা।

---

৯ দ্র: *Katre* : PL p. 27

১০ দ্র: *Katre* : PL p. 24

১১ পণ্ডিতপ্রবর *Jacobi* কালিদাসের অপভ্রংশের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। কাজেই তাঁর মতে প্রাচীনতম নিদর্শন হল বলভীরাজ ধারাসেনের (২য়) তাম্রলেখ (খ্রী: অ: ৬০০)।

১৮.১৫ বিশুদ্ধ প্রাকৃত রচনার প্রাচীন নিদর্শন ॥

বিশুদ্ধভাবে প্রাকৃতে রচিত সাহিত্যিক প্রাকৃতের প্রাচীনতম বড় ধরণের রচনাগুলি হল এই—মাহারাষ্ট্রীতে রচিত হালের সংকলন 'গাহাসত্তসঈ' (খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক ?)। নতুবা প্রবরসেনের 'রাবণবহো' মহাকাব্য (৫ম-৬ষ্ঠ শতক)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনা হল বাকৃপতিরাজ রচিত 'গউডবহো' মহাকাব্য (৮ম শতক)। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুযায়ী অর্ধমাগধীতে রচিত জৈন সূত্রগুলি মহাবীরের (আ: খ্রী: পূ: ৬০০-৫২৮) সমসাময়িক ব'লে অনুমিত হলেও প্রাচীনতম রচনা শ্বেতাম্বরপন্থী জৈনদের আগম সাহিত্য—কিন্তু রচনাকাল ৫ম শতাব্দের আগে নয় (দ্র: ১৮.১২)। শ্বেতাম্বরপন্থী জৈনদের আগম-বহির্ভূত (non-canonical) প্রাচীনতম রচনা বিমলসূরী রচিত 'পউম-চরিয়' (২য়-৩য় শতক) জৈন মাহারাষ্ট্রীতে[১২] লেখা। তেমনি দিগম্বরপন্থী জৈনদের প্রাচীনতম আগমশাস্ত্র কুন্দকুন্দ রচিত 'পবয়ণসার' (খ্রী: অ: ১০০) লেখা হল জৈন শৌর-সেনীতে। বিশুদ্ধ অপভ্রংশে রচিত প্রাচীনতম রচনার নিদর্শন—কালিদাসের অপভ্রংশ ও ধারাসেনের (২য়) তাম্রলিপি বাদ দিলে—স্বীকৃত হয়েছে। জোইন্দুর (খ্রী: অ: ৬০০) 'পরমপ্পয়াস' (পরমাত্ম-প্রকাশ), পুষ্পদন্তের 'ণায়কুমারচরিউ', 'জসহরচরিউ' ও 'মহাপুরাণ' (খ্রী: অ: ৯৬৫—৭২), ধনপালের (১০ম শতক) 'ভবিসত্তকহ (=ভবিষ্যদত্তকথা) ও হরিভদ্রের 'সনৎকুমারচরিতম্' (১২শ শতক)। শেষোক্ত গ্রন্থদু'টি সম্পাদনা করেন H. Jacobi।

পৈশাচী প্রাকৃতের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কাজেই প্রাকৃত বৈয়াকরণদের আলোচনাই পৈশাচীর মূল্যায়নের একমাত্র সম্বল। প্রবাদ আছে, প্রখ্যাত লেখক গুণাঢ্যের অধুনালুপ্ত 'বৃহৎকথা' (খ্রীষ্টীয় ১ম/২য় শতক ?) পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত। এই গ্রন্থখানির অস্তিত্ব লুপ্ত হলেও এর সারকথা পাওয়া যায় সংস্কৃতে রচিত তিনটি গ্রন্থ থেকে—যথা, বুদ্ধস্বামীর (৮ম শতক) 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের (১১শ শতক) 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং কিছু পরবর্তী যুগের সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' (১১শ শতক)। সুবন্ধু, বাণ, দণ্ডী (৭ম শতক) প্রভৃতি লেখকদের রচনাতেও গুণাঢ্যের উল্লেখ আছে।

১২ নামটি প্রথম দেন *Jacobi*, দ্র: *Pischel* : GK ff 20

১৮.১৬ ভৌগোলিক অবস্থান ॥

ভৌগোলিক অবস্থানের মানদণ্ডে মাহারাষ্ট্রী/শৌরসেনীর মূল ভিত্তি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমা বা পশ্চিমাঞ্চল (বর্তমানে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল), তেমনি অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচীর অন্তঃস্তলে রয়েছে যথাক্রমে প্রাচ্য-মধ্যাঞ্চল (অযোধ্যা বা কোশল), প্রাচ্য (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিন্দুকুশ অঞ্চল)। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সাহিত্যে ব্যবহৃত এই সাধু প্রাকৃত ভাষাগুলির সঙ্গে ঐ একই অঞ্চলে উদ্ভূত আধুনিক ভাষাগুলির বিশেষ কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। যেমন মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সঙ্গে মারাঠীর যোগ কেবল ঐ নামেই’। প্রাচীনকালে মহারাষ্ট্রে সম্ভবত মাহারাষ্ট্রী বলাই হত না।[১৩] অথবা পাওয়া যাবে না মাগধীর সঙ্গে বাংলা-ওড়িয়া-বিহারীর অথবা অর্ধমাগধীর সঙ্গে আধুনিক পূর্বী হিন্দীর বিশেষ মিল। তবে মিল কেবল পাওয়া যায় শৌরসেনী অপভ্রংশের সঙ্গে প্রাচীন গুজরাটী, রাজস্থানী ইত্যাদি ভাষার।

১৮.১৭ প্রাকৃত ব্যবহারের কালানুক্রম (chronology) ॥

পূর্বেই বলা হয়েছে, অপভ্রংশ অর্বাচীন স্তরের প্রাকৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অর্বাচীনত্ব রূপতত্ত্বের দিয়ে যতটা, ধ্বনিগত পরিবর্তনের দিক দিয়ে ততটা নয়। কাজেই একদিক দিয়ে অপভ্রংশ ‘সাহিত্যিক প্রাকৃত’ ঠিকই। আর প্রাকৃতেব অন্তিম স্তব হিসেবে তাই স্বীকৃত হয়েছে অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ (দ্র: ১৪.৬২ , ১৯.১০)। আর একটি সমস্যা হল মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর কালক্রমের পরম্পরা নির্ণয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে শৌরসেনীতে স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন সাধারণত লুপ্ত হয় না— আদিস্তর পালি ইত্যাদিব মত (দ্র: ১৪.৬১.১)। কিন্তু তবু তা’ মধ্যস্তরান্তর্গত

১৩ দ্র· *J. Beames* : Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages, Vol. I, London, 1872 p. 34 ; *R. Hoernle* · Comparartive Grammar of the Gaudian Languages, London 1880, p xxi ; কিন্তু বিপরীত মত সম্পর্কে দ্র: Sten Konow : Indian Antiquary Vol XXXII, 1903 p. 180 ; *Pischel* : GK pp. 3-4

হয়েছে তার কারণ, শৌরসেনীতে স্বরমধ্যগত লুপ্ত ব্যঞ্জনের উদাহরণ অসুলভ নয়।[১৪] আর যেখানে একক ব্যঞ্জন রক্ষিত হচ্ছে সেখানে তা' নিশ্চয়ই উচ্চারিত হত উষ্মীভূত রূপে[১৫]—খরোষ্ঠী নিদর্শনের মতই (দ্র: পৃ: ২৬১)। কাজেই একদিক দিয়ে মাহারাষ্ট্রী অনেক প্রগতিশীল। ড: মনোমোহন ঘোষও প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মাহারাষ্ট্রী আদর্শ প্রাকৃত হলেও শৌরসেনীর তুলনায় তা' অর্বাচীন স্তরের (আ: ১০ম শতক)। তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি হল—(ক) বররুচির (৬ষ্ঠ শতক) প্রাকৃতপ্রকাশের যে স্থানে মাহারাষ্ট্রীর উল্লেখ রয়েছে (অর্থাৎ ১২শ অধ্যায়), তা' প্রক্ষিপ্ত। (খ) মাহারাষ্ট্রী পশ্চিমা প্রাকৃত হলেও স্থানীয় বৈয়াকরণদের (যেমন হেমচন্দ্র, শুভচন্দ্র, শ্রুতসাগর) রচনায় এর অনুল্লেখ। (গ) ১০ম শতকের পূর্ববর্তী সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের—যেমন ভরত, ভামহ, রুদ্রট, ধনঞ্জয় (ব্যতিক্রম দণ্ডিন্—৭ম শতক)—কাছে মাহারাষ্ট্রী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। (ঘ) অশ্বঘোষের নাটকে এই প্রাকৃত মেলে না। (ঙ) হালের সংকলনের (গাহাসত্তসঈ) রচনাকাল সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে (৩য়—৭ম শতকের পরিসরে যে কোন সময়ে)।[১৬] অর্ধমাগধী আবার ভাষাগত বিচারে শৌরসেনীর চেয়েও প্রাচীন; পালির সঙ্গে তার সাদৃশ্য (দ্র: ১৬.৩৭.) এবং সংস্কৃত-সুলভ প্রাচীনতার সংরক্ষণই তার প্রমাণ। পৈশাচী (বিশেষত চূলিকা পৈশাচী) প্রাকৃতও বেশ প্রাচীন ধরণের[১৭]। পালির সঙ্গেও তার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে (দ্র: ১৬.৫৮)। শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী অনুশাসনের সঙ্গেও এর মিল যথেষ্ট। এই সাদৃশ্য দেখে অনেক পণ্ডিত মনে করেন পৈশাচীই ছিল আদিস্তরের প্রাকৃত। দক্ষিণ ভারতের হীনযানী বৌদ্ধদের দ্বারা অনুশীলিত হয়ে পরে তা' সিংহলে 'পালি' নাম ধারণ করে।[১৮]

---

১৪ দ্র: *Pischel* : GK ff 186, 188

১৫ দ্র: *Chatterji* : ODBL pp. 252-256 ; IAH pp. 89-91

১৬ দ্র: *M. Ghose* : *Māhārāṣṭrī*, A Later phase of *Śaurasenī*, JDL, C. U Vol XXXIII, 1933 pp. 1-24

১৭ দ্র: *Woolner* : IP pp. 67-68

১৮ দ্র: *Sen* : *ibid*, JOIB, Vol XI pt. 3 pp. 207-208

১৮.১৮ প্রাকৃত ভাষার মূল্যায়ন ॥

প্রচলিতি যাই থাকুক না কেন, একথা সত্য প্রাকৃত ভাষা প্রত্যক্ষ সরলরেখায় সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হয় নি। আসলে তা' উদ্ভূত হয়েছিল অ-সংস্কৃত বা অ-বৈদিক আর একজাতীয় কথ্য সংস্কৃত থেকে (দ্র: ৩.৫৩; ১১.১০)। সংস্কৃত ছিল বিদগ্ধজনের পরিশীলিত সাধুভাষা (learned literary)। অপরদিকে কথ্য সংস্কৃত ছিল লোকরঞ্জক জানপদ ভাষা (popular spoken)। আর বৈদিক যুগে নিশ্চয়ই সাধু ও কথ্য ভাষা ততটা বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই একদিক দিয়ে বৈদিক ভাষা শিষ্ট ভাষা হয়েও লোকাশ্রয়ী (literary and spoken)। কথ্য সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বলেই অন্তত প্রাচীন স্তরের প্রাকৃতগুলি কথ্যভাষা থেকে খুব দূরে সরে যায় নি। আরও পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ৫ম-৬ষ্ঠ শতকের সময়-সীমায় সংস্কৃতের নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত তারই প্রভাবের ফলে প্রাকৃত উপভাষাগুলির মধ্যেও সংস্কৃতায়ন পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। ফলে প্রাচীন বৈয়াকরণ-স্বীকৃত এবং সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত তথাকথিত প্রাকৃত ভাষাগুলি হয়ে উঠল সংস্কৃতের আদর্শে গড়া কৃত্রিম ভাষা—যদিও তার মূল ভিত্তি ছিল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর। আর এইজন্যই আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সঙ্গেও এদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনেকাংশে গড়ে উঠতে পারি নি।

১৮.১৯ প্রাকৃত ভাষায় বৈদিক প্রভাব ॥

মধ্যস্তরের প্রাকৃতে বৈদিক প্রভাব লক্ষ্য ক'রে Weber বলেছেন, প্রাকৃত হল মূলত বিকৃত বা অপভ্রষ্ট বৈদিক ('a degenerated old Vedic dialect')। এমন চরম মতবাদ অবশ্য নিঃসঙ্কোচে গ্রহণীয় নয়। কিন্তু তবু প্রাকৃতে বৈদিক প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন স্তরের প্রাকৃত লোকাশ্রিত ভাষার দৃঢ়মূল ভিত্তির ওপর ছিল প্রতিষ্ঠিত। তা' কৃত্রিমধর্মী এবং সংস্কৃতান্বিত হয়ে উঠেছে আরও পরবর্তী যুগে (দ্র: ১৮.১১,১৮)। আর সেইজন্য প্রাকৃতে কিছু রূপগত বা শব্দগত বৈদিক উপাদান রয়ে গেছে বিচ্ছিন্নভাবে, যেগুলির প্রয়োগ সংস্কৃতে মোটেই লভ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ—

১ ॥ সন্ধি নিয়মের শৈথিল্য ও স্বাধীনতা।

২ ॥ স্বরমধ্যগত ড়্, ঢ়্ > ল়্, ল়্হ (*ḷ, ḷh*)।

৩ ॥ বৈদিক প্রত্যয় -ত্বন > প্রাকৃত -ত্তণ।

৪ ॥ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে ৬ষ্ঠীর ১বচনের বিভক্তি : প্রা -আএ < বৈ -আয়ৈ।

৫ ॥ অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার বহুবচনের বিভক্তি : -এহিং < বৈ -এভিঃ।

৬ ॥ লোট্ ম পু ১ব : প্রা হোহি = বৈ বোধি (< √ভূ)।

৭ ॥ বৈ তাৎ, য়াৎ, ইত্থা > প্রা তা, জা, এত্থ।

৮ ॥ উত্তম পুরুষ সর্বনামের ১মার বহুবচনেব বৈদিক পদ অস্মে > প্রা অম্হে।

৯ ॥ বৈ মাকিং, নকীম্ > প্রা মাইং, ণাইং।

১০ ॥ অ-কারান্ত শব্দের ১মার বহুবচনের বৈদিক বিভক্তি -আসঃ > মাগ আহো, -আহু।

১১ ॥ বৈ কৃণোতি (√কৃ) > মাহা কুণই (< *কৃণতি)।

১২ ॥ বৈ রুক্ষ > মাহা, অমা, শৌ রুক্খ 'গাছ'।

১৩ ॥ তুমর্থক বৈদিক প্রত্যয় -তবৈ > অমা -অএ, -ত্তএ।

১৪ ॥ ল্যবর্থক বৈদিক প্রত্যয় -ত্বী, ত্বীনম্ > অপ -প্পি, পি, ৰি এবং -প্পিণু।

১৫ ॥ বৈ সধ্রীম্ > প্রা সদ্ধিং ইত্যাদি।[১৯]

১৮.২০ সাহিত্যিক প্রাকৃত ও তাদের বিশেষ লক্ষণ ॥

প্রধান সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির বিবরণ ও ব্যাকরণগত বিশেষ লক্ষণগুলি নিচে দেখান হল—

১৮.২১ মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত—

দণ্ডিন্ প্রমুখ প্রাকৃত বৈয়াকরণদের মতে মাহারাষ্ট্রী আদর্শ প্রাকৃত (দ্র: ১৮.১৪)। কাব্য ও কবিতার ভাষা হিসেবে এই ভাষা হয়েছে সর্বাধিক আদৃত ও অনুশীলিত। সংস্কৃত নাটকের গীতগুলি সাধারণত এই উপভাষায় রচিত (ব্যতিক্রম: ভাস ও ভবভূতি)। ড: মনোমোহন ঘোষের মতে, এই ভাষা সম্ভবত কোন অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ; আর মাহারাষ্ট্রী,

---

১৯ দ্র: *Pischel* : GK ff 6

শৌরসেনী বা মাগধীর সমসাময়িক নয়, তা' শৌরসেনী থেকে উদ্ভূত। মাহারাষ্ট্রী সম্ভবত প্রথমে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে নীত হয়, আর সাহিত্য-মাধ্যম হিসেবে অনুশীলিত হতও সেখানে বেশি—যদিও তা' স্থানীয় প্রাকৃতের প্রভাবে একেবারে অবিমিশ্র ছিল না। পরে সেখান থেকে পুনরায় উত্তর ভারতে গৃহীত হয়। লক্ষণীয়, পরবর্তী যুগে হিন্দুস্থানী থেকে দকনী ভাষার উদ্ভব এই ভাবেই ঘটেছিল।[২০]

মাহারাষ্ট্রীর বিখ্যাত রচনাগুলি হল—হালের কবিতা-সংকলন 'গাহাসত্তসঈ' (৩য় শতক ?), জয়বল্লভের বজ্জালগ্গ (১৪শ শতক), প্রবরসেনের 'রাবণবহো'—নামান্তর 'দহমুহবহো' অথবা 'সেতুবন্ধ' (৫ম-৬ষ্ঠ শতক), বাক্‌পতিরাজের (বপ্পইরাঅ) 'গউডবহো' (৮ম শতক) মহাকাব্য ইত্যাদি [দ্র. ১৮.১২, ১৩, ১৫]।

অন্যান্য প্রাকৃতের তুলনায় মাহারাষ্ট্রীর বৈশিষ্ট্য হল এইগুলি—

১। স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের লোপ (অল্পপ্রাণের ক্ষেত্রে) অথবা হ্-এ পরিণতি (মহাপ্রাণের ক্ষেত্রে)। যথা—সং প্রাকৃত, প্রাভৃত, কথম্ > মাহা পাউঅ, পাহুড, কহং।

২। ঘোষবত্তা (এবং উষ্মীভবন) এবং পরিশেষে ব্যঞ্জনলোপের পূর্বে অঘোষ অল্পপ্রাণ কচিৎ মহাপ্রাণবর্ণে পরিণত হয়, যথা—সং নিকষ > *নিখষ > মাহা ণিহস, স্ফটিক > সং *ফটিখ > ফলিহ, সং ভরত > ভরথ > ভরহ ইত্যাদি।

৩। মাগধী বা অর্ধমাগধীর মত সময় সময় -স্- হ্-এ পরিণত, যথা—সং পাষাণ > মাহা পাহাণ (এবং অমা); সং তস্য > *তাস > মাহা তাহ; সং অনুদিবসম্ > অনুদিঅহং।

৪। সং ত্ম > মাহা প্প অন্যত্র ত্ত, যথা—সং আত্মন্ > মাহা অপ্পা, শৌ-মাগ সাধারণত অত্তা (অপ্পা শব্দের ব্যবহার অশোকানুশাসনের পশ্চিমাতেও মেলে)।

৫। সাধারণত সং ক্ষ > মাহা চ্ছ কিন্তু শৌ ক্‌খ, যথা—সং ইক্ষু > মাহা উচ্ছু, শৌ ইক্‌খু।

২০ দ্র. *Ghose : ibid* ; *Chatterji* . IAH p. 91

৬। ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় প্রত্যয় -আহি ৫মীর ১বচনে ব্যবহৃত, যথা— দূরাহি, মূলাহি তু: সং দক্ষিণাহি। প্রাচীন ৫মী বিভক্তি অথবা -তস্ যুক্ত ৫মী বিভক্তিও অসুলভ নয়, যথা—মাহা ঘরা, উঅহীউ <সং গৃহাৎ, উদধিতঃ।

৭। ৭মীর ১বচনে সর্বনামের বিভক্তি -স্মিন্>মাহা -ম্মি কিন্তু পা -মহি, -স্মিং, অমা -ংসি, শৌ -স্‌সিং।

৮। কর্মবাচ্যের বিকরণ -য়-> -ইজ্জ- কিন্তু শৌরসেনীতে -ঈঅ-, যথা— সং গম্যতে>মাহা গমিজ্জই, শৌ গমীঅদি।

৯। ল্যবর্থক অসমাপিকার প্রত্যয় -উণ<-ত্বান (বৈ), যথা—পুচ্ছিউণ, শৌ পুচ্ছিঅ<-য় (তু: অশো অভিরাদেতূনং)।

১০। কৃ-ধাতুর লট্‌মূল বেদের মত হল কুণ-, যথা, মাহা কুণই <বৈ কৃণোতি তু: সং করোতি।

১৮.২২ শৌরসেনী প্রাকৃত—

কেবলমাত্র সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত আর একটি প্রাকৃত, শৌরসেনী হল নারী, বিদূষক এবং অশিক্ষিত পুরুষের ভাষা। বিশুদ্ধ প্রাকৃতে রচিত 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকে (খ্রী: অ: ৯০০) রাজা-চরিত্রও এই প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত শৌরসেনী প্রাকৃতের মূল ভিত্তি হল শূরসেন বা মথুরা অঞ্চল। শূরসেন উত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চল—সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। তাই সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এর নিকট সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে।

বৈয়াকরণরা মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর মাঝামাঝি বিভাষা আবন্তী প্রাকৃতের উল্লেখ করে গেছেন। এতে দুটি প্রাকৃতেরই লক্ষণ পরিস্ফুট।

শৌরসেনীর বিশেষ লক্ষণগুলি হল এই—

১। স্বরমধ্যগত দ্, ধ্ (<দ্, ধ্ অথবা ত্, থ্) রক্ষিত, যথা—শৌ মদ, গদ, কধেদু<সং মত, গত, কথয়তু। পদমধ্যগত -ন্ত্- ক্বচিৎ -ন্দ্-এ পরিণত (সং হন্ত>হন্দ)।

২। সাধারণত ক্ষ>ক্খ; যথা—সং ইক্ষু>শৌ ইক্খু, মাহা উচ্ছু।

৩। সমীভূত যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ মাহারাষ্ট্রী বা অর্ধমাগধীর মত তত সুলভ নয়, যেমন কাব্বং, উসব <সং কর্তব্যম্, উৎসব।

৪। সপ্তমী ১বচনের বিভক্তি -স্মিন্>শৌ -স্‌সিং কিন্তু মাহা -স্মি, অমা -ংসি। দ্র: ২০.৪০।৬।

৫। বিধিলিঙের গঠন সংস্কৃত-অনুসারী। মাহাবাষ্ট্রী বা অর্ধমাগধীর মত বিকরণ -এজ্জ- -তে পরিণত হয় নি। যথা—বট্টে<*বর্তেৎ, তু মাহা বট্টেজ্জ।

৬। কর্মবাচ্যের বিকরণ -য়->শৌ -ঈঅ- (মাহা -ইজ্জ-), যথা—শৌ পুচ্ছীঅদি, গমীঅদি (মাহা পুচ্ছিজ্জই, গমিজ্জই)।

৭। কৃ ধাতুর রূপ সংস্কৃতানুগ। যথা—করোদি (<সং করোতি) কিন্তু মাহা কুণই (<বৈ কৃণোতি)।

১৮.২৩ মাগধী প্রাকৃত—

সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী অশিক্ষিত ইতরজনের ভাষা। মাগধী নাম থেকেই বোঝা যায়, এর মূল হল মগধের বা দক্ষিণ বিহারের কথ্য ভাষা। প্রাচ্যের এই উপভাষার বিশুদ্ধ এবং প্রাচীনতম নমুনা জোগীমার গুহায় খোদিত তিন ছত্রের প্রত্নলিপি (খ্রীঃ পূ ২য় শতক) দ্র. ১৫.৬১। অশ্বঘোষের নাটকেও (খ্রীঃ অ· ১ম শতক) মাগধীর পূর্বতন রূপটি পাওয়া গিয়েছে (দ্র· ১৬.৬০)। অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটকে এবং অন্যত্র [২১] এই প্রাকৃতের প্রয়োগ মেলে। প্রাকৃত বৈয়াকরণরা মাগধীর কয়েকটি বিভাষা নির্দেশ করে গেছেন—যথা, শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী ইত্যাদি। মৃচ্ছকটিক নাটকে রাজশ্যালক শকারের ভাষা শাকারী।

মাগধীর বিশেষ লক্ষণগুলি হল এই—

১। সং শ্‌, ষ্‌, স্>মাগ শ্‌। যথা—সং পুরুষঃ, শুষ্ক, ভবিষ্যতি, পুত্রস্য>পুলিশে, শুশ্‌ক, ভবিশ্‌শদি, পুত্তশ্‌শ।

২। সং র>ল্। যথা—সং পুরুষঃ, রত্ন, নরঃ, রাজানঃ>মাগ পুলিশে, লদন, ণলে, লাআণো।

৩। ১মা ১ব -অঃ>এ। যথা—সং পুরুষঃ, নরঃ, সঃ>পুলিশে, ণলে, শে।

৪। সং জ্>য়্ (সম্ভবত উষ্মীভূত)। যথা—সং জানাতি, যথা, জায়তে>মাগ য়াণদি, য়ধা, য়ায়দে।

---

২১ দ্র: *Woolner* : IP p 87, footnote ; *Pischel* : GK ff 23

৫। শাকারী বিভাষায় চ্ 'স্পৃষ্ট-তালব্য' ধ্বনি (=য়্চ্), যথা— সং তিষ্ঠ>*চিষ্ঠ>য়্চিষ্ঠ।

৬। সং দ্য, র্জ, র্য>মাগ য়্য়। যথা—সং আর্য, অদ্য, কার্য, অর্জুন> অয়্য়, অয়্য়, কয়্য়, অয়্য়ুণ।

৭। সং ন্য, জ্ঞ, ঞ্জ>মাগ ঞ্ঞ (শৌ ণ্ণ কিন্তু ঞ্জ রক্ষিত)। যথা—সং পুণ্য, অন্য, রাজ্ঞঃ, অঞ্জলি>মাগ পুঞ্ঞ (শৌ পুণ্ণ), অঞ্ঞ (শৌ অণ্ণ), লঞ্ঞো (শৌ রণ্ণো), অঞ্ঞলি (শৌ অঞ্জলি)।

৮। সং চ্ছ>মাগ শ্চ। যথা—সং গচ্ছ, ইচ্ছতি (*ইচ্ছ্যতে), পৃচ্ছতি> গশ্চ, ইশ্চীঅদি, পুশ্চদি.।

৯। যুক্তব্যঞ্জনের স্, ষ্ সাধারণত সমীভূত হয় না। যথা—সং তুরুষ্ক, শুষ্কঃ, প্রস্খলতি, হস্তঃ, বৃহস্পতি>মাগ তুলুশ্ক, শুশ্কে, পস্খলদি, হস্তে/ হশ্তে, বুহস্পদি/বিহশ্পদি।

১০। সং ক্ষ>শ্ক, স্ক। যথা—সং প্রেক্ষতে, পক্ষ>পেস্কদি, পশ্ক

১১। সং র্থ>স্ত, শ্ত। যথা—সং অর্থঃ, তীর্থ, বিক্রয়ার্থম্>মাগ অস্তে, তিস্ত, বিক্কঅস্তং।

১২। অস্মদ্ শব্দের ১মার ১বচনে হগে <*হগম্=*অহকম্=অহম্।

১৩। পদমধ্যগত দ্- (<দ্, ত্) রক্ষিত। যথা—ভরিশ্শদি ; ক্বচিৎ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনও রক্ষিত, যথা—কঞ্ঞকা, কঞ্ঞগা<সং কন্যকা।

১৪। কৃ ধাতু লট্ প্রথম পুরুষ একবচনে কলেদি (<*করয়তি) কিন্তু মাহা কুণই, শৌ করোদি।

এছাড়া ব্যাকরণগত লক্ষণের দিক দিয়ে মাগধী শৌরসেনীর অনুরূপ।

১৮.২৪ অর্ধমাগধী প্রাকৃত—

পালি যেমন ব্যবহৃত হয়েছে বৌদ্ধদের রচনায়, অর্ধমাগধীও তেমনি ব্যবহৃত হয়েছে কেবল জৈনদের রচনায়। Jacobi তাই এর নাম দিয়েছেন জৈন প্রাকৃত। তাঁর মতে অর্ধমাগধী মাহারাষ্ট্রীরই প্রাচীনতর রূপ। জৈনরা মাহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনীও ব্যবহার করতেন। তবে অর্ধমাগধীর স্পষ্ট প্রভাব থাকায় এই ভাষাদু'টিকে যথাক্রমে জৈন মাহারাষ্ট্রী (নামকরণ Jacobi-র) ও জৈন শৌরসেনী বলা হয়। জৈন মাহারাষ্ট্রী এবং জৈন

শৌরসেনীর সাহিত্যিক নিদর্শন সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (১৮.১২,১৫)।

অশ্বঘোষের নাটকে অর্ধমাগধীর প্রাচীনতর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে (দ্র: ১৬.৬০) কিন্তু পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকে এর ব্যবহার একেবারেই নেই। কেবল ভাসের নাটকে (যথা কর্ণভার) এর কিছু লক্ষণ মেলে[২২] (দ্র: ১৮.১৩)। জৈন মতাবলম্বী প্রাকৃত বৈয়াকরণরা অর্ধমাগধীর নাম দিয়েছেন আর্য (<ঋষি) প্রাকৃত।

অর্ধমাগধীর ওপর সংস্কৃতের প্রভাব প্রচুর। বড় বড় সমাসবদ্ধ পদ এবং পুনরুক্তিদোষ অর্ধমাগধীর গদ্যরীতিকে ক্লিষ্ট করেছে। কিন্তু অর্ধমাগধী এবং তারই প্রকারভেদ জৈন মাহারাষ্ট্রীতে রচিত লোকগাথাগুলির বর্ণনাভঙ্গী মনোরম। জৈন আগমে ব্যবহৃত গদ্য ও পদ্য অংশের মধ্যে রীতিগত পার্থক্য আছে। অর্ধমাগধীতে মাগধী ও শৌরসেনী উভয়েরই লক্ষণ কিছু কিছু আছে, তবে পদ্যাংশ মাহারাষ্ট্রীর কাছাকাছি।

অর্ধমাগধীর বিশেষ লক্ষণগুলি হল এই—

১। পদান্ত -অঃ>-এ (তু: মাগধী -এ), -ও (প্রায়শ পদ্যাংশে), যথা—জণে <সং জনঃ,পুর্‌রো<সং পূর্বঃ। সং র্‌,ল্‌ রক্ষিত (কিন্তু মাগ ল্‌); শ্‌, ষ্‌, স্‌>স্‌ (মাগ শ্‌)।

২। স্বরমধ্যগত লুপ্ত একক ব্যঞ্জনের স্থলে য়্‌-শ্রুতি (মাহারাষ্ট্রীর মত) যথা—সায়র, নয়র <সং সাগর, নগর।

৩। মূর্ধন্যীভবন অন্যান্য প্রাকৃতের তুলনায় বেশি। যথা—ডসই (<√দংশ্‌), ওসঢ <সং ঔষধ (মাহা, শৌ ওসহ)।

৪। ক্বচিৎ স্বরমধ্যগত ঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন রক্ষিত, যথা—লোগ<সং লোক।

৫। সমীভূত -স্‌স- প্রায়ই সরলীকৃত, ফলে পূর্বস্বরের সম্পূরক দীর্ঘত্ব (compensatory lengthening)। অশোকানুশাসনেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। যথা অমা বাস<*বস্‌স<সং বর্ষ।

৬। সং -স্ম->ংস। যথা—অংসি, লোগংসি <সং অস্মি, *লোকস্মিন্‌।

৭। ৪র্থীর ১বচনের বিভক্তি -ত্তাএ<স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ (দেবত্তাএ<

২২ দ্র: *Woolner* : IP p. 75

দেরত্থার); ভস্মায় ১বচনে প্রাচীনত্ব রক্ষিত। যথা—চক্‌খুসা<সং চক্ষুষা; ৭মী ১বচনে সর্বনাম বিভক্তি, যথা—লোগংসি<-স্মিন্।

৮। ল্যবর্থক অসমাপিকার বৈচিত্র্য, যথা—(ক) সং -ত্বা>ত্তা (বিশেষত গদ্যে) যথা—গন্তা, ভবিত্তা, *পুছিত্তা <সং গত্বা, ভূত্বা, পৃষ্ট্বা। (খ) সং -ত্য> চ্চ যথা—অভিসমেচ্চ <সং -সমেত্য। (গ) বৈ -ত্বায় (তুঃ ঋ বে দৃষ্ট্বায়)>-ত্তএ (তুমর্থক প্রয়োগেও) যথা—গচ্ছিত্তএ<*গচ্ছিত্বায়=গত্বা। (ঘ) বৈ -ত্বান: *ত্বন>ত্বূণ, উণ (মাহারাষ্ট্রীর মত), ত্তাণং (বিশেষত গদ্যে) যথা—ঘেত্তূণ=গৃহীত্বা; পুচ্ছিদূণ=পৃষ্ট্বা; ভবিত্তাণং=ভূত্বা। (ঙ) তুমর্থক -তুম্>-উং, -ত্তু, -ট্টু; যথা—কাউং=কৃত্বা; সুণিত্তু=শ্রুত্বা; কট্টু=কৃত্বা।

৯। লুঙ্‌পদের প্রাচীন অবশেষও মেলে, যথা—প্র পু বহুব পুচ্ছিংসু (দ্র: ২০.৯১।৩)।

১০। কৃ-ধাতুর রূপ: গদ্যে ব্যবহৃত কুব্‌বই<*কুর্বতি; পদ্যে মাহারাষ্ট্রীর মত কুণই <বৈ কৃণোতি।

১১। পালির মত শানচ্ (=মান/আন) প্রত্যয়ের ব্যবহার (পুচ্ছমাণো)।

১৮.২৫ পৈশাচী প্রাকৃত—

শিষ্ট সাহিত্যে পৈশাচী প্রাকৃতের স্থান হয় নি কিন্তু লোক সাহিত্যে এর সমাদর ছিল প্রচুর। নানাধরণের রূপকথা ও রোমান্টিক্ কাহিনী সংহৃত ক'রে গুণাঢ্য 'বৃহৎকথা' (বড্ডকহা) রচনা করেছিলেন সম্ভবত খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনায়।[২৩] গুণাঢ্যের নাম ব্যাস-বাল্মীকির মত সমাদৃত হত এককালে। পৈশাচীতে লেখা মূল বইটি লুপ্ত হয়ে গেলেও একাধিক সংস্কৃত অনুবাদের মধ্য দিয়ে কাহিনীগুলি রয়ে গেছে। প্রাকৃত বৈয়াকরণদের উক্তি এবং ইতস্তত-উদ্ধৃত দু-একটি শ্লোকই একমাত্র অবলম্বন (দ্র: ১৮.১২, ১৪, ১৫)। নবম খ্রীষ্টাব্দের একখানি কম্বোডীয় লিপিতেও গুণাঢ্যের উল্লেখ আছে।

---

২৩ Bühler-এর মতে গুণাঢ্য আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রীষ্টাব্দ ১ম বা ২য় শতকে, Smith-এর মতে ১ম শতাব্দীর শেষার্ধে, Levy-র মতে ২য় বা ৩য় শতাব্দীতে, Weber-এর মতে ৬ষ্ঠ শতকের, Speyer ও Tawney-র মতে ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন সময়ে।

পৈশাচীর ভাষা বেশ প্রাচীন ধরণের। এর সঙ্গে প্রত্নলিপিলব্ধ উত্তর-পশ্চিমা বা'গান্ধারীর বেশ মিল আছে—যদিও পৈশাচী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সম্ভবত বিস্তৃত হয়েছিল ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। পালির সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে (দ্র: ১৬.৩৮)। ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এর সংরক্ষণশীলতা (শৌরসেনীর মত) সংস্কৃতের প্রভাবে অধিক পুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু অপভ্রংশের সঙ্গেও এর নৈকট্য সহজেই চোখে পড়ে।

পৈশাচী প্রাকৃতের বিশেষ লক্ষণগুলি হল এই—

১। স্বরমধ্যগত ঘোষ ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তার লোপ, যথা—সং নগর, রাজা, কন্দর্প>নকর, রাচা, কন্তপ্প।

২। স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জন লুপ্ত বা মহাপ্রাণবর্ণ হ্-এ পরিণত হয় না (মেখ <সং মেঘ)।

৩। সং ণ্, ল্, শ্, ষ্>পৈ ন্, ল্., স, স্ (গুনেন, কমল., পতেস <সং গুণেন, কমল, প্রদেশ)।

৪। -য়্- রক্ষিত (য়ুত্ত<সং যুক্ত)।

৫। সং জ্ঞ, ন্য, ণ্য>ঞ্ঞ (মাগধীর মত), যথা—রঞ্ঞো/রাচিঞো, কঞ্ঞকা, পুঞ্ঞ<সং রাজ্ঞঃ, কন্যকা, পুণ্য।

৬। র্য>রিঅ, স্ন>সিন, ষ্ট>সট (ভারিআ, সিনাত, কসট< সং ভার্যা, স্নাত, কষ্ট)।

৭। কর্মবাচ্যে -ইয়্য- এবং -য়্য়- (গিয়্য়তে<সং গীয়তে)।

৮। সং ক্রিয়তে=*কীর্য্যতে>কিরতে (তু: পালি কিরতি) ইত্যাদি।

৯। -এয়্য় -যুক্ত বিধিলিঙ পদ, যথা—পৈ হুরেয়্য (তু· পা হুরেয়্য, হুপেয়্য)।

১০। *-ত্বান=সং ত্বা>পৈ -তূন (গন্তূন=গত্বা)।

॥ ১৯ ॥

সাধারণ প্রাকৃতের অন্ত্যপর্ব

[Late MIA]

১৯.১০ অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট (খ্রী: অ: ৬০০—১৪০০)—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তিমস্তর হিসেবে শৌরসেনী বা নাগরক অপভ্রংশের ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে (দ্র: ১৪.৬২)। অথবা একথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, অপভ্রংশের শেষ পরিণতি অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ—লোকাশ্রয়ী সাহিত্যিক আবেদন অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় নি ব'লে তখনও যার অনুশীলন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি, এমন কি নবীন আর্যভাষাগুলির আবির্ভাবের পরেও। পূর্বোক্ত আলোচনার সূত্র ধ'রে এখানে এইটুকুই উপস্থাপনীয় যে, অপভ্রংশ একদিক দিয়ে যেমন সাহিত্যিক প্রাকৃত (বিশেষত শব্দসম্ভার এবং ধ্বনিতত্ত্ব বিচারে), অপরদিক দিয়ে তেমনি তা' নবীনও বটে (বিশেষত বাক্য- বা রচনারীতি ও রূপতত্ত্বপ্রকরণে)। এই মানদণ্ডেই প্রাচীন স্তর-ভুক্ত অপভ্রংশের নামকরণ হয়েছে অপভ্রংশ-প্রাকৃত আর অর্বাচীন স্তরের আবির্ভূত লক্ষণ দেখে তাকে বলা হয়েছে অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ।

অপভ্রংশের এই দ্বিবিধ ধর্ম আপাতবিরোধী ব'লে মনে হতে পারে; কিন্তু মনে রাখা দরকার, জৈন কবিদের রচিত প্রাথমিক স্তরের অপভ্রংশরচনা (৬ষ্ঠ-১০ম শতক) ধর্ম ও সাহিত্য রসেই সিঞ্চিত, অপরপক্ষে, খ্রীষ্টীয় ২য় সহস্রকের সূচনা থেকে অপভ্রষ্টে রচিত সাহিত্য হয়ে উঠেছে মুখ্যত ধর্মনিরপেক্ষ আবেদনে উদার, লোকধর্ম রূপায়ণে সোচ্চার (দ্র: ১৮.১৪)। কাজেই বিবর্তনগত পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও এই উভয়জাতীয় রচনায় ভাষার রীতি-বৈষম্য স্বাভাবিক তো বটেই!

১৯.২০ প্রাচীনতম উল্লেখ—

'অপভ্রংশ' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ এবং তার সাহিত্যিক নিদর্শন সম্বন্ধে এখানে পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয় (দ্র: ১৮.১২, ১৪, ১৫)। তথাকথিত অবহট্‌ঠে রচিত কয়েকটি আদর্শ রচনার নিদর্শন হল—দ্বাদশ শতকের পরবর্তীকালে রচিত রাজস্থানের পিঙ্গল সাহিত্য, আব্দুর রহমানের 'সন্দেশরাসক' (১৩শ শতক), সম্ভবত চান্দ্‌ বর্দাই রচিত 'পৃথ্বীরাজরাসো' (১৩ শ শতক), পিঙ্গলাচার্যের 'প্রাকৃত-পিঙ্গল' (১৪শ শতক), বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' (১৫শ শতক) ও সম্ভবত শেষ পরিণতি হিসেবে ব্রজবুলী সাহিত্য।

কিন্তু অবহট্‌ঠের প্রাচীনতম উল্লেখ পাচ্ছি অনেক পরে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে। 'প্রাকৃত-পিঙ্গল'-এর টীকাকার বংশীধর বা লক্ষ্মীনাথ ভট্ট পিঙ্গলের ভাষাকে বলেছেন অবহট্‌ বা অবহট্‌ঠ ভাষা (<সং অপভ্রষ্ট)। 'প্রাকৃত-পিঙ্গল'-এর আর একজন টীকাকার রবিকরের টীকার ভূমিকায় উদ্ধৃত কবিতাতেও এর উল্লেখ আছে ('অপভ্রষ্টা চ য়া তস্মাৎ [=প্রাকৃতাৎ] সাপি অপভ্রংশসংজ্ঞিকা')।[১] সরহের 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা'-র শেষে দোহাকোষের ভাষার সম্বন্ধে অদ্বয়বজ্র (খ্রী: অ: ১৩০০) তাঁর টীকায় বলেছেন 'দোহা অভিভ্রষ্টরচনস্যেতি'।[২]

কিন্তু এই অবহট্‌ঠ কথাটি যে একটি বিশেষ ভাষা ব'লে উল্লিখিত হয়েছে এমন মনে হয় না। তাই 'কথাসরিৎসাগর'-এ (১৭.১৪১) অপভ্রষ্ট আর মাহারাষ্ট্রী এক। 'নাট্যশাস্ত্রে' (১৭.৩) 'বিভ্রষ্ট' অর্থে সংস্কৃত বা দেশী নয় এমন প্রাকৃত-তদ্ভব শব্দ। হেমচন্দ্রের কাছে একটি অনিয়মিত প্রাকৃতশব্দ আসলে 'প্রাকৃতম্ অপভ্রষ্টম্ ইব রূপম্' (দেশীনামমালা, ১.৩৭)। এইরূপ 'অপশব্দ' অর্থেও অপভ্রষ্ট কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] আবার ক্রমদীশ্বর (১২শ-১৩শ শতক) অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ—একাকার করে ফেলেছেন।[৪]

১ দ্র: *Jacobi* : Introduction to BhK ff 7,23 ; *Pischel* : GK ff 28

২ দ্র: *Sen* : CGMIA p. 32 footnote

৩ দ্র: *Jacobi* : *ibid* ; *Pischel* : *ibid*

৪ দ্র: *Sen* : *ibid*

মোটকথা সর্বত্রই 'অপভ্রষ্ট' কথাটিকে মনে করা হয়েছে বিকৃত (degenerated) প্রয়োগ রূপে। পতঞ্জলির কালেই সংস্কৃতে সংস্কৃতেতর ইতরজনোচিত প্রয়োগ (vulgarism) ব্যাখ্যাত হয়েছে অপভ্রংশ বা অপশব্দরূপে। তেমনি সাহিত্যিক প্রাকৃতে প্রযুক্ত গ্রাম্য প্রয়োগও অপভ্রংশ-রূপে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু অপভ্রংশ প্রাকৃতের ক্ষেত্রে এই অনুপ্রবেশ নিন্দনীয় তো নয় মোটেই, বরং অপভ্রংশ-উপাদানের প্রাচুর্যের জন্যই তা' অভিহিত হয়েছে 'অপভ্রংশ' নামে। আবার পরবর্তী যুগে ঐ অপভ্রংশের পর্যায়ভুক্ত শব্দ হিসেবেই প্রাকৃত ব্যাকরণে গৃহীত হয়েছে অপশব্দ, অপভ্রষ্ট, বিভ্রষ্ট, অপিভ্রষ্ট (=অবিহট্‌ঠ) <অপভ্রষ্ট+বিভ্রষ্ট ইত্যাদি। আসলে সংস্কৃত/*সংকৃত (>প্রা সক্কয়) এবং প্রাকৃত (প্রা পাইঅ, পাউঅ)—এই শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যে 'অপভ্রংশ' শব্দের চেয়েও ক্ত-প্রত্যয়ান্ত অপভ্রষ্ট/অপিভ্রষ্ট (=অবিহট্‌ঠ, অবহট্‌ঠ) সমাদৃত হয়েছে অধিক।[৫] আর তা' ব্যবহৃত হয়েছে প্রাকৃত-অপভ্রংশের বিকৃত রূপকে লক্ষ্য করেই।

১৯.৩০ অপভ্রংশ সমস্যা[৬]—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনে অপভ্রংশের সঠিক স্থান কি—এই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যার প্রধান উপকরণগুলি হল—

১ ॥ Grierson, Pischel, Chatterji প্রমুখ বিদ্বজ্জন (শৌরসেনী) অপভ্রংশকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তর হিসেবে চিহ্নিত করলেও অপভ্রংশের ইতিহাস কিন্তু অতি প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত।

অপভ্রংশ যে একদিক দিয়ে অর্বাচীন স্তরের তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

৫ দ্র: *Jacobi* : ff 7.24 ; *Sen* : "Three Lectures on MIA." JOIB Vol XI no. 3, p. 213

৬ বর্তমান আলোচনার মূল উপাদান *Jacobi*-র রচনা থেকে গৃহীত। সুতরাং বিস্তারিত আলোচনা ও উল্লেখ তাঁর অমূল্য ভূমিকা "Introduction to Bhavisattakahā" (মূল German) দ্রষ্টব্য। (ইংরাজীতে অনূদিত : *S.N. Ghosal*, JOIB Vol II-V)। আরও দ্রষ্টব্য অপভ্রংশের আধুনিক আলোচনা গ্রন্থ : *Tagare* · HGA ; *Alsdorf* : Apabhraṁśa Studien

তার কারণ, নবীন আর্যভাষার সঙ্গে তার যোগ (বিশেষত প্রাচীন গুজরাটীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক)। কিন্তু আরও সত্য, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনস্তরভুক্ত অশোক-প্রাকৃত এবং গান্ধারী প্রাকৃতের সঙ্গে অপভ্রংশের আত্মিক যোগ সাহিত্যিক প্রাকৃতের চেয়েও বেশি (দ্র: ১৭.৪০)। বলা বাহুল্য, তার কারণ উভয়স্তরের কথ্যভাষাশ্রয়ী সাধর্ম্য।

২ ॥ শুধু তাই নয়, মধ্যস্তরভুক্ত প্রাকৃত সাহিত্যের ওপর অপভ্রংশের যথেষ্ট প্রভাব সক্রিয় রয়েছে আগাগোড়া।

৩ ॥ প্রাচীন বৈয়াকরণরাও যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের অনেকে অপভ্রংশকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পাশে স্বাধীন কাব্যিক-রীতিসিদ্ধ শিষ্ট সাধুভাষার স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ—বিশেষত ১০ম শতকের সমসাময়িক অনেকে—অপভ্রংশকে বলেছেন দেশী ভাষা বা দেশীয় (popular speech)। প্রাকৃত বৈয়াকরণরাও যেমন অপভ্রংশ ও প্রাকৃতকে অনেকস্থানে একাকার ক'রে ফেলেছেন, অপভ্রংশ ও দেশী—এই দুইটি অভিধার ধারণা-বিপর্যয়ও ঘটেছে অনেকক্ষেত্রে। এই সংশয় আধুনিক বিদ্বান্‌দের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। ফলে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

৪ ॥ সুতরাং নতুন ক'রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে—অপভ্রংশ ও দেশী ভাষার সম্পর্ক কীরূপ ?

৫ ॥ সাহিত্যিক অপভ্রংশের শেষ স্তর হল অপভ্রষ্ট। কিন্তু এই অপভ্রষ্টের স্বরূপ কী ?

এখন উপকরণগুলির বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন—

১৯.৩১ অপভ্রংশের কালানুক্রম—

পিশেল্ (Pischel), গ্রিয়ার্স'ন্ (Grierson), ব্লক্ (Bloch), ভাণ্ডারকর, উল্‌নার্ (Woolner)-প্রমুখ আধুনিক সুধীজনের মতে যতদূর-সম্ভব-সংস্কৃত প্রভাববর্জিত (শৌরসেনী) অপভ্রংশ আসলে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তরের যথার্থ লোকভাষা বা জানপদভাষা (vernacular)—যার পূর্বতন স্তরে রয়েছে সাহিত্যে-ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রাকৃত (literary Prākrit)। তাই গ্রীয়ার্স'ন প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রাকৃত এবং তৎসম্পর্কান্বিত আধুনিক কথ্য

ভাষার মধ্যবর্তী স্তরে অপভ্রংশের আঞ্চলিক বিভেদ কল্পনা করেছেন, যেমন শৌরসেনী প্রাকৃত>শৌরসেনী বা নাগর অপভ্রংশ>পশ্চিমা হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটী ; মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত>*মাহা অপ>মারাঠী ; মাগধী প্রাকৃত>*মাগ অপ>বাংলা, বিহারী, আসামী, ওড়িয়া ; অর্ধমাগধী প্রাকৃত> *অর্ধমাগধী অপ>পূর্বী হিন্দী ; ব্রাচড অপ>সিন্ধী ; কৈকেয় অপ>লহ্ন্দা ইত্যাদি ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এঁদের মতে, শৌরসেনী অপভ্রংশ যথার্থ দেশী ভাষা (vernacular)—সাহিত্যের জাতে উঠলেও লোকাশ্রয়ী (popular) ; কিন্তু তা' ব'লে সংকীর্ণ গ্রামত্যদোষে দুষ্ট (vulgar) নয়। কারণ তার পিছনে রয়েছে সর্বভারতীয় দৃঢ়মূল ভিত্তি ('common name for all Indian popular dialects')। সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনেক দূরের জিনিস (remote)।[৭] আর প্রাকৃতের তুলনায় অনেক প্রগতিশীল বলেই তা' সাধারণ প্রাকৃতের অন্ত্যস্তরভুক্ত ।

কিন্তু এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। য়াকোবি (Jacobi), আল্স্ডর্ফ (Alsdorf), কীথ (Keith), সুকুমার সেন প্রমুখ বিদ্বানদের মতে কিন্তু অপভ্রংশ হল মূলত প্রাকৃত। তাই তার ব্যবহার কাব্যেই সীমাবদ্ধ, এবং ধর্মীয় আবেদনে গ্রাহ্য। গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভাষার সঙ্গে তার মিল থাকার কারণ, এর ভাষাগত প্রাদেশিক ভিত্তি। কিন্তু অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির সঙ্গে অপভ্রংশের সরাসরি যোগ নেই। এমনকি বাংলাদেশের অবহট্‌ঠ-রচনা প্রাকৃতপিঙ্গলের মধ্যেও মাগধী লক্ষণ পরিস্ফুট নয়, পরিস্ফুট পশ্চিমা প্রভাব। ধ্বনিগত গঠন ও শব্দভাণ্ডারে অপভ্রংশ প্রাকৃতাশ্রয়ী আর রচনারীতি ও রূপতত্ত্বে তা' দেশীভাষার কাছাকাছি। আর এই দেশীভাষা যেমন অপভ্রংশের কথ্যধর্মের মূল উৎস, আধুনিক ভাষাগুলিরও তাই। সুতরাং এঁদের মতে, অপভ্রংশ হল সাধারণ প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরভুক্ত। এঁদের স্বপক্ষের প্রধান যুক্তি হল—প্রথমত, শৌরসেনী অপভ্রংশের মত কোন কল্পিত অপভ্রংশের লেখ্য প্রমাণ মেলে না। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ভাষাগুলির সঙ্গেও কল্পিত আঞ্চলিক প্রাকৃত বা অপভ্রংশের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন

৭ দ্র: *Pischel* : GK ff 28

মাগধীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য—র্>ল্, পদান্ত-অঃ>-এ এবং শ্, ষ্, স্>শ্ ইত্যাদির ব্যাপক প্রয়োগ দুর্লভ। অথবা তথাকথিত কল্পিত মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশের সঙ্গে আধুনিক মারাঠীরও কোন সংযোগ নেই। তৃতীয়ত, অপভ্রংশের ইতিহাস অতি প্রাচীন—মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরেই তা' উদ্ভূত নয়। এর প্রমাণ মেলে প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যে, এবং বৈয়াকরণ ও আলংকারিকদের বিবৃতিতে (দ্র: ১৯.৩২)।

১৯.৩২ অপভ্রংশের উপাদান—

১ ॥ পতঞ্জলি (খ্রী: পূ: ২য় শতক) তাঁর মহাভাষ্যে অপভ্রংশ ও অপশব্দ—এই দু'টি কথা ব্যবহার করেছিলেন।[৮] এই কথা দু'টির দ্বারা তিনি অবশ্য সংস্কৃতাদর্শ থেকে বিচ্যুত লৌকিক ভাষারীতিকেই বুঝিয়েছিলেন। তাঁর মতে 'গো' শব্দের তিনটি অপশব্দ—"গাবী" ছাড়াও 'গোণী, গোতা, গোপোতালিকা'। এই তিনটি শব্দের অন্তত একটির প্রয়োগ মিলছে প্রাকৃতে। গোণী (স্ত্রী) পাওয়া যায় জৈন মাহারাষ্ট্রীতে; 'গোণী'র পুংলিঙ্গ গোণ পাওয়া যায় অশোকানুশাসনের প্রাচ্যমধ্যায় (যথা—১মার ১বচনে গোনে, এবং ৬ষ্ঠীর ১বচনে গোনস) এবং অর্ধমাগধী ও মাগধীতে (গোণ) এবং পালিতে (গোণো); 'গাবী' সংস্কৃতেই মেলে কিন্তু তজ্জাত 'গাঈ' মেলে মাহারাষ্ট্রী ও অপভ্রংশে।[৯]

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে[১০] (৩০০ খ্রী: অ:) উদাহৃত কয়েকটি কবিতার ভাষার সঙ্গে অপভ্রংশের মিল দেখা যায়। জৈন মাহারাষ্ট্রীতে লিখিত বিমল-সূরীর লেখা 'পউমচরিয়' (খ্রী: অ: ৩০০) গ্রন্থেও অপভ্রংশের উদাহরণ দেখা যায়। এছাড়া বৌদ্ধ সংস্কৃত[১১], পালি[১২] এবং খরোষ্ঠী নিদর্শনের

৮ দ্র: মহাভাষ্য ১. ১. ১

৯ দ্র: *Pischel* : GK ff 8, 393 ; *Sen* : CGMIA ff 65

১০ দ্র: ১৭।৩ ; ১৭। ৪৯, ৫৪, ৫৫, ৬১

১১ দ্র: *Edgerton* : BHSG ff 1.105 ; BSOS VIII, ii-iii, pp. 501-517

১২ দ্র: *H. Smith* : "Desinences du type *Apabhraṁśa* en *Pāli*" BSL Vol XXXIII. pp. 169-72 (1932)

(দ্র: ১৭.৪০) মধ্যে, এমনকি বৈদিকের[১৩] সঙ্গেও অপভ্রংশের সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

২ ॥ এর থেকে বোঝা গেল, খ্রী: পূ: ৩০০ শতকেই অপভ্রংশের আদিস্তরের সূত্রপাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও তিনশত বছর বাদে তা' প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ভাষারূপে মর্যাদার আসনলাভ করেছে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে তাই ভামহ (খ্রী: অ: ৬০০) সুস্পষ্টভাবে তিনটি ভাষার অর্থাৎ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের সমান্তরাল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪] দণ্ডিনও (৬ষ্ঠ শতক) দেখিয়েছেন যে আভীর প্রভৃতি জাতির পদ্যে ব্যবহৃত ভাষা হল অপভ্রংশ।[১৫] বলভীরাজ ধারাসেন তাঁর তাম্রানুশাসনে (৬ষ্ঠ শতক) [যা' হল প্রথম লেখ্য প্রমাণ] ঘোষণা করেছেন যে তাঁর পিতা সংস্কৃত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ—এই তিনটি ভাষাতেই রচনাপারংগম।[১৬] রুদ্রট (৯ম শতক) দণ্ডিনের মতের সমর্থনেই বলেছেন যে অপভ্রংশের আঞ্চলিক বিভেদ রয়েছে।[১৭] বিখ্যাত প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রের সমসাময়িক বা কিছু পূর্বের সংস্কৃত আলংকারিকগণ—যেমন, রাজশেখর, ধনঞ্জয় (১০ম শতক), রুদ্রটের 'কাব্যালংকারে'র টীকাকার নমিসাধু (১১শ শতক), বাগ্‌ভট (১২শ শতক) প্রভৃতি প্রত্যেকেই অপভ্রংশ ভাষাকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মত সাধুভাষার সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। মোট কথা, এঁদের মতে, অপভ্রংশ হল কাব্যে-প্রযুক্ত ও -অনুশীলিত শিষ্টজনের পরিমার্জিত ভাষা।

৩ ॥ প্রাকৃত বৈয়াকরণদের আলোচনায় তো অপভ্রংশ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেই। অবশ্য, সর্বপ্রাচীন প্রাকৃত বৈয়াকরণ

---

১৩ দ্র: *Pischel* : GK ff 6

১৪ দ্র: কাব্যালংকার, ১. ১৬, ২৬

১৫ দ্র: কাব্যাদর্শ ১. ৩২, ৩৬

১৬ দ্র: "সংস্কৃত-প্রাকৃতাপভ্রংশ-ভাষাত্রয়-প্রতিবদ্ধ-প্রবন্ধ-রচনা-নিপুণতরান্তঃ-করণঃ"।

১৭ দ্র: কাব্যালংকার, ২. ১২

'প্রাকৃতপ্রকাশ' রচয়িতা বররুচির[১৮] (খ্রী: অ: ৫০০) রচনায় যে কোন কারণেই হোক্, অপভ্রংশের উল্লেখ নেই। চণ্ডই (৬ষ্ঠ শতক) সম্ভবত প্রথম প্রাকৃত বৈয়াকরণ যিনি অপভ্রংশের সাহিত্যিক মর্যাদা লক্ষ্য করেছেন।[১৯] পরবর্তী বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম (১১শ শতক) এবং হেমচন্দ্র[২০] (১২শ শতক) কেবল অপভ্রংশের আলোচনাই করেন নি, তার উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যও উপস্থাপিত করেছেন। পুরুষোত্তম 'শিষ্ট' জনোচিত ভাষা অপভ্রংশের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থ "প্রাকৃতানুশাসন"-এ শুধু সুবিস্তৃত রূপে নয়, অন্যসকলের চেয়ে বিশ্বস্তভাবে। তাঁর মতে অপভ্রংশের মূল উপভাষা তিনটি—নাগরক, ব্রাচডক, এবং উপনাগরক।[২১] এদের মধ্যে নাগরক হল প্রধান এবং যা' সারা আর্যাবর্তে সাহিত্যিক এবং শিষ্টজনসম্মত ভাষা হিসেবে হয়েছে সমাদৃত। তিনি শৌরসেনীকে অপভ্রংশের এবং অর্ধমাগধীকে মাগধীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এছাড়া, তাঁর মতে আরও দু'টি ভাষা হল—পৈশাচিক ও লৌকিক।

বিখ্যাত প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রও অপভ্রংশকে সাহিত্যিকভাষার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে সমানভাবে, তবে তাঁর ব্যাকরণে উপভাষাগত বিভেদের অস্পষ্টতা রয়েছে। তাঁর সময়ে

১৮ বররুচির 'প্রাকৃতপ্রকাশ' ১২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম নয়টি মাহারাষ্ট্রী ভাষার জন্য, দশম পৈশাচীর জন্য, একাদশ মাগধীর জন্য এবং দ্বাদশ শৌরসেনীর জন্য ব্যয়িত।

১৯ প্রাকৃতলক্ষণম্, ৩.৩৭, *Tagare* : HGA p. 4

২০ হেমচন্দ্রের 'সিদ্ধহৈমশব্দানুশাসন' গ্রন্থটি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র মত ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রথম ৭টি অধ্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ৮ম অধ্যায় প্রাকৃত ব্যাকরণের জন্য নির্দিষ্ট। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারটি পাদ। মোট সূত্র ১১১৯। এতে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চূলিকা পৈশাচী এবং অপভ্রংশের লক্ষণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ আছে।

২১ গ্রিয়ার্সনের মতে নাগর অপ গুজরাটের, উপনাগর পশ্চিম রাজস্থান এবং দক্ষিণ পাঞ্জাবের আর ব্রাচড সিন্ধুদেশের সঙ্গে যুক্ত।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মত অপভ্রংশও হয়েছে অপ্রচলিত ধ্রুপদী ভাষা। তাই লৌকিক বা দেশীভাষা (vernacular) এবং অপভ্রংশের পার্থক্য তিনি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতকের আর একজন প্রখ্যাত কবি ও বৈয়াকরণ, উড়িষ্যাবাসী মার্কণ্ডেয়ের (১৭শ শতক) "প্রাকৃতসর্বস্ব"-এ অপভ্রংশের আলোচনা আছে। তাঁর মতে, প্রাকৃতের উপভাষাগত ভাগগুলি হল—(১) ভাষা (মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, প্রাচ্যা, আবন্তী)। (২) বিভাষা (শাকারী, চাণ্ডালী শাবরী, আভীরিকা, টক্কী (=ঢক্কী ?) । (৩) অপভ্রংশ (নাগর, ব্রাচড উপনাগর) এবং (৪) পৈশাচী (কেকয়, শৌরসেন, পাঞ্চাল)।

১৯.৩৩ প্রাকৃত সাহিত্যের উপর অপভ্রংশের প্রভাব—

১॥ অপভ্রংশের কিছু শব্দ বা সংজ্ঞানির্দেশ প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিক ও প্রাকৃত বৈয়াকরণদের রচনায় উল্লেখযোগ্য তথ্য হলেও লক্ষণীয় হল, প্রাকৃত সাহিত্যে, বিশেষত 'প্রকৃষ্টভাষা' মাহারাষ্ট্রীতে অপভ্রংশের প্রভাব। আর এইজাতীয় প্রভাবকে দেখা হয়েছে vulgarism বা রুচিদুষ্ট গ্রাম্যতার অনুপ্রবেশরূপে। কিন্তু সে যাই হোক, এই অনুপ্রবেশের মূলে ছিল সাহিত্যকে লোকায়ত করা। ধারাসেনের প্রত্নলিপি থেকে বোঝা যায়, ৬ষ্ঠ শতকেই অপভ্রংশরচনা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। কাজেই বেশ কিছু দিন পূর্ব থেকেই অপভ্রংশ রচনার প্রস্তুতিপর্ব চলছিল—কিন্তু তা' লোকসাহিত্যাশ্রয়ী রূপে, অন্তরালে।[২২] সেতুবন্ধ (৫ম-৬ষ্ঠ শতক) এবং গৌড়বহ (৮ম শতক)—মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত এই দুই ধ্রুপদী মহাকাব্যে অবশ্য উপরোক্ত অপভ্রংশ-শব্দাবলীর অনুপ্রবেশসুলভ গ্রাম্যতা সযত্নে বর্জিত হয়েছে, কিন্তু জৈন মাহারাষ্ট্রী রচিত সর্বপ্রাচীন প্রাকৃত রচনা বিমলসূরী রচিত "পউম-চরিয়" কাব্যতে (২য়-৩য় শতক) এইজাতীয় তথাকথিত গ্রাম্যতার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। অপভ্রংশসুলভ, অপভ্রংশজাতীয় বা অপভ্রংশের প্রাচীনস্তরাগত বিশিষ্ট লক্ষণ—এই হল উপরোক্ত গ্রাম্যতার স্বরূপ। যেমন—

---

২২ *Jacobi* কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকের ৪র্থ অংকে ব্যবহৃত কবিতাগুলিকে প্রাচীনস্তরের অপভ্রংশ বলে মনে করেন না, কিন্তু বর্তমানে এই নিদর্শন ৪র্থ-৫ম শতকের অপভ্রংশ বলেই স্বীকৃত।

ন্যাবর্থক -এরি [করেরি, লহেরি] বা প্রশ্নবোধক সর্বনাম -করণ- ইত্যাদি।[২৩] শুধু তাই নয়, জয়বল্লভের 'বজ্জালগ্‌গ' (১৪শ শতক) নামক কবিতা-সংকলন গ্রন্থে (যাতে রয়েছে ৭০০টি স্তবক) এইজাতীয় অপভ্রংশের অনুপ্রবেশ চিন্তার খোরাক জোগায়। অবশ্য হালের সংকলন-গ্রন্থ 'গাথাসপ্তশতী'তে (২য়-৩য় শতক ?) তেমন দেশী প্রভাব নজরে পড়ে না ; আর সেই দেশী শব্দগুলির প্রয়োগ ঠিক গ্রাম্যতাদুষ্টও নয়। কিন্তু লক্ষণীয়, জৈনদের দ্বারা রচিত নয় এমন বহু কবিদের রচনা বজ্জালগ্‌গে স্থান পেয়েছে আর দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের রচনাও এতে স্থান পেয়েছে। সুতরাং এইজাতীয় রচনায় (তা' যতই পরবর্তী যুগের হোক না কেন) অপভ্রংশের প্রভাব থাকার মূল্য কি অপরিসীম তা সহজেই অনুমেয়।

২॥ আদর্শ প্রাকৃত মাহারাষ্ট্রীর ব্যাকরণগত আলোচনা প্রসঙ্গে বৈয়াকরণদের রচিত ব্যাকরণ-সূত্রেও (rules of grammar) অপভ্রংশজাতীয় ইতরজনোচিত ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন চণ্ড (৬ষ্ঠ শতক) তাঁর প্রাকৃতলক্ষণ-এ মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের লক্ষণগুলির যে বৈকল্পিক প্রয়োগ উদ্ধৃত করেছেন 'ভাষান্তরবিধান' নামক শেষ অধ্যায়ে (যেখানে অপভ্রংশ, পৈশাচিকা ও মাগধিকার আলোচনা রয়েছে), তা' আসলে অপভ্রংশ (যেমন অপ/মাহা ৬ষ্ঠীর বহুব -অহং/-আনং, ১মার ১ব হউং/অহং)। সুতরাং একথা নিশ্চিত, এইজাতীয় অপভ্রংশ প্রয়োগ মাহারাষ্ট্রীর পাশে সমান্তরালভাবে প্রযুক্ত হত।

শুধু তাই নয়, এমনও দেখা গেছে, যেমন প্রাকৃত বৈয়াকরণরা আদর্শ প্রাকৃতের উৎসকে অ-সংস্কৃত বলে সন্দেহ করেছেন, তখন সেই ব্যতিক্রমের সমাধানসূত্র হিসেবে যে সূত্র দাঁড় করিয়েছেন তার ভিত্তি হল ঐ দেশীভাষা বা জানপদভাষা (popular speech)—যার ওপর সংস্কৃত প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পড়ে নি। এইরকম অনেক লক্ষণ আসলে অপভ্রংশানুগ (যেমন ম̃ > ব় অথবা অসমীভূত র্‌-যুক্ত ব্যঞ্জন ইত্যাদি)।

৩॥ এছাড়া 'ধাত্বাদেশ' এবং 'দেশীশব্দ' জাতীয় কোষগ্রন্থগুলি থেকেও লৌকিক ভাষার প্রাচীনতম উপাদান মেলে, যেমন হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'তে উদ্ধৃত প্রায় চার হাজার শব্দাবলীর মাত্র এক-দশমাংশের সন্ধান

২৩ দ্র: *Jacobi* : Bhk ff 7.7

মেলে প্রাকৃত সাহিত্যে। সুতরাং অনুমান করা চলে, এইজাতীয় তথাকথিত "বিদেশী" শব্দ এমন এক স্তর থেকে উদ্ভূত যা' সংস্কৃতের প্রত্যক্ষপ্রভাব বিবর্জিত অথচ এইজাতীয় শব্দাবলীর বিবর্তনও স্তব্ধ ছিল না। কিন্তু তার সঙ্গে প্রাকৃতের পার্থক্য দুস্তর হয়ে ওঠার কারণ, সংস্কৃতের সঙ্গে সাহিত্যিক প্রাকৃতের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড় করার একটা সযত্ন প্রয়াস সবসময়ে রক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর ফলে প্রাকৃতের শব্দসম্ভার মূলত সংস্কৃত-জাতই। অপরদিকে দেশীভাষার বন্ধনমেল রয়ে গেছে অ-প্রাকৃত অন্ত্যস্তরের ভাষার সঙ্গে।

১৯.৩৪ অপভ্রংশ ও "দেশী"—

১॥ উপরোক্ত আলোচনার ফলস্বরূপ, নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। দেশীভাষা (=দেশী, দেশ্য, দেশীমত, দেশীপ্রসিদ্ধ [২৪]) আর অপভ্রংশ কী এক? অ-প্রাকৃত অন্য আর এক স্তরের ভাষাই কী দেশীভাষা?

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে[২৫] অবশ্য 'দেশভাষা'র উল্লেখ আছে; কিন্তু থাকলেও উদাহরণ না থাকায় অপভ্রংশ ও দেশীর পার্থক্য পরিস্ফুট নয়। ৬ষ্ঠ শতকের চণ্ডের রচনাতেই সম্ভবত সর্বপ্রথম অ-সংস্কৃত ও অ-প্রাকৃত শব্দাবলী উদাহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু নবম শতক থেকেই অপভ্রংশের পাশে দেশীর ব্যবহার দেখা গেল।[২৬]

যাইহোক, দেশীশব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও মোটামুটি সিদ্ধান্ত—Jacobi-র মতে—দেশীভাষা হল একজাতীয় মিশ্রভাষা—যার উৎস হল কিছু সংস্কৃত অথবা লৌকিক সংস্কৃত (এই সংস্কৃত অনেকক্ষেত্রেই প্রাকৃত-বৈয়াকরণদের কাছে অ-সংস্কৃত বলে মনে হয়েছে)। কিছু বা মুণ্ডা বা দ্রাবিড় শব্দ এবং কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ। পূর্বেই বলা হয়েছে, হেমচন্দ্র অপভ্রংশ এবং দেশীভাষাকে একাকার করে ফেলেন নি।[২৭] দেশভাষার সঙ্গে অপভ্রংশকে একাত্ম করে ফেলেছেন সর্বপ্রথম কাশ্মীরবাসী

---

২৪ দ্র: *Pischel* : GK ff 9

২৫ দ্র: নাট্যশাস্ত্র ১৭।৪৬-৪৮

২৬ দ্র: *Tagare* : HGA ff 3

২৭ দ্র: *Keith* : HOSL p. 32 ; *Tagare* : HGA ff 1. p. 3

ক্ষেমেন্দ্র[২৮] (১১শ শতক)। কেউ কেউ যে অপভ্রংশ ও দেশী ভাষাকে একই ভাষা বলে মনে করতেন তার আরও প্রমাণ রয়েছে "প্রাকৃতপিঙ্গল"-টীকাকার রবিকরের মন্তব্যে।[২৯]

পণ্ডিতপ্রবর Jacobi মনে করেন—দেশভাষা হল সর্বভারতীয় জানপদ ভাষা (vernacular)—যার প্রচলিতি ছিল মৌখিক, ঘরোয়া কথোপকথনে। এইজন্যই আধুনিক আর্যভাষাগুলির বহু শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দের মিল পাওয়া যায়। আর এই ইতরজনোচিত বাগ্‌ধারা (vulgarism) থেকে উপাদান গ্রহণ করার ক্ষমতা অপভ্রংশের ছিল প্রাকৃতের চেয়েও বেশি। কারণ, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে প্রাকৃত ছিল সংস্কৃতের ছায়ানুগ। অপভ্রংশের এই গ্রহিষ্ণুতা ছিল বলেই তা' হয়েছিল একদিক দিয়ে সার্থক লোকভাষার অন্তরঙ্গ। তবু মনে হতে পারে, এই দেশীভাষার অন্তরঙ্গতার প্রমাণ অপভ্রংশে আরও বেশি পরিমাণে পাওয়া উচিত ছিল—অপভ্রংশের মধ্যে প্রাকৃতের চেয়ে অনেকবেশি দেশী শব্দ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা' সম্ভব হত যদি আরও প্রাচীনতর তথাকথিত ইতরজনোচিত বা গ্রাম্যভাষারীতির পরিচয় পাওয়া যেত; অথবা পাওয়া যেত অপভ্রংশের সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠবার শৈশব নিদর্শন। বস্তুত, অপভ্রংশের যৌবনাবস্থার সঙ্গেই আমাদের পরিচিতি। অপভ্রংশ যখন কাব্যানুশীলনে পরিমার্জিত, সাহিত্যিক পদমর্যাদায় ভূষিত, তখনই তা' সংস্কৃত আলংকারিক ও প্রাকৃত বৈয়াকরণদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এইজন্যই হেমচন্দ্রপ্রমুখ ব্যাকরণবিদ্‌দের কাছে অপভ্রংশ প্রাকৃত-ই। আর তাছাড়া প্রাকৃতশব্দাবলীর প্রাচুর্যও (দশ ভাগের নয় ভাগই প্রাকৃত থেকে গৃহীত) অপভ্রংশের প্রাকৃত-সত্তা সূচিত করছে। সুতরাং একদিক দিয়ে অপভ্রংশ প্রাচীন বাগ্‌ধারারই বাহক কিন্তু আর একদিক দিয়ে সে নবীন, কারণ তার প্রাগ্রসরমানতা শব্দে নয়, ব্যাকরণগত বিবর্তনে। নতুন শব্দের আহরণে, বিভক্তিগত সরলতায় তা' জানপদ ভাষার (popular speech) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করে এসেছে। তাই অপভ্রংশকে প্রাকৃতের মত অত সহজে ছায়া সংস্কৃত রূপান্তর করা যায় না। অপভ্রংশ যে

২৮ দ্র: *Keith* : HOSL p. 33

২৯ "দেশভাষাং তথা কেচিদ্ অপভ্রংশং বিদুর্বুধাঃ"

একদিক দিয়ে অর্বাচীন স্তরের তার আরও প্রমাণ, নবীন ভারতীয় কয়েকটি আর্যভাষার সঙ্গে তার যোগ (বিশেষত, প্রাচীন গুজরাটী)।

২। কিন্তু সে যাই হোক, একাদশ শতক পর্যন্ত এই অপভ্রংশ ব্যবহৃত হত আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাহিত্যিক আদর্শ হিসেবে; কারণ তা' ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের শিষ্টজনোচিত বাগ্ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পরিশেষে, অন্যান্য প্রাকৃতের ভাগ্যই অনুসৃত হল অপভ্রংশে। অর্থাৎ অপভ্রংশ হয়ে উঠল ছাঁচে-বদ্ধ, স্রোতোহীনতায় স্থবির। সাহিত্য ও ব্যাকরণের ভাষা হয়ে অপভ্রংশ বেঁচে রইল। ১২শ শতক এবং তার পর থেকেই অপভ্রংশ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মত হয়ে উঠল ধ্রুপদী ভাষা। এই শতকেই বাগ্ভট এবং হেমচন্দ্র লক্ষ্য করলেন গ্রাম্যভাষা অপভ্রংশ থেকে পৃথক্—'দেশভাষা' হল 'শুদ্ধ এবং অপভ্রংশ হল মিশ্রিত অর্থাৎ প্রাকৃত-মিশ্রিত।৩০

এ পর্যন্ত আলোচনায় নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয়েছে যে অপভ্রংশের এই বিমিশ্র স্বরূপের জন্যই প্রাকৃত বৈয়াকরণরা তার স্থাননির্ণয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। আসলে প্রাকৃতের প্রাচীন স্তরে যখন জানপদ বা দেশীভাষার অনুপ্রবেশ ঘটত অপভ্রংশের বিমিশ্র উপাদানের মাধ্যমে, তখন তাকে বৈয়াকরণরা অপভ্রংশসুলভ ইতর প্রয়োগ বা অপশব্দ বলেই মনে করতেন। কিন্তু আরও পরবর্তী স্তরে যখন অপভ্রংশ সাহিত্যের জাতে উন্নীত হল প্রাকৃতাশ্রয়ী হয়ে, তখন সেই লৌকিক ধারাটিকে দেশী প্রয়োগ বলা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় রইল না। এইজন্য প্রাচীন স্তরের সাক্ষ্যে দেশভাষা উল্লিখিত হয় নি—হয়েছে সাধারণভাবে অপভ্রংশ। আবার পরবর্তী স্তরে তেমনি "দেশী" অভিধা প্রযুক্ত হলেও প্রায়শ একে পূর্বের মত অপভ্রংশের সঙ্গে একাকার করে ফেলা হয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্য হেমচন্দ্র।

৩০ "অপভ্রংশস্তু তচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভাষিতম্" (বাগভটালঙ্কার, ২.৩) দ্র: *Pischel* : GK ff 4 ("*Apabhraṁśa* sei die reine sprache des betreffenden Landes") কিন্তু ভিন্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে দ্র: *Jacobi* : *ibid* ff 7.13 ("die Landessprache ist *śuddha* 'unvermischt' ; der *Apabhraṁśa* ist es nicht, sondern, wie wir gesehen haben, durch und durch mit *Prākrit* v erquickt"

১৯.৩৫ বিবর্তনের রূপরেখা—

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে এইটুকু পরিস্ফুট হয়েছে যে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার আদিস্তর (early MIA) [ক] অপভ্রংশের আদিযুগ সূচিত করছে। এই প্রস্তুতিপর্বের ব্যাপ্তিকাল সম্ভবত খ্রী: পূঃ ৩০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক পর্যন্ত। এই সময়ের অপভ্রংশ ছিল কথ্যভাষাশ্রিত, "দেশী" ভাষার অন্তরঙ্গ। সম্ভবত এইজাতীয় অপভ্রংশের অনুপ্রবেশ প্রাকৃত সাহিত্যে vulgar বা ইতরজনোচিত ব'লে বিবেচিত হত (ঠিক যেভাবে বাংলায় সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে দেখা হয়)। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরে (II MIA) অপভ্রংশ হল [খ] অপভ্রংশ-প্রাকৃত। অর্থাৎ সাহিত্যিক প্রাকৃত স্তরের সমসাময়িক। ব্যাপ্তিকাল ৩য় শতক থেকে ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত। এই ভাষা তখন হয়ে উঠেছে সাহিত্যধর্মী, রীতিপ্রধান, শিষ্টজনসম্মত ভাষা—সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মত ধ্রুপদী সাহিত্যের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এইসময় দেশীভাষার অনুপ্রবেশ হয়েছে সংযত ও সীমাবদ্ধ। আর আঞ্চলিক উপাদানগুলি ইতিপূর্বেই নিজেদের স্থান করে নিয়েছে, সেগুলিকে সর্বজনগ্রাহ্য করার তাগিদেই ধাত্বাদেশ, দেশীকোষ প্রভৃতির সংকলন-প্রেরণা দেখা দিয়েছে। এই যুগে অপভ্রংশ জানপদ ভাষা (vernacular) থেকে ক্রমশ বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছিল। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরে (late MIA) [গ] অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট হল অপভ্রংশের তৃতীয় স্তর (অর্থাৎ গ্রিয়ার্সনের অপভ্রংশ স্তর)। ব্যাপ্তিকাল ৬ষ্ঠ শতক থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত। প্রাকৃত বৈয়াকরণদের মধ্যে অনেকে প্রাকৃত-অপভ্রংশের সঙ্গে এই স্তরের অপভ্রংশকে একাকার করে ফেলেছেন। কিন্তু কোন কোন বৈয়াকরণ এই অর্বাচীন অপভ্রংশকে বলেছেন লৌকিক—নামান্তর অবহট্‌ঠ বা অবিহট্‌ঠ (<অপভ্রষ্ট, *অপিভ্রষ্ট)।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার, অপভ্রংশ তথা অবহট্‌ঠ সাহিত্যপদবাচ্য সাধু ভাষা-ই। স্বীকার্য যে অপভ্রংশে লৌকিক উপাদান রয়েছে। কিন্তু স্মরণীয়, এই ভাষা কেবল কাব্যে-প্রযুক্ত সাধুভাষা-ই। বর্তমানে যেমন সাধু বাংলায় সংস্কৃত শব্দসম্ভারের যথেচ্ছ আমদানি চলে, কিন্তু (সেই শব্দগুলি রূপতত্ত্ব-প্রকরণে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ-বিধান মেনে চললেও)

সেই ভাষা কথ্যভাষা নয় নিশ্চয়ই। অনুরূপভাবে, প্রাকৃতাশ্রয়ী অপভ্রংশও সাধুভাষা। তাছাড়া এই অপভ্রংশের সার্বজনীন ভিত্তিও ছিল না। গুজরাটী প্রভৃতি পশ্চিমাভাষার সঙ্গে তার যে মিল তা' সম্পূর্ণ স্থানিক। তাই দেখে অপভ্রংশকে বলা চলে না "a common name for all the Indian dialects"।[৩১] Jacobi-র মতে, দেশীভাষারই ছিল সার্বজনীন ভিত্তি। দেশীভাষার উপাদান অপভ্রংশে কিছু মিললেও অপভ্রংশে বিরল-এমন বহুশব্দ এখনও আধুনিক ভাষার রক্ষিত (যেমন বাংলার ঝুঁটি, ছোলা 'কেটে ফেলা', টিপ প্রভৃতি দেশীকোষে ব্যবহৃত বহু শব্দের ব্যবহার সারা উত্তর ভারতেই প্রায় মেলে)।

সুতরাং অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট ভাষা থেকে আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হয় নি।[৩২] প্রাদেশিক ভাষাগুলি এসেছে ঐ কথ্য অপভ্রংশ বা দেশী থেকে। কারণ বাংলা, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে কোন অপভ্রংশই ছিল না। আর স্থানীয় অপভ্রংশ থাকলেও তার সঙ্গে বর্তমান ভাষার কোন সাধর্ম্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া আধুনিক ভাষাগুলির উদ্ভব ১০ম-১১শ শতকেই প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু পশ্চিমা সাধুভাষারূপে অপভ্রংশের সাহিত্য-ঐতিহ্য তথাকথিত অবহট্‌ঠ ভাষারূপে ১৪শ শতক পর্যন্ত কোনরকমে টিঁকে রয়েছে। তাই আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির প্রাথমিক স্তরে অপভ্রষ্টের প্রভাব যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব প্রাকৃতপিঙ্গল-জাতীয় অবহট্‌ঠ রচনার মধ্যে পড়েছে প্রাদেশিক ভাষার।

---

৩১ দ্র: *Pischel* : GK ff 28

৩২ দ্র: *Keith* : HOSL pp. 35-36

॥ ২০ ॥

পালি ও প্রাকৃতের তুলনামূলক ব্যাকরণ

[Comparative Grammar of MIA]

২০.১০ বর্ণমালা (sounds)—

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (MIA) স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ ছিল এইরূপ—

২০.১১ স্বরবর্ণ : অ, ই, উ (হ্রস্ব) ; আ, ঈ, ঊ (দীর্ঘ) ; এ, ও [হ্রস্ব ও দীর্ঘ—সংবৃত (closed) হলে হ্রস্ব [ĕ, ŏ], বিবৃত (open) হলে দীর্ঘ] । লক্ষণীয়, সাধারণ প্রাকৃতের মধ্যস্তরে উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকতে পারে, এখানে সংস্কৃতের মত সন্ধি হয় না ।

২০.১২ ব্যঞ্জনবর্ণ : (ক) কণ্ঠ্যবর্ণ ক্, খ্, গ্, ঘ্ ; তালব্যবর্ণ—চ্, ছ্, জ্ (লেখায় জ্, য়), ঝ্ (ঘৃষ্ট) ; মূর্ধন্যবর্ণ—ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ ; দন্ত্যবর্ণ—ত্, থ্, দ্, ধ্ ; ওষ্ঠ্যবর্ণ—প্, ফ্, ব্, ভ্ । (খ) নাসিক্যধ্বনি ঙ্ (সাধারণত লেখায় ং), ঞ্ (সাধারণত লেখায় ং), ণ্, ন্, ম্. ং (নাসিক্যধ্বনি রূপে—কিন্তু অর্বাচীন স্তরে -ং- বোঝাত আনুনাসিকতা) । এছাড়া মহাপ্রাণ ঞ্‌হ্‌, ণ্‌হ্‌, ন্‌হ্‌, ম্‌হ । (গ) অর্ধস্বর য়্, ব (অন্তঃস্থ) । দুইটি উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে য় -ধ্বনির শ্রুতিরূপে আবির্ভাব ঘটে কেবল অর্ধমাগধী, জৈন মাহারাষ্ট্রী ও জৈন শৌরসেনীতে। য়্-শ্রুতি জৈন পুঁথিগুলির লিপিবিধিতেই শুধু রক্ষিত । বৈয়াকরণদের মতে য়্-ধ্বনি লঘু উচ্চারণজাত ('লঘু-প্রয়ত্নতর-য়কার'—হেমচন্দ্র, ১।১৮০) । (ঘ) কম্পিত র্ । (ঙ) পার্শ্বিক ল্, ল্‌হ এবং পালি ও কয়েকটি উপভাষায় তাড়িতধ্বনি ল়্, ল়্‌হ (*ḷ*, *ḷh*)। (চ) সোষ্ম শিশ্‌ধ্বনি—শ্, ষ্, স্ (একই উপভাষায় তিনটির অস্তিত্ব মেলে না) । (ছ) কণ্ঠনালীয় উষ্মধ্বনি হ্ ; এবং (জ) উষ্মীভূত ধ্বনি—যা' কেবল নিয়া প্রাকৃত ও খরোষ্ঠী ধম্মপদের লিপিবিধিতে রক্ষিত (দ্র: ১৭.২১) ।

২০·১৩ সংযুক্ত ব্যঞ্জন : সাধারণ সংস্কৃতের (OIA) সংযুক্ত ব্যঞ্জন (conjunct) সাধারণ প্রাকৃতে (MIA) যুগ্মব্যঞ্জনে (double consonant) সমীভূত হয় এইভাবে (সংজ্ঞা দ্র: ২০.৫০।১৩)—

১ ॥ পদমধ্যগত—

ক ॥ স্পর্শবর্ণ+স্পর্শবর্ণ : পরাগত সমীভবন (regressive assimilation)—যথা, ক্ত>ত্ত ; ৎক>ক্ক ; দ্‌গ>গ্‌গ ; গ্ধ>দ্ধ ; ৎপ>প্‌প ; প্ত>ত্ত ; ব্দ>দ্দ ; দ্ব, দ্‌ব (*dv, db*)>ব্‌ব, ব্‌ব (*vv, bb*) ইত্যাদি ।

খ ॥ স্পর্শবর্ণ এবং র্, ল্ : তরলধ্বনি সমীভূত—যথা, ক্র, র্ক>ক্ক ; ত্র, র্ত>ত্ত ; প্র, র্প>প্প ; গ্র, র্গ>গ্‌গ ; দ্র, র্দ>দ্দ ; ক্ল, ল্ক>ক্ক ; প্ল, ল্প>প্প ইত্যাদি ।

গ ॥ স্পর্শবর্ণ+য়্, ব্ : অর্ধ-স্বর সমীভূত (যদি সম্প্রসারণ না ঘটে)—যথা, ক্য, চ্য, ট্য, প্য>ক্ক, চ্চ, ট্ট, প্প ; ক্ব, ত্ব, ধ্ব>ক্ক, ত্ত, দ্ধ । বিকল্প প্রয়োগে ত্ব>প্প ; ধ্ব>ব্‌ভ ; কিন্তু দন্ত্যবর্ণের ক্ষেত্রে তালব্যীভবন ঘটে অর্থাৎ ত্য, থ্য, দ্য, ধ্য>চ্চ, চ্ছ, জ্জ, জ্ঝ (দ্র; ২০.৫০।১৫) ।

ঘ ॥ স্পর্শবর্ণ+ঙ্, ঞ্, ন্, ণ্, ম্ : নাসিক্যধ্বনি সমীভূত—যথা, ক্ন, ক্ম>ক্ক ; গ্ন, গ্ম>গ্‌গ ; ত্ন, ত্ম>ত্ত ; দ্ম>দ্দ । বিকল্প প্রয়োগে ত্ম>প্প, এবং জ্ঞ>ঞ্‌ঞ, ণ্ণ ।

ঙ ॥ স্পর্শবর্ণ+শ্, ষ্, স্ : শিশ্‌ধ্বনি সমীভূত হয়ে চ্ছ-এ পরিণত । কিন্তু বিকল্প প্রয়োগে ক্ষ>ক্‌খ, চ্ছ ; ৎস>স্‌স, চ্ছ ।

চ ॥ শ্, ষ্, স্+স্পর্শবর্ণ : শিশ্‌ধ্বনি সমীভূত ও স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা—যথা, স্ক, স্খ, ষ্ক, >ক্‌খ ; শ্চ, শ্ছ>চ্ছ ; ষ্ট, ষ্ঠ>ট্‌ঠ ; স্ত, স্থ>ত্থ ; ষ্প, ষ্ফ>প্‌ফ ইত্যাদি । বিকল্পে শ্চ>চ্চ, স্ত, স্থ>ট্‌ঠ (মূর্ধন্যীভবন) ।

ছ ॥ শ্, ষ্, স্+ঙ্, ঞ্, ন্, ণ্, ম্ : নাসিক্যধ্বনি+মহাপ্রাণতা—যথা, শ্ন, স্ন, ষ্ণ>ন্‌হ (ণ্‌হ) ; শ্ম, ষ্ম, স্ম>ম্‌হ । বিকল্পে শ্ন>ঞ্‌হ (উপভাষায়) ।

জ ॥ য়, র, ঙ্, ঞ্, ন্, ণ্, ম্, শ্, ষ্, স্ এবং র্, ল্ : যে কোন সংস্থানে তরলস্বর সমীভূত—যথা র্য, র্‌ব>ব্‌ব (ব্‌ব) ; র্য>য্য (জ্জ) ; র্শ, শ্র, র্ষ, স্র>স্‌স (শ্‌শ) ; ম্র, র্ম>ম্ম ; র্ণ>ণ্ণ ; হ্র>য়্‌হ (জ্ঝ) । বিকল্পে ম্র>ম্ব (*mb*) এবং হ্র, হ্ল স্বরের দ্বারা বিযুক্ত হয় ।

ঋ ॥ ম্র>ম্ন এবং ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্+স্পর্শবর্ণ : সাধারণত অসমীভূত (বিকল্পে ঞ্চ>ঞ্‌ঞ, ঞ্ঞ ; ঞ্জ>মাগ ঞ্‌ঞ)।

ঞ ॥ একাধিক ধ্বনির সংযুক্ত ব্যঞ্জনে সাধারণত প্রথম দু'টি ধ্বনিই সমীভূত হয় আগে, যথা—ত্ত্ম>*ত্ত্ম>ত্ত ; ত্ত্ব>*ত্ত্ব>ত্ত ; ৎস্ন>*স্স্ন>ন্হ ইত্যাদি। কিন্তু যদি প্রথমে নাসিক্যধ্বনি থাকে, তাহলে পরের দু'টি ব্যঞ্জন সমীভূত হয় আগে। যথা—ন্দ্র>*ন্দ্‌দ>ন্দ ; ন্ধ্য>*ন্ধ্ধ>ঞ্ঝ ; ক্ষ্ম>ক্‌খ, চ্ছ ইত্যাদি।

এছাড়া সংযুক্ত ব্যঞ্জন অনেকসময় সমীভূত না হয়ে স্বরসংযোগে বিশ্লিষ্ট (বিপ্রকর্ষ) হয়, যথা—সং পদ্ম>পা পদুম, প্রা .পদুম, পউম ; সং কৃষ্ণ>পা কসিণ, প্রা কসণ (মাহা, শৌ), কসিণ (অমা) দ্র: ২০.৫০।১।

২ ॥ পদাদিস্থিত—

(ক) পদাদিস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হবার পর যুগ্মব্যঞ্জনের একটিকে রক্ষা করে। যথা, সং ত্যাগ>পা, প্রা চাগ ; স্তূপ>পা থূব ; স্কন্ধ>পা, প্রা খন্ধ।

(খ) অনেকসময় বিপ্রকর্ষজনিত স্বরসংযোগে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয় (অর্ধতৎসম প্রকরণ)। যথা—সং গ্লান>পা গিলান ; সং ম্লান>প্রা মিলাণ ; সং স্মরতি>পা সুমরতি, প্রা সুমরদি (শৌ)।

(গ) কখনও বা আদিস্বরের আগমও হতে পারে, যথা—সং স্ত্রী>পা, প্রা ইত্থী (দ্র: ২০.৫০।৩)।

২০.২০ স্বরধ্বনিঘটিত পরিবর্তন—

১। সং ঋ>পা, প্রা অ, ই, উ, এ, রি ইত্যাদি। এবং ৯>পা উ, প্রা ইলি। যথা—

সং কৃত>পা কত, প্রা কঅ (মাহা), কদ (শৌ)।

সং হৃদয়>পা হদয়, প্রা হিঅঅ (মাহা)।

সং পৃচ্ছতি>পা পুচ্ছতি, প্রা পুচ্ছই (মাহা), পুচ্ছদি (শৌ)।

সং ঋণ>পা ইণ তু: অনণ<সং অনৃণ, প্রা অণ (অমা) রিণ (মাহা)।

সং গৃহ্লাতি>পা গণ্হাতি, প্রা গেণ্হই, গিণ্হই।

সং কৢপ্ত>পা কুত্ত, প্রা কিলিত্ত।

দ্র: পালিতে পদাদি ঋ-ধ্বনিও অ, ই, উ-ধ্বনিতে পরিণত হয় কিন্তু প্রাকৃতে সচরাচর তা' হয় না (>র্+স্বরবর্ণ)। পালিতে ঋ-ধ্বনির ব্যঞ্জনবর্ণে পরিণতিও দুর্লভ (পা ব্রহন্ত্, ব্রহা<সং বৃহন্ত্)।

২। সং ঐ, ঔ>পা, প্রা এ, ও ; যথা—

সং মৈত্রী>পা, প্রা মেত্তী ; সং তৈল>পা, প্রা তেল, প্রা তেল্ল ; সং বৈদ্য>পা, প্রা বেজ্জ (শৌ), সং পৌর>পা, প্রা পোর ; সং য়ৌবন>পা য়োব্বন, প্রা জোব্বণ (মাহা) ; সং কৌমুদী>প্রা কোমুই (মাহা), কোমুদী (শৌ)।

৩। সং অয়, অব>পা, প্রা এ, ও (<*অই, অউ, সম্প্রসারণজাত) কিন্তু পালিতে ক্বচিৎ অয়, অব রক্ষিত, যথা—

সং জয়তি, ভবতি, লবণ>পা জেতি/জয়তি, হোতি/ভবতি, লোণ ; সং কথয়তু>পা কথেতু, প্রা কধেদু (শৌ) ; সং ভবতি>প্রা ভোদি (শৌ) ; সং লবণ>প্রা লোণ (মাহা)।

২০.২১ স্বরের মাত্রা-পরিবর্তন (change of quantity)—

১। স্বরের মাত্রা-পরিবর্তনের সূত্র (law of mora): যুগ্মব্যঞ্জন অথবা পদান্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত সংবৃত দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয় অর্থাৎ দীর্ঘস্বরের পর কেবল একটি ব্যঞ্জনই থাকতে পারে, যথা—সং জীর্ণ>পা, প্রা জিণ্ণ ; সং মাংস >পা, প্রা মংস ; সং মার্জার>পা মজ্জার, প্রা মংজার, মংজর (মাহা), মজ্জার (শৌ) ; সং কান্তাম্>পা, প্রা কন্তং।

২। অনেকসময় হ্রস্ব স্বর+যুক্তব্যঞ্জনের স্থলে একটি ব্যঞ্জন এবং পূর্ববর্তী স্বরের সম্পূরক দীর্ঘত্ব ঘটে ; যথা—সং ত্রিংশতি>পা তীসতি, অমা তীস, -ই ; সিংহ>পা, অমা সীহ ; সর্ষপ>*সস্সপ>পা সাসপ ; দংষ্ট্রা>পা দাঠা, অমা দাঢা।

প্রাকৃতের মধ্যে মাহারাষ্ট্রী (এবং বিশেষ ক'রে অর্ধমাগধী ও জৈন মাহারাষ্ট্রীতে) এই প্রবণতা প্রবল, শৌরসেনী ও মাগধীতে তত নয় ; যথা, সং কর্তুম্>কাদুং (শৌ) ; কর্তব্য>কাদব্ব (শৌ) ; মনুষ্য>মানুস (অমা), কিন্তু মণুস্স (শৌ) ; অশ্ব>আস (অমা, মাহা) কিন্তু অস্স (শৌ)।

৩। ক্বচিৎ স্বরাঘাতজনিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্বপ্রয়োগ (gemination of

consonant) ঘটে। যেমন—সংস্কৃতের বিবৃত দীর্ঘস্বর+একটি ব্যঞ্জন>সংবৃত হ্রস্বস্বর+যুগ্মব্যঞ্জন ; যথা—সং পৈতৃক>পা পেত্তিক ; সং যৌবন, তৈল>পা যোব্‌বন, প্রা জোব্‌বণ, তেল্ল ; সং প্রেমন্‌>প্রা পেম্ম (সর্বত্র এ, ও=এ̆, ও̆)।

২০.৩০ একক ব্যঞ্জনঘটিত পরিবর্তন—

১। পদাদি ব্যঞ্জন রক্ষিত, ব্যতিক্রম কেবল এইগুলি—

(ক) সং ন্‌>পা ন্‌ কিন্তু প্রা ণ্‌ ; যথা—সং ধ্বনি>পা ধনি, প্রা ধণি ; সং নয়ন>পা নয়ন, প্রা ণঅণ।

(খ) সং শ্‌, ষ্‌, স্‌>পা স্‌, প্রা স্‌ (মাগ শ্‌) ; যথা—সং পুরুষঃ> পা পুরিসো, পোরিসো, পোসো, প্রা পুরিসো কিন্তু মাগ পুলিশে।

(গ) সং য্‌>পা য্‌, প্রা জ্‌ কিন্তু মাগ য্‌ ; যথা—সং যথা>পা যথা, প্রা জধা (শৌ), যধা (মাগ)।

(ঘ) ভূ-ধাতুর ক্ষেত্রে—সং ভবতি>প্রা হোই (মাহা), ভোদি (শৌ), পা হোতি ; ভবিষ্যতি>প্রা হবিস্‌সদি (শৌ), হবিশ্‌শদি (মাগ), পা হেস্‌সতি ; ভবিতব্য>প্রা হোদব্‌ব (শৌ, মাগ), ভবিদব্‌ব (শৌ), হুবিদব্‌ব (মাগ), পা ভবিতব্‌ব।

২। স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্টব্যঞ্জন (ক্‌, গ্‌, চ্‌, জ্‌, ত্‌, দ্‌, কচিৎ প্‌, ব্‌, য্‌) পালিতে রক্ষিত কিন্তু প্রাকৃতে সাধারণত লুপ্ত। মহাপ্রাণবর্ণের ক্ষেত্রে (খ্‌, ঘ্‌, থ্‌, ধ্‌, ফ্‌, ভ্‌) পালিতে রক্ষিত হলেও প্রাকৃতে সাধারণত হ্‌-এ পরিণত ; যথা—সং লোক, নগর, প্রচুর, নিজ, পাদ, হৃদয়, রূপ, ছায়া, জীব> প্রা লোঅ, ণঅর, পউর, ণিঅ, পাঅ, হিঅঅ, রূঅ, ছাআ, জীঅ (সর্বত্র) এবং সং মুখ, লঘু, অথ, রুধির, শেফালিকা, নভস্‌>প্রা মুহ, লহু, অহ, রুহির, সেহালিআ, ণহ (সর্বত্র)। কিন্তু সং ট্‌, ঠ্‌, প্‌, ফ্‌>ড্‌, ঢ্‌, ব্‌, ভ্‌ ; যথা—সং কুটুম্ব, পঠতি, কোপ, শেফালিকা>প্রা কুড়ুম্‌ব, পঢই, কোব, সেভালিআ (সর্বত্র)।

উপভাষাগত বিচারে, পালির মত পৈশাচীতে একক ব্যঞ্জন রক্ষিত, অর্ধমাগধীতে লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থানে য্‌-শ্রুতি, কচিৎ ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা (যথা, ক্‌, খ্‌>গ্‌, ঘ্‌)। শৌরসেনী ও মাগধীতে সাধারণত একক ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে লোপ। কয়েকটি উদাহরণ—সং ভবতি>পা হোতি, প্রা

হোই (শৌ হোদি) ; জানাতি>পা জানাতি, মাহা জাণাই, শৌ জাণাদি ; প্রাকৃত>মাহা পাউঅ, শৌ পাউদ ; সং প্রভৃতি>মাহা পহুই, শৌ পহুদি ; সং হৃদয়>পা হদয়, প্রা হঅঅ (সর্বত্র) ; সং কথয়তু>পা কথেতু, শৌ কধেদু ; যথা>পা যথা, শৌ জধা, মাগ যধা ; সং লোক>পা লোক, প্রা লোঅ (সর্বত্র), অমা লোগ ইত্যাদি ।

পালির বিশেষ লক্ষণ হল—বৈদিকের মত স্বরমধ্যগত ড্, ঢ্>ল্., ল্.হ (*ḷ*, *ḷh*) ; যথা—সং ঊঢ>পা বুল্.হ, সং মীঢ>পা মীল্.হ ; সং পেডা >পেল.া ; মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীতেও কচিৎ ড্>ল্., যথা—শৌ গরুড, মাগ গলুড, মাহা গরুল.<সং গরুড ; মাহা, শৌ কীল.া<ক্রীডা ।

৩। পালি ও প্রাকৃতে কচিৎ সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম রক্ষিত, যথা—সং ইহ (<*ইধ)>পা ইধ, শৌ মাগ ইধ, মাহা ইহ (দ্র: ১৬.৪৩।৭) । আর একটি প্রাচীন লক্ষণ হল স্ (<*s*, *ṣ*, *sy*, *ṣy*>স্বরমধ্যগত **zh*, *zȟ*)-এর -হ্-এ পরিণতি (দ্র: ২০.৪০।২০), যথা—মাহা পাহাণ (<সং পাষাণ) ; মাগ কামাহ (<সং কামস্য) ; মাহা তাহ (<সং তস্য>তস্স>*তাস) ইত্যাদি । লক্ষণীয় এই প্রবণতা অপভ্রংশে অনেক ব্যাপক ।

৪। পদান্ত ব্যঞ্জন সাধারণত লুপ্ত, কেবল -অঃ>ও (১মা ১ব মাগ -এ) ও নাসিক্যবর্ণ ঙ্, ঞ্, ন্, ণ্, ম্> -ং- । যথা—সং দেবম্>দেবং ; সং পুরুষঃ> পা, প্রা পুরিসো, মাগ পুলিশে ; সং পুত্রাং>পা, প্রা পুত্তা ।

২০.৪০ সংযুক্ত ব্যঞ্জনঘটিত পরিবর্তন—

সংস্কৃতের সংযুক্ত ব্যঞ্জন (conjunct) মধ্য ভারতীয় আর্যে সাধারণত কীভাবে যুগ্ম ব্যঞ্জনে সমীভূত অথবা স্বরসংযোগে বিশ্লিষ্ট হয়, তা' পূর্বে আলোচিত হয়েছে (দ্র: ২০.১৩)। এখন উপভাষাগত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আলোচনা করা যেতে পারে এইভাবে—

সংযুক্তব্যঞ্জন	পালি[1]	মাহারাষ্ট্রী (বিশেষপ্রাকৃত)[2]
১। র্+দন্ত্যবর্ণ বা দন্ত্যবর্ণ+র্	সমীভবন (দ্র: ২০.১৩) বা মূর্ধন্যীভবন[3]	(ক) সমীভবন (দ্র: ২০.১৩) (খ) মূর্ধন্যীভবন
২। শ্ন	ঞ্হ, (ণ্হ)	ণ্হ
স্ন	ন্হ	ণ্হ

সংযুক্তব্যঞ্জন	পালি[১]	মাহারাষ্ট্রী (বিশেষপ্রাকৃত)[২]
৩। ষ্ণ	ণ্‌হ	ণ্‌হ
৪। শ্ম	ম্ম[৪], ম্‌হ, (ংস)	ম্‌হ, (ম্‌স)
৫। ষ্ম	ম্ম[৪], ম্‌হ	ম্‌হ
৬। স্ম	ম্ম[৪], ম্‌হ	ম্‌হ, (স্‌স, ম্ম, ংস)
৭। ত্ম	ত্ত	প্প, (ত্ত)
দ্ম	দ্দ	ম্ম
৮। জ্ঞ	ঞ্‌ঞ	ণ্ণ, (ঞ্‌ঞ)
৯। ঞ্চ	ঞ্চ[৪], (ঞ্‌ঞ, ন্ন, ণ্ণ)	ঞ্চ, (ণ, ণ্ণ)
ঞ্জ	ঞ্জ[৪]	ঞ্জ, (ঞ্‌ঞ)
১০। স্ত, স্থ	থ, (স্ত)[৪] মূর্ধন্যীভবন[৩]	থ, (স্ত) মূর্ধন্যীভবন
১১। শ্চ	চ্ছ	চ্ছ, (শ্চ)
১২। দন্ত্যবর্ণ+য	তালব্যীভবন	তালব্যীভবন
দ্য	জ্জ, (য়্‌য়)[৭]	জ্জ
১৩। ক্ষ	চ্ছ[৯], ক্‌খ [জ্ঝ, গ্‌ঘ, হ][৫]	চ্ছ[৯], (ক্‌খ, স্ক) [জ্‌ঝ, হ][৫]
১৪। ৎস	চ্ছ[৯], (স্‌স)[৮]	চ্ছ[৯], (স্‌স[৮], শ্চ)
১৫। প্স	চ্ছ[৯]	চ্ছ[৯]
১৬। ত্ব	ত্ত, (ত্ব)[৪]	ত্ত
দ্ব	দ্দ, (ব্‌ব)[৬]	দ্দ, (ব্‌ব)[৬]
১৭। শ্ব	স্‌স	স্‌স
ষ্ব	স্‌স, (চ্ছ)	স্‌স, (চ্ছ)
স্ব	স্‌স, (স্ব)[৪]	স্‌স, (শ্‌শ)
১৮। র্য	য্‌য, (রিয)	জ্জ, (য্‌য)
১৯। ল্য	ল্ল, (ল্য)[৪]	ল্ল

সংযুক্তব্যঞ্জন		পালি[১]	মাহারাষ্ট্রী (বিশেষপ্রাকৃত)[২]
২০।	স্য	স্স, [হ][৫]	স্স, (শ্শ), [হ][৫]
	ষ্য	স্স, [হ][৫]	স্স, (শ্শ), [হ][৫]
২১।	ন্য, ণ্য	ঞ্ঞ[৯]	ন্ন, (ন্ন, ঞ্ঞ)
২২।	হ্ম	ম্হ	ম্হ, (ম্ভ)
২৩।	হ্ন	ন্হ	ণ্হ
২৪।	হ্ণ	ণ্হ	ণ্হ
২৫।	হ্য	য়্হ	জ্ঝ
২৬।	হ্ব	ব্হ	ব্ভ, (হ)

উদাহরণ :—

১। মূর্ধন্যীভবন (cerebralisation) : সং র্ বা ঋ-এর প্রভাবে পূর্বে বা পরে অবস্থিত দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যীভবন ঘটে। স্-ধ্বনির প্রভাবেও মূর্ধন্যীভবন দেখা যায়। স্বতোমূর্ধন্যীভবনও অসুলভ নয়। মূর্ধন্যীভবনের প্রবণতা পালিতে প্রাকৃতের মত তত ব্যাপক নয় (দ্র: ১৬.৪৪।৪)। প্রাকৃতের মধ্যে অর্ধমাগধীতে এই প্রবণতা প্রবল।[১০] যথা—

---

১ বন্ধনীভুক্ত রূপগুলি অনিয়মিত।

২ মাহারাষ্ট্রী আদর্শ প্রাকৃত ; বন্ধনীভুক্ত রূপ উপভাষার।

৩ পালিতে মূর্ধন্যীভবন তত ব্যাপক নয়।

৪ পালিতে যুক্ত ব্যঞ্জন প্রায়ই রক্ষিত।

৫ ইন্দো-ইরাণীয় থেকে বিবর্তিত।

৬ সর্বত্র পালি ব্ব=প্রা ব্ব<র্ব, দ্ব ইত্যাদি তু: পা য়োব্বন=প্রা জোব্বণ<সং যৌবন ; পা সব্ব=প্রা সব্ব<সং সর্ব ইত্যাদি।

৭ সর্বত্র প্য জ্জ=প্রা জ্জ কিন্তু পূর্বস্থিত উদ্-যোগে পা য়্য়=প্রা জ্জ

৮ উদ্-যোগে স্স।

৯ তালব্যীভবন জাত।

১০ দ্র: *Geiger* : PLL ff 42, 64 ; *Pischel* : GK ff 289-294, 308-309, 218-224 ; *Woolner* : IP ff 16 (20), 55

(ক) র্/ঋ এবং দন্ত্যবর্ণ : সং প্রতি>পা পটি (পতি), প্রা পডি (প্রায় সর্বত্র) ; *শৃথির>পা সঠিল (সিথিল), প্রা সিঢিল ; সং প্রথম>পা পঠম, প্রা পঢম ; সং বর্ততি>পা বট্টতি, প্রা বট্টদি, বট্টই ; সং বৃদ্ধ>পা বুড্‌ঢ (বৃদ্ধ, বদ্ধ), প্রা বুড্‌ঢ (মাহা, শৌ) ।

(খ) শিশ্‌ধ্বনির প্রভাবে প্রায়ই স্ত, স্থ, ট্‌ঠ-এ পরিণত কিন্তু পালিতে কচিৎ তা' রক্ষিত, যথা—সং স্থান>পা ঠান, শৌ ঠাণ, মাহা থাণ ; সং স্থিত> পা ঠিত, মাহা ঠিঅ (থিঅ), শৌ ঠিদ, অমা ঠিয় ; সং স্থিতি>পা ঠিতি, অমা, মাহা ঠিই, থিই, শৌ ঠিদি, থিদি । কিন্তু তু: পা ভস্তা<সং ভস্ত্রা ।

(গ) স্বতোমূর্ধন্যীভবন : (spontaneous cerebralisation) : সং পতিত >প্রা পডিঅ (মাহা), পডিদ (শৌ, মাগ) ; সং কপিত্থ>পা কবিট্‌ঠ , সং ঔষধ>অমা ওসঢ (মাহা, শৌ ওসহ) । ন্>ণ্ -ঘটিত পরিবর্তন সম্পর্কে দ্র: ২০.৩০।১ ।

২ । শ্ন : সং প্রশ্ন>পা পঞ্‌হ (কিন্তু পালি পণ্‌হি<সং পৃশ্নি), অমা পণ্‌হ ।

স্ন : সং স্নান>পা ন্হান, প্রা ণ্‌হাণ (শৌ, অমা ইত্যাদি) ।

৩ । ষ্ণ : সং উষ্ণ>পা উণ্‌হ, প্রা উণ্‌হ (শৌ, মাহা, অমা) , সং কৃষ্ণ> পা কণ্‌হ (বিপ্রকর্ষজাত কসিণ), প্রা কণ্‌হ (মাহা, শৌ, অমা) , অমা কিণ্‌হ (বিপ্রকর্ষজাত—অমা কসিণ, মাহা, শৌ কসণ)।

৪ । শ্ম : সং কাশ্মীর>পা কস্মীর, শৌ কম্‌হীর ; তু: পালি অম্‌হনা<সং অশ্মনা । পালি ও প্রাকৃতের নিয়মিত পরিণতি ম্হ<শ্ম । কিন্তু ব্যতিক্রম সং রশ্মি>পা রস্মি (রংসি), প্রা রস্‌সি ।

৫ । ষ্ম : সং গ্রীষ্ম>পা গিম্‌হ (কিন্তু পা উস্‌মা তু: মাহা উম্‌হা<সং উষ্ম), প্রা গিম্‌হ (মাহা, অমা, শৌ, মাগ) ।

৬ । স্ম : সং *অস্মে=অস্মান্>পা অম্‌হে (অস্মে), প্রা অম্‌হে (মাহা, অমা, শৌ) , কিন্তু ৭মীর ১বচনের সর্বনামবিভক্তি -স্মিন্>পা -স্মিং, ম্হি, মাগ -শ্‌শিং, শৌ, অমা -স্‌সিং, মাহা, অমা -ম্মি, অমা -ংসি । যথা—সং তস্মিন্>পা তস্মিং, তম্‌হি, মাগ তশ্‌শিং, শৌ তস্‌সিং, মাহা, অমা তম্মি, অমা তংসি ।

৭। ত্ম : সং আত্মা>পা অত্তা (আতুমা), মাহা (এবং অপভ্রংশ) সর্বত্র অপ্পা, অন্য উপভাষায় অপ্পা বা অত্তা, যেমন শৌ, মাগ ১মার ১বচনের মূল অপ্প- কিন্তু অন্য কারকে অত্ত- ।

দ্ম : সং পদ্ম>পা পদ্ম (পদুম), প্রা পোম্ম (পউম) ; সং ছদ্ম>পা ছদ্দ, প্রা ছম্ম (ছউম) ।

৮। জ্ঞ : সং রাজ্ঞা>পা রঞ্‌ঞা, প্রা রণ্ণা, মাগ লঞ্‌ঞা; সং আজ্ঞা>পা অঞ্‌ঞা, মাহা, অমা আণা (আনা), সং জ্ঞায়তে>পা ঞায়তি, মাহা ণজ্জই, অমা নজ্জই । কিন্তু আ-জ্ঞাপয়তি>পা আণাপেতি (তু: ঞাপেতি), শৌ, মাগ আণবেদি, অমা আণবেই, তু: ১৫.৫২।১৯ ।

৯। ঞ্চ : সং পঞ্চ>পা, প্রা পঞ্চ , ব্যতিক্রম : সং পঞ্চদশ>পা পন্নরস, পণ্ণরস, পঞ্চদস ; অমা পণ্ণরস ; সং পঞ্চবিংশ->পা পঞ্চবীস, পন্নবীসতী, পন্নবীস (ন্ন বিরল), প্রা পণবীসং, পণুবীসা, পণুবীসং ; সং পঞ্চাশৎ>পা পঞ্‌ঞাস(ং), প্রা পণ্ণাসং, পণ্ণাসা ।

ঞ্জ : পালি ও প্রাকৃতে রক্ষিত কিন্তু মাগধীতে প্রায়ই ঞ্ঞ (অঞ্‌ঞলি<সং অঞ্জলি) ।

১০। স্ত, স্থ : সর্বত্র সমীভবন বা মূর্ধন্যীভবন (পূর্বে দ্রষ্টব্য) । পালিতে : কিন্তু মাগধীতে প্রায়ই স্ত, স্থ রক্ষিত, অন্যত্র থ । : হস্ত>পা, প্রা হত্থ ; সং অবস্থা>প্রা, অবত্থা তু: পা ভস্ত্রা দ্র: ১৮.২৩।৯ ।

১১। শ্চ : সং আশ্চর্য>পা অচ্ছের, অচ্ছরিয়, মাহা, শৌ অচ্ছরিঅ, অশ্চলিঅ, মাহা, অমা অচ্ছের, অচ্ছরিজ্জ, অমা অচ্ছ. সং পশ্চাৎ>পা, প্রা পচ্ছা (মাহা, অমা, শৌ), মাগ পশ্চা ।

১২। দন্ত্যবর্ণ+য্ : তালব্যীভবন—যথা, সং কৃত্য>পা, প্রা কিচ্চ তু: অশো (গি) কচং, খরোষ্ঠী ধ, নি প্রা কিচ ; সং মিথ্যা>পা, প্রা মিচ্ছা (তু: খরোষ্ঠী ধ মিছ) ; সং অদ্য>পা, প্রা অজ্জ কিন্তু পালিতে উদ্-যোগে সমীভূত রূপ -য়্য় ; যথা—সং উদ্যান>পা উয়্যান, প্রা উজ্জাণ (<*উয়্যাণ তু: অশো উয়ান)

তু: ঝ (১৬); সং মধ্য>পা, প্রা মজ্ঝ। দ্র: পাদটীকা (৯)।

১৩। ক্ষ: সং অক্ষি>পা অক্‌খি, অচ্ছি, প্রা অক্‌খি (শৌ, অমা), অচ্ছি (মাহা, অমা, শৌ); সং ইক্ষু>পা উচ্ছু, প্রা উচ্ছু (মাহা, অমা), ইক্‌খু (শৌ, অমা); সং প্রেক্ষতে>পা পেক্‌খতি, শৌ পেক্‌খদি, মাহা, অমা পেচ্ছই, মাগ পেশ্‌কদি, পেস্কদি।

Pischel-এর মতে (১) ই ইউ *ks*>ই ইরা *kš*>সং *kṣ*, আবে *χš*=প্রা ক্‌খ এবং (২) ই ইউ *k̂s*>ই ইরা *šṣ*>সং *kṣ*, আবে *š*=প্রা চ্ছ। কিন্তু পণ্ডিত-মহলে এই মত গ্রাহ্য হয় নি (তু: সং দক্ষিণ>প্রা দক্‌খিণ কিন্তু আবে *dašina*)।

ই ইউ *gh+s*>ই ইরা *gžh*>সং ক্ষ=পা গ্‌ঘ, জ্‌ঝ, প্রা জ্‌ঝ, তু: আবেস্তিক *γž*, যথা—সং প্রক্ষরতি=পা পগ্‌ঘরতি (তু: পা ব্রিজ্‌ঝপেতুং=ব্রিক্ষপয়িতুম্), প্রা -ঝরই তু: অপভ্রংশ পজ্‌ঝরই, আবেস্তিক *γžar*, শৌ ঝরাবেদি=*প্রক্ষরাপয়তি; পদাদিতে সং ক্ষাম=পা, অমা ঝাম।

৩ ই *k̂+s*>ই ইরা *šṣ*>স্বরমধ্যগত **žh*>*h*=সং ক্ষ তু: আবেস্তিক

সং দক্ষিণ তু: আবে *dašina*=অমা, মাহা, শৌ দাহিণ কিন্তু পা এবং

৪ া, শৌ দক্‌খিণ; সং প্রেক্ষা>পা পেক্‌খা, পেখা, প্রা পেক্‌খা, অমা

ঈক্ষ্ এবং তজ্জাত শব্দের ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা ব্যাপক); সং লাক্ষা

লাহা, প্রা লক্‌খা তু: খরোষ্ঠী ধ অরেহ<সং অপেক্ষা। এই প্রবণতা

াগধীতেই প্রবল।[১১]

১৪। ৎস: সং বৎস>পা, মাহা, অমা, শৌ বচ্ছ, মাগ বশ্চ, কিন্তু উদ্-যোগে সং উৎসুক>পা উস্‌সুক, মাহা, শৌ, উসুঅ, শৌ উস্‌সুঅ, অমা উস্‌সুয়, মাহা উচ্ছুঅ।

১৫। প্স: তুলনীয় সং ঈপ্সতি: ইচ্ছতি। সং জুগুপ্সা, জুগুপ্সতে>পা

---

১১ দ্র: *Pischel*: GK ff 318-326; *Geiger*: PLL ff 56; *Sen*: CGMIA ff 50

জিগুচ্ছা, জিগুচ্ছতি, প্রা জুগুচ্ছা, শৌ জুগুচ্ছেদি, অমা দুগুচ্ছই, মাহা জুউচ্ছই।

১৬। ত্ব: সং চত্বারি>পা চত্তারি (কিন্তু ন্যবর্থক -ত্বা, ত্বান রক্ষিত), মাহা, অমা চত্তারি, মাগ চত্তালি।

দ্ব: সং শাদ্বল>পা, মাহা সদ্দল; কিন্তু উদ্-যোগে ব্যতিক্রম যথা—উদ্বিগ্ন>পা উব্বিগ্গ, প্রা উব্বিগ্গ (মাহা, শৌ, অমা); পদাদি—সং দ্বার>পা, প্রা দার কিন্তু ব্যতিক্রম—সং দ্বাদশ>পা বারস (দ্বারস, দ্বাদস), অমা দুবালস, মাহা বারহ।

১৭। শ্ব, ষ্ব, স্ব: পালিতে -স্ব- ক্বচিৎ রক্ষিত (স্বাগত, স্বে)। সং অশ্ব>পা, প্রা অস্স; সং পরিষ্বজতে>পা পলিস্সজতি, শৌ পরিস্সঅদি; সং তপস্বী>পা তপস্সী, শৌ তবস্সি, মাগ তবশ্শি কিন্তু পা সরস্বতী, শৌ সরস্সদী, মাহা সরস্সঈ। লক্ষণীয় সং পিতৃষ্বসা=*পিতুষ্ব'সা>পা পিতুচ্ছা, প্রা পিউস্সিআ, পিউচ্ছা।

১৮। র্য্´: সং কার্য´>পা কয়্য (করিয়), মাগ কয়্য়, অন্যত্র কজ্জ: সং আর্য´>পা অয়্য় (অরিয়), মাগ অয়্য়, অন্যত্র অজ্জ।

১৯। ল্য: সং কল্যাণ>পা, প্রা কল্লাণ, (পা কল্যাণ)।

২০। ষ্য: নিয়মিত স্স, যথা, সং মনুষ্য>পা মনুস্স, মাহা, অমা, শৌ মণুস্স, মাগ মণুশ্শ।

কিন্তু কথ্য সংস্কৃত থেকে বিবর্তিতরূপে -হ্- (*ṣy*>সম্প্রসারণজাত *žhia*>*h*); যথা—এষ্যতি>পা এস্সতি (এহিতি); সং করিষ্যামি=*কর্ষ্যামি>পা কস্সং, কাসং (কাহামি) মাহা, অমা কাহামি, কাহং; সং ভবিষ্যতি=*ভোষ্যতি>*bhožhiti*>মাহা হোহিই, পা হোহিতি তুঃ অশো (প্রাচ্য-মধ্য) হোহংতি (দ্রঃ ২০.৩০।৩)।

স্য: সং বয়স্য>পা বয়স্স, মাহা, শৌ বঅস্স কিন্তু ৬ষ্ঠীর ১ব স্য>হ, যথা—সং কামস্য>পা কামস্স, মাহা, শৌ কামস্স, মাগ কামাহ, অপ কামহো; সং তস্য>পা তস্স, প্রা তস্স (মাহা,

শৌ, অমা), মাহা তাস, মাগ,তশ্‌শ, তাহ, অপভ্রংশ তস্সু তাসু, তহো ।

২১। ন্য, ণ্য : সং অন্য>পা অঞ্‌ঞ, মাহা, শৌ, মাগ অণ্ণ, অমা অন্ন সং পুণ্য>পা পুঞ্‌ঞ, মাহা পুণ্ণ, অমা পুন্ন, মাগ পুঞ্‌ঞ ।

২২। হ্ম : সং ব্রাহ্মণ>শৌ, মাগ বম্‌হণ (এবং অমা বম্‌ভণ) ; সং জিহ্ম >পা জিম্‌হ ; সং ব্রহ্মান্>মাহা বম্‌হ, অমা বম্ভ ।

২৩। হ্ন : সং চিহ্ন>পা চিন্‌হ (চিহন), মাহা, শৌ, মাগ, অপ চিণ্‌হ ।

২৪। হ্ণ : সং গৃহ্ণাতি>পা গণ্‌হতি, শৌ, মাগ গেণ্‌হদি, মাহা, অমা, অপ গেণ্‌হই ।

২৫। হ্য : সং সহ্য>পা সয়্‌হ, মাহা শৌ সজ্‌ঝ ।

২৬। হ্ব : সং জিহ্বা>পা জিব্‌হা, অমা জিব্‌ভা, অমা, শৌ, মাহা জীহা, মাগ যীহা ; সং বিহ্বল>প্রা বিব্‌ভল, অমা বেব্‌ভল, মাহা বিহল ।

২০.৫০ অন্যান্য ধ্বনিগত পরিবর্তন (phonetic changes)—

ক ॥ আগমজনিত পরিবর্তন—

১। স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (anaptyxis) : উচ্চারণ-সৌকর্যার্থে বা উচ্চারণের সুবিধার জন্য অথবা ছন্দের প্রয়োজনে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরধ্বনি এনে দুই ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করার রীতিকে বলে স্বরভক্তি। যথা—সং শক্নোতি>পা সক্কুণাতি ; সং প্রাপ্নোতি>পা পাপুণাতি ; সং দ্বে>পা দুবে ; সং কৃষ্ণ>পা, অমা কসিণ, মাহা, শৌ কসণ ; সং উষ্ণ, স্পর্শ, পৃথ্বী, হ্রদ>অমা উসিণ, ফরিস, পুঢবী (পা পঠবী, পথবী, পুথবী, পুঠুবী), হরয় (পা রহদ) ইত্যাদি ।

২। অপিনিহিতি (epenthesis) : পদের মধ্যস্থিত ই বা উ-কার স্বস্থানে থেকেও যদি পূর্বেই উচ্চারিত হয় তখনই এর উদ্ভব। যথা—সং আশ্চর্য>পা অচ্ছের, অচ্ছরিয়, শৌ অচ্ছরিঅ, মাহা, শৌ, অমা অচ্ছের<*অচ্ছইর< অচ্ছরিয়। সং কার্য>মাহা কের (<*কাইর) তু: শৌ তুম্‌হ কের, অম্‌হ কের। সং পর্যন্ত>প্রা পেরন্ত।

৩। বর্ণাগম (prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য অথবা অন্য কোন

কারণের জন্য আদিতে কোন ধ্বনির বা বর্ণের আগম হলে বর্ণাগম ঘটে। যথা—সং স্ত্রী>পা, প্রা ইত্থী, সং ঋগেদ্>পা ইরুব্বেদ, সং এর>পা য়ের, প্রা জের ; সং উক্ত>পা, প্রা বুত্ত।

৪। সম্প্রসারণ (amplification) : অন্তঃস্থ বর্ণ -য়- বা -ৱ-—এই দু'টি অর্ধস্বর (semi-vowel) যখন পূর্ণ স্বরে পরিণত হয়ে অক্ষরসৃষ্টির সহায়ক হয় তখন সম্প্রসারণ ঘটে। যথা—সং স্বপ্ন>পা সুপিন, অমা সুবিণ, সুমিণ, সিমিণ ; সং ত্বরিত>পা তুরিত, শৌ তুরিদ, অমা তুরিয় ; সং অভ্যন্তর>অমা অব্‌ভিন্তর ; সং তির্যক্>শৌ তিরিচ্ছ (<*তির্যক্ষ) ; সং স্ত্যান>পা থীন। দ্র: অয়, অব>এ, ও <*অই *অউ (২০.২০।৩)।

৫। স্বতোনাসিক্যীভবন (spontaneous nasalisation) : নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংস্রব ছাড়াও স্বরধ্বনি আনুনাসিক হতে পারে। এই স্বরধর্মের নাম স্বতোনাসিক্যীভবন। যথা—সং বক্র>প্রা বঙ্ক, সং অশ্রু>প্রা অংসু, সং দর্শন>প্রা দংসণ, সং স্পর্শ>প্রা ফংস। সং মৎকুণ>পা মংকুণ, সং শুল্ক>পা সুংক, অমা উস্‌সুংক, সং ঘর্ষতি>পা ঘংসতি।

খ॥ লোপজনিত পরিবর্তন—

৬। আদিবর্ণলোপ (aphesis, apheresis) : পদের আদি বর্ণ বা অক্ষর শ্বাসাঘাতের অভাবে লুপ্ত হলে আদিবর্ণলোপ দেখা যায়। যথা—সং অলাবু, উদক, অরণ্য, অরিষ্ট>প্রা লাউ, দগ, রণ্ণ, রিট্‌ঠ ; সং ইব, অপি, ইদানীম্, অগ্নি, ইতি>পালি ব, পি, দানি, (শৌ, মাগ দাণিং), গিনি, তি (এবং প্রা) ; সং যুকা>পা উকা, প্রা উআ।

৭। মধ্যবর্ণলোপ (syncopation) : পদমধ্যস্থিত ধ্বনি বা অক্ষর শ্বাসাঘাতের অভাবে লুপ্ত হলে মধ্যবর্ণলোপ ঘটে। যথা—সং দেবকুল, রাজকুল>প্রা দেউল, রাউল ; সং ভদন্তঃ, উদক, খল্লু>পা, অমা ভন্তে, ওক, খু (<*খল্লু)।

৮। সমাক্ষরলোপ (hoplology or syllabic syncopation) : কোন শব্দে পাশাপাশি দু'টি সমধ্বনি বা অক্ষর থাকলে অনেক সময় একটির লোপ হয়। যথা—সং প্রবেক্ষ্যামি>পা পবিস্‌সামি (<*পবিসিস্‌সামি)। সং হৃদয়, এরমের, অপররাত্র>অমা হিয়, এমের, অবরত্ত।

৯। অন্ত্যবর্ণলোপ (apocope) : পদান্ত স্বর, ব্যঞ্জন বা অক্ষর শ্বাসাঘাতের অভাবে বা উচ্চারণের সুবিধার জন্য লুপ্ত হলে অন্ত্যবর্ণলোপ ঘটে। মধ্য ভারতীয় আর্যে পদান্ত ব্যঞ্জন লোপ স্বাভাবিক (দ্র: ২০.৩০।৪)। যথা—সং দেবাৎ>পা, প্রা দেবা, সং ষট্>পা, প্রা ছ।

১০। সম্পূরক দীর্ঘত্ব (compensatory lengthening) : স্বরের মাত্রা রক্ষার্থে স্বর বা ব্যঞ্জনের দীর্ঘত্ব ঘটতে পারে লুপ্তধ্বনির স্থলে। যথা—সং সিংহ>পা সীহ, সং তৈল>প্রা তেল্ল, সং সর্ষপ>পা সাসপ, সং নীড>পা নিড্ড (দ্র: ২০.২১।২)।

গ ॥ বিপর্যাসজনিত পরিবর্তন—

১১। বর্ণবিপর্যয় (metathesis) : একটি বা দুইটি পদের মধ্যস্থিত দুইটি ধ্বনির স্থানপরিবর্তনের নাম বর্ণবিপর্যয়। যথা—সং মশক, জিহ্বা, ইব>পা মকস, জিব্হা, বিয়; সং মহারাষ্ট্র, উপানহৌ, বারাণসী>প্রা মরহট্ট, বাহণাও, বাণারসী। সং হ্রদ>*দ্রহ>পা দহ, রহদ, অমা দহ, দ্রহ; সং কৃর্যাৎ=*কর্যাৎ >*করিয়া>পা কয়িরা।

১২। বিষমীভবন (dissimilation) : পদমধ্যস্থিত দুইটি সমধ্বনির বিষম পরিবর্তন ঘটলে বিষমীভবন ঘটে। স্বরধ্বনির পরিবর্তন সম্ভবত স্বরাঘাতজনিত। যথা—সং পিপীলিকা>পা কিপিল্লিকা। সং ললাট>পা নলাট, অমা শিডাল। সং মন্মথ>প্রা বম্মহ। সং চরম>পা চরিম। সং মধ্যম> শৌ মজ্ঝম কিন্তু মাহা, পালি মজ্ঝিম। সং পক্ব>প্রা পিক্ক। সং জুগুপ্সতে >পা জিগুচ্ছতি, দিগুচ্ছতি, অমা দুগুচ্ছই। সং চিকির্ষতি>পা তিকিচ্ছতি, অমা তিগিচ্ছই।

ঘ ॥ উচ্চারণ-প্রকৃতি (manner of articulation) -জনিত পরিবর্তন—

১৩। সমীভবন (assimilation) : উচ্চারণের সময় দুইটি সন্নিকৃষ্ট ভিন্ন ধ্বনি পরস্পর বা একে অন্যের প্রভাবে উচ্চারণ-প্রকৃতির সাম্য লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার নাম সমীভবন। সমীভবন তিন রকমের— (ক) প্রগত (progressive)—যেখানে আগের ধ্বনি পরের ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে (যথা সং লগ্ন>প্রা লগ্‌গ)। (খ) পরাগত (regressive)—যেখানে পরের ধ্বনি আগের ধ্বনিকে পরিবর্তন করে (যথা সং মুক্তা>প্রা

মুত্তা)। (গ) অন্যোন্য (mutual)—যেখানে পরস্পরের প্রভাবে দু'টি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় (যথা, সং সত্য>প্রা সচ্চ)। দ্র: ২০.১৩।

পদমধ্যস্থিত একটি স্বরের প্রভাবে অন্যস্বর পরিবর্তিত হলে স্বরসাম্য বা -সমীভবন (vowel assimilation) ঘটে। যথা—সং ইক্ষু>পা উচ্ছু, অমা মাহা উচ্ছু (শৌ ইক্‌খু)। সং ইষু>পা, অমা উসু। সং কুরঙ্গ>পা কুরুঙ্গ। সং শিশুমার>অমা সুসুমার।

১৪। মূর্ধন্যীভবন (cerebralisation) এবং স্বতোমূর্ধন্যীভবন (spontaneous cerebralisation) : দ্র: ২০.৪০।১।

১৫। তালব্যীভবন (palatalisation) : দন্ত্য বা দন্তমূলীয় কোন ধ্বনি যদি সন্নিকৃষ্ট তালব্যধ্বনির প্রভাবে বা স্বতই তালব্যবর্ণে পরিণত হয়, তবে তালব্যীভবন ঘটে। দ্র: ২০.৪০।১২। যথা, সং তিষ্ঠতি>পা তিট্‌ঠতি কিন্তু মাহা চিট্‌ঠই, শৌ চিট্‌ঠদি, মাগ চিষ্টদি। সং ষষ্ঠ, কুন্দ, ইঙ্গ>পা ছষ্ঠ (প্রা ছট্‌ঠ), চুন্দ, ইঞ্জ (ইঙ্গ)।

১৬। ঘোষীভবন (vocalisation, voicing) : কোন অঘোষ-ধ্বনি যদি নিকটস্থ কোন ঘোষবর্ণের প্রভাবে অথবা স্বতই ঘোষবর্ণে পরিণত হয় তখন এই প্রক্রিয়া ঘটে। শৌরসেনী ও মাগধীতে (ক্বচিৎ পালিতে) এই প্রবণতা প্রবল (দ্র: ২০.৩০।২)।

অঘোষীভবন (devocalisation, devoicing) : ঘোষধ্বনি নিকটস্থ অঘোষবর্ণের প্রভাবে অথবা স্বতই যদি অঘোষবর্ণে পরিণত হয়, তখন এই প্রক্রিয়া ঘটে। পৈশাচী প্রাকৃতে (ক্বচিৎ পালিতে) এই প্রবণতা প্রবল। দ্র: ১৮.২৫।১।

১৭। উষ্মীভবন (spirantisation) : স্পৃষ্টধ্বনি স্বতই বা কোন উষ্মধ্বনির সংস্পর্শে উষ্মধ্বনিতে পরিণত হতে পারে। নিয়া বা খরোষ্ঠী নিদর্শনে এই প্রবণতা প্রবল (দ্র: ১৭.২১)।

১৮। মহাপ্রাণতা (aspiration) : কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে যদি কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন ঘটে অর্থাৎ যদি ব্যঞ্জনধ্বনি ও হ-কার একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তবে মহাপ্রাণিত (aspirated) ধ্বনির উদ্ভব হয়। যথা—সং কুব্জ>পা, প্রা খুজ্জ ; সং কীল>প্রা খীল।

মহাপ্রাণতার বিপরীত প্রক্রিয়া হল অল্পপ্রাণতা অর্থাৎ মহাপ্রাণহীনতা (deaspiration)। যথা, সং ভীষণ>অমা বীহণ, সং কথিকা>পা কতিকা, সং কফোণি>পা কপোণি।

২০.৬০ সন্ধি-প্রকরণ—

প্রাকৃতের সন্ধিপ্রক্রিয়া সংস্কৃতের মত কৃত্রিম বন্ধন নয়। পালি ও প্রাকৃতের সন্ধি স্বাভাবিক স্বরসংযোগ—কথ্যভাষায় যেমনটি হয়ে থাকে। স্মরণীয়, বৈদিক সংহিতায়ও স্বরসংযোগ (hiatus) সহজলভ্য। এমনকি বৈয়াকরণদের অনুশাসনেও তার প্রয়োগ ঐচ্ছিক (optional) বা বক্তার ইচ্ছাধীন। লিপিবিধি অনেকক্ষেত্রেই উচ্চারণ-অনুসারী নয় (দ্র: ৮.২১ , ৯.১৩)। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বেদের লৌকিক ধারাই অনুসরণ করেছে। তার কারণ—

প্রথমত, প্রাকৃতে ব্যঞ্জনলোপজনিত উদ্‌বৃত্ত স্বরধ্বনির অন্তর্গত ও বহির্গত সংযোগ (internal or external hiatus) প্রাকৃতে দেখা যায়। যেমন—পালি বহু-অথং, স-উদক, অতি-উণ্‌হ ; প্রা গঅ<সং গত, গজ, মাহা আঅঅ<সং আয়ত, শৌ ণ আণীঅদি<সং ন+জ্ঞায়তে, শৌ রসন্তসুসবা -উরাঅণ<সং রসন্তোৎসব -উপায়ন।

দ্বিতীয়ত, সন্ধি শাসন সবসময় বাধ্যতামূলক ছিল না সংস্কৃতের মতন। কাজেই বিকল্প সন্ধি পাওয়া যায় প্রচুর। যেমন—পালি তথা এব, তথেব, তথরিব<সং তথা+এব=তথৈব ; মাহা বিইঅ, বীঅ, অমা বীয়<সং বীজ, অমা চউদ্দস, চোদ্দস<সং চতুর্দশ, মাহা, শৌ অন্ধআর, মাহা অন্ধার<সং অন্ধকার।

তৃতীয়ত, পালি/প্রাকৃতের সন্ধি-প্রক্রিয়া প্রাচীন আর্য ভাষার সাধারণ প্রবণতারই ফলশ্রুতি। যেমন—আর্য *ai, au সংস্কৃত স্তরে এ, ও -তে পরিণত। আর সেই প্রবণতার ফলেই আর্য *āi, āu -ধ্বনিদ্বয়ের -আ-, হ্রস্ব -অ- ধ্বনিতে পরিণত হবার পর (অর্থাৎ ai, au=সং ঐ, ঔ) আবার এ, ও -ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে প্রাকৃতস্তরে। কিন্তু লক্ষণীয় যৌগিক স্বর দু'টির আদি অ/আ -ধ্বনিদু'টির হ্রস্বীভবন (weakening) এবং পরের বর্ণটির মাত্রা ও গুণগত ধর্মের (quantity or quality) সংরক্ষণ। আর প্রথম বর্ণের মাত্রার প্রাধান্য ছিল না বলেই তা' ছিল মাত্রানিরপেক্ষ (তু: সং অ+ই=এ,

আ+ই=এ)। সুতরাং এই হ্রস্বীভবনের পরিণতি যে এই অ-ধ্বনির লোপ (elision), তা' সহজেই অনুমেয়। পালি ও প্রাকৃতের সন্ধিতে তারই স্বাক্ষর (তু: সং নর+ইন্দ্র>পা, প্রা নরিন্দ)।

অবশ্য মনে রাখা দরকার, প্রাকৃত সন্ধির মূল সূত্র হল—(ক) পদান্ত হ্রস্ব/দীর্ঘ স্বরবর্ণ+আদি দীর্ঘস্বর (স্বভাবজ দীর্ঘ বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থানজনিত দীর্ঘ—long by nature or position)—এই ক্ষেত্রে পদান্ত স্বর লুপ্ত, যথা—পালি মহিচ্ছো (=মহা+ইচ্ছো), মাহা গইন্দ (=গজ+ইন্দ), ণরিন্দ (ণর+ইন্দ), মহূসর (=মহা+ঊসর<-উৎসর)। (খ) কিন্তু পদান্ত হ্রস্ব/দীর্ঘস্বর+হ্রস্বস্বর—এই ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরের উৎপত্তি। যথা—পালি তথূপমং (=তথা+উপমং), দীঘাসি (=দীঘ+অসি), মহেসি (=মহা+ইসি); মাহা, শৌ, অমা রাএসি (=রাজ+ইসি<ঋষি), অমা, শৌ মহেসি (=মহা+ইসি)। (গ) শেষ স্তরে পদান্ত স্বর সর্বত্র লুপ্ত, যথা—পা গচ্ছামহং (=গচ্ছামি+অহং), প্রা অসৃসুররি (=অসৃস+উররি)। (ঘ) এছাড়া অবশ্য সংস্কৃতসুলভ সন্ধিও বিরল নয়। যথা—পালি ইত্যোর, ইচ্চের (=ইতি+এর), প্রা ণরেসর (=নর+ঈসর), অচ্চন্ত (=অতি+অন্ত), মাহা পিওজ্জ (সং প্রিয়োহদ্য)।

চতুর্থত, স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত বা সাদৃশ্যজাত ব্যঞ্জন-শ্রুতির (বিশেষত -ম্-) বৈচিত্র্য—যা' অনেকসময় ব্যুৎপত্তিগত নয়। আধুনিক ভাষাতেও য়্/র্/হ্/র্ ইত্যাদি ব্যঞ্জন শ্রুতির স্বাভাবিকত্ব লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ—অমা গোণমাঈ (*goṇa-m-āī*)=সং গবাদয়ঃ, ধিরত্থু (*dhi-r-athu*)=সং ধিগ্‌অস্তু, দুয়ঙ্গুল (*du-y-aṅgula*)=সং দ্ব্যঙ্গুল, পালি নয়িধ=ন+ইধ, কতিরুত্তরি=কতি+উত্তরি, পুনমের, পুনদের=পুন+এর, অজ্জত্তগ্গে=অজ্জ+অগ্গে, ধীরত্থু=ধী+অত্থু, সুহট্ঠিতং=সু+উত্থিতং।

২০.৬১ নিগ্গহীত সন্ধি : পালিতে পদান্ত ব্যঞ্জন থাকে না, থাকে কেবল নিগ্গহীত বা অনুস্বার (ং) [<-ম্, ন্]। পদান্ত ং+ব্যঞ্জন বা স্বর—পালিতে এইজাতীয় সন্ধির নাম নিগ্গহীত সন্ধি। এই সন্ধির আদর্শ হল—

ক ॥ পদান্ত ং+ব্যঞ্জনবর্ণ—

(১) -ং- সবর্গীয় নাসিক্যধ্বনিতে অথবা তালব্যধ্বনি য়্ -এর পূর্বে

ঞ্‌-তে পরিণত। যথা—সং+দিট্‌ঠি>সন্দিট্‌ঠি, কিং+নর>কিন্নর, সং+যুক্ত>সঞ্‌ঞ্‌ত্ত।

(২) ল্‌-এর পূর্বে ং ল্‌-এ পরিণত। যথা—পুংলিঙ্গ>পুল্লিঙ্গ।

(৩) ং+হ্‌>ঞ্‌হ্‌। যথা—তং+হি>তঞ্‌হি।

(৪) -ং- লোপ, যথা—বুদ্ধানং+সাসনং>বুদ্ধান-সাসনং, কিং+হ>কি-হ।

খ ॥ পদান্ত ং+স্বরবর্ণ—

(১) ং-এর লোপ এবং স্বরসন্ধিসুলভ—স্বরসংকোচ. যথা য়েসাহং<য়েসং+অহং, পরিপুচ্ছহং<-পুচ্ছিং+অহং। অথবা লোপের ফলে পূরক দীর্ঘত্ব: তেসূপসম্মতি<তেসং+উপসম্মতি।

(২) ব্যঞ্জনসন্ধিসুলভ ং-এর ম্‌-এ (ক্বচিৎ দ্‌-এ) পরিণতি : য়ং+আহু>য়ম্‌-আহু, তং+অগ্‌গে>তদ্‌-অগ্‌গে। অনেক সময় ং-এর পূর্বস্থিত হ্রস্বস্বর মূল দীর্ঘস্বরে পরিণত। যথা, পালি মং+ইর>মাম্‌-ইর। অথবা -ং-+এ>ঞ্‌ (তালব্যবর্ণ এ-ধ্বনির প্রভাবে)। যথা—তং+এর>তঞ্‌ঞের।

গ ॥ অনুস্বার-শ্রুতি : শ্রুতি হিসেবে পদান্ত -ং-, স্বর বা ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হয়। যথা—চক্‌খু-ং-উদপাদি, য়েহি-ং-সু।

২০.৭০ শব্দরূপ (declension)—

২০.৭১ নামমূল (stem) : মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে পালি/প্রাকৃতে সংস্কৃত শব্দরূপেব বৈচিত্র্য ছিল না। পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ অথবা ব্যঞ্জনের শেষে স্ববর্ণ যোগ ক'রে ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে স্বরান্তে পরিণত করা শুরু হল—যদিও বেদের যুগেই তার সূত্রপাত হয়েছিল (দ্র: ৮.৩১।ঞ, ১১.১১ ১৫)। উদাহরণস্বরূপ—পা বিজ্জু, বিজ্জুতা<সং বিদ্যুৎ; সুমেধ, সুমেধস<সং সুমেধস্‌, আপা, আপদা<সং আপদ্‌। প্রা সরঅ, পা সরদ<সং শরদ্‌, প্রা দিস<সং দিশ্‌ ইত্যাদি।

২০.৭২ লিঙ্গ (gender) : সাধারণ প্রাকৃতে (MIA) লিঙ্গ-পার্থক্য প্রায়ই অস্পষ্ট। তাই ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ এল অনেক কাছাকাছি। লিঙ্গ-বিপর্যয়ের ফলে শব্দমূলেরও (stem) পরিবর্তন ঘটেছে অনেকক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ—

ক ॥ পুংলিঙ্গের বিভক্তি গ্রহণ করেছে ক্লীবলিঙ্গ। যথা—অশো দানে=

সং দানম্ ; অশো কটৱো (গি)=সং কর্তব্যম্। অথবা ক্লীবলিঙ্গের বিভক্তি গ্রহণ করেছে পুংলিঙ্গ। যথা—প্রা দেৱাণি, দেৱাইং=সং দেবাঃ ; অমা পুৱিসাণি=সং পুরুষাঃ।

খ॥ অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপের ফলে ১মা/২য়ার বহুবচনে পুংলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গের ভেদ লুপ্ত হল (তু: সং নরাঃ, নরান্>প্রা ণরা ; এবং প্রা ফলা=সং ফলানি= বৈ ফলা)। তাই প্রায়ই আদিস্তরে ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে ১মা/২য়ার বিভক্তি প্রযুক্ত হত পুংলিঙ্গে ১মা/২য়ার বহুবচনে। যথা—অশো ঘরস্তানি, গহথানি=সং গৃহস্থান্, অশো (প্রাচ্য) লুখানি<*বৃক্ষাণি=বৃক্ষাঃ। অথবা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ১মার বহুবচন ব্যবহৃত হত ২য়ার বহুবচনে। যথা—প্রা পকতিয়ো (২য়া বহুব)<সং*প্রকৃতয়ঃ=প্রকৃতীঃ।

গ॥ অস্-ভাগান্ত, অন্-ভাগান্ত বা অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ হয়েছে অনেকক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ, যথা—পা তপো সুখো=সুখম্, মাহা অণ্ণো অণ্ণস্‌স মণো=অন্যদ্ অন্যস্য মনঃ, প্রা কম্মো=কর্ম ; মাগ এশে শে শুৱণ্ণকে=এতৎ তৎ সুবর্ণকম্, পা রূপা=সং রূপাণি।

ঘ॥ ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিপর্যয়ও অসুলভ নয়, যথা—পা সভানি=সং সভাঃ, অমা ইথীণি=সং স্ত্রিয়ঃ।

ঙ॥ পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য রইল কেবল ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী এবং ৭মীর ক্ষেত্রে (১ব) কিন্তু রূপবিচারে তিনটি, কখনও বা দু'টি, এমনকি একটি রূপ মেলে, যথা অশো পরিসাএ (৩য়া-৪র্থী-৫মী-৬ষ্ঠী-৭মী ১ব), পরিশায় (৩য়া-৭মী ১ব), পরিসায়ং (৭মী ১ব)<সং পরিষদ্। পা পূজায়, প্রা মালাএ (৩য়া-৪র্থী-৫মী-৬ষ্ঠী-৭মী ১ব)।

চ॥ কয়েক ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্তে পরিণতির পরেও মূল লিঙ্গ রক্ষিত হয়েছে, যথা—দিশ্ (স্ত্রী)>দিসা (পা), সং আপদ্ (স্ত্রী)> আপদা, আপা (পা), সং বাচ্>বাচা (পা), বাআ (মাগ)। সং সরিৎ> পা সরিতা, মাহা সরিআ, অপ সরিঅ।

২০.৭৩ বচন (number): দ্বিবচনবাচক দ্বি শব্দ বাদে অন্যত্র দ্বিবচন লুপ্ত। দ্বিবচনের পদগুলি হল—প্রা দো<সং দ্বৌ, পা দ্বে, দুবে, প্রা, দুবে, বে <সং দ্বে, পা উভো<সং উভয়।

২০.৭৪ কারক (case) : সম্বোধনকে বাদ দিলে সংস্কৃত ৭টি কারকের মধ্যে সম্প্রদান লুপ্তপ্রায়। পালিতে (এবং অর্ধমাগধীতে) এর চিহ্নাবশেষ মিললেও পরে তা' সম্বন্ধপদের দ্বারা সম্পূর্ণ অপসারিত। যথা—পালি সগ্গায় গচ্ছতি<সং স্বর্গায় গচ্ছতি ; মাহা, অমা মোহাঅ<সং মোহায়। অনেক ক্ষেত্রে অপাদান ও অধিকরণের স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে করণ কারক। অপভ্রংশে করণ/অপাদান ও অধিকরণ সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গেছে (দ্র: ১৪.৬২।৮)।

২০.৭৫ শব্দরূপ-বৈচিত্র্য (declensional types) : পালি ও প্রাকৃতের স্বরান্ত শব্দরূপগুলি মোটামুটি হল—অ, আ, ই, ঈ, উ।

অ-কারান্ত শব্দের প্রভাব অন্য শব্দে পড়েছে যথেষ্ট। পূর্বেই বলা হয়েছে, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত। ফলে একের ওপর অন্যের প্রভাব স্বাভাবিক। এই শব্দরূপগুলিতে কচিৎ সর্বনাম-বিভক্তির প্রভাবও লক্ষণীয় (৭মী ১ব -স্মিন্, ৫মী ১ব -স্মাৎ : পা অগ্গিম্হি,-স্মিং , প্রা অগ্-গিম্মি, -ংসি ; পা অগ্গিম্হা,-স্মা)। এইরূপ সর্বনামের ১মার বহুবচনের (-এ) বিভক্তি (যেমন য়ে, তে, কে) ২য়ার বহুবচনে ব্যবহৃত হত, যথা—পা, প্রা অথে=সং অর্থান্। এছাড়া অ-কারান্ত শব্দের প্রভাবও দ্রষ্টব্য। এ শুধু শব্দমূলকেই পরিবর্তিত করে নি (তু: সং পিতৃ>প্রা পিতর-, পিঅর- , আত্মন্>অত্ত(ণ), অপ্প(ণ)- ; কুর্ব´ন্ত্>কুর্ব্বত-), অন্য শব্দের বিভক্তির ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন—৩য়া : অমা অপ্পেণ (আত্মণ), অপ তিসিনে* (তৃষ্ণা) ; ৬ষ্ঠী : মুনিস্স (মুনি), ৫মী/৬ষ্ঠী : পিতুস্স (পিতৃ-)। অ-কারান্ত শব্দে ব্যবহৃত ৩য়ার বহুবচনের বৈদিক বিভক্তি -ভিস্ থেকে উৎপন্ন -হি বিভক্তি ৩য়া ছাড়া ৪র্থী/৫মী বিভক্তিতে প্রযুক্ত হত, যথা—প্রা পুত্তেহি, পুত্তাহি, পা ধম্মেহি ; প্রা মালাহি, পা কঞ্ঞাহি (৪র্থী-৫মী : পুত্র, ধর্ম মালা, কন্যা-)। প্রায়ই ৫মীর ১বচনে ক্রিয়াবিশেষণীয় -তস্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় (পা মুখতো, শৌ ঘরাদো, ঘরাও<মুখ+তস্, গৃহাৎ= ঘরা+তস্)।

আ-কারান্ত শব্দে প্রায়ই ৩য়া, ৪র্থী (৫মী), ৬ষ্ঠী ও ৭মীর ১বচনে রূপপার্থক্য বজায় রইল না—সেগুলি পরিণত হ'ল দুটি বা একটি

রূপে, যথা—পা পূজায়, প্রা পূজাএ, পূজাঅ (৩য়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী ও ৭মী) <সং পূজায়ৈ, অথবা ৫মী/৬ষ্ঠী পূজায়াঃ। এছাড়া অ-কারান্ত শব্দের প্রভাবও লক্ষণীয়, যথা—নি প্রা দেৱতস = *দেৱতাস্য, অপ তিসিনে*, তিসহ< সং তৃষ্ণয়া, তৃষ্ণায়াঃ = *তৃষ্ণেন, *তৃষ্ণস্য।

ই-কারান্ত (পুং ও ক্লী) শব্দে -ইন্ শব্দের প্রভাব [যথা, পা, প্রা ৬ষ্ঠী ১ব অগ্‌গিনো, ভিক্খুণো তু: গুণিনঃ অথবা ৱারিণঃ<গুণিন্ : ৱারি (ক্লী)] এবং অ-কারান্ত শব্দের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় (নি প্রা মসুর' এন<মধু + -এন ; অপ ৱাউঁ<ৱায়ু + -এন ; ৩য়া-৫মী বহুব ঘরিণিএহি<*ঘরিণী + -এভিঃ) । ই-কারান্ত এবং ঈ-কারান্ত (স্ত্রী) শব্দের রূপপার্থক্য রইল না আর উ (ঊ) -কারান্ত শব্দের রূপ ই-কারান্ত শব্দের মতই।

ঋ-কারান্ত শব্দ পরিণত হল ই, উ, অ, বা আ-কারান্ত শব্দে, যেমন পিতৃ-> পিতু-, পিতি- পিতর-, পিতা- -মূল : অমা পিউস্‌স (পা পিতুস্‌স) ; প্রাচ্যমধ্য/প্রাচ্য (অশো), পিতিনা তু: প্রা ভট্টিণা ; অমা পিয়রস্স, পা পিতরা (৫মী ১ব) ; প্রা পিঅ পা পিতা।

পূর্বেই বলা হয়েছে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুপ্ত। কয়েকটি প্রাচীন অবশেষ অবশ্য রক্ষিত, যথা—সং দিশা, দিশি>পা দিসা, দিসি, প্রা দিসি ; ৱাচা>পা ৱাচা, প্রা ৱাআ ইত্যাদি। অন্যত্র রাজন্ ও আত্মন্ শব্দ বাদে, -অন্ (-মন্, -ৱন্)>অ- (কর্মণ্>কম্ম-), -ইন্ (-মিন্, -ৱিন্)>ই (হস্তিন্>হত্থি), -অৎ (-মৎ, -ৱৎ)>-অন্ত (কুর্বৎ>করোন্ত, করেন্ত ; মহৎ> মহন্ত) অথবা স্-ভাগান্ত (-অস্, ইস্, উস্,)>অ, ই, উ (সুমেধস্>সুমেধস ; চক্ষুষ্>চক্খু, সর্পিস্>সপ্পি-)। এদের মধ্যে অন্-ভাগান্ত রাজন্/আত্মন্ শব্দের এবং ইন্ ভাগান্ত শব্দরূপের প্রাচীনত্ব রক্ষিত।

২০.৭৬ বিভক্তি (case-endings) : প্রাকৃতের (MIA) বিভক্তিগুলির উৎস (source) হল—(ক) সংস্কৃত বিভক্তি। (খ) সর্বনাম বিভক্তি। (গ) ব্যঞ্জনান্ত শব্দ থেকে বিশ্লিষ্ট বিভক্তি। (ঘ) কিছু ইন্দো-ইরানীয় বিভক্তি, যেমন অ-কারান্ত শব্দের ২য়ার বহুবচনে -এ- (=সং -আন্) ইরাণীয় ও প্রাকৃতে সমভাবে ব্যবহৃত। (ঙ) কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় বিভক্তি। (চ) ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় প্রত্যয়। প্রাকৃতের সাধারণ বিভক্তিগুলির উৎস হল—

একবচন (singular)—

১মা—(১) সং -স্>প্রা লুপ্ত, -ও -এ। (২) -ম্ (ক্লী)>প্রা ং।

২য়া—(১)—ম্ (পুং/স্ত্রী এবং ক্লী-১মা-২য়া)>প্রা ং।

৩য়া—(১) -এন (পুং-ক্লী—অন্যত্রও সম্প্রসারিত) তু: অমা অপ্পেণ< আত্মন্। (২) *এনম্>প্রা -এণং, অপ -এঁ (কেবল প্রা/অপ ব্যবহৃত)। (৩) -না (<ই/উ-শব্দ, কিন্তু অন্যত্র সম্প্রসারিত) তু. পা, প্রা অগ্‌গিণা, পিতিনা। (৪) -আ (<ই, ঈ, উ, ঊ-শব্দ, স্ত্রী) তু: পালি নদিয়া, নজ্জা। (৫) -য়াঃ (৫মী/৬ষ্ঠী ১ব, স্ত্রী) অথবা -য়াম্ (৭মী ১ব, স্ত্রী) >পা আয়, প্রা -আঅ। (৬) -ৈয় (৪র্থী স্ত্রী, ৩য়া ও ৭মীতেও প্রসারিত) দ্র: ৪র্থী। (৭) -সা (অস্-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে বিশ্লিষ্ট)। তু পা বলসা,অমা কায়সা, বলসা (এবং বলেন)।

৪র্থী—(১) -আয় (অ-কারান্ত শব্দ, কেবল আদিস্তরে ব্যবহৃত) তু: মাহা -আঅ, অমা -আয়। (২) -ৈয় (<স্ত্রী, কিন্তু অ-কারান্ত শব্দেও প্রসারিত) তু অমা পুত্তাএ, প্রা ৩য়া/৬ষ্ঠী/৭মী মালাএ—৪র্থীর বিভক্তি ৫মী/৬ষ্ঠীতে সম্প্রসারিত হতে দেখা যায় যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, এমনকি আবেস্তিকে।[১২] (৩) ৬ষ্ঠীর অন্যান্য বিভক্তি।

৫মী—(১) -আৎ (<অ-কারান্ত শব্দ) >পা, প্রা -আ। (২) -তস্ (ক্রিয়াবিশেষণ, তু: সং মত্তঃ<মদ্‌+তস্) তু. প্রা পুত্তাদো, পুত্তাও। (৩) -স্মাৎ (<সর্বনাম) >পা মৃহা, -স্মা। (৪) -হি (ক্রিয়াবিশেষণ) <ই ইউ *dhi (৭মী ১ব), যথা—মাহা হিঅআহি (=হৃদয়াৎ), অমা পিট্‌ঠাহি (=পৃষ্ঠাৎ)। তু: সং উত্তরাহি, দক্ষিণাহি।[১৩]

৬ষ্ঠী—(১) -স্য (<অ-কারান্ত পুং/ক্লী , অন্যান্য পুং/ক্লী এমনকি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেও প্রসারিত) তু: অগ্‌গিস্‌স। (২) ই ইউ *so>সং *স অথবা সং স্য>স্‌স>প্রা হ তু: মাগ কামাহ।[১৪]

৩য়া/৬ষ্ঠী/৭মী—(১) -য়াঃ (৫মী/৬ষ্ঠী, স্ত্রী)>পা -আয়, -প্রা -আঅ

---

১২ দ্র: *Pischel* : GK ff 375

১৩ দ্র: *Pischel* : GK ff 365 ; *Sen* : CGMIA p. 78

১৪ দ্র: *Pischel* : GK ff 63, 264, 366 ; *Sen* : CGMIA p. 76

(দ্র: ৩য়া)। (২) -ঋৈ>প্রা -আএ (দ্র: ৪র্থী)।

৫মী/৬ষ্ঠী— -নঃ : তু: প্রা অগ্‌গিণো, বাউণো (<-ইন্ -ভাগান্ত-শব্দসাদৃশ্যে তু: গুণিনঃ, বারিণঃ)।

৭মী—(১) -ই : পা জনে, প্রা পুত্তে। (২) -স্মিন্ (সর্বনাম)>অমা -ংসি, পা -স্মিং -ম্হি ইত্যাদি। (৩) ই ইউ *dhi (ক্রিয়াবিশেষণ)। বা -সি (স্-ভাগান্ত শব্দ-বিশ্লিষ্ট তু: মনসি) তু: অপ ঘরহি, মাগ পুত্তাহিং। (৪) -য়াম্ (স্ত্রী) >পা -য়ং (পূজায়ং, নজ্জং)।

সম্বোধন—(১) কেবল মূল। (২) অন্ত্যস্বরের দীর্ঘত্ব। (৩) ১মা বিভক্তি।

বহুবচন (plural)—

১মা—(১) সং -অস্ তু: পা মতিয়ো, প্রা পুত্তা, নদীও, মালাও। (২) -এ (কেবল আদিস্তরে ; দ্র: ২য়া বহুব)। (৩) বৈ -অসস্ তু: পা ধম্মাসে। (৪) ১মা/২য়া (পুং) -নঃ (-ইন্ শব্দের সাদৃশ্যে) তু: প্রা অগ্‌গিণো, বাউণো। (৫) -আনি [১মা/২য়া ক্লী] (<অ-কারান্ত ক্লী—পুংলিঙ্গেও প্রসারিত)। তু: পা ফলানি, প্রা ফলাণি, অশো ঘরস্তানি। (৬) বেদসুলভ অন্ত্যস্বরের দীর্ঘত্ব তু: পা ফলা (তু: বৈ কর্মা =সং কর্মাণি)। (৭) বৈদিক -ঈম্ ? (আশ্রিত সর্বনাম মূল -ই-, ২য়া ১ব—যা' লিঙ্গ ও বচন নির্বিশেষে সর্বত্র ব্যবহৃত) অথবা -নি (ক্লী) তু: প্রা ফলাইং, অপ ফলই (কেবল প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ব্যবহৃত)।[১৫]

২য়া—(১) -আন্ (অ-কারান্ত শব্দে সাধারণত আদিস্তরে, প্রাকৃতে সংস্কৃতানুকরণে) তু: প্রা পুত্তা কিন্তু মাগ দালং<দারান্। (২) -এ (<সর্বনাম—আদিস্তরে কেবল ২য়াতেই ব্যবহৃত, মধ্যস্তরে ১মাতেও ব্যবহৃত) <সম্ভবত ই ইরা তু: প্রা পারসীক $daiy$=সং তান্) অথবা সাদৃশ্যজাত (analogical), যেমন, প্রা অগ্‌গীহি : অগ্‌গী, তেমন পুরিসেহি : পুরিসে। (৩) -নি (ক্লী বিভক্তি কিন্তু অন্য লিঙ্গ বা শব্দে প্রসারিত—কেবল আদিস্তরে ব্যবহৃত) দ্র: ১মা। (৪) -অস্ (১মা থেকে প্রসারিত, স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত) তু: প্রা পুত্তা (=পুত্রান্), প্রা পকতিয়ো=প্রকৃতীঃ, *প্রকৃতয়ঃ (দ্র: ১মা)।

৩য়া/৫মী/৭মী—(১) বৈ -ভিস>প্রা -হি। (২) ই ইউ *$bhim$(তু: গ্রীক

১৫ দ্র: *Pischel* : GK ff 367 ; *Sen.*: CGMIA pp. 78-79

-*phin*) অথবা ৩য়া বহুব বৈ -ভিস্>*ভিং (ং এসেছে ৬ষ্ঠীর সাদৃশ্যে)<প্রা হিং, অপ হিঁ (কেবল প্রাকৃতে ব্যবহৃত)।[১৬]

৫মী—কেবল সাহিত্যিক প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ব্যবহৃত—(১) -এভিঃ (<৩য়া)>পা -এহি। (২) ই ইউ **bhim*+সং -তস্ অথবা বৈ ৩য়া/৫মী বহুব -ভিস্/-ভ্যস্+তস্>প্রা -হিংতো। (৩) **sum* (৭মী)+সং -তস্ অথবা ৭মী বহুব সু+তস্>প্রা -সুংতো। (৪) -সু(ম্) : দ্র: ৭মী।

৬ষ্ঠী—(১) -নাম্>প্রা -ণং। (২) -সাম্ (<সর্বনাম, কেবল অপভ্রংশে) তু: অপ মুহহঁ। (২) -সু (ম্) : দ্র: ৭মী।

৭মী—(১) -সু তু: পা, প্রা পুত্তেসু। (২) ই ইউ -**sum* (তু: গ্রী -*sin*) অথবা ৬ষ্ঠীর পদান্ত ং-এর প্রভাবজাত -সু+ং—পরে ৫মী-৭মীতে প্রসারিত। (অপভ্রংশে ৩য়াতেও প্রসারিত)[১৭], যথা—প্রা পুত্তেসুং, অপ মুহহুঁ<মুখ-।

২০.৭৭ শব্দরূপাদর্শ (declensional patterns)[১৮]—

১ ॥ অ-কারান্ত শব্দ—পা জন, প্রা পুত্ত=সং পুত্র (পুং); পা, প্রা ফল (ক্লী)।

একবচন : ১মা—জনো, পুত্তো, মাগ পুত্তে। ২য়া—জনং, পুত্তং। ১মা/২য়া (ক্লী)—ফলং। ৩য়া—জনা, জনেন, পুত্তেণ(ং)। ৪র্থী—জনস্স, মাহা পুত্তাঅ, অমা পুত্তাএ। ৫মী—জনা, জনম্হা, জনস্মা, অমা, মাহা পুত্তাও, শৌ, মাগ পুত্তাদো। ৬ষ্ঠী—জনস্স, পুত্তস্স, মাগ পুত্তশ্শ, পুত্তাহ। ৭মী—জনে, জনম্হি, জনস্মিং, পুত্তে, অমা পুত্তংসি, অমা, মাহা পুত্তম্মি, মাগ পুত্তাহিং। সম্বো—জন, পুত্ত।

বহুবচন : ১মা—জনা, পুত্তা, অমা পুত্তাও। ২য়া—জনে, পুত্তে, পুত্তা। ১মা/২য়া (ক্লী)—পা ফলা(নি), প্রা ফলাইং, অমা ফলাণি। ৩য়া—জনেহি,

---

১৬ দ্র: *Pischel* : GK ff 368-69 ; *Sen* : CGMIA p. 79

১৭ গ্রন্থকারের মতে ৩য়া/৫মী (-হিং), ৭মী (-সুং) প্রভৃতি বিভক্তির -ং- এসেছে সর্বনাম বিভক্তির প্রভাবে—তু: সং বয়ম্, অস্মান্, অস্মভ্যম্, অস্মাকম্, সর্বেষাম্ ইত্যাদি। এ ছাড়া নামপদের ৬ষ্ঠীর বহুবচন -নাম্ অথবা দ্বিবচনের -ভ্যাম্ প্রভৃতির প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট।

১৮ বন্ধনীভুক্ত পদগুলি কেবল ব্যাকরণসিদ্ধ অথবা বিরল প্রয়োগ

পুত্তেহি(ং)। ৫মী—জনেহি, [পুত্তাহি(ংতো), পুত্তাসুংতো], অমা পুত্তেহি(ংতো)। ৬ষ্ঠী—জনানং, শৌ, মাগ পুত্তাণং, মাহা, অমা পুত্তাণ(ং), মাগ [পুত্তাহঁ]। ৭মী—জনেসু, পুত্তেসু(ং)। সম্বো—জনা, পুত্তা, মাগ পুত্তাহো।

২ ॥ ই/উ -কারান্ত শব্দ (পুং)—পা মুনি, ভিক্‌খু=সং ভিক্ষু ; প্রা অগ্‌গি, রাউ=সং অগ্নি, রায়ু।

একবচন : ১মা—মুনি, ভিক্‌খু ; অগ্‌গী, রাউ। ২য়া—মুনিং, ভিক্‌খুং ; অগ্‌গিং, রাউং। ৩য়া—মুনিনা, ভিক্‌খুনা ; অগ্‌গিণা, রাউণা। ৫মী—মুনিনা, -স্মা, -ম্হা, ভিক্‌খুনা, -স্মা, -ম্হা ; অমা, মাহা অগ্‌গীও, অগ্‌গিণো, অগ্‌গীহিংতো, রাউও, [রাউণো, রাউহিংতো]। ৬ষ্ঠী—মুনিস্‌স, -নো, ভিক্‌খুস্‌স,-নো ; অগ্‌গিণো, অমা, মাহা অগ্‌গিস্‌স, রাউণো, মাহা, অমা, রাউস্‌স। ৭মী—মুনিস্মিং, -ম্হি, ভিক্‌খুস্মিং, -ম্হি ; অগ্‌গিম্মি, অমা অগ্‌গিংসি, রাউম্মি, অমা রাউংসি। সম্বো—মুনি, ভিক্‌খু ; অগ্‌গি, অগ্‌গী, রাউ, রাউ।

বহুবচন : ১মা—মুনী, মুনয়ো, ভিক্‌খূ, ভিক্‌খবো ; অগ্‌গীও, অগ্‌গিণো, মাহা, অমা অগ্‌গী, রাউণো, মাহা, অমা রাউ, রাউও। ২য়া—পা=১মা ; অগ্‌গিণো, অগ্‌গী, রাউণো, রাউ। ৩য়া—মুনীহি, ভিক্‌খূহি ; অগ্‌গীহিং, মাহা, অমা অগ্‌গীহি, রাউহিং, মাহা, অমা রাউহি। ৫মী—পা=৩য়া ; অগ্‌গীহিংতো [অগ্‌গীসুংতো], [রাউহিংতো, রাউসুংতো]। ৬ষ্ঠী—মুনীনং, ভিক্‌খূনং ; অগ্‌গীণ(ং), রাউণ(ং)। ৭মী—মুনীসু, ভিক্‌খূসু ; অগ্‌গীসু(ং), রাউসু(ং)।

৩ ॥ আ/ঈ-কারান্ত এবং অন্যান্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—পা পূজা, নদী, প্রা মালা, দেবী।

একবচন : ১মা—পূজা, নদী ; মালা, দেবী। ২য়া—পূজং, নদিং ; মালং, দেবিং। ৩য়া—পূজায়, নদিয়া/নজ্জা ; মাহা মালাএ, মালাঅ, দেবীএ, দেবীঅ। ৪র্থী—পা=৬ষ্ঠী ; কেবল অমা মালাএ, দেবীএ। ৫মী—পূজায়, নদিয়া/নজ্জা ; শৌ, মাগ মালাদো, মালাএ, অমা মালাও, -উ, শৌ, মাগ দেবীদো, দেবীএ, অমা দেবীও, -উ। ৬ষ্ঠী—পূজায়, নদিয়া/নজ্জা ; মাহা মালাএ, -ই, মালাঅ ; দেবীএ, -ই, -অ। ৭মী—পূজায়, -য়ং, নদিয়া,-য়ং/নজ্জা, নজ্জং ; প্রা=৬ষ্ঠী। সম্বো—পূজে, নদি ; মালে, মালা, দেবি।

বহুবচন : ১মা/২য়া—পূজা, পূজায়ো, নদী, নদিয়ো/নজ্জো (নজ্জায়ো) ; মালা, মালাও, দেবী, দেবীও। ৩য়া—পূজাহি, নদীহি ; মালাহি(ং), দেবীহি(ং)। ৫মী—পা=৩য়া ; মালাহিংতো, -সুংতো], দেবীহিংতো, [-সুংতো]। ৬ষ্ঠী—পূজানং, নদীনং ; মালাণ(ং), দেবীণ(ং)। ৭মী—পূজাসু, নদীসু ; মালাসু(ং), দেবীসু(ং)।

৪ ॥ ঋ-কারান্ত শব্দ—শব্দমূল পিতা-/পিতু-/পিতি-/পিতর-<সং পিতৃ-।

একবচন : ১মা—পা পিতা ; শৌ, মাগ পিদা, মাহা পিআ। ২য়া—পা পিতরং ; শৌ পিদরং, মাহা পিঅরং, মাগ পিদলং। ৩য়া—পা পিতরা, পিতুনা ; শৌ, মাগ পিদুণা, মাহা পিউণা, তু: অশোকানুশাসনে পিতিন (শা-মা), প্রা ভট্টিণা (<ভর্তৃ-)। ৫মী—পা=৩য়া। ৬ষ্ঠী—পা পিতু, পিতুনো, পিতুস্‌স ; শৌ, মাগ পিদুণো, মাহা, অমা পিউণো, অমা পিউস্‌স, ; জৈন মাহা পিয়রস্‌স, অপ পিঅরহ। ৭মী—পা পিতরি।

বহুবচন : ১মা—পা পিতরো ; শৌ পিদরো, অমা, মাহা পিয়রো। ২য়া—পা পিতরো, পিতরে ; শৌ পিদরো, পিদরে, অমা পিয়রো। ৩য়া—পা পিতূহি, পিতরেহি ; অমা পিউহিং, পিঈহিং, [পিঅরেহিং]। ৫মী—পা=৩য়া। ৬ষ্ঠী—পা পিতূনং, পিতুন্নং, পিতরানং ; অমা পিউণং, পিঈণং। ৭মী—পা পিতূসু, পিতরেসু ; প্রা [পিউসুং]।

৫ ॥ অন্‌-ভাগান্ত শব্দ—শব্দমূল রাজ-/রাজি-/রাজু- <সং রাজন্‌।

একবচন : ১মা—পা রাজা ; প্রা রাআ, অমা রায়া, মাগ লাআ। ২য়া—পা রাজানং ; প্রা রাআণং, অমা রায়াণং, রায়ং, মাগ লাআণং। ৩য়া—পা রঞ্‌ঞা, রাজিনা ; প্রা রণ্ণা, রাইণা, মাগ লঞ্‌ঞা। ৫মী—পা রঞ্‌ঞা ; প্রা [রণ্ণো, রাআণো, রাইণো]। ৬ষ্ঠী—পা রঞ্‌ঞো, রাজিনো ; প্রা রণ্ণো, রাইণো, অমা, মাহা, রায়স্‌স [রাআণো], মাগ লঞ্‌ঞো, লাইণো। ৭মী—পা রাজিনি ; প্রা [রাইম্মি, রাঅম্মি, রাএ]। সম্বো—পা রাজা, রাজ ; প্রা রাঅং, মাগ লাঅং।

বহুবচন : ১মা/২য়া : পা রাজানো ; প্রা রাআণো, [রাইণো, রাআ], মাগ লাআণো। ৩য়া—পা রাজূহি ; প্রা রাঈহিং। ৫মী—পা=৩য়া ; প্রা [রাঈ-/রাআ-+-হিং, -হিংতো, -সুংতো]। ৬ষ্ঠী—পা রঞ্‌ঞং, রাজূনং ; প্রা রাঈণং [রাআণং]। ৭মী—পা রাজূসু ; প্রা [রাঈসুং, রাএসুং]।

৬ ॥ অন্-ভাগান্ত শব্দ—শব্দমূল আত্ম(ক)-/আত্মন(ক)-/আত্মান(ক)-=সং আত্মন্।

একবচন: ১মা—পা অত্তা; মাহা, অমা অপ্‌পা, শৌ, মাগ অত্তা, অমা অপ্‌পো। ২য়া—পা অত্তানং, আতুমানং; মাহা, অমা অপ্‌পাণং, শৌ, মাগ, অমা অত্তাণঅং <*আত্মানকম্, অমা অপ্‌পং। ৩য়া—পা অত্তনা; প্রা অপ্‌পণা, অমা অপ্‌পেণ। ৫মী—পা=৩য়া; অমা অপ্পাও, আয়ও< আত্মতঃ। ৬ষ্ঠী—পা অত্তনো; মাহা, অমা অপ্‌পণো, শৌ, মাগ, মাহা অত্তণো, মাগ অত্তণঅশ্‌শ, মাহা অপ্‌পাণঅস্‌স, শৌ অত্তণ-কেরক, মাগ অত্তণ-কেলক। ৭মী—পা অত্তনি; অমা অপ্‌পে, মাহা অপ্‌পাণে। সম্বো—পা অত্ত, অত্তা; প্রা অপ্‌পং।

বহুবচন: ১মা/২য়া—পা অত্তানো; প্রা অপ্‌পাণো। ৩য়া—পা [অত্তনেহি, অত্তেহি]; অমা অপ্‌পেহি। ৫মী—পা=৩য়া; অমা অপ্‌পাসুংতো। ৬ষ্ঠী—পা [অত্তানং]; অমা অপ্‌পাণং। ৭মী—পা [অত্তনেসু]; অমা অপ্‌পেসু।

৭ ॥ ইন্-ভাগান্ত শব্দ—পা, প্রা হত্থিন্/হত্থি=সং হস্তিন্।

একবচন: ১মা—পা হত্থি, হত্থী; মাহা, অমা, শৌ হত্থী, মাগ হস্তী। ২য়া—পা হত্থিনং, হত্থীং; শৌ হত্থিণং, মাহা, অমা হত্থিং। ৩য়া—পা হত্থিনা; প্রা হত্থিণা। ৫মী—পা হত্থিনা, হত্থিস্মা, হত্থিম্‌হা; তু: অমা সিহরীও (=সং শিখরিণঃ)। ৬ষ্ঠী—পা হত্থিনো, হত্থিস্‌স; প্রা হত্থিণো, অমা হত্থিস্‌স। ৭মী—পা হত্থিনি, হত্থিস্মিং, হত্থিম্‌হি; অমা হত্থিম্মি, হত্থিংসি। সম্বো—পা হত্থি; প্রা হত্থি।

বহুবচন: ১মা/২য়া—পা হত্থিনো, হত্থী; প্রা হত্থিণো, হত্থী। ৩য়া—পা, প্রা হত্থীহি। ৫মী—পা=৩য়া; অমা হত্থীহিংতো। ৬ষ্ঠী—পা হত্থীনং, প্রা হত্থীণং। ৭মী—পা, অমা হত্থীসু।

২০.৮০ সর্বনামরূপ (pronouns)—

২০.৮১ উত্তম পুরুষ ॥

একবচন: ১মা—পা অহং, প্রা অহং, হং, মাহা অহঅং, অমা অহয়ং, মাগ হগে<সং অহম্, *অহকম্, *অহকঃ। ২য়া—পা মং, [মমং], প্রা মং, মে মাহা, অমা মমং<সং মাম্, মে (<৪র্থী/৬ষ্ঠী), *মম+ম্ অথবা *মম+মাম্।

৩য়া—পা ময়া, মে, প্রা মএ <সং ময়া, মে (৪র্থী/৬ষ্ঠীর পদ)। ৫মী—প (=৩য়া), প্রা [মমাহি], অমা মমাহিংতো, [মমাও], মত্তো <সং মম ভিঃ, *মম-ভিম্-তস্ (বহুব), মমাৎ+তস্, মৎ+তস্। ৬ষ্ঠী—পা মম, মে, ময়্হং, [মমং, অম্হং], প্রা মম, মে, মঅ, [অম্হং], মাহা মহ(ং), মজ্ঝ(ং)<সং মম, মে, মহ্য-(৪র্থী), অস্মাম (<বহুব)। ৭মী—প' ময়ি, প্রা মই, মাহা মমম্মি<সং ময়ি, *মমস্মিন্।

বহুবচন: ১মা—পা ময়ং, [অমহে], প্রা বঅং, অম্হে, অমা বয়ং<স বয়ম্, ময়ম্ (মাম্, ময়া প্রভৃতির সাদৃশ্যে), বৈ অস্মে (<৪র্থী/৭মী)। ২য়া—পা অম্হে, নো, [অস্মে, অম্হাকং, অস্মাকম্], প্রা অম্হে, ণো, মাহা অম্হে, অম্হ, ণে, মাগ অশ্মে<বৈ অস্মে (<৪র্থী/৭মী), নঃ, অস্মাকম (<৬ষ্ঠী), *অস্ম-। ৩য়া—পা অম্হেহি, নো, প্রা অমহেহিং, [অম্হাহিং] <সং অস্মাভিম্, অস্মেভিঃ (তেহি, তেস্থ ইত্যাদি পদের সাদৃশ্যে), অস্মেভিম্, নঃ। ৫মী—পা (=৩য়া), প্রা [অমহাহিংতো, অম্হেহিংতো] <সং অস্মাভিম্+তস্। ৬ষ্ঠী—পা অমহাকং, নো, [অস্মাকং, অমহং], প্রা অম্হাণং, ণো, মাহা, অমা অম্হং, মাগ অশ্মাণং, মাহা [অম্হাহঁ] তু: অপ অমহহঁ<সং অস্মাকম্, নঃ, অস্মাম (<*অস্ম+-আম্ [৬ষ্ঠী বহুব]), *অস্মানাম্, *অস্মাসাম্। ৭মী—পা, প্রা অম্হেসু<সং অস্মাসু, *অস্মেষু।

২০.৮২ মধ্যম পুরুষ॥

একবচন: ১মা—পা ত্বং, [তুবং], প্রা তুমং, মাহা তং, অমা তুমে<সং ত্বম্, বৈ তুবম্, *তুমম্ (<২য়া)। ২য়া—পা তং, [ত্বং, তুবং], প্রা তুমং, তে, মাগ দে<সং ত্বাম্, বৈ তুবম্ (<১মা), *তুমম্, তে (৪র্থী/৬ষ্ঠী)। ৩য়া—পা তয়া, তে, [ত্বয়া], প্রা তএ, তুএ, মাহা তই, তুই, তুম(া)এ, তুমাই, তুমে<সং ত্বয়া, তে (<৪র্থী/৬ষ্ঠী), *তুময়া, *তুমৈ ('তে' পদের সাদৃশ্যে)। ৫মী—পা (=৩য়া), প্রা তত্তো, তুবত্তো, মাহা তুম্হাহিংতো, তুমাহি, তুমাও <সং ত্বৎ+তস্, *তুবৎ+তস্, *তুম্মাভিম্+তস্, *তুমাভিঃ (<বহুব), *তুমাৎ+তস্। ৬ষ্ঠী—পা তব, তুয়্হং, তে, [তবং, তুম্হং], প্রা তুহ, তে, অমা তব, তুব্ভে, মাহা তুহং, তুজ্ঝ(ং), তুম্হং<সং তব, *তুহ্য-(৪র্থী), তে, *তুষ্মাম্ (<বহুব), তুভ্যম্ (৪র্থী)। ৭মী—পা তয়ি,

[ত্বয়ি], প্রা তই, তুই, মাহা তুমম্মি, তুমে, তুব্বি<সং ত্বয়ি, *তুমস্মিন্, *তুমে, ঋ বে ত্বে।

বহুবচন : ১মা—পা তুম্হে, প্রা তুম্হে, অমা তুব্‌ভে (তু: অশোকানু-শাসনে তুফে<সং *তুষ্মে=যুষ্মে (<৪র্থী/৭মী), *তুভ্য- (৪র্থী)। ২য়া—পা তুম্‌হে, ব্বো, [তুম্‌হাকং], প্রা তুম্‌হে, ব্বো<সং *তুষ্মে, বঃ, *তুষ্মাকম্ (<৬ষ্ঠী)। ৩য়া—পা তুম্হেহি, ব্বো, প্রা তুম্হেহিং<সং *তুষ্মেভিঃ, *তুষ্মেভিম্ (তেহি, তেহ্নু ইত্যাদি পদের সাদৃশ্যে)। ৫মী—পা (=৩য়া), প্রা [তুম্‌হত্তো, তুব্‌ভত্তো, তুজ্‌ঝত্তো ইত্যাদি]<সং *তুষ্মাৎ+তস্, *তুভ্য-, তুহ্য-+তস্। ৬ষ্ঠী—পা তুম্‌হাকং, ব্বো, [তুম্‌হং], প্রা তুমহাণং, ব্বো, মাহা তুম্‌হ, অমা তুব্‌ভং, মাহা [তুম্‌হাইঁ] তু: অপ তুম্‌হইঁ<সং *তুষ্মাকম্, বঃ, *তুষ্মাম্ (<*তুষ্ম-+-আম্ (৬ষ্ঠী বহুব), *তুষ্মানম্, তুভ্যম্ (<৪র্থী), *তুষ্মাসাম্। ৭মী—পা তুম্‌হেসু, প্রা [তুম্‌হেসু]<সং *তুষ্মেষু।

২০.৯০ ক্রিয়াপদ (*verb)—

২০.৯০.১ মৌল ধাতুরূপ (primary conjugation)—

১ ॥ বচন (number) : দ্বিবচন লুপ্ত (দ্র: ২০.৭৩)।

২ ॥ বাচ্য (voice) : আত্মনেপদী বা কর্মকর্তৃবাচ্য (middle voice) প্রায় লুপ্ত। আছে কেবল কৃদন্ত শানচ্-প্রত্যয়ের (-মান/-আন) স্বল্প ব্যবহার। আত্মনেপদী স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে পরস্মৈপদী বিভক্তি (সং সেবতে<পা সেবতি, প্রা সেবই)। কর্মবাচ্যের আলোচনা দ্র: ২০.৯০.২।৩।

৩ ॥ গণ (class) : সাধারণ প্রাকৃতে (MIA) সংস্কৃতের দশটি গণের স্থানে দুইটি গণ—(ক) অ-যুক্ত গণ। (খ) এ-যুক্ত গণ (<অয়), যথা—প্রা সুণই, দেই। দ্র: ১৬.৪৪।১০। দু'চারটি সংস্কৃত বা অ-সংস্কৃত প্রাচীন গণের অবশেষ অবশ্য মেলে, যথা—সং করোতি>পা করোতি, প্রা করোদি, *করোই। বৈ কৃণোতি>মাহা কুণই, তু: নবীন রূপগুলি—*করতি>প্রা করতি, করই ; *করয়তি>মাহা করেই, মাগ কলেদি ; *কুর্ব'তি>পা কুব্‌বতি, প্রা কুব্‌বই ; *কয়'তি>পা কয়িরতি, প্রা কজ্জই ; *কুরতি (কুর্ব', কুর্মঃ -সাদৃশ্যজাত)> ধ কুরতি (দ্র: ১৫.৫৫।২)। সং *ভোতি : *ভুবতি : ভবতি>অশো ভবতি (গি), ভোতি (শা-মা), হোতি (শা-মা, ক এবং অন্যত্র) ; পা ভবতি,

হোতি ; নি প্রা হোঅতি, হুঅতি, ভৱতি , ধ ভৱদি, হোদি , প্রা ভোদি, হোদি, হুৱদি, হৱদি, ভৱদি (শৌ), হোই, হুৱই, হৱই ভৱই, হুঅই (মাহা)। দ্র: ২০.৩০।১ ঘ ।

৪ ॥ কাল (tense) ও 'ভাব' (mood)—

(ক) বর্তমান কাল (present tense) বর্তমান কাল বা লট্‌-পর্যায় আগাগোড়া বজায় রয়েছে, কিন্তু ক্রিয়ামূল (stem) নতুনভাবে সৃষ্ট হয়েছে। ধাতুর সঙ্গে বিকরণ (stem affix) সমীভূত হবার ফলে নতুন ক্রিয়া-মূল উৎপন্ন হয়েছে। যথা—√যুধ্‌ + য়>প্রা √জুজ্ঝ-, √জি না>প্রা √জিণ-, √শক্‌ + য় (কর্মবাচ্যে)/নো>প্রা √সক ইত্যাদি। আদিস্তরে আত্মনেপদী বিভক্তি থাকলেও, পরে তা' সাধারণত পরস্মৈপদীর সঙ্গে মিশে গেছে।

বর্তমান কালের নির্দেশক ভাবের বিভক্তিগুলির (লট্‌) উৎস হল—(১) সং লট্‌-জাত বিভক্তি। (২) গৌণ (secondary) বিভক্তি (নিচে *চিহ্নিত) যথা, পা গচ্ছং। (৩) অনুজ্ঞা-লোট্‌জাত († চিহ্নিত) যথা, প্রা লহহি। (৪) অস্‌-ধাতুজাত যৌগিক বিভক্তি (* চিহ্নিত) যথা, -(অ)স্মি, প্রা -(অ)ম্‌হি (গচ্ছমহি) ইত্যাদি। (৫) মিশ্রণজাত বিভক্তি, যেমন, পালির আত্মনে উ পু বহুব -মসে<-মসি (পরস্মৈ)--মহে (আত্মনে) তু· পালি তপ্পামসে। (৬) পালিতে ব্যবহৃত বৈদিক বিভক্তি, যথা, আত্মনে প্র পু বহুব -রে (পা লভরে, হঞ্ঞরে তু বৈ শেরে)। (৭) নিয়া বা অপভ্রংশে সর্বনামমূল জাত বিভক্তি (†† চিহ্নিত) যথা— -তু (<বৈ তুরম্‌) যথা, নি প্রা করেতু অথবা -অউঁ (<সং ম-ম) ; -হু (<*ম-ভ্যম্‌) , -হিং (<*অ-ভিম্‌ : নির্দেশক সর্বনামমূল -অ-<ই ইউ **e*) যথা, জাণউঁ, লহহুঁ, করহিঁ (অমা অচ্ছহিং)।[১৯] (৮) পালিতে (ক্বচিৎ প্রাকৃতে) ব্যবহৃত আত্মনেপদী বিভক্তি (পা -তে, অন্তে/-রে , সে ; -এ, -ম্‌হে)।

১৯ মতান্তরে অপ জাণউঁ< জানকম্‌ = জানামি, যেমন—অপ হউঁ<*অহকম্‌=অহম্‌, তু: কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ (২৭।১।৩) য়ামকি = য়ামি কিন্তু অপ -হুঁ এবং -হিঁ -বিভক্তির উৎস সম্পর্কে *Pischel* নীরব দ্র: GK ff 454, 352। সর্বনামমূল-উৎস সম্পর্কে দ্র: *Sen* : CGMIA ff 125

সাধারণ প্রাকৃতে কর্তৃবাচ্যের বিভক্তিগুলি হল এই—

প্র পু ১ব— -তি। বহুব— -ন্তি, অমা -হিং, অপ -হিঁ।

ম পু ১ব— -সি, -হি, নি প্রা -তু। বহুব— -থ।

উ পু ১ব— -মি, -ম্*, প্রা -ম্হি**, অপ—অউঁ। বহুব— -ম*, -মস্, প্রা, বৌ সং -ম্হ** (তু: পা আত্মনে -ম্হে), অপ -হুঁ। ধাতুরূপ : দ্র: ২০.৯১।ক, খ।

ভাব (mood): সংস্কৃতের মতই 'ভাব' (mood) প্রযুক্ত হয় বর্তমানকালের লট্‌মূলেই। তবে অভিপ্রায় (subjunctive, লেট্) সংস্কৃতে লুপ্ত হলেও, পালির গাথা অংশে দু'একটি পদে মেলে (রিতরাসি, কাময়াসি)। নির্দেশক (indicative, লট্) ও অনুজ্ঞা (imperative, লোট্) পদের অস্তিত্ব কিন্তু শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। নির্দেশক বিভক্তিগুলি উপরে দ্রষ্টব্য। অনুজ্ঞা বিভক্তিগুলির উৎস হল—(১) সংস্কৃত বিভক্তি অর্থাৎ লোট্। (২) বর্তমানের লট্ বিভক্তি আগত (যেমন প্রা -মো<-মস্)। (৩) আত্মনেপদী বিভক্তি পরস্মৈপদীতে প্রসারিত, যথা—আত্মনে -স্ব (ম পু ১ব)>প্রা -সু তু: পালি আত্মনে -স্সু (ম পু ১ব)—কিন্তু Pischel-এর মতে এই বিভক্তি সাদৃশ্য-সৃষ্ট (analogical), যথা—লট্/লোট্ পুচ্ছদি, পুচ্ছন্তি/পুচ্ছদু, পুচ্ছন্তু সুতরাং পুচ্ছসি/*পুচ্ছসু।[২০] (৩) সাদৃশ্য-সৃষ্ট—যেমন পূর্বোক্ত প্রা -সু; এবং উ পু ১ব পুচ্ছামু অর্থাৎ লট্/লোট্ পুচ্ছদি/পুচ্ছদু, সুতরাং পুচ্ছামি/ *পুচ্ছামু। (৪) বৈদিক অনুজ্ঞার্থক স্-যুক্ত লুঙ্‌মূল (=-স্ম তু: বৈ জেষ্ম, দেষ্ম ইত্যাদি)[২১] থেকে আগত প্রা -ম্হ।[২২]

অনুজ্ঞার বিভক্তি হল (পালি, শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী—এইক্রমে আদর্শ ধাতুমূল—কথে-, কধে-, কহে- <সং কথয়- অবলম্বনে) এইগুলি—

প্র পু ১ব— -তু, -দু, -উ। বহুব—সর্বত্র -ন্তু।

ম পু ১ব—লুপ্ত/-হি, লুপ্ত/-হি, -সু। বহুব—পা -থ ; -প্রা -ধ, -হ <লট্।

উ পু ১ব—পা -মি<লট্, প্রা -মু (বৈয়াকরণ উল্লিখিত)। বহুব—পা -ম ; প্রা -মো, ম্হ <বৈ। ধাতুরূপাদর্শ—দ্র: ২০.৯১।গ।

---

২০ দ্র: *Pischel* : GK ff 467

২১ দ্র: *Whitney* : Skt Gr ff 894 (c), 896

২২ দ্র: *Pischel* : GK ff 470

সম্ভাবক (optative, বিধিলিঙ্) -পদ সাধারণ প্রাকৃতের মধ্যস্তর পর্যন্ত বজায় ছিল (যথা পা, প্রা ভবে<সং ভবেৎ)। তবে তা' অর্ধমাগধীতে সুলভ হলেও মাহারাষ্ট্রীতে বিরল, অন্যত্র দুর্লভ। মাহা, অমা পদের ভিত্তি সাধারণত -য়াম্, -য়াঃ, -য়াৎ ইত্যাদি বিভক্তি। কিন্তু শৌরসেনীতে (কচিৎ অন্যত্র) ব্যবহৃত বিধিলিঙ্ পদ -এয়ম্, -এঃ, -এৎ -আশ্রিত (তু: ম পু ১ব বট্টেজ্জাসি : বট্টে<√বর্ত্) । মৌল বিভক্তি (primary ending) অর্থাৎ লট্-বিভক্তি যোগ নতুন। অবশ্য, তার সূত্রপাত হয়েছিল প্রাচীন স্তরেই (তু: অশো সিয়াতি, নিয়া সিয়তি=সং স্যাৎ ; পা করেয়্যাসি, করেয়্য=সং কুর্য়াঃ)। নবীন বৈশিষ্ট্য হল—সম্ভাবক-বিকরণের দ্বিত্ব প্রয়োগ ; অর্থাৎ বিধিলিঙ্পদকে ক্রিয়ামূল ধ'রে আবার বিধিলিঙ্ ভাব-বিকরণ যোগ করা, যেমন—পা, প্রা করেয়, করেয়্য-, করেজ্জ- <করে (<*করেৎ তু: সং ভবেৎ)+য়, য়া। যথা—নিয়া করেয়সি, পা করেয়্যাসি, করেয়্য, প্রা করেজ্জাসি। প্রাকৃতের শেষস্তরে সম্ভাবক পদের সঙ্গে -ইজ্জ- বিকরণ -যুক্ত কর্মবাচ্যের পদ একাকার হওয়ার প্রবণতা সম্পূর্ণ হল (তু: অপ হোজ্জা, হোজ্জ (প্র পু ১ব বিধিলিঙ্) : হোজ্জই (কর্মবাচ্য) দ্র: ধাতুরূপাদর্শ—২০.৯১ঘ।

(খ) অতীতকাল (preterite) : সাধারণ প্রাকৃতে লিট্ (perfect) একেবারে লুপ্ত। আছে কেবল আদিস্তরের √অহ্, √বিদ্ ধাতু থেকে উদ্ভূত কয়েকটি পদ—তাও ব্যবহৃত হয়েছে বচন ও পুরুষ নির্বিশেষে। অনেকসময় তা' লট্মূলরূপেও প্রযুক্ত হত (তু: অশো (গি), নিয়া অহতি ; ধ, পা আহ ; পা, অমা আহু অথবা নবীন পদ আহংসু (পা, অমা) ।

পদান্ত ব্যঞ্জন লোপের ফলে সাধারণ প্রাকৃতের আদিস্তরের লঙ্ ও স্-হীন লুঙ্ (non-sigmatic) একাকার হয়ে নতুন মূল সৃষ্টি করেছে, যথা—প্র পু ১ব—পা অহু, অমা অভু<সং অভূৎ+অভবৎ, কিন্তু পদান্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হলেও স্-যুক্ত লুঙ্ (sigmatic aorist) রয়ে গেছে। লুঙ্পদ দিয়েছে নতুন ক্রিয়ামূল (হূ<√ভূ তু: অভূৎ, কাস্<√কৃ তু: অকার্ষীৎ) অথবা নতুন বিভক্তি, যেমন উ পু ১ব— -সং, -ং, (যথা—পা অগমিং<√গম্, -ইস্ -মূল ; অগমিসং, অহোসিং<√ভূ) অথবা প্র পু বহুব *-সু (পা অকংসু, অকাসুং<

√কৃ, অগমিসুং < √গম্, অহেসুং < √ভূ)। অর্ধমাগধী ও পালিতে আগম-উপসর্গও রক্ষিত হয়েছে। পালিতে আবার সংস্কৃতের মত কর্মবাচী লুঙ্ (passive aorist) দেখা যায় (যথা, নিরোধি)। লঙ্‌পদের অবশেষ (বিশেষত লঙ্‌মূল) পালি ও প্রাকৃতে মেলে কচিৎ, যেমন—একবচন : প্র পু—পা আসি, প্রা আসী<সং আসীৎ (√অস্), অমা অব্‌বৃবি<অব্রবীৎ (√ব্রূ)। ম পু—পা, প্রা আসি<সং আসীঃ। উ পু—পা আসিং, অব্রবিং। বহুবচন : প্র পু—পা আসুং, অব্রবুং। দ্র: ২০.৯১৩।

যাই হোক্ পূর্বোক্ত অতীতকাল পালি ও অর্ধমাগধীতে থাকলেও প্রাকৃতে তা' বিরল, অপভ্রংশে একেবারে লুপ্ত। এই স্তরে অতীত পদগঠনে প্রযুক্ত হত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত মূল এবং সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে √অস্/√ভূ সংযোগ (যেমন প্রা গদম্হি, আণত্তম্হি<সং গত, আজ্ঞপ্ত-+অস্মি—তু: পা ঠিতো'ম্হি, আগতো'ম্হি<সং স্থিত-, আগত+অস্মি)। এই যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রাচীনস্তরে যেমন মেলে পালি ও নিয়ায় (দ্র: ১৭.২৩।৮), তেমনি অর্বাচীন স্তরে অপভ্রংশে (যথা, অপ আরূঢোম্মি, উত্তিণ্ণোম্মি)। পালিতে ভবিষ্যৎবাচক অতীতের সংরক্ষণও দেখা যায় (নিচে দ্রষ্টব্য)।

(গ) ভবিষ্যৎ কাল (future tense) : লৃটের বিভক্তি বর্তমানের মতই, তবে স্+য়=স্য -বিকরণ যুক্ত। সং স্য, ষ্য>পা, প্রা (ই)স্স, (ই)হ—এই বিবর্তনের আলোচনা পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে (দ্র: ২০.৪০।২০)। তবে স্য>হ -পরিবর্তন বিতর্কমূলক—সং স্য>স্স>-হ- অথবা স্য>সিঅ>হি অথবা ই ইউ বিকরণ *so>-স- —যার ব্যবহার সনন্তে, স-যুক্ত লুঙে অথবা বৌদ্ধ সংস্কৃতসুলভ লৃট্‌মূলে (বৌ সং গংসামি=গমিষ্যামি)। প্রাকৃতে লৃট-এর দ্বিত্ব প্রয়োগও লক্ষণীয় (হোহিস্সামো)। ধাতুরূপাদর্শ—দ্র: ২০ ৯১।২।

লৃট্‌পদ মধ্যস্তর পর্যন্ত বজায় ছিল কিন্তু অপভ্রংশে তা' দুর্লভ। অপভ্রংশে নতুন ভবিষ্যৎ গঠিত হতে লাগল শত্রর্থক অন্ত- প্রত্যয়ান্ত মূল, বিশেষ ক'রে -তব্য প্রত্যয়ান্ত মূল। পালি ও অর্ধমাগধীতে সংস্কৃতসুলভ ভবিষ্যৎবাচক অতীতের (লৃঙ্) ব্যবহার দেখা যায় (যথা, পা অভবিস্স, অভবিস্‌সংসু<সং অভবিষ্যৎ, অভবিষ্যন্)। বলা বাহুল্য, অন্য প্রাকৃতে এর প্রয়োগ মেলে না। এ ছাড়া পালিতে সংস্কৃতের মতই লৃট্‌মূল যৌগিক

(periphrastic future, লুট্) ক্রিয়াপদ সংরক্ষিত হয়েছে (পা আগন্তাবে পুনন্তরং)।

২০.৯১ ধাতুরূপাদর্শ (conjugational patterns)[২৩]—

১ ॥ বর্তমান কালবাচক লট্ (present indicative)—

(ক) কর্তৃবাচ্য (active)—পা √লভ, প্রা √গচ্ছ=সং লভ্, গম্

একবচন : প্র পু—লভতি, গচ্ছই, শৌ গচ্ছদি, মাগ গশ্চদি। ম পু—লভসি গচ্ছসি, মাগ গশ্চসি। উ পু—লভামি, লভং, গচ্ছামি, মাগ গশ্চামি।

বহুবচন : প্র পু—লভন্তি, গচ্ছন্তি। ম পু—লভথ, মাহা, অমা গচ্ছহ, শৌ, মাগ গচ্ছধ, মাগ গশ্চধ। উ পু—লভাম, গচ্ছামো, মাগ গশ্চামো।

(খ) আত্মনেপদী (middle)—পা লভ-, প্রা রট্ট-=সং লভ্, বর্ত্।

একবচন : প্র পু—লভতে, রট্টএ। ম পু—লভসে, রট্টসে। উপু—লভে,রট্টে।

বহুবচন : প্র পু—লভন্তে, লভরে, রট্টন্তে। ম পু—[লভব্হে]। উ পু—[লভম্হে]।

(গ) লোট্ (imperative) : কর্তৃবাচ্য—

একবচন : প্র পু—লভতু, রট্টউ, শৌ, মাগ রট্টদু। ম পু—লভ, লভাহি, লভস্সু[২৪] ; রট্ট, রট্টসু, রট্টেসু, রট্টেহি, অমা রট্টাহি। উ পু—লভামি, [রট্ট(া)মু]।

বহুবচন : প্র পু—লভন্তু, রট্টন্তু। ম পু—লভথ, রট্টহ, শৌ, মাগ রট্টধ, রট্টেধ। উ পু—লভাম, অমা রট্টামো, মাহা, শৌ, মাগ রট্টম্হ, বট্টেম্হ।

(ঘ) বিধিলিঙ্ (optative) : কর্তৃবাচ্য—

ক্রিয়ামূল : পা লভ-, করেয়্য-, প্রা করেজ্জ=সং লভ-, কুর্য- (< √কৃ)।

একবচন : প্র পু—লভে, লভেয়্য, লভেয়্যাতি ; করেজ্জ(া) তু: শৌ রট্টে অমা কুর্বেজ্জা, কুজ্জা < সং কুর্যাৎ। ম পু—লভে, লভেয়্য, লভেয়্যাসি ; করেজ্জা, করেজ্জ(া)সি, -হি, করেজ্জ(া)সু, তু: শৌ রট্টে, মাহা কুণিজ্জাসু (তু: বৈ কৃণুয়াঃ)। উ পু—লভে, লভেয়্যং, লভেয়্যামি, করেজ্জামি,করেজ্জ(া), তু: শৌ রট্টে(অং)।

---

২৩ বন্ধনীভুক্ত পদগুলি প্রাচীনধর্মী বা ব্যাকরণসিদ্ধ বিরল প্রয়োগ

২৪ < লভস্ব (আত্মনে) দ্র: *Müller* : *Pāli* Grammar p. 107

বহুবচন : প্র পু—লভেয়্য়ু(ং), করেজ্জ(া) তু: শৌ রট্ঠে। ম পু—লভেথ, লভেয়্যাথ, করেজ্জ(া)হ। উ পু—লভেম, লভেমু, লভেয়্যাম ; করেজ্জাম।

২ ॥ ভবিষ্যৎ কালবাচক লৃট্, (future tense)—

কর্তৃবাচ্য (active)—পা করিস্স-, প্রা পুচ্ছিস্স-= সং করিষ্য- (√কৃ), *পৃচ্ছিস্য- (= প্রক্ষ্য- :√প্রচ্ছ্) ।

একবচন : প্র পু—করিস্সতি, শৌ পুচ্ছিস্সদি, মাহা পুচ্ছিস্সই, পুচ্ছিহিই। ম পু—করিস্সসি, পুচ্ছিস্সসি, মাহা, অমা পুচ্ছিহিসি। উ পু—করিস্সামি, করিস্সং, পুচ্ছিস্সং, অমা পুচ্ছিস্সামি, [পুচ্ছিহামি, -হিমি] ।

বহুবচন : প্র পু—করিস্সন্তি, পুচ্ছিস্সন্তি, অমা পুচ্ছিহিন্তি। ম পু—করিস্সথ, পুচ্ছিস্সধ, মাহা পুচ্ছিস্সহ। উ পু—করিস্সাম, পুচ্ছিস্সামো।

৩ ॥ অতীত কালবাচক লুঙ্ (aorist tense)—

প্রাচীনত্বের অবশেষ হিসেবে লুঙ্পদ মেলে কেবল পালি ও অর্ধমাগধী প্রাকৃতে। পালিতে লুঙ্-এর ভেদ চার রকমের, যথা—(ক) মৌল লুঙ্ (root aorist)। (খ) অ-যুক্ত লুঙ্ (*a*-aorist)। (গ) স্-যুক্ত লুঙ্ (*s*-aorist) এবং (ঘ) ইস্-যুক্ত লুঙ্ (*is*-aorist)। এদের মধ্যে প্রথমটির ব্যবহার মেলে কেবল গাথা সাহিত্যে। ইস্-যুক্ত লুঙের প্রয়োগ সবস্তরেই ব্যাপক। পালি ও অর্ধমাগধীতে আগম-উপসর্গ (augment) -যোগ বাধ্যতামূলক নয়।

উদাহরণস্বরূপ,√গম্ (অ-/ইস্-যুক্ত লুঙ্) ও √কৃ (স্-যুক্ত লুঙ্)—

একবচন : প্র পু—পা অগমা/অগমি<*অগমাৎ, *অগমীৎ ; অমা (অ)গমাসি<*(অ)গমাসীৎ। ম পু—পা অগমা/অগমি<*অগমাঃ, *অগমীঃ ; অমা (অ)গমাসি<*অগমাসীঃ। উ পু—পা অগমং/অগমিসং, অগমিং <অগমম্, অগমীম্ ; অমা (অ)গমিস্সং<অগমিষ্যম্ (লৃঙ্)।

বহুবচন : প্র পু—পা অগমুং/অগমিসুং, অগমিংসু<*অগমুঃ, *অগমিষুঃ ; অমা গমিংসু। ম পু—পা অগমথ (অগমত্থ)/অগমিথ<*অগমথ, *অগমস্ত। উ পু—পা অগমাম (অগমম্হ)/অগমিম্হ<অগমাম, *অগংস্ম, *অগমিষ্ম ; অমা গমাম্ন।

একবচন : প্র পু—পা অকাসি, অমা অকাসী, অকাসি। ম পু—পা অকাসি, অমা অকাসি। উ পু—পা অকাসিং, অমা অকরিস্‌সং (<লৃঙ্‌)।

বহুবচন : প্র পু—পা অকাসুং, অমা (অ)করিংসু, কুর্‌রিংসু। ম পু—পা অকত্থ। উ পু—পা অকম্‌হ।

২০.৯০.২ সাধিত ধাতুরূপ (secondary conjugation)—

১॥ ণিজন্ত (causative): সাধারণ প্রাকৃতে (MIA) ণিজন্ত ও নামধাতু একাকার হয়ে গেছে—যদিও প্রাচীন পদ একেবারে অসুলভ নয়। সংস্কৃতে কেবল একাক্ষরী (monosyllabic) আ-কারান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে ণিজন্ত বিকরণ -পয়- যুক্ত হত (তু· সং দা-পয়তি, মা-পয়তি)। প্রাকৃতে সব ধাতুরই ণিজন্তে, এমনকি ণিজন্তধাতুর অন্তেও এই বিকরণ যুক্ত হত। পালি ও প্রাকৃতে ণিজন্ত পদগঠনের স্বরূপ দেখান যায় এইভাবে—

(ক) -অয়->পা -অয়-, -এ-, প্রা -এ- : পা কারেতি, বড্‌ঢেতি, হাসেতি (=সং কারয়তি, বর্ধয়তি, হাসয়তি)। প্রা কারেই, হাসেই।

(খ) ধাতুর অন্ত্য -অ(া)+পয়->পা -আপে-, প্রা -অ(া)বে- : পা আণাপেতি, ঠ(া)পেতি, নিব্‌বাপেতি (=আজ্ঞাপয়তি, স্থাপয়তি, নির্বাপয়তি); শৌ, মাগ আণবেদি, অমা ঠাবেই, ঠবই, মাগ স্তাবেমি, শৌ ণিব্‌বাবেদি, বিন্নবেদি (=বিজ্ঞাপয়তি)।

পালি ও প্রাকৃতে ধাতুব অন্ত্য -আ হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতেও অবশ্য এইজাতীয় পদগঠন মেলে (তু: সং জ্ঞ(া)পয়তি, স্ন(া)পয়তি)। ক্বচিৎ আবার -বে, -এ>-ব, -অ। প্রাকৃতে, বিশেষত অপভ্রংশে এইরূপ পদগঠন বিরল নয়। সম্ভবত নামধাতুর প্রভাব অথবা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত আ>অ -ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র ধ'রেই প্রাকৃতে, এই পরিবর্তন ব্যাপক হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ—পূর্বে উদ্ধৃত শৌ আণবেদি, বিন্নবেদি ছাড়াও অমা, মাহা ঠবই (তু: পা ঠপেতি), অপ ঠ(া)বেই, করাবই, প্রা হসাবই ইত্যাদি।

(গ) সংস্কৃত -আপয়- বিকরণের প্রসার। ধাতুনির্বিশেষে এই বিকরণের ব্যবহার শুরু হল নতুন ক'রে। ক্বচিৎ লট্‌মূলেও তা' প্রযুক্ত হতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ—পা কারাপেতি, বড্‌ঢাপেতি, মারাপেতি (<*কারাপয়তি, *বর্ধাপয়তি, *মারাপয়তি=কারয়তি, বর্ধয়তি, মারয়তি)। এবং লট্‌মূল

ইচ্ছাপেতি (√ইষ্), মুঞ্চাপেতি (√মুচ্) [< ইচ্ছাপয়তি, *মুঞ্চাপয়তি]। প্রা করাবেই, কারাবেই, অমা° কারবেমি ; প্রা হসাবেই (=হাসয়তি), মাগ লিহাবেমি (*লিখাপযামি)। এবং লট্মূল : শৌ পুচ্ছাবেদি (√প্রচ্ছ্), অমা কিণাবেই (√ক্রী)।

২ ॥ নামধাতু (denominative) : সাধারণ প্রাকৃতে (MIA) ণিজন্ত ও নামধাতু একাকাব হয়ে গেছে—যদিও প্রাচীন পদের অবশেষ কিছু কিছু রযে গেছে। পালি ও প্রাকৃতে নামধাতুর গঠন হত এইভাবে—

(ক) -য়- বিকরণহীন নামমূলের নামধাতু হিসেবে ব্যবহাব। যথা—পা উস্সুক্কতি, পরিপঞ্হতি (<উৎসুক-, পরিপ্রশ্ন-)। মাহা দুক্খামি, সুহামি (<দুঃখ-, সুখ-), মাহা মিস্সই (<মিশ্র-), অমা অপ্পিণামি= *অর্পণামি (<অর্পণ)।

(খ) নামমূলের অন্ত্য -অ(া)+য়->পা -অ(া)য়/এ-, প্রা -আঅ-। যথা—পা চিবায়তি, সুখায়তি, সদ্দায়তি (<চির-, সুখ-, শব্দ) এবং পত্থয়তি/পত্থেতি, সুখেতি, গোপয়তি/গোপেতি (=প্রার্থয়-, সুখয়-, গোপয়-)। মাহা সীদলাঅদি (=শীতলায়তি), মাহা সুহাঅই, শৌ সুহাঅদি (=সুখায়তি), মাগ চিলাঅদি (=চিরায়তি)।

(গ) ণিজন্ত সুলভ -আপয়-বিকরণের সাদৃশ্যজাত ব্যবহার। যথা—পা সুখাপেতি, দুক্খাপেতি, উস্সুক্কাপেতি। মাহা সচ্চাবেই (<সত্যাপয়তি) শৌ সদ্দাবেমি (<শব্দাপয়ামি), তু: সদ্দেই (<শব্দয়তি), সীদলাবেদি মাহা সুহাবেই, শৌ সুহাবেদি (=*সুখাপয়তি) ইত্যাদি।

৩ ॥ ভাব/কর্মবাচ্য (passive voice) : কর্মবাচ্যের প্রত্যয় -য়-, ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমীভূত হয়। আত্মনেপদী বিভক্তির স্থলে পরস্মৈপদী বিভক্তিও ব্যবহৃত হয়। ফলে কর্তৃবাচ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য কেবল ক্রিয়ামূলে যথা—√যুজ্+য়+তে>পা যুয্যতি, মাহা জুজ্জই, শৌ জুজ্জদি<প্রা √যুজ্জ-। জ্জ-যুক্ত কর্মবাচ্য অংশত সম্ভাবকের (optative) সঙ্গেও মিশে গেছে। প্রাকৃতের কর্মবাচ্য গঠিত হয় এইভাবে—(১) সংস্কৃত কর্মবাচ্যের বিকরণ -য়- (সমীভূত অথবা অসমীভূত -ইয়-) : শৌরসেনী/মাগধীতে -য়- লুপ্ত আর অন্যত্র -জ্জ-<য়্য়<য়। যথা—(ক) সমীভূত -য়- : মাহা গম্মই<সং গম্যতে,

পা দিস্‌সই<সং দৃশ্যতে, পা কয়্যতি<*কয়্‌তে। (খ) অসমীভূত স্বরান্ত -য়-: মাহা দিজ্জই, শৌ দিজ্জদি, পা দীয়তি, দিয়্যতি<সং দীয়তে। (২) সরাসরি ধাতুর সঙ্গে -ঈঅ- যুক্ত (শৌ, মাগ -ঈঅ-, অন্যত্র -ইজ্জ-) যথা, মাহা গমিজ্জই, শৌ গমীঅদি<সং গম্যতে, পা করীয়তি, করিয়তি, করিয়্যতি<সং ক্রিয়তে: *কর্য্‌তে। (৩) লট্‌মূলের সঙ্গে -ঈঅ- যুক্ত: শৌ গচ্ছীঅদি, পুচ্ছীঅদি, মাহা পুচ্ছিজ্জই<*গচ্ছ্যতে, পৃচ্ছ্যতে, মাগ ইশ্চীঅদি<সং ইষ্যতে। পালিতে এই প্রবণতা প্রাকৃতের তুলনায় কম। যথা—পা গচ্ছীয়তি<গচ্ছ-<গম্‌, যুঞ্জিযতি<যুঞ্জ-<যুজ্‌। (৪) ণিজন্ত বা অন্য গৌণ মূলের সঙ্গে -ইয়/ ঈয়- -বিকরণ। যথা, পা দস্‌সিয়তি<দস্‌সেতি= দর্শ্যতে, পঞ্‌ঞাপিয়তি <পঞ্‌ঞাপেতি=প্রজ্ঞাপয়তি. প্রা কারিজ্জই, কারীঅই (মাহা) <কবিজ্জই-=*কর্য্‌তে। (৫) পালিতে (এবং অর্ধমাগধীতে) কর্মবাচী লুঙ্‌ও (passive aorist) মেলে (যথা, অভেদি, নিবোধি) প্রাচীনতার অবশেষরূপে।

পালি, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী অনুক্রমে পুচ্ছি/পুচ্ছী-<সং পৃচ্ছ্য- এই ধাতুর আদর্শরূপ দেখান যায় এইভাবে—

একবচন—প্র পু: *পৃচ্ছ্যতি>পুচ্ছীযতি, পুচ্ছিজ্জই, পুচ্ছীঅদি,-অই (সর্বত্র পুচ্ছি- বা পুচ্ছী-), ম পু: *পৃচ্ছ্যসি>পুচ্ছিয়সি, পুচ্ছিজ্জসি, পুচ্ছিঅসি উ পু· *পৃচ্ছ্যামি>পুচ্ছিয়ামি, পুচ্ছিজ্জামি, পুচ্ছিআমি।

বহুবচন—প্র পু *পৃচ্ছ্যন্তি>পুচ্ছিয়ন্তি, পুচ্ছিজ্জন্তি, পুচ্ছাঅন্তি (সর্বত্র পুচ্ছি /পুচ্ছী), ম পু: *পৃচ্ছ্যথ>পুচ্ছিয়থ, পুচ্ছিজ্জহ, পুচ্ছীঅধ, উ পু· *পৃচ্ছ্যাম(ঃ)>পুচ্ছিয়াম, পুচ্ছিজ্জামো, পুচ্ছীআমো।

৪ ॥ সনন্ত/যঙন্ত (desiderative/frequentative): সাধারণ প্রাকৃতে এদের ব্যবহার নিয়মিত নয়। পালিতেও এদের ব্যবহার স্বল্প, প্রাকৃতে স্বল্পতর। যথা—সনন্ত: পা জিগুচ্ছতি, তিকিচ্ছতি। প্রা জুগুচ্ছই, দুগুচ্ছই, তিগিচ্ছই (অমা), জুগুচ্ছেদি (শৌ), জুউচ্ছই (মাহা)=সং জুগুপ্সতে, চিকিৎসতি। যঙন্ত: পা ররকৃখতি (<ররক্ষ-), অমা লালপ্পই (<লালপ্য-)। অপভ্রংশে ধ্বন্যাত্মক শব্দের যঙন্ত ব্যবহার হল নবীন আবির্ভাব (গম্মাগম্মই "বারবার যায় আসে")।

২০.৯০.৩ অসমাপিকা পদ (non-finite forms)—

১ ॥ কৃদন্ত পদ (participle)—

(ক) শত্রর্থক (present participle) : শত্রর্থক -অন্ত্ যুক্ত পদ সাধারণ প্রাকৃতে শেষপর্যন্ত টিঁকে ছিল। আত্মনেপদীবাচক -মান- (ও *-মীন) বজায় রইল পালি ও অর্ধমাগধীতে। ন্ত্-ভাগান্ত শব্দ অ-কারান্ত শব্দে পরিণত হল—যদিও পালিতে ব্যঞ্জনান্ত ন্ত্-ভাগান্ত শব্দের অবশেষও ছিল (দ্র: ১৪.৬১।৯)। আরও পরে অপভ্রংশে (এবং পূর্বের বৌদ্ধ সংস্কৃতে) তার সঙ্গে স্বার্থিক -ক- যুক্ত হতে লাগল (অর্থাৎ -ন্ত-ক)। উদাহরণ—পা কুব্বন্ত্, কুব্বন্ত, করোন্ত্, করোন্ত, কুরুমান, কুব্বমান, কুব্বান (-আন যুক্ত পদ দুর্লভ, প্রাকৃতে আরও), আসীন ইত্যাদি। প্রা পুচ্ছন্তো (পুং), পুচ্ছন্তা (স্ত্রী), পুচ্ছন্তং (ক্লী) ; অমা পেচ্ছমাণ (<প্রেক্ষ-), আগমমাণ ; অপ হোন্তউ<*ভরন্তক।

(খ) নিষ্ঠার্থক (past passive participle) : ক্ত-প্রত্যয়ান্ত অতীতের প্রত্যয় ছিল -ত/ন, প্রাকৃতে ন-এর ব্যবহার আরও ব্যাপক ; ন-প্রত্যয়ান্ত অতীত মূল থেকে অনেক শব্দও গঠিত হতে লাগল। যথা—পা রুগ্ন, দিন্ন ; প্রা রুগ্ন (মাহা), দিন্ন=সং রুদিত, দত্ত ; পালি কত, গচ্ছিত, শৌ জাণিদ, গহিদ =সং কৃত, গত, জ্ঞাত, গৃহীত। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদগঠনে বিভিন্ন ক্রমের প্রয়োগ সম্পর্কে দ্র: ১১.১৩।৪।

(গ) কৃত্যপ্রত্যয়ার্থক (gerundive, future passive participle)—

অর্বাচীন বৈ -তব্য -জাত রূপগুলি অপভ্রংশ পর্যন্ত বজায় ছিল। অর্বাচীন অপভ্রংশ থেকে এইজাতীয় রূপগুলি ভবিষ্যৎকালবাচক হয়ে দাঁড়াল। অর্বাচীন বৈ -অনীয় ততটা ফলপ্রসূ হয় নি। -য- প্রত্যয় প্রাকৃতে লুপ্ত হল। কারণ পদান্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমীভূত হবার সম্ভাবনা এর ছিল বেশি। উদাহরণ—(১) -তব্য : পা কত্তব্ব, কাতব্ব ; শৌ, মাগ হোদব্ব, হোঅব্ব, কাদব্ব, কাঅব্ব, শৌ ভৱিদব্ব, অমা হোয়ব্ব। (২) -অনীয় : পা পূজনীয় ; শৌ পূঅণীয়। (৩) -য- : পা নেয্য, দেয্য ; প্রা কজ্জ অমা পেয্য, ভব্ব। (৪) -অনীয়+বৈ -আয্য অথবা -অনীয়>-ণিজ্জ (কর্মবাচ্যের প্রভাবে) : পা পূজনেয্য ; অমা পূয়ণিজ্জ, দংসণিজ্জ<

√দৃশ্। (৫) -তায়<-ত্ব+য় : কেবল পালি অতসিতায় (<অ-ত্রস্), জাপেতায়, ঘাতেতায়, পব্বাজেতায় (√ব্রজ) ইত্যাদি।

২ ॥ তুমর্থক অসমাপিকা (infinitive) : ঋগ্বেদ দুর্লভ -তুম্ পালি ও প্রাকৃতে মেলে ধাতু বা ক্রিয়ামূল নির্বিশেষে (পা সোতুং, পুচ্ছিতুং ; প্রা পুচ্ছিদুং, -উং, গমিদুং, -উং, গন্তুং)। বৈদিক তুমর্থক ৪র্থীর প্রয়োগ সংস্কৃতে না মিললেও পালি ও প্রাকৃতে মেলে প্রচুর। যথা, (১) -তবে/তবৈ>-তবে : পা দাতবে, গন্তবে। (২) '-তৈ>-তুয়ে : পা কাতুয়ে। (৩) বৈ -ত্বায় (তু: বৈ দৃষ্টায়)/'-ত্বায়ৈ>তায়ে : পা দক্‌খিত্তায়ে <√দৃশ, খাদিতায়ে, অমা গমিত্তয়ে, গচ্ছিত্তয়ে। (৪) আয় : পা করণায়, দস্সনায়, নি প্রা করংনএ, গচ্ছংনএ। (৫) -সে (তু: বৈ চরসে) : পা এতসে।

প্রাচীনস্তর থেকেই তুমর্থক ও ল্যবর্থক অসামাপিকার বিপর্যস্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। অপভ্রংশে তারা একেবারেই মিশে গেছে। যথা— লহিবি, লহেপ্পি(ণু)।

৩ ॥ ল্যবর্থক অসমাপিকা (gerund, absolutive) : পূর্বেই বলা হয়েছে সাধারণ প্রাকৃতের মধ্যস্তরে ও অপভ্রংশে ল্যবর্থক ও তুমর্থক প্রয়োগ প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে। সাধারণ প্রাকৃতের প্রকারভেদ হল এইগুলি— (১) সং -ত্বা (ক্রিয়ামূল অথবা গৌণমূলেও ব্যবহৃত) : পা গন্ত্বা, এত্বা, গহেত্বা, কত্বা। গৌণমূলে—কারাপেত্বা, গণ্হিত্বা=গৃহীত্বা ; অমা গন্তা, জাণিত্তা, পুচ্ছিত্তা ; শৌ, মাগ কদুঅ, গদুঅ<কৃত্বা, গত্বা। (২) ত্বান (সং ব্যাকরণে উল্লিখিত) : পা এত্বান, হনিত্বান, অমা করেত্তাণং। (৩) 'তূন (<ত্বান) : পা আপুচ্ছিতূন, নিক্‌খমিতূন ; অমা পুচ্ছিদূণ, মাহা কাউণ, গেণ্হিউণ/ঘেত্তূণ, গহেউণ, গন্তূণ, মাগ গন্তূণ, কাউণ। (৪) -তু(ম্) : পা গন্তুং, সোতুং, প্রা গন্তুং, গমিদুং, -উং, পুচ্ছিদুং, -উং। (৫) -য়- : পা, প্রা গহায়, পা গয়্হ<গ্রহ্, পা নিস্সায়, অমা নিস্সাএ=সং 'নিশ্রায়<শ্রি, শৌ করিঅ, গচ্ছিঅ, পুচ্ছিঅ, পা অঞ্ঞায়<আজ্ঞায়, প্রা গিজ্‌ঝ<গ্রহ্। (৬) বৈ -ত্বী/*ত্বীনম্ ; অপ করেপ্পি, করেপ্পি(ণু)।

উপভাষাগত বিচারে বিশেষ ব্যবহার হল—ইঅ (শৌ), -উণ (মাগ), -ত্তা, ত্তাণং (অমা), -উণ (মাহা)।

॥ পরিশিষ্ট ॥

সংস্কৃত বর্ণমালার উৎস
(Sources of Sanskrit Sounds)

ক ॥ স্বরবর্ণ (vowels)—

সং *a* =ই ইউ *a*—সং *ajraḥ* গ্রী *agros* < *agros*

ই ইউ *e*—সং *asti* গ্রী *esti* < *esti*

ই ইউ *o*—সং *aṣṭā* গ্রী *oktō* < *oḱtō*

ই ইউ *m̥*—সং *daśa* গ্রী *deka* < *deḱm̥*

ই ইউ *n̥*—সং *tataḥ* গ্রী *tatos* < *tn̥tos*

ই ইউ *r̥*—প্রাকৃতায়নের ফলে দ্র: ৯.১২ ; ১১.১১।১

সং *ā* =ই ইউ *ā*—সং *bhrātā* গ্রী *phrātēr* < *bhrātēr*

ই ইউ *ē*—সং *dadhāmi* গ্রী *tithēmi* < *-dhē-mi*

ই ইউ *ō*—সং *āśu* গ্রী *ōkus* < *ōḱus*

ই ইউ *n̥̄*—সং *jātaḥ* লা *[g]nātus* < *ĝn̥̄tos*

ই ইউ *m̥̄*—সং *agāt* গ্রী *ebē* < $eg^{w}\bar{m}t$

সং *i* =ই ইউ *i*—সং *asti* গ্রী *esti* < *esti*

ই ইউ *ə*—সং *pitā* গ্রী *patēr* < *pətēr*

ই ইউ *r̥*—প্রাকৃতায়নের ফলে দ্র: ৯.১২ ; ১১.১১।১

সং *ī* =ই ইউ *ī*—সং *pīvan* গ্রী *pī[w]on* < **pīwon*

ই ইউ *r̥̄*—সং *stīrṇaḥ* গ্রী *strōtos* লা *strātus* < **str̥̄-nos, -tos*

ই ইউ *l̥̄*—সং *dīrghaḥ* গ্রী *dolikhos* < **dl̥̄ghos*

সং *u* =ই ইউ *u*—সং *srutaḥ* গ্রী *klutos*<*k̂lutos*

ই ইউ *l̥l*—সং *puruḥ* গ্রী *polus*< *pl̥lus*

ই ইউ *r̥r*—সং *guruḥ* গ্রী *barus*<*g^wr̥rus*

ই ইউ *r̥*—প্রাকৃতায়নের ফলে দ্র: ৯.১২ ; ১১।১১।১

সং *ū* =ই ইউ *ū*—সং *dhūmaḥ* গ্রী *thūmos*< *dhūmos*

ই ইউ *r̥̄*—সং *pūrvyaḥ* গ্রী *prōtōs*< *pr̥̄-*

ই ইউ *l̥̄*—সং *mūrdhan* গ্রী *blōthros*<*ml̥̄dh-*

সং *r̥* =ই ইউ *r*—সং *śr̥ṅgaḥ* গ্রী *karnos*<*k̂rn-g-o*

ই ইউ *l̥*—সং *pr̥thuḥ* গ্রী *platus*<*pl̥thus*

সং *r̥̄* =কেবল ঋ-কারান্ত শব্দের ২য়া এবং ৬ষ্ঠীর (পুং/স্ত্রী) ও ১মা/২য়ার (ক্লী) বহুবচনে লভ্য। ই/উ -কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে এই পদগুলিতে ঋ্‌কার গঠিত হয়েছে। তু: অগ্নিভিঃ : অগ্নীন্‌ : অগ্নীনাম্‌= দাতৃভিঃ : দাতৄন্‌ : দাতৄণাম্‌ [দ্র: ১১.১১।৫]

সং *l̥* =ই ইউ *r*—সং কৢপ্ত লাতিন *corpus*, আবে *kəhrp*<*kr̥p*

সং *e* =ই ইউ *ai*—সং *edhaḥ* গ্রী *aithos*<*aidhos*

ই ইউ *ei*—সং *emi* গ্রী *eimi*<*eimi*

ই ইউ *oi*—সং *veda* গ্রী *oida*< *woida*

ই ইউ *r*—প্রাকৃতায়নের ফলে দ্র: ১১.১১।১

সং *ai* =ই ইউ *ēi*—সং *araikṣam* গ্রী *eleipsa*< *e-lēikʷsm*

ই ইউ *ōi*—সং *vr̥kāy-a* আবেস্তিক *vəhrkāi* গ্রী *lukōi*<*wl̥kʷōi-*

ই ইউ *āi*—সং *aśvāy-ai*<*ek̂wāi=ek̂wā+ai/ei* তু: গ্রী *theāi*

সং *o* =ই ইউ *au*—সং *ojaḥ* গ্রী *auksō* লা *augeo*< *auĝ-*

ই ইউ *eu*—সং *bodhāmi* গ্রী *peuthomai*< *bheudh-*

ই ইউ *ou*—সং *loka-* প্রা: লাতিন *loucom* [২য়া]<*louko-*

সং *au* =ই ইউ *ēu*—সং *dyauḥ* গ্রী *zeus*< *dyēus*

ই ইউ *ōu*—সং *gauḥ* আবেস্তিক *gāuš* গ্রী *bous*<*gʷōus*

ই ইউ *āu*—সং *nauḥ* গ্রী *nāus* লা *nāv-is*<*nāus*

খ ॥ ব্যঞ্জনবর্ণ (consonants)—

সং *k* =ই ইউ *k*
ই ইউ k^w } দ্র: পৃ: ১১-১২

সং *kh*=ই ইউ *kh*—সং *śaṅkha*- গ্রী *kogkos* (*gk*=*ṅk*)<*$\hat{k}$oṅkhos*

সং *g* =ই ইউ *g*
ই ইউ g^w } দ্র: পৃ: ১১-১২

সং *gh* =ই ইউ *gh*
ই ইউ g^wh } দ্র: পৃ: ১১-১২

সং *c* =ই ইউ *k*, k^w+*i*, *ī*, *e*—দ্র: পৃ: ১১-১২

সং *ch* =ই ইউ *s$\hat{k}$(h)*—সং *gacchati* গ্রী *baskei*<*g^wm-s$\hat{k}$-eti*

সং (c)*chid*- গ্রী *skhizō*<*s$\hat{k}$hidyō*

সং *j* =ই ইউ $\hat{g}$
ই ইউ *g*, g^w+*i*, *ī*, *e* } দ্র: পৃ: ১১-১২

সং *jh* ভারতীয় আর্যে উদ্ভূত ধ্বনি। প্রধানত মধ্য ভারতীয় আর্য অথবা আর্যেতর ভাষা থেকে অনুপ্রবিষ্ট অথবা ধ্বন্যাত্মক (onomatopoetic) শব্দজাত।

সং মূর্ধন্য বর্ণ (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্) ভারতীয় আর্যে উদ্ভূত ধ্বনি (<ই ইউ দন্ত্য বর্ণ) যথা—

সং *ṭ* =সং *vaṣṭi*<*we$\hat{k}$ti*

সং *ṭh* =সং *tiṣṭhāmi*<*stisthāmi*

সং *ḍ* =সং *nīḍa*<*nižḍa*<*ni-sd-os* (দ্র: ১১.১৩।৩)

সং *ḍh*=সং *ūḍha*<*užḍha*<*u$\hat{g}$htos/u$\hat{g}$dhos* (দ্র: ১১.১৩।৩)

সং *ṣ* =ই ইউ *i*, *u*, *e*, *o*, *ṛ*, *r*, *k*+*s* তু: আবে *š* শ্লা *ch* লিথু *š*—দ্র: সং *tiṣṭhāmi*

ই ইউ *ls*—দ্র: ৯.১১ঘ ; ১১.১১।১৩

প্রাকৃতায়নের ফলেও মূর্ধন্যবর্ণের উদ্ভব দেখা যায়। দ্র: ৮.২৬ ১১.১১।১৩

সং *t* =ই ইউ *t*—সং *tam* গ্রী *ton*<**tom*

সং *th* =ই ইউ *t(h)*—সং *pṛthu* গ্রী *plathanon, platus*<**pl̥t(h)u-*

সং *d* =ই ইউ *d*—সং *padam* গ্রী *pedon*<**pedom*

সং *dh* =ই ইউ *dh*—সং *dhūmaḥ* গ্রী *thūmos*<**dhūmos*

সং *n* =ই ইউ *n*—সং *navaḥ* গ্রী *neos*<**newos*

সং *p* =ই ইউ *p*—সং *apa* গ্রী *apo*<**apo*

সং *ph*=ই ইউ *p(h)*—সং *phalyam* গ্রী *phallon*<**pholyom*

সং *b* =ই ইউ *b* (দুর্লভ)—সং *bala* গ্রী *beltiōn*<**bel*

সং *barbara* গ্রী *barbaros*<**barbaros*

সং *bh*=ই ইউ *bh*—সং *nabhaḥ* গ্রী *nephos*<**nebhos*

সং *m*=ই ইউ *m*—সং *me* গ্রী *moi*<**moi*

সং *y* =ই ইউ *y*—সং *yugam* গ্রী *zugon*< *yugom*

সং *r* =ই ইউ *r*—সং *pra* গ্রী *pro*<**pro*

ই ইউ *l*—সং *śrutaḥ* গ্রী *klutos*<**k̂lutos*

সং *l* =ই ইউ *r*—সং *lohita, rohita* তু: *rudhira* গ্রী *eruthros*< **rudhros*

উপভাষাগত বিবর্তনজনিত আর্য **r*>*l*—দ্র: ৮.২৪

সং *v* =ই ইউ *v*—সং *veśaḥ* গ্রী *oikos*<**woik̂os*

সং *ś* =ই ইউ *k̂*—দ্র: পৃ: ১১

সং *s* =ই ইউ *s*—সং *asti* গ্রী *esti*<**esti*

সং *h* =ই ইউ *ĝh* } দ্র: পৃ ১১-১২
ই ইউ *gh*, g^wh+*i*, *ī*, *e* }

ই ইউ *dh* } প্রাকৃতায়নের ফলে (দ্র: ৮.২২ ; ১১.১১।১১)
ই ইউ *bh* }

বৈ *ḷ* =সং *ḍ*— উপভাষাগত লক্ষণ হিসেবে ; দ্র: ৮.২৩

পরিভাষা-সূচী

Ablative (case) অপাদান কারক
Ablaut স্বরক্রম, অপশ্রুতি
Absolute (locative) case ভাবে ৭মী
Absolutive দ্র: Gerund
Abstract noun ভাববাচক বিশেষ্য
Accent স্বরারোহ, -পাতন, -সঞ্চার
Accented স্বরারূঢ়, স্বরারোহী
Accentuation স্বরাঘাত
Accidence পদগঠনরীতি
Accusative (case) কর্মকারক
Acoustics শ্রুতিসংস্থান বিষয়ক
Action noun ভাববাচক বিশেষ্য (ভাববচন)
Action pure and simple সদ্যকার্যকাল
Active (voice) কর্তৃবাচ্যক, কর্তৃবাচ্য (পরস্মৈপদ)
Acute (accent) আরোহী (উদাত্ত)
Adjectival বিশেষণমূলক
Adnominal preposition নামবাচক উপসর্গ
Adverb ক্রিয়াবিশেষণ
Adverb by suffix প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবিশেষণ
Adverbial case forms ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় সুবন্তপদ (বিভক্তি-প্রতিরূপক অব্যয়)
Adverbial compound অব্যয়ীভাব সমাস [ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয়]
Adverbial gerund ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অসমাপিকা (ল্যবর্থক ণমুল্)
Adverbial particles ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অব্যয়
Adverbial preposition ক্রিয়াবাচক উপসর্গ
Affricate (sound) ঘৃষ্টধ্বনি
Agentative কারকবাচক
Agent noun কারকবাচক বিশেষ্য
Alphabet বর্ণমালা
Alveolar দন্তমূলীয়
Alveolo-palatal দন্তমূলীয় তালব্য
Amplification সম্প্রসারণ
Analogical সাদৃশ্যঘটিত, -জাত
Anaptyxis স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ

Animate (gender) সচেতন

Aorist (tense) অচিরসম্পন্ন বা সামান্য কাল (লুঙ্)

Aorist participle লুঙ্মূল কৃদন্ত,

Aorist stem লুঙ্মূল [সদ্যকার্য-কালজ্ঞাপক]

Aorist system লুঙ্-পর্যায়

Apheresis, aphesis আদিবর্ণলোপ

Apocope অন্ত্যবর্ণলোপ

Aśokan edicts অশোকানুশাসন, অশোক-লেখ

Aspect কার্যকাল, কার্যভঙ্গী

Aspirate মহাপ্রাণ

Aspiration মহাপ্রাণতা

Assimilation সমীভবন

Athematic অঙ্গবিকারী

Augment,-ed আগম-উপসর্গ (ভূতকরণ), -যুক্ত

Austric, Austro-Asiatic অস্ট্রিক [নিষাদ ভাষাগোষ্ঠী]

Auxiliary verb সহক্রিয়া, সহায়ক ক্রিয়া

B

Back formation বিষমচ্ছেদ

Back vowel পরাগত স্বর

Base নামমূল, বা শব্দমূল (প্রাতিপদিক)

Bi-labial (sound) ওষ্ঠ্যবর্ণ

Bi-labial fricative (sound) সোষ্ম ওষ্ঠ্যবর্ণ

Bi-labial spirant (sound) ওষ্ঠ্যোষ্ম [বর্ণ]

Blown-upon (sound) উপধ্মানীয় [বর্ণ]

Borrowed অনুকৃত, অনুপ্রবিষ্ট

Broad transcription ব্যাপক (বা সাধারণ) ধ্বনিলিপি

Buddhist Hybrid Sanskrit বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত

C

Cardinal vowels মৌলিক স্বরধ্বনি

Case কারক

Case attraction কারক-অনুষঙ্গ, -সাদৃশ্য

Case ending কারক-বিভক্তি (সুপ্)

Casket inscription পেটিকালিপি

Causative verb প্রেরণার্থক [বা প্রয়োজক] ক্রিয়া (ণিজন্ত)

Central vowel কেন্দ্রিক স্বর

Cerebralisation মূর্ধন্যীভবন

Change of quantity (of vowels) স্বরের মাত্রা-পরিবর্তন

Chronology, -ical কালানুক্রম, কালানুক্রমিক বা কালগত

Circumflex স্বাধীন স্বরিত, সঞ্চারী স্বরিত (কম্পস্বর)

Class dialects বর্গীয় উপভাষা
Class (of verbs) গণ, বর্গ
Classical Sanskrit ধ্রুপদী সংস্কৃত
Clause বাক্যাংশ
Clay tablets মৃন্ময় চাক্তি
Closed (vowel) সংবৃত স্বর
Cognate সগোত্রজ, সজাতীয়
Combination দ্র: Compound
Comparative তুলনামূলক
Comparative affix তুলনাত্মক প্রত্যয়
Comparative grammar তুলনামূলক ব্যাকরণ
Compensatory lengthening সম্পূরক দীর্ঘত্ব
Compound সমাস, নামসংশ্লেষ
Compound verb যৌগিক ক্রিয়া
Compounded words with specialised meaning যোগারূঢ় শব্দ
Conditional হেত্বর্থক
Conditional tense অতীতবাচক ভবিষ্যৎ, লৃট্‌মূল ভূতকাল (লৃঙ্)
Confusion (of cases) কারক-বিপর্যয়
Conjugation, -al ধাতুরূপ, -গত
Conjugational patterns ধাতুরূপাদর্শ
Conjuncts সংযুক্ত ব্যঞ্জন
Conjunction সংযোজক অব্যয়
Conjunctives সংযোজক অব্যয়
Consonant ব্যঞ্জনবর্ণ
Consonant shift ব্যঞ্জনধ্বনির বিকার বা পরিবর্তন
Consonantal stem ব্যঞ্জনান্ত শব্দ
Contamination সংমিশ্রণ
Continuous (aspect) অবিরাম কার্যকাল
Contraction of vowels স্বরসংকোচ
Copula সংযোজক [ক্রিয়া]
Critical edition প্রামাণিক সংস্করণ
Cuneiform script বাণমুখ বা কীলকাক্ষর লিপি

D

Dark *-l-* অস্পষ্ট বা মূর্ধন্য -ল্-
Dative (case) সম্প্রদানকারক
De-aspiration মহাপ্রাণহীনতা, অল্পপ্রাণতা
Declension, -al শব্দরূপ, -গত
Declensional patterns শব্দরূপাদর্শ
Declensional types শব্দরূপ-বৈচিত্র্য
Degenerated বিকৃত, অপভ্রষ্ট
Demonstrative pronoun নির্দেশক সর্বনাম
Denominative verb নামধাতু

Dental (sound) দন্ত্যবর্ণ

De-occludisation স্পর্শহীনতা, উন্মীভবন

Dependent clause আশ্রিত বাক্যাংশ

Derivative সাধিত

Desiderative (verb) ইচ্ছার্থক, বিবক্ষাবাচক ক্রিয়া (সনন্ত)

De-vocalisation, devoicing অঘোষীভবন

Dialect, -al উপভাষা, -গত, ঔপভাষিক

Dialectal area উপভাষাঞ্চল

Dialectal differences উপভাষাগত বিভেদ

Dialectal features উপভাষাগত লক্ষণ

Dialectal flexibility উপভাষাগত গ্রহণক্ষমযোগ্যতা

Diminutive ক্ষুদ্রতাবাচক

Diphthong যৌগিকস্বর

Direct case মুখ্য কারক

Direct speech প্রত্যক্ষভাষণ

Dissimilation বিষমীভবন

Dissyllabic দ্ব্যক্ষরী

Double Consonant যুগ্মব্যঞ্জন

Double crasis সন্ধির দ্বিত্ব প্রয়োগ

Dravidian দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী

Dual দ্বিবচন

Durative (aspect) অবিরাম কার্যকাল

E

Early MIA সাধারণ প্রাকৃতের আদিস্তর

Elimination অবলুপ্তি

Elision লোপ

Emphasizing particle নিশ্চয়ার্থক স্বরনিপাত

Enclitic আশ্রিত পদ, স্বরনিপাত

Enclitic pronoun আশ্রিত সর্বনাম-মূল

Endings বিভক্তি

Epenthesis অপিনিহিতি

Epigram প্রবচন

Etymological ব্যুৎপত্তিগত (নিরুক্ত)

Etymology ব্যুৎপত্তি (নিরুক্তি)

Euphonic combination সন্ধি

Expletive particle পাদপূরণার্থ অব্যয়

Extension of meaning অর্থ-সম্প্রসারণ

External hiatus বহির্গত স্বর-সংযোগ

F

Falling tone অবরোহী (স্বরিত)

Feminine (gender) স্ত্রীলিঙ্গ

Final member (of compound) সমাসান্ত অঙ্গ (উত্তরপদ)

First aorist দ্র: sigmatic aorist

Flapped (consonant) তাড়িত ব্যঞ্জন

Flexion বিভক্তি

Folk etymology লোকনিরুক্তি

Form গঠন

Formation of declinable stem নামগঠন

Formative suffixes প্রত্যয় বিচার, নাম-বিশ্লেষ

Formulated সূত্রবদ্ধ

Frequency প্রয়োগ-বাহুল্য

Frequentative (verb) পুনরুক্তি-বাচক বা আতিশয্যবাচক ক্রিয়া (যঙন্ত)

Fricative (sound) সোষ্ম ধ্বনি

Front (vowel) পুরোগত স্বর

Function স্বভাব, আচরণ

Future participle ভবিষ্যৎবাচক কৃদন্ত বিশেষণ

Future participle (active/middle) ল্‌ট্‌মূল কৃদন্ত (স্যতৃ/স্যমান)

Future participle passive ল্‌ট্‌-মূল কৃদন্ত (কৃত্য)

Future stem ল্‌ট্‌মূল (উত্তরকাল জ্ঞাপক)

Future system ল্‌ট্‌-পর্যায়

Future tense ভবিষ্যৎকাল (ল্‌ট্‌)

G

Gemination of consonant ব্যঞ্জনদ্বিত্ব

Gender লিঙ্গ

Genealogical classification গোত্রবিভাগ

Genitive (case) সম্বন্ধপদ

Gerund লাবর্থক অসমাপিকা, -কৃদন্ত অব্যয় (ক্ত্বাচ্‌/ল্যপ্‌)

Gerundive দ্র: Future participle passive

Glide শ্রুতি

Glidic মাড়সুলভ

Glottal (sound) কণ্ঠনালীয় ধ্বনি

Glottal spirant (sound) সোষ্ম কণ্ঠনালীয় ধ্বনি

Governed নিগৃহীত, নিয়ন্ত্রিত

Governing compound পূর্বপদ-প্রধান বহুব্রীহি, নিয়ন্ত্রিতোত্তর পদ সমাস

Gradation, Grade ক্রম

Grammar ব্যাকরণ

Grammatical function ব্যাকরণ-গত আচরণ

Graphic forms বর্ণবিন্যাস

Graphical লিপিবিধিজনিত

Grave দ্র: Falling tone.

H

Half closed (vowel) অর্ধসংবৃত স্বর

Half open (vowel) অর্ধবিবৃত স্বর

Haplology সমাক্ষরলোপ

Hard palate তালুর কঠিনাংশ

Heteroclisis শব্দমূল-বিপর্যয়

Heteroclitic *r/n* যুগ্মমূল র্/ন্

Heteroclitic base বিপর্যস্ত মূল

Hiatus স্বরসংযোগ

High-falling tone দ্র: Circumflex

High mid (vowel) অর্ধোন্নত স্বর

High vowel উন্নতস্বর

Higher Language উচ্চকোটির ভাষা

Hochsprache সাধুভাষা

Homonym সমরূপ শব্দ

Homo-organic (sound) সবর্গীয়, সমধর্মী

Hyper-Sanskritisation সংস্কৃতায়ন

Hypothetical অনুমানসিদ্ধ

I

Idiomatic রীতিসিদ্ধ, প্রথাসিদ্ধ

IE=Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয়

I Ir=Indo-Iranian ইন্দো-ইরাণীয়

Imperative (mood) অনুজ্ঞা (লোট্)

Imperfect (tense) অসম্পন্ন কাল (লঙ্)

Imperfective অসম্পন্ন

Improper Subjunctive দ্র. Injunctive

Inanimate (gender) অচেতন

Inchoative (aspect) সূচিত ভঙ্গী

Indeclinable অব্যয় ও অব্যয়স্থানীয় পদ

Indeclinable participle দ্র: Gerund

Indefinite অনির্দেশক

Indicative (mood) নির্দেশক (লট্)

Infection (of vowel) স্বরসংক্রমণ, অপিনিহিতি

Infinitive তুমর্থক [কৃদন্ত] নামপদ, তুমর্থক অসমাপিকা

Infinitive (verb) অসমাপিকা ক্রিয়া

Inflexional প্রাত্যয়িক

Injunctive (mood) নির্বন্ধ (লেট্-বিকার)

Innovation নবীন প্রবর্তন

Inscription প্রত্নলেখ, লেখ

Insertion of glide শ্রুতি-আগম

Instantaneous (action, aspect) সদ্যকার্যকাল

Instrumental (case) করণ-কারক

Intensive দ্র: Frequentative
Intensive stem যঙন্তমূল
Internal পদমধ্যগত
Internal hiatus অন্তর্গত স্বরসংযোগ
Interrogative pronoun প্রশ্নবোধক সর্বনাম
Intervocal,-ic স্বরমধ্যগত
IPS=International Phonetic Script আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি
Iterative পুনরুক্তিবাচক
Iterative compound আম্রেড়িত সমাস

K

Kind of action or state দ্র: Aspeet
Kunstsprache শিষ্ট ভাষা

L

Labio-dental (sound) দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি
Labio-velar (sound) কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি
Language ভাষা
Language families ভাষা-পরিবার
Late অন্ত্য
Late MIA সাধারণ প্রাকৃতের অন্ত্য পর্ব
Lateral (sound) পার্শ্বিক ধ্বনি
Law of mora মাত্রাপরিবর্তন-সূত্র
Lax (vowel) শিথিল
Lengthened grade বৃদ্ধিক্রম, বর্ধিত ক্রম
Level (tone) স্থায়ী (অনুদাত্ত)
Linguistic palaentology ভাষাগত বা ভাষাতাত্ত্বিক প্রত্নবিদ্যা
Literary Prākrits সাহিত্যিক প্রাকৃত
Literatursprache সাহিত্যিক ভাষা
Local dialects আঞ্চলিক উপভাষা
Locative (case) অধিকরণকারক
Long by nature স্বভাবজ দীর্ঘ
Long by position অবস্থানজনিত দীর্ঘ
Loss of consonant ব্যঞ্জনলোপ
Low (vowel) আনত স্বর
Low mid (vowel) অর্ধানত স্বর

M

Manner of articulation উচ্চারণ-প্রকৃতি
Medio-passive (voice) কর্মকর্তৃ-বাচ্য (আত্মনেপদী)
Metaphor রূপক
Metathesis বর্ণবিপর্যয়
Metrical features ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
Metrics ছন্দঃ
MIA=Middle Indo-Aryan মধ্য-

ভারতীয় আর্য বা সাধারণ প্রাকৃত
Middle (voice) দ্র: Medio-passive
Modal sign ভাব-বিকরণ
Monophthong একস্বর
Monophthongisation যৌগিক স্বরের একস্বরে পরিণতি
Monosyllabic একাক্ষরী
Mood ভাব, বৃত্তি
Morphological রূপগত
Morphology রূপতত্ত্ব, গঠনবিচার
Musical সুরসঞ্চারী
Musical accent স্বরসঞ্চার, স্বরবৃত্তি
Mutual assimilation অন্যোন্য সমীভবন

N

Narration আখ্যান
Narrative আখ্যানমূলক
Narrow transcription সংকীর্ণ ধ্বনিলিপি
Nasal (sound) নাসিক্যবর্ণ
Nasal conjunct নাসিক্যধ্বনি-যুক্ত ব্যঞ্জন
Nasalisation আনুনাসিকতা
Nasalised (vowel) আনুনাসিক স্বর
Natural pairs স্বাভাবিক যুগ্মশব্দ, স্বভাবজ যুগ্মধারণাবাচক
Negative নঞর্থক
NIA = New Indo-Aryan নব্য ভারতীয় আর্য
Nominal নামমূলক, নামবাচক
Nominal stem দ্র: Base
Nominative (case) কর্তৃকারক
Non-aspirate অল্পপ্রাণ
Non-finite forms অসমাপিকা পদ
Non-sigmatic aorist স্-হীন লুঙ্
Normal grade গুণক্রম, গুণিতক্রম
Noun নাম, বিশেষ্য
Number বচন
Numerals সংখ্যাবাচক শব্দ

O

Objective genitive কর্মণি ৬ষ্ঠী
Oblique case তির্যক্ বা অনুক্ত কারক
Occlusive (sound) স্পৃষ্ট ধ্বনি
OIA = Old Indo-Aryan প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সাধারণ সংস্কৃত
Open (vowel) বিবৃত স্বর
Optative (mood) সম্ভাবক (বিধিলিঙ্)
Optional ঐচ্ছিক
Orthographical লিপিবিধিজনিত
Orthography লিপিবিধি, সিদ্ধ বর্ণলিপি
Oxytonous শব্দমূলান্ত স্বরসঞ্চার

P

Palatal তালব্য

Palatalisation তালব্যীভবন

Palate তালু

Parenthetical (use) অনন্বিত প্রয়োগ

Participles কৃদন্ত বিশেষণ পদ

Particle নিপাত, অব্যয়

Passive aorist কর্মবাচী লুঙ্

Passive voice কর্মবাচ্য

Past participle passive অতীত -বাচক কৃদন্ত বিশেষণ (নিষ্ঠা)

Past tense অতীতকাল

Perfect (tense) সম্পন্নকাল (লিট্)

Perfective (aspect) সম্পন্ন বা সিদ্ধকার্যকাল

Perfect participle (active/ middle) লিট্‌মূল কৃদন্ত (ক্বসু/ কানচ্)

Perfect stem লিট্‌মূল [সম্পন্ন -কার্যকালজ্ঞাপক]

Perfect system লিট্-পর্যায়

Periphrastic বহুপদিক, যৌগিক

Periphrastic future যৌগিক ভবিষ্যৎ (লুট্)

Periphrastic perfect যৌগিক লিট্

Personal pronoun পুরুষবাচক সর্বনাম

Phonetic changes ধ্বনিগত পরিবর্তন

Phonetic law ধ্বনিসূত্র

Phonetics ধ্বনিবিজ্ঞান, উচ্চারণতত্ত্ব (শিক্ষা)

Phonetic value ধ্বনিমান

Phonetic variant ধ্বনিগত বিকল্প

Phonological ধ্বনিগত

Phrase বাক্যাংশ

Pitch accent দ্র: Musical accent

Pluperfect ভূতার্থক বা সংভূত লিট্

Plural বহুবচন

Point of articulation উচ্চারণ-স্থান

Polysyllabic অনেকাক্ষরী

Popular speech কথ্য বা লোকাশ্রয়ী ভাষা (দেশী, দেশীয়)

Position স্থান

Positive অস্ত্যর্থক

Possessive adjective আধিকারিক বিশেষণ

Possessive pronoun অধিকার-বাচক সর্বনাম

Possessive suffix অধিকারবাচক প্রত্যয়

Postposition অনুসর্গ

Postpositional affix অনুসর্গস্থানীয় প্রত্যয়

Potential participle দ্র: Future participle passive

Prakritisation প্রাকৃতায়ন

Precative আশীর্লিঙ্, লোঙ্

Predicative nominative বিধেয়-কর্তৃকারক

Preposition উপসগ, উপপদ

Prepositional compound অব্যয়ী-ভাব সমাস [বিশেষণস্থানীয়]

Present participle (active/middle) শত্রর্থক, লট্‌মূল কৃদন্ত (শতৃ/শানচ্)

Present stem লট্‌মূল [অবিরাম কার্যকালজ্ঞাপক]

Present system লট্‌-পর্যায়

Present tense বর্তমানকাল (লট্)

Preterite দ্র: Past tenses ভূত বা পরোক্ষকাল

Preterite of the future দ্র: Conditional tense

Primary ending মৌল বিভক্তি

Primary Prākrit প্রাথমিক প্রাকৃত

Primary suffix কৃৎপ্রত্যয়

Primitive Indo-European আদিম বা মূল ইন্দো-ইউরোপীয়

Prior member (of compound) প্রথম অঙ্গ (পূর্বপদ)

Principal clause প্রধান বাক্যাংশ

Progressive assimilation প্রগত সমীভবন

Prolongation প্রলম্বন

Prominent (sound) স্পষ্ট

Pronominal adjective সর্বনাম-বিশেষণ

Pronominal stem সর্বনামমূল

Pronoun সর্বনাম

Prosody ছন্দঃনিয়ম

Prothesis • বর্ণাগম

Q

Qualitative change স্বরূপগত পরিবর্তন

Quality গুণগত ধর্ম

Quality of vowel স্বরের স্বরূপ

Quantity মাত্রাগত ধর্ম

R

Radical মৌলিক, সিদ্ধ

Radical stem দ্র. Root noun

Reconstruction পুনর্গঠন

Reduced grade দ্র: Weak grade

Reduced weak grade ক্ষীণতম ক্রম

Reduplicated aorist অভ্যস্ত লুঙ্‌মূল

Reduplication অভ্যাস

Reflexive আত্মকর্মক

Regressive assimilation পরাগত সমীভবন

Relative, -ival সম্বন্ধবাচক

Relative pronoun সম্বন্ধবাচক সর্বনাম

Removal of hiatus by crasis স্বরসন্ধির দ্বিত্বপ্রয়োগ

Retracted (vowel) প্রসৃত স্বর

Retroflex (sound) মূর্ধন্যবর্ণ

Rhotacism র-কারীভবন

Rhythmic lengthening ছন্দোমূলক দীর্ঘীকরণ

Rising (tone) আরোহী (উদাত্ত)

Rising-falling (tone) অবরোহী (স্বরিত)

Root ধাতু

Root aorist মৌল লুঙ্, ধাতু লুঙ্

Root determinative বিকরণ

Root extension প্রত্যয়ক (উপজন)

Root noun ধাতুমূল নাম, ধাতুনাম (ভাববচন)

Root+Root - determinative ক্রিয়ামূল (অঙ্গ)

Rounded (vowel) কুঞ্চিত, আবৃত্ত স্বর

S

Sanskritisation সংস্কৃতায়ন

Schwa অতিহ্রস্ব স্বর

Second aorist দ্র: Simple aorist

Secondary conjugation সাধিত ধাতুরূপ

Secondary ending গৌণ বিভক্তি

Secondary Prākrit মধ্য প্রাকৃত

Secondary root সাধিত ধাতু

Secondary suffix তদ্ধিত প্রত্যয়

Semantic শব্দার্থ

Semantic change শব্দার্থ পরিবর্তন

Semantics শব্দার্থতত্ত্ব

Semi-vowel অর্ধস্বর (অন্তঃস্থ বর্ণ)

Shift of accent স্বরের স্থান-পরিবর্তন

Sibilant শিশ্-ধ্বনি, শিশ্-উষ্ম

Sibilant aorist শিশ্‌মূল লুঙ্, শিশ্‌লুঙ্

Sibilation সীৎকার

Sigmatic aorist দ্র: Sibilant aorist

Simile উপমা

Simple aorist সরল লুঙ্

Simplex (of stem) মৌল বা সরল ক্রিয়ামূল

Single একক

Singular একবচন

Sino-Tibetan ভোট-চিনীয়, [কিরাত ভাষাগোষ্ঠী]
Soft palate তালুর কোমলাংশ
Solecism ব্যকরণদুষ্টতা
Sonant অর্ধব্যঞ্জন
Sound ধ্বনি, বর্ণ
Source উৎস
Spirant (sound) উষ্মবর্ণ
Spirantisation উষ্মীভবন
Spoken Sanskrit কথ্য বা জানপদ সংস্কৃত
Spontaneous স্বতঃস্ফূর্ত
Spontaneous cerebralisation স্বতোমূর্ধন্যীভবন
Spontaneous nasalisation স্বতোনাসিক্যীভবন
Sporadic exceptions বিক্ষিপ্ত ব্যবহার ও ব্যতিক্রম
Spread দ্র: Retracted
Standard আদর্শ
Standardisation স্থির পরিমিত আদর্শ
Standardsprache আদর্শভাষা
Stem মূল
Stem-affix বিকরণ
Stereotyped স্থিরীভূত, রীতিসিদ্ধ
Stress Accent শ্বাসাঘাত
Stressed শ্বাসাহত, শ্বাসস্পৃষ্ট
Strong grade দ্র: Normal grade
Subjunctive (mood) অভিপ্রায় (লেট্)
Sub-ordinate clause আশ্রিত বা অপ্রধান বাক্যাংশ
Sub-stages উপস্তর
Suffix প্রত্যয়
Syllable অক্ষর
Syllabic syncopation দ্র: Haplology
Synchronic distribution of Diachronistic (features) ক্রমবিবর্তিত ভাষার সমকালীন বিন্যাস
Syncopation মধ্যবর্ণলোপ
Syntax বাক্যরীতি, পদপ্রকরণ, পদক্রম
System পর্যায়

T

Tap আঘাত
Teeth-ridge দন্তমূল
Tense কাল
Terminative (aspect) সম্পন্নভঙ্গী
Tertiary Prākrit অন্ত্য বা তৃতীয় স্তরের প্রাকৃত
Thema ক্রিয়ামূলান্ত -অ-
Thematic অবিকরণী অঙ্গ, অন্ত্য -অ- -গণীয়

Thematic alternant অঙ্গবিকার

Tongue-root (sound) জিহ্বামূলীয়

Transcription ধ্বনিলিপি, প্রতিবর্ণীকরণ

Transference of class গণ-পরিবর্তন

Transference of stem শব্দমূল-পরিবর্তন

Transitional stage ক্রান্তিপর্ব

Transliteration বর্ণ-প্রতিলিপি

Trilled (sound) কম্পিত

Trisyllabic ত্র্যক্ষরী

U

Umlaut অভিশ্রুতি

Unaccented স্বরবৃত্তিহীন

Unconditional স্বনির্ভর, কারণ-নিরপেক্ষ

Union-vowel সংযোজক স্বর

Unreduplicated perfect অভ্যাস-হীন লিট্

Unrounded (vowel) অকুঞ্চিত, অনাবৃত্ত স্বর

Unstressed দুর্বল

Unvoiced অঘোষ

V

Velar (sound) কণ্ঠ্য, পশ্চাৎ-কণ্ঠ্য

Velar spirant (sound) কণ্ঠোষ্ম

Verb ক্রিয়াপদ, আখ্যাত

Verbal ক্রিয়ামূলক, তিঙন্তমূলক

Verbal adjective দ্র: Participle

Verbal ending ক্রিয়াবিভক্তি (তিঙ্)

Verbal noun ক্রিয়াবাচক নাম (ভাববচন)

Verbal prefix ক্রিয়াবাচক উপসর্গ

Verbal stem ক্রিয়ামূল

Verbal Substantive দ্র: Infinitive

Verbal system ক্রিয়া-পর্যায়

Vernacular জানপদ ভাষা, লোক-ভাষা (দেশী)

Vocabulary শব্দভাণ্ডার

Vocalic liquid দ্র: Sonant

Vocalisation ঘোষবত্তা, ঘোষীভবন

Vocalism স্বরধর্ম

Vocative (case) সম্বোধন পদ

Voice বাচ্য

Voiced ঘোষ

Voiceless অঘোষ

Voicing দ্র: Vocalisation

Vowel স্বরবর্ণ

Vowel alternation দ্র: Ablaut

Vowel assimilation স্বরসাম্য, -সমীভবন

Vowel grade দ্র: Ablaut

Vowel harmony স্বরসংগতি

Vowel in contact স্বরসংযোগ

V

Vowel stem স্বরান্ত শব্দ

Vulgarism ইতরজনোচিত প্রয়োগ, গ্রাম্যতাদুষ্ট

W

Weakening হ্রস্বীভবন

Weak grade ক্ষীণক্রম, ক্ষয়িতক্রম

Word order পদক্রম

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১৯	আবা/বয়	আব্রা/ব্রয়
৭৫	২১	স্বরমধ্যগত একক	পদমধ্যগত
৭৬	৯	সুবে……সুবো	সূরে · …সূরো
৮৪	১৩, ১৪	পদমধ্যগত	স্বরমধ্যগত
১০৮	২২-২৩	স্ববমধ্যগত একক intervocalic single	পদমধ্যগত… internal
১১৩	১৩	আয়্ুংষি	আয়ুংষি
১২৮	১৫	-তরন্ত্	-ৱন্ত্
১৩২	১২	সম্ভাবকের	অনুজ্ঞার
১৩৩ শেষস্তম্ভে	৪	গচ্ছাসি	গচ্ছসি
১৪৬	১৫	ক্বসু/কানচ্	স্যতৃ/স্যমান
১৭২	৯	সুরে সুরো	সূরে…সূরো
২১২	১	পদমধ্যগত একক… intervocal single	পদমধ্যগত… internal
২৩৭	২২	কষ্ঠ্যোষ্ঠ্য	কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য
৩১১	২	১৪.৬০	১৬.৬০